ক্লিওপেট্রা

প্রিলাং

25.06.15

এইচ, রাইডার হ্যাগার্ডের

ক্লিওপেট্রা

মোহাম্মদ নূরুদ্দিন

অনূদিত

পরিবেশক :

আহমদ পাবলিশিং হাউস

৭, জিন্দাবাহার, ১ম লেন

ঢাকা—১

প্রকাশক :
মোছাম্মৎ রাবেয়া খাতুন
বই মঞ্চ
ঢাকা—১

প্রকাশকাল :
প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮২

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
সুনিল বরণ পাল

প্রচ্ছদ মুদ্রণে :
দি বিক্রমপুর আর্ট প্রেস
৬৯, লাল চাঁদ মকিম লেন, ঢাকা

মুদ্রণে :
আদর্শ মুদ্রায়ণ, ৯/১০ নন্দলাল দত্ত লেন
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা—১

মূল্য :
শোভন : বায়ান্ন টাকা
সুলভ : চল্লিশ টাকা

আমার কথা

এইচ. রাইডার হ্যাগার্ডের 'ক্লিওপেট্রা' (Cleopatra) বই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি উপন্যাস। এ রকম একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস যে এতদিন বাংলায় অনূদিত হয়নি এটাই প্রথমে আমার কাছে অবিশ্বাস্য লেগেছিল। সেই বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'ক্লিওপেট্রা'র বাংলারূপ যে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে আদর পাবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে যেমনি এদেশে নানা রসালো কাহিনী উপাখ্যানের মত ছড়িয়ে আছে, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও নানা মুখরোচক ও রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়। বিভিন্ন লেখক ও কবি বিভিন্ন ভাবে সেসব কাহিনী লিখেছেন। এমন কি, সেক্সপিয়ারও ক্লিওপেট্রা ও এন্টনীর প্রেমের কাহিনী নাট্যাকারে লিখেছেন। সবার লেখায়ই দেখানো হয়েছে যে সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা ছিলেন এক প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা, আর সে শিখায় আত্মাহুতি দিয়েছেন তৎকালীন বহু রাজ-রাজারা, এমন কি অর্ধবিশ্বের অধিপতি জুলিয়াস সিজার ও মার্ক এন্টনী পর্যন্ত।

অগ্রকথা

বর্তমান কাহিনীর সময়কাল খৃস্ট-পূর্ব ৫১ থেকে ৩০ পর্যন্ত। এই সময়ে ক্লিওপেট্রা ছিলেন মিশরের সম্রাজ্ঞী। তিনি ছিলেন একাদশ টলেমীর কন্যা। টলেমী ছিল মেসিডোনিয়ান। রোমান সাম্রাজ্যের পৃষ্টপোষকতায় মেসিডোনিয়ানরা মিশর শাসন করতো।

কাহিনীর নায়ক 'হারমাসিস' পরাধীন মিশরের রাজ-বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী। মিশরের সর্বোচ্চ উপাসনালয় 'সেথি'র প্রধান পুরোহিত আমেনেমহাটের পুত্র।

দেশ প্রেমিক মিশরীয়রা গোপনে হারমাসিসকে দেশের সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত ক'রে তাঁকে কেন্দ্র ক'রে মুক্তি-সংগ্রাম গড়ে তোলে। হারমাসিস কৌশলে ক্লিওপেট্রার দরবারে রাজ-জ্যোতিষ হিসেবে স্থান ক'রে নেন ও মেসিডোনিয়ানদের উৎখাত ক'রে মিশর মুক্ত করার জন্য গোপনে কাজ করতে থাকেন। কিন্তু চরম লক্ষ্যে পেঁছার আগেই তিনি ক্লিওপেট্রার রূপের ফাঁদে পড়েন। কিন্তু ভিলেন হিসেবে এন্টনীর আবির্ভাব ঘটনার গতি পাল্টিয়ে দেয়।

ক্লিওপেট্রা, এন্টনী ও হারমাসিসের অন্তিম পরিণতিতে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় 'উপক্রমণিকা' মতে বর্তমান কাহিনীটি নায়ক হারমাসিসের নিজ হাতের লেখা। তিনি জীবনের অন্তিম মুহূর্তে খুব তাড়াহুড়ার সাথে প্রাচীন মিশরীয় অমার্জিত সাংকেতাক্ষরীয় ভাষায় প্যাপিরাসপত্রে তাঁর জীবন কাহিনী

লেখেন। কিন্তু তা' শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তাঁর নিজেরই অন্তিম পরিণতি ঘটে। প্রায় ১৭০০ বছর পরে এই পাপিরাস-পত্রগুলি কিভাবে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে অনূদিত হ'য়ে ইংরেজী উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ উপক্রমণিকায় বর্ণিত হয়েছে।

মূল বইটি মোট তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড কাহিনীর নায়কের জন্ম, শিক্ষালাভ ইত্যাদি ঘটনায় পূর্ণ। এটি বর্ণনা-বহুল, আর এই বর্ণনার অবতারণাও বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ প্রাচীন মিশরের সামাজিক আচার, ধর্মীয় রহস্যবহুল বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদির বিশদ বর্ণনা ছাড়া পাঠকদের মানস পটে সেই দু'হাজার বছর আগের ছবি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। এই রহস্যভরা অংশের ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। কিন্তু পাঠকদের মধ্যে যাঁরা শুধু ক্লিওপেট্রার রোমান্টিক কাহিনীই পড়তে চান, তাঁরা প্রথম খণ্ডটির পাতা উল্টিয়ে দ্বিতীয় খণ্ড থেকে পড়তে পারেন।

বইটির সঙ্গীতাংশ ছন্দায়িত ক'রে দিয়ে জনাব রুহুল আমিন আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁকে ও আমার শুভানুধ্যায়ীদেরকে বহুবিধ সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

মূল বই Cleopatra-এর বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশনার ক্ষমতা বাংলাদেশের জন্য একচ্ছত্রভাবে আমাকে দেওয়ায় আমি সশ্রদ্ধভাবে হ্যাগার্ড এস্টেটের তত্ত্বাবধায়কদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ ইং — মোহাম্মদ নূরুদ্দিন

পটভূমি

লিবিয়ার আবিদুস শহর। পশ্চাতে ফাঁকা ও জনশূন্য পর্বতশ্রেণী। জনশ্রুতি— এখানেই ওসিরিসকে সমাহিত করা হয়েছিল। সম্প্রতি এখানে এরকম একটি সমাধিও খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। উহার অভ্যন্তরে বহু জিনিসের সঙ্গে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ কিছু পাপিরাস ছালও গুটানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।

এই সমাধিটির বিস্তৃতি বিশাল আর উহার স্তম্ভফলকটির গভীরতাও লক্ষণীয়। স্তম্ভটি পাথর কেটে খাড়াভাবে গর্ত করে তৈরী করা হয়েছে। এই গর্তে কোনও কালে সমাধিস্থদের আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবেরা জমায়েত হয়ে নিম্নে প্রোথিত শবাধারগুলির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতো। গর্তটির গভীরতা ৮৯ ফুটের কম হবে না।

উক্ত ফলকের পাদদেশে অবস্থিত কক্ষে তিনটি মাত্র শবাধার পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য কক্ষটির আয়তন এত বিশাল যে সেখানে আরও বহু শবাধার রাখা যেত। এই শবাধারের মধ্যে দু'টিতে সম্ভবতঃ এই কাহিনীর নায়ক হারমাসিসের পিতা আমেনেমহাট ও মাতার মৃতদেহ রাখা হয়েছিল। আমেনেমহাট ছিলেন ঐ দেশের প্রধান পুরোহিত।

কয়েকজন আরব এই শবাধারগুলির খোঁজ পেয়ে বোকার মত উহা খুলে অভ্যন্তরস্থ মমিগুলি ভেঙ্গে ফেলে। অপবিত্র হাতে নির্লজ্জের মত তারা আমেনেমহাটের মত পুণ্যাত্মার মমি ভেঙ্গে ফেলে। এমনকি, ধনরত্নের খোঁজে তাঁরা হারমাসিসের মায়ের মমিও ভেঙ্গে উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। উপরিউল্লিখিত পাপিরাসে লিখিত আছে যে হারমাসিসের মা এতই পুণ্যাত্মা ছিলেন যে তাঁর নশ্বর দেহে মিশরীয় ভাগ্যদেবী হ্যাথরদের আত্মার সংযোজন ঘটেছিল।

প্রাচীনকালে মিশরীয় ধনীদের মৃতদেহ মমি ক'রে তাদের ধনরত্ন ও মূল্যবান অলঙ্কারাদি সহ ঐসব মমি শবাধারে রাখা হ'ত। তাই দরিদ্র মিশরবাসীরা প্রাচীনকালের ধনীদের সমাধিতে তাদের জীবিকা খুঁজে বেড়াত। এমনকি মমির হাড়গুলিও বাদ দেওয়া হত না। যে কোনও প্রত্নতত্ত্বজ্ঞানহীন ভ্রমণকারীর কাছে মাত্র কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্তে এসব বিক্রয় প্রচলন ছিল।

কিছুদিন পরে এই লেখকের পরিচিত এক ডাক্তার নীলনদ পার হ'য়ে

আবিদুস শহরে উপস্থিত হন। ঘটনাক্রমে তাঁর সাথে উপরোক্ত আরবদের পরিচয় হয়। তারা ডাক্তারকে ঐ সমাধির রহস্য ব্যক্ত ক'রে বলে যে তখনও সেখানে একটি শবাধার অক্ষতভাবে সমাধিস্থ অবস্থায় আছে। ঐ শবাধারটি কোনও গরীব লোকের মনে হওয়ায় এবং তাদের হাতে সময় কম থাকায় তারা ঐ শবাধারটি তখন পর্যন্ত ভাঙ্গে নাই।

এই প্রাচীন সমাধির লুক্কায়িত রহস্য উদঘাটনের জন্য আমার বন্ধু ডাক্তারের বিশেষ কৌতুহল জাগে। তাই তিনি উক্ত আরবদেরে ঘুষ দিয়ে প্রলুব্ধ করেন। ফলে যে শবাধারটি তখনও পর্যন্ত কেহ অপবিত্র করে নাই তা ডাক্তারকে দেখাতে তারা রাজী হয়। পরে যা কিছু ঘটেছিল তা আমার বন্ধু আমায় লিখে জানান। সে সব কথা তাঁর নিজ ভাষায় নিম্নে দেওয়া হচ্ছে ঃ

'সেতি' নামক এক মন্দিরের কাছে সেই রাত কাটিয়ে ভোর না হতেই আবার যাত্রা করলাম। আলী নামক ইতর ধরনের একটি লোক ও তার দলের বাছাই করা কয়েকটি চোর আমার সঙ্গে ছিল। আলীর চোখের মণি দুটি ঠিক যেন তার নাকের সাথে সংযুক্ত ছিল। ফলে তাকে অদ্ভুত দেখাত। ওকে আমি অবশ্য 'আলী বাবা' বলে ডাকতাম। তার কাছ থেকে পাওয়া একটি প্রাচীন আংটি এই পত্রের সাথে তোমাকে পাঠাচ্ছি।

সূর্যোদয়ের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা সেই নির্জনস্থানে পেঁছলাম। স্থানটি সম্পূর্ণ ফাঁকা। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ডগুলি রোদের প্রচণ্ড তাপে এত উত্তপ্ত হয়েছিল যে সেগুলো স্পর্শ করাই যায় না। পথিকের পা দগ্ধ হয়ে যায়। সমাধিটি সেখানেই অবস্থিত বলে আলী সেখানে থামল। আমরা গাধার পৃষ্ঠ হ'তে নেমে গাধাগুলি একটি বালকের তত্ত্বাবধানে রেখে পাথরটির কাছে গেলাম। পাথরটির নিচে একটি গর্ত দেখা গেল। গর্তটি এত সরু যে একজন লোক হামাগুড়ি দিয়ে কোনও রকম ঢুকতে পারে। এটি আসলে একটি শৃগালের গর্ত। উহার কিয়দংশ ও প্রবেশদ্বার বালু ও পাথর কুঁচায় ভর্তি ছিল। এই পশুপণ্ডিতের বাসস্থানটির সাহায্যেই আমরা সমাধিটির খোঁজ পেয়েছিলাম।

আলী হামাগুড়ি দিয়ে গর্তের ভিতরে চলল। আমিও তার পশ্চাদানুসরণ করলাম। এই ভাবে আমরা বাইরের তপ্ত ও উজ্জ্বল আলোক ছাড়িয়ে ঠাণ্ডা ও গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন এক পাতালপুরিতে পেঁছুলাম। সঙ্গীদের মধ্যে হ'তে নির্ধারিত সংখ্যক চোর উক্ত স্থানে

উপস্থিত হ'লে আমি মোমবাতি জেবলে স্থানটি পরীক্ষা করলাম। দেখলাম যে আমরা একটি কক্ষের সমান প্রশস্ত ও হাতে কাটা একটি গৃহাভ্যন্তরে পেশীচেছি। উহার প্রবেশদ্বারের অপর প্রান্তে কোন প্রকার ধূলার চিহ্নও ছিল না। চারি দেয়ালে ধর্মীয় ও টলেমীয় জ্যোতির্বিদ্যা সম্বলিত নানাবিধ চিত্র ক্ষোধিত ছিল। তার মধ্যে সাদা দাড়িওয়ালা রাজকীয় চেহারার ও পদসূচক দণ্ডধারী এক বৃদ্ধের ছবি ছিল। তার সম্মুখে একদল পুরোহিত ধর্মীয় বিভিন্ন প্রতিকৃতি হাতে নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে হাটার ছবিও আছে। (মূল বইয়ের সম্পাদকের মতে এই ছবি মিশরের তৎকালীন সর্বোচ্চ ধর্ম-যাজক আমেনেমহাটের প্রতিকৃতি।

সমাধিটির ডান পার্শ্বে শবাধার রাখার মত চতুষ্কোণ বিশিষ্ট কালো পাথর কাটা একটি গভীর গর্ত ছিল। আমরা কাঁটাগাছের একটি খণ্ড সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। তার মাঝখানে একটি রশি বেঁধে গর্তটির মাঝখানে আড়াআড়িভাবে রাখলাম। আলী সম্বন্ধে বলতে গেলে ওকে সত্যিকারের একটি সাহসী চোর বলতে হবে কারণ সে পকেটে কয়েকটি মোমবাতি রেখে খালি পায়ে রশিটি বেয়ে অতি দ্রুতগতিতে নিচে নামতে শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যেই সে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গল। শুধু রশিটির আন্দোলন দেখে আমরা বুঝতে পারলাম যে নিচে কিছু একটা হচ্ছে।

তারপর রশিটির নড়াচড়াও বন্ধ হ'ল। নিচ হ'তে আলীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসল—সে নিরাপদে নিচে পেশীচেছে। তখন নিচে ছোট্ট তারকার মত একটি আলোক রশ্মি দেখা গেল। অসংখ্য বাদুরের বিরক্তি সাধন ক'রে আলী একটি মোমবাতি ধরিয়েছে। বাদুরগুলি এক প্রবল স্রোতের মত দ্রুতগতিতে অথচ নীরবে প্রেতাত্মার মত উড়তে আরম্ভ করল।

রশিটি উপরে তোলা হ'ল। এবারে আমার পালা। কিন্তু হাতের উপরে হাত দিয়ে রশি বেয়ে নামতে আমার সাহস হ'ল না। তাই উহার প্রান্ত ভাগ আমার কোমড়ে বেঁধে ঝুলিয়ে আমাকে সেই পূত গর্তে নামানো হ'ল। নামার সময় আমার শরীর শিহরিত হচ্ছিল কারণ রশিটির নিয়ন্ত্রণকারীদের সামান্যতম ভুলে ধাক্কা খেয়ে আমার শরীর চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যেতে পারত। তাছাড়া আমি বাদুর মোটেই দেখতে পারি না, তায় আবার ওগুলি আমার মুখের উপরে উড়ে উড়ে চুলের সাথেও জড়িয়ে পড়ছিল। কয়েক মিনিট ধাক্কা খেতে খেতে অবশেষে আমি

মহামান্য আলীর পার্শ্বে একটি সংকীর্ণ পথে দাঁড়ালাম। আমার হাঁটুর ও হাতের আংগুলের চামড়া পাথরের ঘষায় উঠে গিয়েছে। আলী বাদুরে আবৃত অবস্থায় ঘর্মাক্ত দেহে দাঁড়িয়েছিল। ইতিমধ্যে আর একজন লোক রশি ধরে নাবিকের মত অবতরণ করলো। অন্যান্যদেরে উপরেই থাকতে বলে আমরা গন্তব্য পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম।

আলী একটি মোমবাতি নিয়ে প্রায় পাঁচ ফুট উচ্চের একটি সরুপথ ধ'রে আরও নিচে নামতে লাগল। আমাদের প্রত্যেকের হাতেই অবশ্য একটি ক'রে মোমবাতি ছিল। সরু পথটি ক্রমে ক্রমে প্রশস্ত হ'তে লাগলো। এইভাবে ধীরে ধীরে আমরা সমাধি কক্ষে উপস্থিত হলাম। জীবনে কখনো আমি এমন গরম ও নীরব কক্ষে প্রবেশ করি নাই। আমাদের শ্বাস প্রায়রুদ্ধ হয়ে আসছিল। কক্ষটি চতুষ্কোণবিশিষ্ট ও পাথর কেটে তৈরী। দেয়ালে কোন রকম চিত্র বা কারুকার্যই ছিল না। মোমবাতির সাহায্যে আমি কক্ষটির চতুর্দিক পরীক্ষা করলাম। এক স্থানে শবাধারের ঢাকনা ও দুটি মমি করা দেহ ইতস্ততঃ ছড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলাম। উপরোক্ত আরবরা আগেই ওগুলি ভেঙ্গে ফেলেছিল। শবাধারগুলি খুব সুন্দর কারুকার্যখচিত আর বিভিন্ন মনোরম সাংকেতিক চিত্রাক্ষর সম্বলিত। কিন্তু সাংকেতিক লিখন বা চিত্রাক্ষর সম্বন্ধে আমার জ্ঞান না থাকায় উহার অর্থোদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না।

মমি দেহ দু'টি একজন পুরুষ ও একজন মহিলার। (মূল বইয়ের সম্পাদকের মতে এই দেহ দুটি কাহিনীর নায়ক হারমাসিসের মাতা ও পিতা আমেনেমহাটের)। দেহ দুটির আশেপাশে পুঁতির মত বহু ছোট ছোট দানা ও সুগন্ধি আবরণ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়ানো ছিল। পুরুষ দেহটির মাথা দ্বিখণ্ডিত। আমি মাথাটি তুলে পরীক্ষা করলাম। সাধারণ নিদর্শন থেকে আমার মনে হ'ল যে মৃত্যুর পরে মাথাটি খুব নিপুণভাবে কামানো হয়েছিল। কিন্তু স্বর্ণপাত ব্যবহারের ফলে উহার সাধারণ আকৃতি বিকৃত ও মুখের মাংস কুঞ্চিত হয়ে গেছে। তবুও আমার মনে হ'ল যেন জীবনে আর কখনো এমন চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর মুখাবয়ব দেখি নাই। উহা এক অতি বৃদ্ধের মুখাবয়ব কিন্তু তখনও শান্ত ও পবিত্র আকৃতি ধারণ করেছিল। উহা এতই ভীতি সঞ্চারক ছিল যে আমার মনে বাস্তবিকই কুসংস্কার দানা বেঁধে উঠতে লাগলো। ডাক্তার হিসাবে আমি মৃতদেহ দেখতে যথেষ্ট অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু তবুও

ভয়ে অতি তাড়াহুড়ার সাথে আমি মাথাটি নামিয়ে রাখলাম। দ্বিতীয় মমিটির উপরে তখনও কিছুটা আবরণ ছিল কিন্তু আমি উহা সরালাম না। তবুও বয়সের সময়ে মহিলাটি যে অনন্য সাধারণ সুঠাম দেহের অধিকারিণী ছিলেন তা' সহজেই অনুমেয়।

বৃহদাকারের কঠিন একটি শবাধার দেখিয়ে আলী বললো যে অপর মমিটি ঐ শবাধারে আছে। শবাধারটি কাৎ হয়ে পড়েছিল। দেখে মনে হ'ল যেন বিশেষ অবজ্ঞাভরে উহা এক কোণে ফেলে রাখা হয়েছে। আমি উহা পরীক্ষা করলাম। সুন্দর ও মসৃণ চন্দন কাঠ দিয়ে তৈরী এই শবাধারটিতেও অপর দু'টির মত কোন প্রকারের কারুকার্য বা চিত্র ছিল না। এমনকি নিঃসঙ্গ কোন দেবমূর্তি'ও ছিল না। আলী ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরেজীতে বলল, "জীবনে কখনো এমন অদ্ভুত শবাধার দেখি নাই জীবন্ত অবস্থায় জোর করে খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে তাকে কবর দিয়ে শবাধারটি কাৎ অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে।"

আমি ওই নিরলংকার শবাধারটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মমি-ধুলায় বিরক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে শবাধারটিতে হাত দেব না। কিন্তু কৌতূহল দমন করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বদলিয়ে আমরা কাজে লেগে গেলাম।

আলী সঙ্গে করে একটি বাটালী ও কাঠের একটি মুগুর এনেছিল। সে তখন শবাধারটি সোজা করে অভিজ্ঞ সমাধি ভঙ্গকারীর মত শবাধারটি খুলতে লাগলো এবং অন্য একটি জিনিসের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সব শবাধারেই উভয় পার্শ্বে দু'টি করে মোট চারটি কাঠের ডাসা দিয়ে আটকানো থাকে। এগুলি প্রথমে উপরের অর্ধাংশে লটকানো হয় এবং হুক ক'রে নিচের অংশের সাথে লাগানো হয়। এরপরে আবার উহা কাঠের শলাকা দিয়ে আটকানো হয়। কিন্তু এ শবাধারটিতে মোট আটটি ডাসা ছিল। সম্ভবতঃ এটি খুব সুদৃঢ়ভাবে আটকিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল।

যথেষ্ট কষ্টের পরে শেষ পর্যন্ত আমরা প্রায় তিন ইঞ্চি পুরু বৃহদা-কারের ঢাকনাটি খুলতে সক্ষম হলাম। ভিতরে আমরা মৃতদেহটি দেখতে পেলাম। দেহের উপরে আলগাভাবে রাখা মশলার একটি ঘন স্তর ছিল যা' সচরাচর অন্যান্য মমিতে দেখা যায় না। আলী বিস্ফারিত নেত্রে মমিটির দিকে তাকালো কারণ এই মমিটি অন্যান্য মমি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। সব মমিই কাঠের পুতুলের মত চিৎ হ'য়ে প'ড়ে

থাকে। এই মমিটি ছিল কাৎ অবস্থায় এবং দেহে আবরণ থাকা সত্ত্বেও উহার হাঁটু দু'টি ঈষৎ বাঁকানো। তাছাড়া টলেমীয় যুগের প্রথামত দেওয়া স্বর্ণপাতের মুখাবরণটিও প্রকৃতপক্ষে আবৃত মাথাটির নিচে চূর্ণ অবস্থায় প'ড়ে ছিল। শবাধারটি আটকানোর পরে দেহটি যে প্রবলভাবে নড়াচড়া করেছিল এসব লক্ষণ দেখে এই বিশ্বাস আমাদের বদ্ধমূল হ'ল। আলী ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরেজীতে বলল, "এটি একটি অদ্ভুত মমি। শবাধারে আটকানোর সময় লোকটি জীবিত ছিল।"

আমি বললাম, "নির্বোধ, জীবন্ত মমির কথা কেউ কখনো শুনেছে ?"

মমির ধূলায় প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আমরা দেহটি উপরে তুললাম। মমিটির নিচে মশলার মধ্যে অর্ধলুক্কায়িত অবস্থায় আমাদের প্রথম আবিষ্কার পেলাম। এই আবিষ্কার হল এক বাণ্ডিল পাপিরাস পত্র। উহা দেখে মনে হ'ল যেন বিশেষ অযত্নের সাথে গুটিয়ে একখণ্ড শবাচ্ছাদনের বস্ত্র দিয়ে আবৃত করে শবাধারে নিক্ষেপ ক'রে উহা বন্ধ করা হয়েছে। (মূল বইয়ের সম্পাদকের মতে এই বাণ্ডিলটি হল ইতিহাসের তৃতীয় ও অসমাপ্ত খণ্ড। প্রথম ও দ্বিতীয় বাণ্ডিল দুটি ছিল খুব সুন্দরভাবে ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী গুটানো। সব কয়টি বাণ্ডিলই একই ব্যক্তির হস্তাক্ষর ও অমার্জিত ভাষায় লিখিত)।

আলী লোলুপ দৃষ্টিতে পাপিরাস বাণ্ডিলটির দিকে তাকালো। কিন্তু আমি উহা আমার পকেটস্থ করলাম কারণ চুক্তি অনুসারে আবিষ্কৃত সব কিছুই আমার প্রাপ্য। তারপর আমরা মমিটির আবরণ খুলতে আরম্ভ করলাম। দেহটি খুব চওড়া ও মজবুত পট্টি দিয়ে খুব ঘনভাবে জড়ানো ছিল। পট্টির গিড়াগুলির কোনটা ছিল এবড়ো থেবড়ো আবার কোনটি ছিল নিছক সাদাসিধা ধরনের। এসব দেখে মনে হ'ল যে দাফনের কাজ খুব জটিলতার সাথে ও বিশেষ তাড়াহুড়ার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছিল।

মমিটির ঠিক মাথার উপরেই আমরা একটি বড় পুটুলি পেলাম। আবরণ ছিন্ন করে তাতে আমরা পাপিরাসের দ্বিতীয় বাণ্ডিলটি পেলাম। হাত দিয়ে উহা তুলতে গিয়ে ব্যার্থ হলাম, মনে হ'ল যেন বাণ্ডিলটি শক্ত ও আগাগোড়া বোনা, শবাচ্ছাদনবস্ত্রের সাথে লাগানো। এই একই বস্ত্রদ্বারা দেহটিও আচ্ছাদিত। ঠিক বস্তা বাঁধার মত দেহটির পায়ের নিচে গিড়া দিয়ে বাঁধা। এই কাপড়টি একই খণ্ডে দেহটির উপযুক্ত করে বস্ত্রের মত তৈরী করা এবং পুরাপুরিভাবে গালা দিয়ে আটকানো।

আমি একটি মোমবাতি নিয়ে বাণ্ডিলটি পরীক্ষা করে উহার আটকে থাকার কারণ বুঝলাম। মমির মশলা ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে বস্তার মত শবাচ্ছাদন বস্ত্রের সাথে প্যাপিরাস বাণ্ডিলটিও আটকে গেছে। এমন জমাটভাবে বাণ্ডিলটি আটকে গেছে যে উহার উপরিভাগের কয়েকটি পত্র না ছিড়ে বাণ্ডিলটি ছাড়ানো সম্ভব হ'ল না। (এই কারণেই মূল বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষের অংশটি অসম্পূর্ণ)। তারপর আমি এই বাণ্ডিলটি প্রথম খণ্ডটির সাথে আমার পকেটে রাখলাম।

তারপর আবার আমরা নিঃশব্দে এই ভয়ানক কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম। খুব সাবধানতার সাথে আমরা বস্তার মত শবাচ্ছাদন বস্ত্রটি ছিড়ে আলগা করলাম। মমিদেহটি তখন সম্পূর্ণ অনাচ্ছাদিত হ'ল। উহার দু'হাঁটুর মাঝখানে প্যাপিরাসের তৃতীয় বাণ্ডিলটি পেলাম। তারপর উহা তুলে পকেটে রেখে মোমবাতি অবনমিত ক'রে দেহটির মুখের দিকে তাকালাম। চিকিৎসকের দৃষ্টিতে একনজর দেখেই লোকটি কিভাবে মরেছে তা' স্পষ্টভাবেই আমি বুঝতে পারলাম।

দেহটি তেমন শুকিয়ে যায়নি। মনে হ'ল দেহটি মমিতৈরীর প্রণালীতে নির্ধারিত সত্তরদিন কাটায়নি। তাই মুখের ভাব ও সাদৃশ্য তখনও অস্বাভাবিক সুন্দর ও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল। খুব চুলচেরা তথ্যের মধ্যে না গিয়ে আমি এখানে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে ঐ মৃত ব্যক্তির মুখে যে ভয়ংকর ভাবটি জমাট বেঁধেছিল তেমনটা যেন জীবনে আর না দেখি। এমন কি, সঙ্গের ঐ দুঃসাহসী আরবরা পর্যন্ত ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে বিড়বিড় ক'রে প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করতে লাগলো।

মমি তৈরীকারী বিশেষজ্ঞরা সাধারণত মৃতদেহের বামপার্শ্বে একটি গর্তের সৃষ্টি করে। এই মমিতে তেমন কোন গর্তই ছিল না। চুলগুলি যদিও সাদা দেখাচ্ছিল তবুও ঐ সুঠাম দেহ দেখে কোনও মধ্য বয়সী লোকের দেহ বলেই মনে হল। দেহটি ছিল একজন আজানুলম্বিত বাহুবিশিষ্ট শক্তিশালী লোকের। আমি দেহটি পরীক্ষা করার মত সময় পেলাম না কারণ উহা নিয়মিতভাবে সুগন্ধি দ্রব্যাদি ও মশলা দিয়ে সংরক্ষিত ছিল না। তাই খোলা বাতাসের সংস্পর্শে আসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেহটি ক্ষয়প্রাপ্ত হ'তে লাগল। পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যেই এক গুচ্ছ চুল, মাথার খুলিটি ও কয়েকটি বড় বড় হাড় ছাড়া প্রকৃত পক্ষে আর কিছুই বাকী থাকলো না। আমি আরও লক্ষ্য করলাম

যে দেহটির একটি পায়ের হাঁটু ও গোড়ালির মাঝের বড় হাড়টি ভাঙ্গা ও বিশেষ খারাপ ভাবে জোড়া লাগানো। আর এই পা'টি অপর পা থেকে কমপক্ষে এক ইঞ্চির মত খাট। অবশ্য উহা ডান পা না বাম পা তা আমার মনে নেই।

তখন খোঁজ করার মত আর কিছুই না থাকায় আমাদের উৎসাহ কমে গেল। তাই গরমে ও ক্লান্তিতে এবং মমির ধূলায় ও মশলার গন্ধে নিজকে আর জীবিত বলে মনে হ'ল না।

জাহাজের আবর্তনেও এই চিঠি লিখতে লিখতে আমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। চিঠি অবশ্য স্থলপথে যাবে কিন্তু আমি আসব সেই সুদূর সমুদ্র পথে। তবুও তুমি যেদিন এই চিঠি পাবে তার দশ দিনের মধ্যেই আমি লণ্ডন পেঁছাব ব'লে আশা করছি। সমাধিকক্ষ হ'তে ফিরে আসার সময়কার মনোরম অভিজ্ঞতার কথা ও কিভাবে সেই ধূর্ত-চূড়ামণি আলীবাবা ও তার সঙ্গীরা ভয় দেখিয়ে পাপিরাসের বাণ্ডিল-গুলো হস্তগত করার চেষ্টা করেছিল এবং কিভাবে আমি উহা লঙ্ঘন করেছিলাম ইত্যাদি সব কথাই তখন তোমাকে বলবো। তাছাড়া ঐ পাপিরাসে লিখিত বিষয়বস্তুর পাঠোদ্ধার করতে হবে। যদিও আমার মনে হচ্ছে যে উহা শুধু প্রচলিত জিনিসে অর্থাৎ মৃতের কাহিনীতেই ভর্তি, তবুও অন্য কিছুও ত হ'তে পারে। বলা বাহুল্য, আমার এই ক্ষুদ্র অভিযানের কথা মিশরের কাউকেই বলি নাই। তা'হলে বোলাক যাদুঘরের কর্মীরা আমার পিছু ধাওয়া করতো। বিদায় এবং আলীর ভাষায়, "জীবন্ত অবস্থায় (চিঠিটি)" ইতি করলাম।

এই পত্রের লেখক ডাক্তার যথাসময়ে লণ্ডন পেঁছেন। লণ্ডনে আমাদের এক বন্ধু ছিলেন। তিনি সাঙ্কেতিক লিখন সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। আমরা তাই পাপিরাস গুচ্ছ তিনটি নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি খুব অভিজ্ঞ লোকের মত অঙ্গুলী আর্দ্র করে একটির পর একটি বাণ্ডিল খুলে তাঁর সোনালী ফ্রেমের চশমার অভ্যন্তর থেকে উক্ত রহস্যময় অক্ষরগুলির দিকে তাকাতে লাগলেন। আমরা যে কত আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার সাথে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

শেষ পর্যন্ত তিনি মুখ খুললেন। তিনি বললেন "হু। এগুলি যা-ই হোকনা কেন, মৃতের ডাইরী নয়! তাহলে কি? ক্লি-ক্লিও-ক্লিওপেট্রা! সহৃদয় মহোদয়গণ! ঠিক আমি যেমন জীবন্ত তেমনি এগুলিও ক্লিওপেট্রার সময়ের কোনও ব্যক্তির ইতিহাস। কারণ এতে আছে ক্লিওপেট্রার নামের

সাথে এণ্টনীর নাম। উত্তম! আমি ছয়মাসের কাজ হাতে পেলাম, একেবারে কমের পক্ষে ছয়মাসের কাজ।"

তিনি আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হ'য়ে কক্ষের মধ্যে লাফাতে লাগলেন। তিনি আমাদের করমর্দন করে আবার বললেন, "আমি এগুলি অনুবাদ করবো। তাতে যদি আমার মৃত্যুও হয় তবুও আমি এগুলি অনুবাদ করবো। তারপর আমরা এগুলি ছাপাবো। জাগ্রত ওসিরিসের দোহাই, মিশর সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু সকলকে ঈর্ষায় পাগল করে তুলবো। ওহ কি চমৎকার আবিষ্কার! বিশ্বের সর্বোচ্চ গৌরবময় আবিষ্কার।"

আর আপনারা যারা এই পৃষ্ঠাগুলি পাঠ করবেন তারা দেখবেন যে উহা শুধু অনুবাদ করাই হয়নি, ছাপানোও হয়েছে। আর তা আজ আপনাদের সম্মুখে। এটা এমন একটা অনাবিষ্কৃত জগৎ যেখানে আপনারা স্বাধীনভাবে চলতে পারবেন।

হারমাসিস তাঁর হারানো সমাধি হ'তে আপনাদের সাথে কথা বলছেন। এই পুস্তকটি পাঠের সময় ধাপে ধাপে প্রবাহমান সময়ের সাথে সাথে বিদ্যুৎ-ঝিলিকের মত অতীতের তমশাচ্ছন্ন ছবিগুলি একটির পর একটি আপনাদের মানস পটে ভেসে উঠবে। যে মিশরের ভূমিতে শতশত পিরামিড বহু শতাব্দী ধরে নীরবে অথচ ব্যঙ্গভরে দাঁড়িয়ে আছে, সেই মিশরের দু'টি চিত্র তিনি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন। একদিকে গ্রীকদের, রোমানদের ও টলেমীর মিশর, আর অন্যদিকে শ্রদ্ধেয় ও অধুনালুপ্ত সাঙ্কেতাক্ষরিক মিশর, যার ইতিহাস পৌরাণিক কাহিনী ও বহু পূর্বের বহু হারানো গৌরব গাঁথায় ভরপুর। তিনি বলেছেন কি ভাবে খেম দেশের (মিশরের) আনুগত্য ধিকিধিকি ক'রে জ্বলতে জ্বলতে নির্বাপিত হবার পূর্ব মুহূর্তে দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল; কিভাবে সময়ের প্রতি উৎসর্গীকৃত মতবাদ সর্বগ্রাসী পরিবর্তনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল আর কিভাবে নীলনদের প্লাবনের মত পরিবর্তনের বান এসে মিশরীয় প্রাচীন বিশ্বাসকে ভাসিয়ে নিয়েছিল।

এই বইয়ের পাতায় পাতায় আপনারা বহুলাকৃতিবিশিষ্টা আইসিস নাম্নী দেবীর গৌরবের কথা জানতে পারবেন। তাঁরই উপরে প্রভুদের নির্দেশ জারির দায়িত্ব ন্যস্ত। এই বইতে আপনারা লেলিহান সেই অগ্নিশিখা ক্লিওপেট্রার আকৃতির সাথে পরিচিত হবেন, যাঁর কামুক প্রশ্বাস তৎকালীন অনেক সাম্রাজ্যের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করতো। কিভাবে চারমিয়নের প্রতিহিংসার আগুনে তার নিজেরই আত্মাহুতি ঘটেছিল তাও আপনারা এই বইতে পাবেন।

আপনাদের মধ্যে যাঁরা এই দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হারমাসিসের পথে চলছেন,

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাঁদের এই বইয়ের মাধ্যমে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তিনি তাঁর শেষ বয়সের ইতিহাসে দেখাচ্ছেন আপনাদের ইতিহাসও অনুরূপভাবে কি হতে পারে। যেখানে তিনি তাঁর সুদীর্ঘ প্রায়শ্চিত্তকালে লয় প্রাপ্ত হচ্ছেন সেই নিষ্প্রভ নরক থেকে তাঁর নিজের পতনের ইতিহাসের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা এবং আত্মমর্যাদা ও স্বদেশকে যারা ভুলে যায় তাদের মারাত্মক পরিণতির কথা চিৎকার করে বলছেন। যত নিদারুণভাবেই তাদের দিনাতিপাত হোক না কেন, আর যত শিথিলভাবেই তাদের বিচার হোকনা কেন, তাদের মারাত্মক পরিণতি কেউ রোধ করতে পারবে না।

ক্লিওপেট্রা

প্রথম খণ্ড

হারমাসিসের প্রস্তুতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

[হারমাসিসের জন্ম। মিশরীয় ভাগ্যদেবী হুথরদের ভবিষ্যদ্বাণী। একটি নিরপরাধ শিশুর শিরচ্ছেদ।]

আবুদিসে ঘুমন্ত ওসিরিসের* নামে শপথ করে আমি সত্যি কথা বলছি।

আমি হারমাসিস। উপাসনাগারের বংশগত যাজক। আমাকে লালন-পালন করেছেন "সেতি"। তিনি ছিলেন মিশরের সম্রাট আর এখন তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবেই দেবত্বপ্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আমি জন্মাধিকারবলে পবিত্র, বংশগতভাবে উভয় জগতের সম্রাট আর মর্ত ও পাতালের অধিপতি। যে মিশরীয়দের আশার পুষ্প অংকুরেই বিনষ্ট করেছে, যে গৌরবময় পথ ত্যাগ ক'রে নারীর প্রলোভনে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ ভুলেছে, আমিই সেই হারমাসিস! আমিই সেই রসাতলগ্রস্থ হারমাসিস! মরুভূমির কূপে জমা ক্লেদপূর্ণ পানির মত পৃথিবীর সমস্ত বিষাদ আমার হৃদয়ে পুঞ্জিভূত হয়েছে। জগতের সব রকম লজ্জা আমার কাছে হার মেনেছে, আমি বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি! আমি ইহকালের মর্যাদা হারিয়ে পরকালের আশাও হারিয়েছি। আমি সম্পূর্ণরূপে অভিশপ্ত। আমি সেই আবিদুসে ঘুমন্ত আত্মার নামে শপথ ক'রে সত্যি কথা বলছি।

হায় মিশর, আমার প্রিয় খেমভূমি, তোমারই কৃষ্ণমৃত্তিকা আমার এই মরদেহ পুষ্ট করেছে। আর তোমাকেই আমি প্রতারণা করেছি। হে ওসিরিস, আইসিস, হোরাস—ওহে মিশরীয় প্রভুসকল--তোমাদেরও আমি প্রতারণা করেছি। ওহে গগনচুম্বী চূড়াধারী দেবালয়, তোমাদেরেও আমি প্রতারণা করেছি। ওহে স্বর্গীয় সম্রাটগণ, তোমাদের যে রক্ত আমার এই কুণ্ঠিত ধমনীতে প্রবাহমান, সেই রক্তেরও আমি অবমাননা করেছি। ওহে সমগ্র মঙ্গলের অদৃশ্য অস্তিত্ব, ওহে অদৃষ্ট, যার দাড়িপাল্লা আমারই হাতে ন্যস্ত ছিল--শোন এবং শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সাক্ষী থেকো যে আমি সত্যি কথাই বলছি।

এমনকি, উর্বর ক্ষেত্রের বাইরে বসে আমি যখন এই কাহিনী লিখছি তখনও নীলনদের পানি রক্তের মত প্রবাহিত হচ্ছে। আমার সম্মুখে আরবের

---

* মৃত্যুর পরে দেবত্বপ্রাপ্ত আত্মা।

পাহাড়গুলির উপরে সূর্যরশ্মি ঝলমল করছে ও আবুদিসের পর্বতমালার উপরেও পতিত হচ্ছে। যে প্রার্থনালয় আমাকে ভুলে গিয়েছে সেখানে এখনও পুরোহিতেরা প্রার্থনা করছে; এখনও সেখানে অর্ঘ্য প্রদান করা হচ্ছে; এখনও সেখানে পাথরের ছাদে স্তুতি বাক্য প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমি লজ্জাভি-ভূত হয়ে আবুদিসের কম্পমান পতাকা অবলোকন করছি। বাতাসে তা' তোমার চূড়ায় তরঙ্গায়িত হচ্ছে। আরও দেখছি এক পবিত্রস্থান থেকে আর এক পবিত্র স্থানে গমনকারী শোভাযাত্রা, আর শুনতে পাচ্ছি সেখানে প্রতিধ্বনিত সঙ্গীতলহরী।

ওহে আবুদিস, তোমাকে আমি চিরতরে হারিয়েছি। হৃদয় আমার তোমারই পদে ছুটে যেতে ব্যগ্র কারণ তোমার অদৃষ্টস্থানসমূহ মরুবালুকায় পূর্ণ হওয়ার সময় সমাগত। ওহে আবুদিস তোমার দেবসকল নিঃশেষ হয়েছে, আর নতুন বিশ্বাসের প্লাবন এসে তোমার সকল পবিত্রতার অবমাননা করবে; আক্রমণকারী সৈন্যের মত তোমার দুর্গের দেয়ালে আঘাতের পর আঘাত হানবে। আমারই পাপে এসব অপকর্ম হবে, আর যত লাঞ্ছনা সব চির-দিনের জন্য আমারই প্রাপ্য। তাইতো আমি কাঁদছি, কেঁদে কেঁদে রক্ত গঙ্গা বহিয়ে দিচ্ছি।

পড়ুন, কাহিনীটি নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে।

আমি হারমাসিস।। আবুদিসে আমার জন্ম। আমার পিতা "সেথী" নামক উপাসনালয়ের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। আমার জন্মের দিনই মিশর-সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রাও জন্মগ্রহণ করেন।

মাঠঘাট অবলোকন করেই আমার বাল্যকাল কাটে। ঐ সব মাঠে নিম্ন শ্রেণীর লোকজন কাজ করতো। তারা যদৃচ্ছা মাঠ ও উপাসনালয়ে যাতায়াত করতো। মায়ের কথা আমার কিছুই মনে নেই কারণ আমি যখন মাত্র দুগ্ধপোষ্য শিশু, তখনই তিনি পরলোকগমন করেন। তখন টলেমী অলিটস্ ছিলেন মিশরাধিপতি। লোকে তাঁকে বংশীবাদক বলতো।

বৃদ্ধা আতোয়া আমাকে বলেছিলো যে মৃত্যুর পূর্বে আমার মা হাতীর দাতের তৈরী একটি সিন্দুক থেকে স্বর্ণনির্মিত সর্পের একটি প্রতিকৃতি বের করে আমার কপালে স্থাপন করেন। এই জিনিসটি ছিল আমাদের রাজবংশীয় প্রতীক। যারা আমার মাকে ঐ অবস্থায় দেখেছে তারা আমাকে বলেছে যে মা তখন স্বর্গীয় আভায় ছিলেন উন্মত্তপ্রায়। তিনি নাকি আভাষে প্রকাশ করেছিলেন যে মেসিডোনিয়ার আধিপত্যের দিন ঘনিয়ে

এসেছে এবং মিশরের রাজদণ্ড মিশরের সত্যিকারের রাজবংশের হাতে ফিরে আসবে। মা ছিলেন আমার বৃদ্ধপিতা ও প্রধান পুরোহিত আমেনেম-হাটের দ্বিতীয়া স্ত্রী। বাবা যাকে প্রথম বিয়ে করেছিলেন, কোন পাপে জানিনা, তিনি ছিলেন চিরবন্ধ্যা। আমিই আমার বাবার একমাত্র সন্তান।

বাবা ঘরে ফিরে মুমূর্ষু মায়ের কাণ্ড দেখে দু'হাত তুলে অদৃশ্য-শক্তির উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানান। মা যে আমার কপালে ঐ রাজপ্রতীকটি স্থাপন করেছেন তা'নাকি কোনও অকল্পনীয় সৌভাগ্যের লক্ষণ। বাবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন দেখে মায়ের নির্লিপ্ত দেহ কিছুটা সতেজ হ'ল। তিনি পালঙ্ক থেকে নেমে আমার দোলনার কাছে আসেন। আমি ছিলাম তখন ঘুমন্ত। আমার কপালে ছিল তখনও ঐ রাজপ্রতীক স্বর্ণের সর্পটি। মা আমার কাছে এসে নতজানু হ'য়ে বলতে লাগলেন, "সম্ভাষণ গ্রহণ করো বৎস! তোমায় ধন্যবাদ হে রাজপুত, ভবিষ্যতে তুমিই হবে মিশর সম্রাট; তাই তোমায় জানাচ্ছি সম্ভাষণ। প্রভু তোমায় দিয়ে দেশকে করবেন পবিত্র। তোমার আত্মা পবিত্র, তুমি আইসিসের বংশধর, তাই তোমায় জানাই সম্ভাষণ। তুমি নিজেকে পবিত্র রাখলে মিশর মুক্ত ক'রে তুমি শাসন করবে, কখনও ভেঙ্গে পড়বে না। কিন্তু চরম পরীক্ষার সময় অকৃতকার্য হ'লে তোমার উপরে পতিত হবে মিশরীয় সকল প্রভুদের অভিশাপ, তোমার যে সব পূর্বপুরুষ হোরাসের সময় থেকে রাজত্ব করেছেন তাদেরও সমস্ত অভিশাপ আসবে তোমার উপরে। যদি তুমি দুরাত্মা হও, যদি মৃত্যুর পরে ওসিরিস তোমায় প্রত্যাখ্যান করেন, যদি আমেনতির* বিচারকগণ তোমার বিরুদ্ধে রায় দেন এবং যদি সেত** ও সেখেত** তোমাকে উৎপীড়ন দেয়, তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার পাপখণ্ডন না হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন নামধারী প্রভু তোমার উপরে পুনরায় সন্তুষ্ট না হন, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উপাসনালয়গুলিতে প্রার্থনা পুনরারম্ভ না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই বিদেশীয়দের শাসনদণ্ড চূর্ণ হবে না, তাদের পদচিহ্ন এদেশের মাটি থেকে বিধৌত হবে না। শুধু তখনই তোমার দুর্বলতার জন্য অসমাপ্ত কর্ম সাধিত হবে।'

এই কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের দেহ থেকে দেবাত্মা বিদায় নেন। তিনি আমার দোলনার পার্শ্বে লুটিয়ে পড়েন। আমি চিৎকার ক'রে জেগে উঠি।

---

* শেষ বিচারালয়।

** নরকের যমদূত।

বাবা কিন্তু ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর ভয়ের কারণ ছিল দুটো। প্রথমত মায়ের দৈববাণী ছিল বড়ই কঠিন। দ্বিতীয়ত এই দৈববাণী টলেমীর কাছে রাজদ্রোহ স্বরূপ। বাবা বুঝলেন যে এই কথা টলেমীর কানে গেলে সম্রাট তাঁর সৈন্য পাঠিয়ে যে শিশুটিকে উদ্দেশ্য ক'রে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তাকে খতম করবেন। সুতরাং বাবা উপস্থিত সবাইকে ডেকে তিন ঐশ্বরিক দেবের ও আমার মৃত মায়ের আত্মার নামে শপথ করান। সবাই প্রতিজ্ঞা করলো যে তারা যা' কিছু দেখেছে ও শুনেছে তার কিছুই কোথাও প্রকাশ করবে না।

উপস্থিতদের মধ্যে মায়ের নার্স আতোয়াও ছিল। সে মাকে খুব ভালবাসতো। অতীতে মেয়েদের স্বভাব কি ছিল বা ভবিষ্যতে কি হবে তা' আমি না জানলেও বর্তমান সম্বন্ধে একথা হলপ ক'রে বলতে পারি যে, কোন প্রতিজ্ঞাই মেয়েদের মুখ বন্ধ রাখতে পারে না। তাই কয়েকদিন পরেই যা' হবার তাই হ'ল। মায়ের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই আতোয়া তার প্রতিজ্ঞা ও ভীতির কথা ভুলে গিয়ে তার মেয়ের কাছে মায়ের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা প্রকাশ করে। তার মেয়ে আমার দুধ-মা হিসাবে কাজ করতো। তারা দু'মা মেয়ে মরুপথ দিয়ে যাচ্ছিল। আতোয়ার মেয়ের স্বামী যেখানে ভাস্কর্যের কাজ করতো তারা সেখানে তার জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিল আর পথ চলতে চলতে গল্প করছিল। আতোয়া তার মেয়েকে বলছিল যে, ঐ শিশুটি একদিন মিশর সম্রাট হবে আর টলেমীয়দেরে মিশর থেকে বিতাড়িত করবে। তার মতে এই শিশুটির সেবা করার জন্য তার মেয়ের নিজেকে ধন্য মনে ক'রে শিশুটির আরও ভালভাবে যত্ন নেওয়া উচিত।

কিন্তু আতোয়ার মেয়ে এতই অভিভূত হ'ল যে সে আর একথা গোপন রাখতে পারলো না। রাতে সে তার স্বামীকে জাগিয়ে কানে কানে সবই বললো। এই ভাবে সে তার নিজের ও তার ছেলে আমার দুধ-ভাইয়ের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করলো। তার স্বামী আবার তার এক বন্ধুর কাছে ঘটনাটা ব'লে দিল। এই বন্ধুটি ছিল আসলে টলেমীর গুপ্তচর। সুতরাং ব্যাপারটা সম্রাটের কানে গেল। তাই তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েন। মাঝে মাঝে তিনি এতই মাতাল হ'তেন যে মিশরীয় দেব-দেবীদের পর্যন্ত বিদ্রূপ করতেন। তিনি বলতেন যে রোমের পরিষদই একমাত্র প্রভু এবং তিনি কেবলমাত্র ঐ পরিষদের কাছেই মাথা নত করেন। তথাপি আসলে তিনি ছিলেন খুবই ভীতু। একথা আমি তাঁর এক চিকিৎসকের কাছে শুনেছি। কোন রাতে নিঃসঙ্গ থাকলে এই ভেবে তিনি ভয় পেতেন যে

তাঁকে হত্যা ক'রে তাঁর আত্মাকে যমদূতের হাতে অর্পণ করা হবে। এই ভয়ে তিনি মিথ্যা প্রভু বিখ্যাত সেরাপিসের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতেন।

তাছাড়াও সম্রাট মাঝে মাঝে আশংকায় অভিভূত হ'য়ে মনে করতেন যে তাঁর সিংহাসন কাঁপছে। এ সব মনে হ'লেই তিনি দেবালয়ে বহু মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাতেন ও দৈববাণীর জন্য অনুরোধ জানাতেন। ফিলি নামক স্থানের এক দৈববক্তাকেই তিনি বিশেষ ক'রে এসব অনুরোধ জানাতেন।

এমতাবস্থায় তিনি যখন শুনলেন যে আবুদিসের প্রাচীন দেবালয়ের প্রধান পুরোহিতের স্ত্রী ভবিষ্যদ্বাবাণী করেছেন যে তাঁদের শিশু পুত্র বড় হ'য়ে মিশর সম্রাট হবেন, তখন তিনি নিতান্তই ভীতু হ'য়ে পড়েন। কাজেই তিনি কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈন্য নৌকাযোগে নীল নদের পথে পাঠালেন। সৈন্যদের প্রতি তিনি নির্দেশ দিলেন যে তারা আবুদিসে গিয়ে প্রধান পুরোহিতের ছেলের মাথা কেটে ঝুড়ি ভ'রে তাঁর কাছে নিয়ে আসবে। এই সৈন্যদল ছিল গ্রীক। তাই শিশু হত্যা ছিল তাদের কাছে অতি নগণ্য ব্যাপার।

কিন্তু ঘটনাক্রমে নৌকাটির খোল ছিল খুব গভীর আর ঐ সময় ভাটায় নদীর পানি কমে গিয়েছিল। কাজেই নৌকাটি আবুদিসের পথের বিপরীত দিকের পাড়ের কাঁদায় আটকে গেল। উত্তর দিক দিয়ে তখন প্রবল বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। ফলে নৌকাটির উল্টে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। এমতাবস্থায় সৈন্যরা পাড়ে সেচকার্যে রত লোকদের ডেকে ছোট নৌকায় ক'রে তাদেরে উদ্ধার করতে বললো। মিশরীয়রা গ্রীকদের পছন্দ করতো না। তাই তারা কেহই অগ্রসর হ'ল না। সৈন্যরা তখন চিৎকার ক'রে বলতে গালল যে তারা সম্রাটের কাজে এসেছে। তবুও কেউ তাদের সাহায্যে না এসে জিজ্ঞেস করলো তারা কি কাজে এসেছে।

সৈন্যদের মধ্যে একজন ছিলো খোজা। সে ভয়ে হতভম্ব হ'য়ে পড়েছিল। তাই সে ব'লে ফেললো যে তারা প্রধান পুরোহিত আমেনেমহাটের শিশু পুত্রকে হত্যা করতে এসেছে কারণ এই শিশুটি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হ'য়েছে যে সে বড় হ'য়ে মিশর সম্রাট হবে এবং গ্রীকদের মিশর থেকে বিতাড়িত করবে। তখন লোকজন আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভয় পেয়ে নৌকা নিয়ে আসলো। অবশ্য তারা খোজার কথার মর্ম বুঝতে পারলো না।

কিন্তু এই লোকদের মধ্যে মায়ের বংশের একজন লোক ছিলেন। তিনি কৃষিকার্য আর নদীর ওভারসিয়ার হিসাবে কাজ করতেন। তিনি

মায়ের মৃত্যুর সময়ে আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। তাই তিনি সবই জানতেন আর তাই তিনি খোজার কথার অর্থ বুঝে পিছিয়ে ঠিক কুড়ি মিনিটের মধ্যেই দেবালয়ের উত্তরের গেটের বাইরের ঘরটিতে দৌড়ে উপস্থিত হন। এই ঘরটিতে আমি ছিলাম।

ঘটনাক্রমে বাবা তখন সেখানে ছিলেন না। তিনি তখন দেবালয়ের বামদিকে অবস্থিত দুর্গে ছিলেন। সম্রাটের সৈন্যরা ইতিমধ্যে গাধার পিঠে চড়ে প্রায় কাছাকাছি এসে পড়ে। ঐ লোকটি তখন আতোয়াকে বলেন যে সৈন্যরা আমাকে হত্যা করতে আসছে এবং এই বিপর্যয়ের জন্য আতোয়াই দায়ী। এমতাবস্থায় কি করা উচিত তা' বুঝতে না পেরে তারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কারণ তাঁরা যদি আমাকে লুকিয়েও রাখেন তবুও রক্ষা নেই, সৈন্যরা আমাকে না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে খোঁজ করবে। কিন্তু লোকটি হঠাৎ দরজা হ'তে তাকিয়ে অপর একটি শিশুকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "ঐ ছেলেটি কার ?"

আতোয়া বললো, "এটি আমার নাতি, রাজকুমার হারমাসিসের দুধ-ভাই। ওর মায়ের অসাবধানতার জন্যই এই বিপদ এসেছে।"

লোকটি বললেন, "তোমার কর্তব্য তুমি জান এবং তুমি তাই করো।"

তারপর তিনি ছেলেটির দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললেন, "পবিত্র নামের দোহাই দিয়ে তোমায় নির্দেশ দিচ্ছি, তুমি তোমার কর্তব্য করো।"

আতোয়া তখন থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো—শিশুটির সাথে যে তার রক্তের সম্পর্ক। তবুও সে ছেলেটিকে তুলে পরিষ্কার ক'রে সিল্কের জামা পরিয়ে আমারই দোলনায় শুইয়ে দিল। তারপর সে আমাকে তুলে জামাকাপড় খুলে গায়ে ধুলা-কাদা মেখে আমার পরিষ্কার চামড়া ময়লা করলো। তারপর সে আমাকে উঠানের ময়লার মধ্যে খেলতে ছেড়ে দিল। আর আমিও ছাড়া পেয়ে খুব আনন্দের সাথে খেলতে লাগলাম। ইতিমধ্যে লোকটি আত্মগোপন করলো।

এরই মধ্যে সৈন্যদল এসে পড়লো। তারা আতোয়াকে জিজ্ঞেস করলো এই বাড়ী প্রধান পুরোহিত আমেনেমহাটের কিনা। আতোয়া "হাঁ" ব'লে তাদেরে ঘরে বসিয়ে দুধ ও মধু খেতে দিল কারণ সৈন্যরা ছিল ক্ষুধার্ত। পানাহারের পরে খোজাটি আতোয়াকে জিজ্ঞেস করলো দোলনার উপরের ছেলেটি আমেনেমহাটের কিনা। আতোয়া "নিশ্চয়, নিশ্চয়" ব'লে আরও বললো যে শিশুটি বড় হ'য়ে মিশর সম্রাট হবে—খুব মহৎ হবে—তাদেরে শাসন করবে, কারণ এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। সৈন্যরা কিন্তু

আতোয়ার কথায় ব্যঙ্গ করে হেসে উঠলো। একজন সৈন্য শিশুটিকে তুলেই তরবারি দিয়ে গলা দ্বিখণ্ডিত ক'রে ফেললো। খোজাটি তখন এই হত্যার জন্য সম্রাটের আদেশনামা ও সীলমোহর আতোয়াকে দিয়ে বললো, "প্রধান পুরোহিতকে বলো যে তার ছেলে বিনা মাথায় মিশরের সম্রাট হবে।"

সৈন্যদল ফিরে যাওয়ার সময় আমাকে দেখে একজন বললো, "ঐ শিশুটিকে কিন্তু রাজকুমার হারমাসিসের চেয়ে সম্ভ্রান্ত ব'লে মনে হচ্ছে।" তারা আমাকে হত্যা করবে কিনা ভেবে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করলো কিন্তু তাচ্ছিল্যভরে তারা আমার দুধ-ভাইয়ের ছিন্ন মস্তক নিয়েই চলে গেল। মনে হ'ল যেন তারা আর শিশু হত্যায় ইচ্ছুক না।

কিছুক্ষণ পরে আমার দুধ-মা বাজার থেকে এসে সব দেখেশুনে তার স্বামীকে নিয়ে মতলব করলো যে আতোয়াকে হত্যা ক'রে তারা আমাকে সম্রাটের হাতে সমর্পণ করবে। কিন্তু বাবা এসে সবকিছু শুনে রাতের আঁধারে তাদের উভয়কেই সরিয়ে ফেলার বন্দোবস্ত করলেন। তারপর আর কোন দিনই তাদের কোন খোঁজ আর কেউই পায়নি।

কিন্তু আজ আমি বুঝতে পারছি যে নিরপরাধ শিশুটিকে হত্যা না ক'রে যদি সৈন্যরা আমাকে হত্যা করতো তাহলেই ভাল হ'তো।

এরপর প্রধান পুরোহিত প্রচার করলেন যে সম্রাট কর্তৃক নিহত হারমাসিসের স্থানে তিনি অপর একটি শিশুকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[হারমাসিসের অবাধ্যতা ও সিংহ হত্যা ঃ এবং বৃদ্ধা আতোয়ার সংলাপ।]

তার পরে কিন্তু টমেলী আমাদের আর কোন অসুবিধা ঘটাননি। এমনকি, কার উদ্দেশ্যে সম্রাট হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তাও দেখার জন্য আর কখনো সৈন্য পাঠাননি, কারণ তিনি যখন আলেকজান্দ্রিয়ার মার্বেল নির্মিত রাজপ্রাসাদে ব'সে সাইপ্রাসের মদে উৎফুল্ল চিত্তে বাঁশী বাজাচ্ছিলেন তখন ঐ খোজাটি আমার দুধ ভাইয়ের ছিন্ন মস্তকটি তাঁর সামনে উপস্থিত করে। সম্রাটের আদেশে খোজা চুল ধ'রে মস্তকটি তুলে ধ'রে যাতে সম্রাট মস্তকটি দেখতে পান। ব্যঙ্গ হেসে সম্রাট স্যাণ্ডেল দিয়ে ছিন্ন মস্তকটির গালে বারে বারে আঘাত ক'রে একটি প্রমোদ বালিকাকে উক্ত 'সম্রাটের' জন্য পুষ্প-মুকুট তৈরী করতে আদেশ দেন। তারপর তিনি নতজানু হ'য়ে নির্দোষ শিশুটির ছিন্ন মস্তকটির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন।

ঐ বালিকাটি ছিল অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। সে সম্রাটকে বললো যে তিনি নতজানু হ'য়ে ভ'লই করেছেন কারণ বালকটিই সত্যিকারের সম্রাট, রাজা-ধিরাজ, যাঁর নাম "ওসিরিস" বা দেবত্বপ্রাপ্ত আত্মা, মৃত্যু তাঁর সিংহাসন। এ সব কথা অবশ্য আমি পরে লোকমুখে শুনেছি।

সম্রাট কিন্তু বালিকাটির কথায় ক্রুদ্ধ হ'য়ে কাঁপতে লাগলেন। তিনি ছিলেন নিতান্তই পাপাত্মা। তাই তিনি পরোলোকের ভয়ে ছিলেন অস্থির। বালিকাটির কথায় অমঙ্গলের আভাস পেয়ে তাকে হত্যার আদেশ দিলেন। তিনি বালিকাটিকে উক্ত মৃত শিশুটির আরাধনার জন্য পাঠাচ্ছেন ব'লে হাসলেন। তখন তিনি অন্যান্য মেয়েদেরে সেই কক্ষ ত্যাগ করতে বললেন। পরের দিন তিনি মদ খেয়ে মাতাল না হওয়া পর্যন্ত আর বাঁশী বাজাতে পারেননি।

আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসীরা এ ঘটনার উপরে একটি গান রচনা করেছে। সে গানটি এখনও রাস্তায় রাস্তায় লোকমুখে শোনা যায়।

তার পরে অনেক বছর কেটে গেছে। নিতান্ত ছোট থাকায় মিশরে ইতিমধ্যে যে সকল বড় বড় ঘটনা ঘটে গেছে তা' আমি জানি না। অবশ্য সে সব ঘটনা এখানে লেখাও অবান্তর, কারণ আমি হারমাসিস, আমার হাতে সময় নিতান্তই কম, তাই আমি শুধু আমার সংক্রান্ত ঘটনাবলীই বলবো।

সময়ের প্রবাহের সাথে সাথে বাবা ও শিক্ষক আমায় প্রাচীন বিদ্যা ও শিশুদের প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা দিতে লাগলেন। আমি ধীরে ধীরে উজ্জ্বল ও সুশ্রী হ'য়ে বড় হ'তে লাগলাম। আমার চুল ছিল স্বর্গীয় 'নট' এর চুলের মত কালো। চোখ ছিল নীল-পদ্মের মত নীল। ত্বক ছিল পুতস্ফটিকের মত। সে সব দীপ্তির সবই আমি হারিয়েছি। তাই আজ আমি বিনা দ্বিধায় এসব বলছি।

আমার গায়ে ছিল অসুরের মত শক্তি। সেই বয়সেই কুস্তিতে আমার সাথে পারে এমন কেহ আবুদিসে ছিল না। পাথর বা তীর ছুড়েও কেউ আমার মত দূরে নিতে পারতো না।

এমতাবস্থায় একবার আমার মাথায় সিংহ শিকারের খেয়াল চাপে। কিন্তু বাবা আমায় নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন যে এত ছোট কাজে জীবন বিপন্ন করার চেয়ে আমার জীবনের মূল্য অনেক বেশী। আমি তখন মাথা নত করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে বাবাকে অনুরোধ করলে তিনি বলতেন যে এমনকি প্রভুরাও শুধু উপযুক্ত সময়েই সব কিছু বুঝিয়ে দেন।

আমি কিন্তু মনে মনে খুবই রুষ্ট হ'তে থাকি কারণ আবুদিসের আর একটি যুবক কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে একটি সিংহ হত্যা করেছিল। এই সিংহটি তার বাবার পশুপালের উপরে চড়াও হয়েছিল। সে যুবকটি আমার সৌন্দর্য ও সামর্থ্যের জন্য যথেষ্ট ঈর্ষান্বিত ছিল। সে আমাকে বলতো যে আমি মনে মনে খুবই ভীতু কারণ আমি নাকি বাইরে গেলে শুধু ময়ূর ও শৃগালই শিকার করি। এই সময়ে আমি সতের বছরে পদার্পণ ক'রে একটি সুপুরুষে পরিণত হই।

এমতাবস্থায় একদিন এক ঘটনা ঘটে। আমি ভগ্ন হৃদয়ে বাবার কাছ থেকে দূরে বাহির হই। পথে সেই যুবকটির সাথে আমার দেখা হয় এবং সে তার অভ্যাসমত আমাকে বিদ্রূপ করে। তারপর সে বললো যে আবুদিস থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে বিরাট একটি সিংহ এসেছে এবং সে একথা স্থানীয় লোকদের কাছে শুনেছে। সিংহটি নাকি মন্দিরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীর তীরে নল-খাগড়া বনে থাকে।

তারপর সে আমাকে বিদ্রূপ ক'রে জিজ্ঞেস করলো যে সিংহটি হত্যা করতে তাকে আমি সাহায্য করবো কিনা, না ঘরে গিয়ে বুড়ীদের সাথে ব'সে তাদের দিয়ে চুল আঁচড়াবো। এই তিক্ত কথায় আমার এতই রাগ ধরলো যে আমি তার ঘাড়ে ঝাপিয়ে পড়তে উপক্রম করলাম। কিন্তু তা' না ক'রে এবং বাবার আদেশ অমান্য ক'রে তাকে বললাম যে সে আমার সাথে

গেলে আমিই সিংহটাকে দেখে নেবো, এবং তখনই সে বুঝতে পারবে আমি ভীতু না অন্য কিছু।

প্রথমে সে রাজী হ'ল না কারণ লোকে সাধারণতঃ দল বেধে সিংহ শিকারে যায়। সুতরাং এবারে বিদ্রূপ করার পালা আমারই। তাই সে তার তীর, ধনুক ও তীক্ষ্ণ তরবারি নিয়ে আসলো। আমি আনলাম আমার ভারী বর্শাটি। আমার বর্শাটির হাতল ছিল কাঁটা গাছের, মাথায় ছিল রৌপ্য নির্মিত একটি ডালিম, যাতে বর্শাটি হাত থেকে পিছলে না যায়।

আমরা তখন নীরবে পাশাপাশি হেঁটে সিংহটি যেখানে থাকে সেখানে উপস্থিত হলাম। সূর্য তখন অস্ত যায় যায়। নদীর পাড়ে মাটিতে আমরা সিংহটির গুহা দেখতে পেলাম। গুহাটি ঘন নল খাগড়া বনের দিকে গেছে। আমি তাই যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "ওহে দাম্ভিক যুবক, এখন কে সামনে হাঁটবে, আমি না তুমি?" এবং আমিই যেন সামনে হাঁটছি এমনি ভাব দেখালাম।

"না, না, এতটা পাগলামী ক'রনা। হিংস্র পশুটা তোমার উপরে ঝাপিয়ে প'ড়ে তোমায় বিদীর্ণ করে ফেলবে। দেখ, আমি বনের মধ্যে তীর ছুড়ছি, সিংহটা যদি দৈবক্রমে ঘুমিয়ে থাকে তবে তীরের শব্দে জেগে উঠবে।" এই কথা বলে সে বেশ সাহসের সাথে তীর টেনে বের করলো।

কেমন ক'রে যেন তীরটা ঘুমন্ত সিংহটাকে বিদ্ধ করলো আর সাথে সাথে সিংহটা মেঘের বুকে বিজলীর মত বনের বাইরে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো। সিংহটার চোখ হলদে ও কেশর কুঞ্চিত। তীরটা পশুটার গায়ে বিদ্ধ অবস্থায় দুলছে। সিংহটার ক্রুদ্ধ গর্জনে মাটি কেঁপে উঠলো।

আমি চিৎকার ক'রে বললাম, "জলদি তীর ছোড়ো, নইলে ওটা লাফ দেবে।"

কিন্তু যুবকটির সাহস চ'লে গেল এবং সে শুধু হা' ক'রে তাকিয়ে রইল, হাত থেকে ধনুক খসে পড়লো। সে চিৎকার ক'রে আমার পিছনে এসে দাঁড়ালো যাতে আমি সিংহটার সামনে পড়ি। আমি নিয়তির প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। খুব ভয় পাওয়া সত্ত্বেও আমি কিন্তু পালালাম না। পশুটা আঁড়ি পেতে কোন পাশে না ফিরে একলাফ মেরে আমাকে স্পর্শও না ক'রে আমার মাথার উপর দিয়ে চ'লে গেল। আঁড়ি পেতে আবার এক লাফ মেরে সিংহটা ঐ দাম্ভিক যুবকের পিঠের উপরে প'ড়ে তার মাথায় এমন জোরে এক থাবা মারলো যে মাথাটি চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেল। মনে হ'ল যেন একটি ডিম পাথরের উপরে ছুড়ে মারা হয়েছে। তারপর সিংহটা তার পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে গর্জন করতে লাগলো।

আমি তখন ভয়ে ক্ষীপ্ত হ'য়ে নিজেরই অজান্তে বর্শাটি ধ'রে বিরাট এক গর্জনের সাথে সিংহটাকে আঘাত করলাম। আঘাতের সাথে সাথেই সিংহটা লাফ দিয়ে যেন আমাকে অভিনন্দন জানাতে পিছনের পায়ে দাঁড়ালো। পশুটার মাথাটা ঠিক আমার মাথার উপরে এসে পড়লো। তারপর থাবা দিয়ে আমাকে আঘাত করলো। আমি কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়ে বর্শার চওড়া ফলাটি সিংহটার গলায় বসিয়ে দিলাম। উহার থাবা আমার চামড়ায় আঁচড় দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারলো না। সিংহটা তখন চিৎ হ'য়ে পড়লো। লম্বা বর্শাটি তখনও উহার গলায় ঝুলছিল। আবার দাঁড়িয়ে সিংহটা যন্ত্রণায় গর্জন করতে করতে মানুষের দ্বিগুণ উঁচুতে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো এবং সামনের পা' দিয়ে বর্শাটিকে আঘাত করতে লাগলো। এভাবে সিংহটা দু'বার লাফ দিল। আর দু'বারই চিৎ হ'য়ে প'ড়ে গেল। দৃশ্যটি সত্যিই ভয়ংকর। প্রবলভাবে রক্ত পড়ার জন্য সিংহটা নিস্তেজ হ'য়ে ষাড়ের মত একটা গর্জন ক'রে ম'রে গেল। সমস্ত ভয়ের কারণ দূর হওয়া সত্ত্বেও আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি বিদ্রূপকারী ঐ দাম্ভিক যুবকটির ও সিংহটার মৃতদেহের দিকে তাকাচ্ছিলাম তখন এক বৃদ্ধা আমার সামনে আসলো। দেখলাম এ-সেই আতোয়া যে আমাকে অক্ষত দেহে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজের রক্ত-মাংস দান ক'রেছিল। অবশ্য সেই নিরপরাধ শিশুটির হত্যার কথা আমি তখনও শুনি নাই। আতোয়া লতাপাতা দিয়ে ঔষধ তৈরী করতে ওস্তাদ ছিল এবং সে ওখানে নদীর তীরে লতাপাতা তুলতে এসেছিল। এখানে সিংহটার অবস্থিতির কথা সে জানতো না। সিংহ সাধারণতঃ চষাক্ষেতে না এসে মরুভূমি ও লিবিয়ার পর্বতেই থাকে।

আতোয়া দূর থেকে সবকিছু দেখেছিল। সে কাছে এসে আমাকে হারমাসিস ব'লে চিনতে পারলো এবং বারে বারে নত হ'য়ে আমাকে অভিবাদন ও কুর্নিশ করতে লাগলো। সে আমাকে রাজকীয়, সকল সম্মানের অধিকারী, প্রিয়জন, তিন প্রভুর বাছাই করা লোক ইত্যাদি ব'লে আখ্যায়িত করলো। সে আমাকে সম্রাট ও মুক্তকারী বলেও আখ্যায়িত করলো। আমি ভাবলাম যে সে ভয়ে পাগলের মত বকছে, তাই তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে সে কি সম্বন্ধে বকছে।

আমি বললাম, "একটা সিংহ মারা কি এতই বড় কাজ যে তুমি এতসব বলছো? অতীতকালে অনেকেই অনেক সিংহ মেরেছে এবং এখনও অনেকেই মারছে। স্বর্গীয় ওসিরিয়ান আমেনহিটেপ কি নিজ হাতে শতাধিক সিংহ

মারেননি ? বাবার কক্ষে ঝুলন্ত কাঠে কি লেখা নেই যে তিনি পূর্বে সিংহ হত্যা করেছেন? আরও তো অনেকেই সিংহ হত্যা করেছে। তবুও কেন তুমি নির্বোধের মত আমায় এতসব বলছো?"

আসলে সিংহটা মরার পরে আমার মনে যুবা সুলভ একটা ভাব এসেছিল এবং এটাকে কোন হিসাবের বস্তু ব'লে আমার মনেই হয়নি। তাই আমি আতোয়াকে এত কথা শুনালাম। কিন্তু সে আমার প্রশংসা ক'রেই গেলো। সে আমাকে এতসব বড় বড় নামে ভূষিত করতে লাগলো যে তা' ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

সে বলেই চললো, "ওহে রাজাধিরাজ, তোমার মা ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে জ্ঞানীর কাজ করেছেন। নিশ্চয়ই প্রভু 'নেপথ' এর পবিত্র আত্মা তোমার মায়ের মুখ দিয়ে কথা বলেছিলেন। তুমি এক প্রভু কর্তৃক মনোনীত। তুমি পূর্ব লক্ষণ দেখঃ এই সিংহটা রোমের প্রভু জুপিটারের মন্দিরে গোঁ গোঁ করছে এবং এই মৃত লোকটি টলেমী—সেই মেসিডোনিয়ার পরগাছা—যা' নীলনদের দেশে বড় বেশী জন্মেছে। মেসিডোনিয়ার অশ্বারোহী সৈন্যের মত তুমি রোমের সিংহকে আঘাত হানবে, কিন্তু মেসিডোনিয়ার কাপুরুষ পালাবে এবং রোমের সিংহ তাকে কতল করবে। আর তুমি তখন ঐ সিংহটাকে বধ করবে। ফলে খেম দেশ আবার স্বাধীন হবে, স্বাধীন।"

একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করলো, "হে রাজবংশীয় সুপুত্র, ওহে খেমবাসীদের আশার আধার, তুমি কিন্তু প্রভুদের নির্দেশমত নিজেকে পবিত্র রেখো, তার বিনাশকারী মেয়েদের থেকে সাবধান থেকো। তাহলেই আমি যা' কিছু যেমন বলছি ঠিক তেমনি হবে।"

শ্বাস ফেলার মত থেমে সে আবার বলতে লাগলো, "আমি দরিদ্র ও পাপী, আমি দুঃখে জর্জরীত, গোপন কথা প্রকাশ করে আমি প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নিজেরই পেটের সন্তান হারিয়েছি। স্বেচ্ছায় তোমার জন্য আমি ত্যাগ স্বীকার করেছি, কিন্তু এখনও আমি সাধারণ জ্ঞান হারাইনি। প্রভুদের চোখে সবাই সমান। তাই আমি তাঁদেরও সুনজর হারাইনি। স্বর্গীয় মাতা 'আইসিস' আমার সাথে (স্বপ্নে) কথা বলেন। গতরাতে তিনি আমাকে লতাপাতা কুড়াতে আসতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যে, আমি এখানে যে সব লক্ষণ দেখবো তা' যেন তোমায় বলি। আমি যেভাবে বলেছি ঠিক তেমনি হবে, অবশ্য যদি তুমি লোভ-আসক্তি সম্বরণ করতে পারো। ওহে রাজাধিরাজ, এখানে এসো।"

এই ব'লে সে আমাকে নদীর শেষ প্রান্তে নিয়ে গেল। সেখানে নদীর পানি ছিল গভীর, শান্ত ও নীল রঙের। সে তখন আবার বলতে লাগলো, "পানিতে প্রতিফলিত তোমার ঐ মুখখানার দিকে তাকাও। ঐ ভ্রূযুগল কি ডাবল মুকুট ধারণের উপযুক্ত নয়? ঐ সুশীল আঁখি যুগলে কি রাজকীয় মর্যাদার প্রতিফলন হয় না? সৃষ্টিকর্তা কি ঐ আকৃতি রাজপোশাকের জন্য উপযুক্ত ক'রে তৈরী করেন নি? এবং জনসাধারণের ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি কি তোমারই মাধ্যমে প্রভুদের প্রতি তাকিয়ে নেই?"

এবারে তার গলার স্বর পাল্টে গেল। বৃদ্ধা মহিলার স্বরে সে বললো, "না না, সিংহের আচড় বিষাক্ত, বিষধর সাপের কামড়ের মত ভয়ানক। আমিই এর ঔষধ দেবো। এর চিকিৎসা করতেই হবে। নইলে ওখানে ঘা হবে এবং সব সময়ই তুমি সিংহ ও সাপের স্বপ্নই দেখবে ও ক্ষত হবে। কিন্তু আমি এর বিহিত জানি। কোন ব্যাপারেই আমি পাগলামী করি না, দেখ, সব কিছুরই একটা ভারসাম্য আছে। পাগলামীর মধ্যে আছে জ্ঞান এবং জ্ঞানের মধ্যেও আছে যথেষ্ট পাগলামী।"

তারপর সে সুর ধ'রে বললো, "লা-লা-লা, সম্রাট নিজেও বলতে পারেন না কোত্থেকে কি আরম্ভ হয় আর কোথায় শেষ হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রচলিত গল্পের নব বসন্তের ফুলের রঙের শাড়ী পরা বিড়ালের মত ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। বরং তোমার ঘায়ের উপরে এই সবুজ পাতাগুলি লাগাতে দাও। দু'দিনের মধ্যেই তোমার আঘাত সেরে তিন বছরের শিশুর চামড়ার মত সাদা হ'য়ে উঠবে। পাতার কামড়ানিতে কিছু ভেবো না। আমাদের স্বর্গীয় প্রভুগণ ফিলি, আবুদিস বা আবিদুস যেখানেই ঘুমন্ত থাকুন বা কেন, তাঁদের নামে শপথ ক'রে বলছি, এই ঔষধি পাতাগুলি তোমার ঘায়ে লাগালে দাগ পর্যন্ত চলে যাবে, ঠিক পূর্ণিমায় প্রভু আইসিসের উদ্দেশ্যে দেওয়া উৎসর্গের মত পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।"

আতোয়া যখন তার ভবিষ্যদ্বাণী করছিল তখন আমার অলক্ষ্যে কয়েকজন লোক এসে দাঁড়িয়েছিল, আতোয়া হঠাৎ তাদেরে সম্বোধন ক'রে বললো, "তাই না? আমার ঔষধ লাগানোর উপায় হিসাবে তাকে মুগ্ধ করার জন্য কতগুলি বানানো কথা বলেছি।"

সে আবার সুর ক'রে তার "লা-লা-লা" গান ধ'রে বললো, "বানানো কথার মত আর কিছুই নেই। যদি বিশ্বাস না হয় তবে কারো স্ত্রী বন্ধ্যা থাকলে আমার কাছে এসো। তোমাদেরে নিশ্চয় ক'রে বলছি, আমার ঔষধে যে কাজ হবে তা' ওসিরিসের মন্দিরের প্রত্যেকটি থাম টুকরা টুকরা

করলেও হবে না। আমার ঔষধ সেবনে বন্ধ্যা স্ত্রী কুড়ি বছরের তাল গাছের মত বাচ্চা ধারণ করবে। কিন্তু শোন, তখন কি করতে হবে তা তোমাদেরে জানতেই হবে। এটাই কথা, সব কিছুই একটা বিন্দুতে মিলে যায়।" এবং সে আবার তার "লা-লা-লা" গান ধ'রে মুখ বন্ধ করলো।

আমি হারমাসিস এসব শুনে স্বপ্ন দেখছি কিনা ভেবে না পেয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকলাম। কিন্তু আবার তাকিয়ে ঐ লোকদের মধ্যে সাদা দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। সে আমাদেরে খুব কড়া নজরে দেখতে লাগলো। পরে আমি জেনেছি যে এই লোকটি টলেমীর গুপ্তচর এবং এই লোকটিই নিরীহ শিশুটিকে হত্যার পরে আমাকেও হত্যার ইঙ্গিত করেছিল। তখন আমি বুঝলাম কেন আতোয়া নির্বোধের মত বকবক করছিল।

গুপ্তচরটি বললো, "বৃদ্ধা! তোমার চাটু বাক্যগুলি সত্যিই অদ্ভুত। তুমি সম্রাটের কথা বলেছো, ডাবল মুকুটের কথা বলেছো এবং 'টাহ' কর্তৃক মনোনীত ঐ মুকুট ধারণের উপযুক্ত কোন একটা আকৃতির কথাও বলেছো, তাই না?"

আতোয়া বললো, "হাঁ হাঁ নির্বোধ, ও কথাগুলিও আমার চাটু বাক্যেরই অংশ। বংশীবাদক ও পবিত্র সম্রাট ছাড়া আর কার নামে ভাল শপথ নেওয়া যায়? প্রভুগণ যেন সম্রাটকে দীর্ঘায়ু করেন যাতে তিনি আরও বহুকাল ধ'রে এদেশ মুগ্ধ করতে পারেন। মেসিডোনিয়ার আলেকজাণ্ডারের কৃপায় সম্রাটের পরিহিত ডাবল মুকুট ছাড়া আর কি ডাবল মুকুট হ'তে পারে? ভাল কথা, তুমিতো জানো, মিথ্রিডেটরা যে সৈন্যদের জন্য কাপড় নিয়েছিল তাকি তারা পেয়েছে? অবশেষে পম্পি ওগুলি পড়েছিল, তাই না? জয়ের আনন্দে পম্পিকে আলেকজাণ্ডার সাজাও! সিংহের ছালের অভ্যন্তরে একটা নেড়ে কুকুর। আর যদি সিংহের কথা বলি তাহলে দেখো এই ক্ষুদ্র বালকটি কি করেছে। তার নিজের বর্শা দিয়ে একটা সিংহ হত্যা করেছে, গ্রামবাসীদের এটা দেখে খুশী হওয়া উচিত, কারণ এটা ছিল খুব হিংস্র জন্তু। এর দাঁত দেখো, দেখো এর থাবা, কত বড় থাবা! আমার মত নির্বোধ ও দরিদ্র বৃদ্ধাকে ভয়ে চিৎকার করাতে ওগুলিই যথেষ্ট। আর ঐ মৃতদেহটি দেখো, সিংহটা ঐ লোকটিকে হত্যা করেছে, আহা, তিনি এখন একজন ওসিরিস।* ঐ দেহটি! ঠিক এক ঘণ্টা আগেও ঐ দেহটি ছিল তোমার আমার মত একটি মরদেহ। ভাল কথা, দেহটিকে শব সংরক্ষণকারীদের কাছে

* মৃতের আত্মা দেবত্ব প্রাপ্ত হ'লে তাকে প্রাচীনকালে মিশরীয়রা ওসিরিস বলতো।

নিতে হবে। শীঘ্রই উহা রোদে ফুলে ফেটে যাবে। তখন সংরক্ষণকারীদেরে আর কষ্ট করে কেটে খুলতে হবে না। তারা তো আর কোনক্রমে ওর দেহে রৌপ্যের ছোপ দেবে না। সে যা আশা করতে পারে তা'হল মমি তৈরীর কারখানায় ৭০ দিন যাপন।''

আতোয়া আবার তার ''লা-লা-লা'' গান সুর ক'রে ধ'রে বলতে লাগলো, ''দেখ, আমার জিহ্বা কত দ্রুত দৌড়ায়। অন্ধকার হ'য়ে আসছে, চলো। তোমরা কি লোকটির ও সিংহটির মৃতদেহ নিয়ে যাবে?''

তারপর আবার সে আমাকে বললো, ''বৎস, তুমি ঐ পাতাগুলি ঘায়ে লাগাও। তা'হলে আর ব্যথা থাকবে না। আমি পাগল হ'লেও দু'একটা কথা জানি। তুমি আমার আদরের নাতি। আমি ধন্য কারণ প্রধান পুরোহিত তোমায় পোষ্য পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন, কারণ সম্রাট তাঁর শিশু পুত্রটিকে শেষ করেছেন। ওসিরিস সম্রাটের মঙ্গল করুন! তুমি হাড্ডিসার মানুষ, কিন্তু তবু তোমায় নিশ্চয় করে ব'লছি, আসল হারমাসিসও এ রকম একটা সিংহ মারতে পারতো না। আমাকে ঐ ছড়ানো রক্ত নিতে দাও, ওসব খুবই বলকারী।''

গুপ্তচরটি তখন পুরাপুরি প্রতাড়িত হ'য়ে ক্ষোভের সাথে বললো, ''তুমি খুব বিজ্ঞ আর দ্রুত কথা বলো।'' তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, ''তুমি বাস্তবিকই বীর যুবক।''

গুপ্তচরটি আবার তার সঙ্গীদেরে বললো, ''তোমরা কয়েকজন ঐ মৃত-দেহটি আবুদিসে নিয়ে যাও। আর কয়েকজন আমার সাথে থেকে সিংহটার চামড়া খুলতে আমাকে সাহায্য করো।''

আবার সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, ''আমরা চামড়াটা তোমার কাছে পাঠাবো, অবশ্য তুমি এটা পাওয়ার উপযুক্ত সে জন্য নয়, এরকম একটা সিংহ আক্রমণ করা নেহায়েত বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয় এবং ধ্বংসই বোকার প্রাপ্য। নিজে অধিকতর শক্তিশালী না হ'য়ে কখনো শক্তিমানকে আক্রমণ করো না।''

আমি কিন্তু বিস্ময়াভিভূত হ'য়ে বাড়ী চ'লে গেলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[আমেনেমহাটের ভৎসনা ঃ হারমাসিসের প্রার্থনা ঃ এবং পবিত্র প্রভুদের সঙ্কেত।]

আমি হারমাসিস, পথ চলতে চলতে কিছুক্ষণের মধ্যে আতোয়ার দেওয়া সবুজ পাতার রসের গুণে বেশ সুস্থ বোধ করতে লাগলাম। সিংহের নখের আচড়ের যন্ত্রণা সম্পূর্ণ চলে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, আতোয়ার ঔষধের যে গুণ আছে একথা বিশ্বাস করতেই হবে কারণ দু'দিনের মধ্যেই আমার ঘা সেরে গেলো এবং কিছু দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ দাগ নিশ্চিহ্ হ'য়ে গেল।

আমি যে আমার বৃদ্ধ পিতা আমেনেমহাটের কথা অমান্য করেছি হঠাৎ একথা মনে পড়লো। তিনি যে রক্তের সম্পর্কে আমার পিতা একথা আমি ঐদিন পর্যন্ত জানতাম না। কারণ এতদিন ধ'রে আমাকে জানানো হয়েছিল যে তার নিজ পুত্রকে হত্যা করা হয়েছিল, তিনি স্বর্গীয়দের অনুমোদনক্রমে আমাকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে ও লালন-পালন করতে রাজী হয়েছিলেন এবং উপযুক্ত সময়ে আমি দেবালয়ের কোনও কার্যভার প্রাপ্ত হ'তে পারি। এসব কথা আমি আগেই বলেছি।

এই বৃদ্ধ লোকটিকে আমি খুব ভয় করতাম কারণ তিনি রাগের সময় খুব ভয়ানক হ'য়ে উঠ্‌তেন এবং সব সময়ই তিনি বিজ্ঞের মত ধীর গলায় কথা বলতেন। তাই আমি খুব উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়ি। তবুও আমি তাঁর কাছে গিয়ে অপরাধ স্বীকার ক'রে তাঁর মর্জিমত দেওয়া যে কোন শাস্তি গ্রহণ করতে দৃঢ় সংকল্প হই।

সুতরাং আমার রঞ্জিত বর্শাটি হাতে নিয়ে এবং বুকের রক্তিম আঘাত নিয়ে আমি বৃহৎ দেবালয়ের প্রশস্ত উঠান পার হ'য়ে প্রধান পুরোহিতের বাসগৃহের দরজায় পেঁছিলাম। গৃহটি বিরাট। চতুর্দিকের দেয়ালে পবিত্র প্রভুদের প্রতিমা খোদাই করা ছিল। ছাদের ভারী পাথর কেটে একটি ছিদ্র করা হয়েছে। দিনে সেখান থেকে সূর্যকীরণ ঐ ভাস্কর্যের উপরে পড়তো। কিন্তু রাতের বেলায় আবার একটি দোদুল্যমান বাতি জ্বালিয়ে কক্ষটি আলোকিত করা হ'ত।

দরজাটি সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল না। তাই আমি কোন রকমের সাড়া শব্দ না ক'রে প্রবেশ ক'রে দূরে অবস্থিত ভারী পর্দা ঠেলে কম্পিত হৃদয়ে

কক্ষে প্রবেশ করলাম। সন্ধ্যা হওয়ায় বাতিটি জ্বালানো হয়েছে। সেই আলোতে বৃদ্ধলোকটি আবলুস কাঠ ও গজদন্ত নির্মিত একটি চেয়ারে বসা। সম্পূর্ণ পাথর নির্মিত একটি টেবিলে জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে দুর্বোধ্য ভাষায় লিখিত কিছু পাপিরাস পত্র ছড়ানো। কিন্তু দেখলাম তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর সাদা দাড়িগুলি মৃত লোকের দাড়ির মত টেবিলটির উপর ন্যস্ত। প্রদীপটির ক্ষীণ রশ্মি তাঁর উপরে, পাপিরাস পত্রগুলির উপরে ও তাঁর আঙ্গুলে অদৃশ্য শক্তির প্রতীক অঙ্কিত সোনার আংটিটির উপরে পড়েছে। কিন্তু চতুর্দিকে ছায়া। আলো পড়েছে তাঁর কামানো মাথায়, সাদা কাপড়ে, তাঁর পার্শ্বস্থিত যাজক পদসূচক হরিৎবর্ণ যষ্ঠিতে এবং সিংহের পদ বিশিষ্ট চেয়ারের গজদন্তে। তাঁর অতীব উন্নত ললাট, রাজকীয় আকৃতিতে খোদিত মুখাবয়ব, সাদা ভ্রূযুগল ও চোখের কালো ও গভীর গহ্বরদ্বয় দেখা যাচ্ছে।

সত্যি বলতে কি বাবার মধ্যে মানবিক মর্যাদার চেয়ে বেশী একটা কিছু ছিল। এই দৃশ্য আমি তাকিয়ে দেখতে দেখতে কাঁপতে লাগলাম।

তিনি এতকাল প্রভুদের সাথে বাস করেছেন আর ঐশ্বরিক চিন্তাধারা নিয়ে তাঁদের সঙ্গ রেখেছেন। আমরা যে সব রহস্য কেবল দূর হ'তে ক্ষীণ ভাবে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করি, তিনি সে সব বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখেন। এমন কি, এই বায়ুমণ্ডলে বাস করা সত্ত্বেও এবং তার সময় আসার আগেই তিনি দেবত্ব গ্রহণ করতেন। তার এই কাণ্ড দেখে সাধারণ লোক ভয়ে বিচলিত হ'ত।

কিছুক্ষণ ধ'রে আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর ধীরে ধীরে তিনি তাঁর রহস্যময় চোখ খুললেন কিন্তু আমার দিকে তাকালেন না বা মাথাও ফিরালেন না। তথাপি তিনি আমায় দেখতে পেলেন ও কথা বললেন।

তিনি বললেন, "বৎস, আমার অবাধ্য হ'লে কেন? আমার নিষেধ সত্ত্বেও কেমন ক'রে ঐ সিংহটার কাছে গেলে?"

আমি ভীতস্বরে বললাম, "আমি যে গিয়েছিলাম একথা জানলেন কি ক'রে বাবা?"

তিনি বললেন, "কি ক'রে জানলাম? তবে কি ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ছাড়া আর জ্ঞান নেই? আহ্, নির্বোধ বালক! সিংহটা যখন তোমার সঙ্গীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন কি আমার আত্মা তোমার সঙ্গে ছিল না? তোমার নিকটস্থ প্রভুদের কাছে কি তোমাকে রক্ষার জন্য এবং তুমি যখন

সিংহটার গলায় বর্শা বিদ্ধ করেছিলে তখন তোমার আঘাত নিশ্চিত করার জন্য কি আমি প্রার্থনা করি নি? বৎস, এটা কি ক'রে হ'ল যে তুমি সেখানে গিয়েছিলে?''

আমি বললাম, "ঐ দাম্ভিক যুবকটি আমাকে বিদ্রূপ করেছিল, তাই আমি গিয়েছিলাম।''

তিনি বললেন, "হাঁ, আমি জানি। যৌবনে রক্ত গরম থাকে। তাই তোমায় ক্ষমা করলাম, হারমাসিস। কিন্তু এখন আমার কথা শোন। 'সিরিয়াস' নামক নক্ষত্রের আবির্ভাবে সিহর নদীর পানি যেভাবে প্লাবিত হ'য়ে শুষ্ক বালুকায় তলিয়ে যায়, আমার কথাও তোমার মনে যেন ঠিক তেমনি তলিয়ে যায়।

"শোন, যুবকটিকে প্রলোভন হিসেবে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছিল তোমার মনোবল পরীক্ষার জন্য। কিন্তু দেখো, তাতে ভারসাম্য রক্ষা হয়নি। কাজেই তোমার সময় পিছিয়ে দেওয়া হ'ল। এই পরীক্ষায় তুমি যোগ্য প্রমাণিত হ'লে তোমার পথ এখনই সুস্পষ্ট হয়ে যেত, কিন্তু তুমি অকৃতকার্য হয়েছো, আর এই জন্যই তোমার সময় পিছিয়ে দেওয়া হ'ল।"

আমি বললাম, "বাবা, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

তিনি বললেন, "বৎস, বৃদ্ধা আতোয়া নদীর ধারে দাঁড়িয়ে তোমায় কি বলেছিল?"

বৃদ্ধা আতোয়া আমাকে যা' কিছু বলেছে তা' সবই তখন আমি বাবাকে বললাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আর তুমি কি এসব বিশ্বাস করেছো?"

আমি বললাম, "না, সেসব গল্প কি করে বিশ্বাস করি? নিশ্চয়ই সে পাগল এবং সবাই তাকে পাগল বলেই জানে।"

বাবা চিৎকার করে বললেন, "বৎস, বৎস, তুমি ভুল করছো, সে পাগল নয়। যে স্বর তার মুখ দিয়ে কথা বলেছে সে মিথ্যা বল্‌তে পারে না। কারণ আতোয়া একজন দৈব বক্তা ও পবিত্র।"

তিনি আবার বললেন, "এখন শুনে রাখো মিশরীয় প্রভুগণ তোমায় দিয়ে কি লক্ষ্য অর্জন করতে চান। কিন্তু কোনও দুর্বলতার জন্য যদি সে লক্ষ্য অর্জনে তুমি অকৃতকার্য হও তা'হলে তোমার উপরে দুঃখ নেমে আসবে।

"শোনো, তুমি পোষ্যপুত্র হিসেবে আমার ঘরে প্রার্থনার জন্যে অতিথি নও। তুমি আমারই পুত্র। ঐ বুড়ীই তোমায় রক্ষা ক'রে আমার কাছে রেখেছে। কিন্তু হারমাসিস, তুমি এর চেয়েও অনেক বেশী। কেবলমাত্র আমার

ও তোমার মধ্যেই এখনও মিশরীয় রাজবংশের রক্ত প্রবাহিত। জীবিতদের মধ্যে মাত্র আমি আর তুমিই কোনও ভাঙ্গন বা ত্রুটি ছাড়াই 'ওচা' নামক পারশী কর্তৃক মিশর থেকে বিতাড়িত সম্রাট 'নেকতনেফের' বংশধর। সে পারশী এসে চলে গেছে এবং পারশীদের পরে এসেছে মেসিডোনিয়ানরা। তারপর তারাই প্রায় তিনশত বছর ধ'রে অন্যায়ভাবে ডাবল মুকুট অধিকার ক'রে খেমদেশকে অপবিত্র ও এদেশের প্রভুদের উপাসনা নষ্ট করেছে।

"আরও মনোযোগ দিয়ে শোনো ঃ তোমাকে যে টলেমী নিউয়াস ডাইয়নিসাস, বংশীবাদক টলেমী অলিটস্ হত্যা করতে চেয়েছিল, সে দু'সপ্তাহ হয় মারা গেছে। কিন্তু পথিনাস নামক যে খোজা তোমাকে হত্যা করতে কয়েক বছর আগে এখানে এসেছিল, সে তার প্রভু অলিটস্ এর নির্দেশ অমান্য ক'রে বালক টলেমীকে (টলেমী অলিটসের ছেলে) সিংহাসনে বসিয়েছে। এবং সেই হিংস্র ও সুন্দরী ক্লিওপেট্রা সিরিয়ায় পলায়ন করেছে। এবং আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তবে সে সেখানে বসে সৈন্য সংগ্রহ ক'রে তার ভাই টলেমীর সাথে যুদ্ধ করবে। কারণ তার বাবার নির্দেশ মত সেও তার ভাইয়ের সাথে সিংহাসনের সমান অধিকারিণী।

"এবং ইত্যবসরে একথাও শুনে রাখো, বৎস ঃ রোমের বাজপাখী তার তীক্ষ্ম নখর নিয়ে স্থূলকায় ভেড়া মিশরকে ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য সময়ের প্রতীক্ষায় উড়ছে। এবং তুমি আরও লক্ষ্য করো ঃ মিশরীয় জনসাধারণ বিদেশীদের দাসত্বের শৃঙ্খলে থেকে অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তারা পারশীদের স্মৃতিকে ঘৃণা করে। তারা আলেকজান্দ্রিয়ার বাজারে 'মেসিডোনিয়ার দাস' হিসাবে বিক্রি হওয়াতে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে। সমস্ত দেশ আজ রোমানদের আশ্রিত গ্রীকদের দাসত্বে থেকে বিরক্তিতে গজ গজ করছে।"

বাবা আবার বলতে লাগলেন, "আমরা কি উৎপীড়িত হইনি ? সম্রাটের অফুরন্ত লোভ লালসা মিটানোর জন্য কি আমাদের আয় উৎপন্ন ছিনিয়ে নেওয়া হয়নি ? আমাদের মন্দিরগুলি কি পরিত্যক্ত হয়নি ? গ্রীসের বাচালরা কি আমাদের সনাতন প্রভুদের মর্যাদা হানি করেনি ? ওরা আমাদের সনাতন সত্যে হস্তক্ষেপ করতেও দ্বিধা করেনি। ওরা অদৃশ্য শক্তির নিদর্শনকে বিস্মৃত ক'রে সনাতন সত্যকে সেরাপিস* নামে ডাকার আস্পর্ধা পেয়েছে! মিশর কি স্বাধীনতার জন্য চিৎকার করছে না ? এবং সে কি বৃথাই আর্তনাদ করবে ? না না বৎস, তুমিই সেই নির্বাচিত মুক্তকারী।

* গ্রীকদের প্রভু, কিন্তু মিশরীয়দের মতে মিথ্যা প্রভু।

আমি বৃদ্ধ বয়সে আমার সমস্ত স্বত্ব তোমায় অর্পণ করছি, এখনই 'আবু' থেকে 'আথু'র বিভিন্ন পবিত্রালয়ে তোমার নামে কানাঘুষা হচ্ছে। তোমার পুরোহিতদের সামনে ঘোষণা করা হবে, তাই তারা এখনই এমনকি পবিত্র প্রতীকের নামে তোমার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করছে। তথাপি এখনও সময় হয়নি। এত বড় ঋড়ের বোঝা বহনের জন্য এখনও তুমি উপযুক্ত হওনি। তুমি এখনও একটি কাঁচ যুবক মাত্র।"

একটু থেমে বাবা আবার বলতে শুরু করলেন, "হারমাসিস, যিনি প্রভুদের সেবা করবেন তাঁকে দৈহিক দুর্বলতা দূর করতে হবে। বিদ্রূপ বা কোন প্রকারের মানবিক লালসা তাকে বিচলিত করলে চলবে না। তোমার লক্ষ্য খুব উচ্চ। কিন্তু তোমাকে তা' জানতেই হবে। না জানলে তুমি তাতে অকৃতকার্য হবে এবং আমার অভিশাপ তখন তোমার প্রতি বর্ষিত হবে। আরও অভিশাপ বর্ষিত হবে সমগ্র মিশরের ও উহার অবমানিত প্রভুদের। কারণ, একথাও জেনে রাখো, এমনকি অমর প্রভুগণও যাকে দিয়ে তাঁদের কাজ করান, তারই বিরুদ্ধে তাঁরা খোলা তরবারি হাতে শত্রুর মত যেতে পারেন। এটা তাঁদের বহুবিধ কাজের অভিপ্রায়েরই অন্তর্গত।

"যে তরবারি যুদ্ধের সময়ে হাতছাড়া হয় তাকে ধিক্কার কারণ সেটাকে তখন মরচে ধরে শেষ হ'য়ে যাওয়ার জন্য ফেলে রাখা হয় অথবা হয়ত পুড়ে গলিয়ে ফেলা হয়। সুতরাং তোমার হৃদয় পবিত্র, মহৎ ও শক্তিশালী করো; কারণ তোমার কাজ অসাধারণ, তোমার কোনও মানবিক প্রয়োজন নেই। হারমাসিস, তুমি যদি জয়যুক্ত হও, তবে তুমি গৌরবের সাথে যাবে, এ জগতে ও পরজগতেও তোমার গৌরব হবে। কিন্তু যদি অকৃতকার্য হও, তবে তোমার প্রাপ্য হবে অশেষ দুঃখ ও সকলের ধিক্কার।"

মাথা নত ক'রে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, "এ ব্যাপারে এর পরে তুমি আরও কিছু শুনবে। ইত্যবসরে তোমায় আরও অনেক কিছু শিখতে হবে, কাল তোমায় কিছু পত্র দেবো। ওগুলি নিয়ে তুমি নীল নদ ধ'রে সাদা দেয়াল ঘেরা মেমফিস পার হ'য়ে আনু যাবে। সেখানে তুমি অল্প কয়েক বছর থাকবে। সেখানে যে সব লুক্কায়িত পিরামিডের তুমি বংশগত প্রধান পুরোহিত হবে তারই ছায়ায় লুক্কায়িত আমাদের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে আরও কিছু পড়াশুনা করবে। আর আমি এই সময়ে এখানে বসে অবলোকন করবো কারণ আমার সময় এখনও শেষ হয়নি। প্রভুদের সহায়তায় আমি মৃত্যুর জাল বুনবো আর তুমি ঐ জাল নিয়ে মেসিডোনিয়ার কীট ধরবে।"

তিনি আরও বললেন, "এখানে এসো বৎস, তুমিই আমার আশা ও সমগ্র মিশরের ভরসা, তাই তুমি এখানে এসে আমার কপাল চুম্বন করো। তুমি বিশুদ্ধ থেকে অদৃষ্টের ঈগলচূড়ায় উন্নীত হও। তবেই তুমি এ জগতে ও পরজগতে গৌরবান্বিত হ'তে পারবে। কিন্তু যদি তুমি মিথ্যায় পর্যবসিত হও এবং পরিণামে যদি তুমি অকৃতকার্য হও, তবে আমি তোমার মুখে থুথু দেবো। আর তুমি হবে অভিশপ্ত এবং সময়ের ধীর প্রক্রিয়ায় যতক্ষণ পর্যন্ত অশুভ শুভতে পরিণত হ'য়ে মিশর আবার মুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার আত্মা বন্দী হ'য়ে থাকবে।"

আমি কাঁপতে কাঁপতে কাছে গিয়ে তাঁর কপাল চুম্বন করলাম। তারপর বললাম, "বাবা আমি যদি আপনার কাজে অকৃতকার্য হই তবে আপনি যা' যা' বলেছেন তা' সব এবং আরও বেশী কিছু কি সত্যিই আমার উপরে পতিত হবে ?"

তিনি বললেন, "না, না, আমার কাজ নয়। যাঁদের ইচ্ছায় আমি কাজ করি বরং তাদের কাজ। এখন তুমি যাও বৎস। গিয়ে মনে মনে ধ্যান করো। তোমার অন্তরের অন্তস্থল দিয়ে আমার কথা হৃদয়ঙ্গম করো, আর তুমি যা কিছু দেখো তা' লক্ষ্য করো। এবং বিন্দু বিন্দু ক'রে জ্ঞান অর্জন করো। এই ভাবে সংগ্রামের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো। নিজের জন্য তোমাকে ভীত হ'তে হবে না, কারণ তুমি সমস্ত অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত। অকারণে তোমার কোনও অমঙ্গল হবে না। তুমি নিজেই শুধু তোমার শত্রু হ'তে পারো। আমার বক্তব্য আমি শেষ করেছি।"

আমি তখন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সামনে চললাম। রাতটা ছিল বেশ শান্ত। কেউ দেবালয়ের আঙ্গিনায় আসেনি। আমি দ্রুতপদে উঠান পার হ'য়ে দেবালয়ের বহির্দ্বারে অবস্থিত উচ্চ বুরুজের দরজায় উপস্থিত হলাম। তখনকার শান্ত পরিবেশের মধ্যে আরও নীরবতা ও স্বর্গের কাছাকাছি পেঁছার আশায় আমি উক্ত বুরুজের দুশোস্তরের সোপান অতিক্রম ক'রে শেষ পর্যন্ত তার বিশাল ছাদে পেঁছলাম। তারপর ছাদের পার্শস্থিত বুক সমান উঁচু প্রাচীর গাত্রে বুক রেখে সামনে তাকালাম। তখন পূর্ণচন্দ্রের রক্তিম অংশ আরবীয় পাহাড়ের চূড়া থেকে ভেসে উঠলো। বুরুজের যেখানে আমি দাঁড়ানো সেখানে এবং চতুর্দিকে চাঁদের রশ্মি ছড়িয়ে পড়লো। তাতে দেয়ালে খোদিত প্রভুদের প্রতিকৃতির মুখাবয়ব আলোকিত হ'ল। এই স্নিগ্ধ আলোক সুকর্ষিত সুদীর্ঘ মাঠে পতিত হ'ল। ক্ষেতের ফসল পেকে প্রায় সাদা হ'য়ে এসেছে। আইসিসের স্বর্গীয় প্রদীপের আলোক আকাশ পথে যেতে যেতে শান্তভাবে

উপত্যকাও উদ্ভাসিত করেছে। এই উপত্যকা থেকেই মিশরের পিতৃতুল্য সিহর নদী সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

ধীরে ধীরে চাঁদ সম্পূর্ণ উদিত হ'ল। সাথে সাথে নদীর পানি ঝলমল ক'রে উঠ্‌লো, মনে হ'ল চাঁদের হাসির প্রত্যুত্তরে বারিরাশিও হেসে উঠলো। পর্বত ও উপত্যকা, নদী-মন্দির-শহর ও সমভূমি সবই আলোতে ঝলমল ক'রে উঠলো। কারণ মাতা আইসিস পুরাপুরি উড্ডীয়মান হ'য়ে তার উজ্জ্বল আবরণ ধরার বুকে ছড়িয়ে দিয়ে সুন্দর স্বপ্ন বিভোর একটি অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। দৃশ্যটি মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের মত পবিত্র।

রাতের বুক চিড়ে মন্দিরগুলি সুউচ্চ চূড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যার দেয়ালের কাছে এমনকি সর্বগ্রাসী সময় লয়প্রাপ্ত হবে সেই সনাতন মন্দির-গুলি আমার কাছে এর আগে কখনো এমন চমৎকার লাগেনি।

আর এই চন্দ্রালোক বিধৌত দেশ শাসন, ঐ সব পবিত্র মন্দিরের রক্ষণা-বেক্ষণ ও এর প্রভুদের সম্মান পোষণের ভার আমারই উপরে অর্পিত হবে! টলেমীকে বিতাড়িত ক'রে বিদেশী শৃঙ্খল থেকে মিশরকে মুক্ত করার ভার আমারই উপরে। আমার ধমনীতে থিবি পর্বতের উপত্যকায় অবস্থিত সমাধিতে শেষ বিচারের দিনের প্রতীক্ষায় ঘুমন্ত মহান সম্রাট-দের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এই সুমহান লক্ষ্যের কথা ভেবে আমার আত্মা স্ফীত হয়ে উঠলো। আমার হাত আবৃত ক'রে এখানেই এই চূড়ায় দাঁড়িয়ে নানা নামে ও নানা রূপে আবির্ভূত প্রভুদের উপাসনায় রত হলাম; এত ভক্তি ও এমন উৎসর্গীকৃত মন নিয়ে এর আগে আর কখনো আমি প্রার্থনা করিনি।

আমি প্রার্থনা করলাম, "হে প্রভু, প্রভুর প্রভু, যিনি আদিকাল থেকে বিরাজমান, যিনি দেবত্ব প্রদান করেন আবার তুলে নেন; যাঁর চতুষ্পার্শ্বে পুণ্যাত্মারা আবর্তন করেন, যিনি সনাতন ও স্বত্ব প্রবিষ্ট এবং সব সময়ই থাকবেন—আমার প্রার্থনা শুনুন ঃ

"হে প্রভু ওসিরিস, তোমারই উৎসর্গের দ্বারা আমরা সমর্থিত; হে বায়ুমণ্ডলের প্রভু, সর্বকালের প্রশাসক, হে পশ্চিমে অবস্থানকারী, শেষ বিচারের দিনের স্বামী, আমার প্রার্থনা শোন ঃ

হে আইসিস, প্রভু, হোরাসের মাতা, রহস্যময়ী, ভগ্নি, স্ত্রী, আমার প্রার্থনা শোন, আমি যদি সত্যিই প্রভুদের কাজের জন্য মনোনীত হয়ে থাকি, তবে আমার পরবর্তী জীবনের জন্য এ জীবনের প্রমাণ স্বরূপ একটি নিদর্শন দাও—এমনকি এখনই। ওহে প্রভু, আমার প্রতি তোমার

হস্ত প্রসারিত করো এবং তোমার আকৃতি প্রকাশ করো। শোন, ওহে প্রভু, আমার কথা শোন।" এই বলে নতজানু হ'য়ে আমি আকাশের দিকে তাকালাম।

আমার নতজানু হওয়ার সাথে সাথে একখণ্ড মেঘ এসে চাঁদের মুখ আবৃত করলো। ফলে রাত্রি ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'য়ে চতুর্দিকের নীরবতা আরও বৃদ্ধি পেলো। এমনকি, নিম্নের দূরবর্তী শহরের কুকুরগুলিও ঘেউ ঘেউ বন্ধ করলো। নীরবতা বাড়তে বাড়তে মৃত্যুর মত ভারী হ'য়ে উঠলো। আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো ও অনুভব করলাম যেন আমার মাথার চুল ও গায়ের পশম খাড়া হ'য়ে উঠলো। হঠাৎ ঐ মজবুত বুরুজের চূড়া যেন আমার পায়ের তলায় কেঁপে উঠলো; একটা দমকা হাওয়া আমার ভ্রূতে আঘাত হানলো আর আমার অন্তরে যেন একটি স্বর ব'লে উঠলো ঃ

'ওহে হারমাসিস, একটি চিহ্ন নাও এবং
ধৈর্যের সাথে নিজেকে আয়ত্ত করো।'

আর এই স্বরটির কথা বলার সাথে সাথে একটি ঠাণ্ডা হাত আমার হাত স্পর্শ ক'রে কি যেন আমার হাতে রাখলো। চাঁদের বুক থেকে মেঘ সড়ে গেলো। স্তব্ধ বাতাস আবার প্রবাহিত হ'ল। শিখরটির কম্পন বন্ধ হ'ল আর রাত্রি ঠিক আগের মত জোছনা প্লাবিত হ'য়ে উঠলো।

আলোক ফিরে আসায় আমার হাতে রক্ষিত দ্রব্যটির প্রতি তাকালাম। দেখলাম সদ্য প্রস্ফুটিত নির্মল পদ্মের একটি কুঁড়ি এবং তাথেকে সুমধুর ঘ্রাণ আসছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকানোর সাথে সাথে একি! আমাকে বিস্ময়াভিভূত করে ফুলটি আমার হাত থেকে বিলীন হয়ে গেত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[হারমাসিসের আন্নু গমন এবং তার মামা আন্নুএল-রা-এর প্রধান পুরোহিত সেপার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ; সেপার বাণী।]

পরের দিন খুব ভোরে মন্দিরের একজন পুরোহিত আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বাবার কথামত নদীপথে আনুএল-রা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'তে বললো। মেমফিসের 'টাহ' অঞ্চল থেকে কয়েকজন পুরোহিত তাদের মধ্যের এক মহৎ ব্যক্তির শবদেহ সংরক্ষণের জন্য আবুদিসে দিয়ে এসে পবিত্র ওসিরিসের সমাধিস্থলে দেহটি মমি করেছিল। তাই পুরোহিতদের সাথেই আমাকে গ্রীকদের হোলিও পোলিস পর্যন্ত যেতে হবে। আমি তাই প্রস্তুত হলাম। সেদিনই বিকেলে বাবার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে তাঁকে ও মন্দিরের অন্যান্য প্রিয়জনদের আলিঙ্গন ক'রে আমরা সিহর নদীর তীরে পেঁৗছলাম। দখিণা বাতাসে পাল খাটিয়ে আমরা যাত্রা করলাম।

নৌকার চালক যখন একটি দণ্ড হাতে নিয়ে অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে মাল্লাদের নৌকা বাধা খুটিটি তুলতে বললো তখন বৃদ্ধা আতোয়া তার ঔষধের থলি হাতে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে আমায় বিদায় সম্ভাষণ জানালো এবং শুভলক্ষণের জন্য তার একটি স্যাণ্ডেল আমার দিকে নিক্ষেপ করলো। আমি তা' কয়েক বছর ধ'রে সযত্নে রেখেছি।

এই ভাবে আমরা যাত্রা করলাম। ছয়দিন ধ'রে আমরা ঐ অপরূপ নদীবক্ষে ভেসে চললাম। প্রতি রাতেই আমরা কোনও সুবিধাজনক স্থানে রাত্রি যাপন করি। কিন্তু চোখ ফোটার পর থেকে যে পরিচিত দৃশ্য আমি দেখতে অভ্যস্ত তা' থেকে বঞ্চিত হ'য়ে যখন চতুর্দিকে কেবল অপরিচিত মুখ দেখতে লাগলাম তখন আমি মনে মনে এতই ক্লেশ অনুভব করতে লাগলাম যে আমার কান্না পেতে লাগলো। কিন্তু শুধু লোকলজ্জার ভয়ে কাঁদতে পারলাম না। কিন্তু যেসব অদ্ভুত দৃশ্য আমি দেখেছি তা' এখানে লিখবো না। কারণ আমার কাছে নতুন হ'লেও মিশরের প্রভুদের আমল থেকে অন্য সবাই ওসব দেখে এসেছে। আমার সঙ্গী পুরোহিতগণ বিশেষ সম্মানের সাথে সে সব জিনিসের বিশদ বিবরণ দেন।

সপ্তম দিনের ভোরে আমরা সাদা দেয়ালের শহর মেমফিসে পেঁৗছে সেখানে তিনদিন বিশ্রাম নেই। সৃষ্টিকর্তা 'টাহ'-এর অদ্ভুত মন্দিরের পুরোহিতগণ আমার আতিথেয়তার ভার নেন। তাঁরা ঐ বিরাট ও চমৎকার শহরের দৃশ্যসমূহ আমায় দেখান।

প্রধান পুরোহিত ও আর দু'জন পুরোহিত আমাকে গোপনে প্রভু 'এপিস'-এর সান্নিধ্যে নিয়ে যান। সেখানে 'টাহ' মানুষের মধ্যে ষাড়ের আকৃতিতে অবস্থান করেন। কালো রঙের প্রভুর কপালে একটি সাদা চতুর্ভুজ ছিল, পিঠে ঈগলের আকৃতিতে একটি সাদা চিহ্ন ছিল। উহার জিহ্বার নিচে একটি গুবরে পোকার প্রতিকৃতি ও লেজের কেশর ছিল দ্বিধাবিভক্ত, আর দুই শিঙের মাঝখানে ছিল একটি স্বর্ণের পাত।

আমি এই প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ ক'রে প্রার্থনা করলাম আর প্রধান পুরোহিত ও তাঁর সঙ্গীরা আগ্রহের সাথে আমায় অবলোকন করতে থাকেন। আমি যখন শিখানো ভাষায় প্রার্থনা করলাম তখন প্রভু হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসলেন। আর প্রধান পুরোহিত ও তাঁর সঙ্গীরা নীরবে আমার কাছে এসে এই শুভ লক্ষণের জন্য আমাকে অভিবাদন করলেন। আমি পরে শুনেছি যে প্রধান পুরোহিতের সঙ্গীগণ ছিলেন মিশরীয় সম্ভ্রান্ত সমাজের মহৎ লোক।

মেমফিসে আমি আরও অনেক কিছু দেখেছি কিন্তু সেসব এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন।

চতুর্থ দিনে আনুর প্রধান পুরোহিত মামা সেপা আমাকে নেওয়ার জন্য কয়েকজন পুরোহিত পাঠালেন। তাদের সাথে আমি মেমফিসের সবাইকে বিদায় জানিয়ে নদী পার হ'য়ে যাত্রা করলাম। তারপর গাধার পিঠে চড়ে সমস্ত দিন ধরে বিভিন্ন গ্রাম পার হ'য়ে চললাম। খাজনা আদায়কারীদের নির্যাতনে গ্রামগুলিকে বিশেষ দরিদ্র ব'লে মনে হ'ল।

পথ চলতে চলতে আমি প্রথম বারের মত সেই নারী মস্তক ও সিংহীর দেহ বিশিষ্ট প্রভু হারেংকুর মূর্তি দেখলাম। ঐ মূর্তিকে গ্রীকরা 'হারমাচিস' বলতো। আমি আরও দেখলাম মহিয়সী মাতা 'মেমনোনিয়া'র অধিশ্বরী 'আইসিসে'র মন্দির, 'রোসাতু'র অধীশ্বর প্রভু 'ওসিরিস'-এর মন্দির এবং স্বর্গীয় প্রভু 'মেংকাউ-রা' এর মন্দিরসমূহ। আমি হারমাসিস জন্মগত অধিকার বলে এই সব মন্দিরের প্রধান পুরোহিত।

আমি মন্দিরগুলির উপরে খোদিত বিখ্যাত শ্বেত প্রস্তর ও সিন দেশীয় স্ফটিক প্রস্তর দেখে আশ্চার্যান্বিত হলাম। ঐ প্রস্তরসমূহে সূর্যালোক প্রতি-বিম্বিত হ'য়ে স্বর্গের দিকে প্রতিফলিত হ'ত। কিন্তু তখনও আমি উহাদের মধ্যের তৃতীয় পিরামিডটির ভিতরে নিহিত গুপ্তধনের কথা কিছুই জানতাম না। আর হয়ত একথা আমি না জানলেই ভাল হ'ত।

শেষ পর্যন্ত আমরা আনুর নিকটবর্তী হলাম। মেমফিসের পরেই এই

ছোট শহরটি দেখতে পেলাম। শহরটি একটি উঁচু স্থানে অবস্থিত। সামনে কতগুলি হ্রদ। শহরটির পিছনে ছিল প্রভু'রা'-এর পাচিল ঘেরা মন্দিরস্থল।

আমরা গেটের কাছে গিয়ে গাধার পিঠ থেকে নামলাম। থামওয়ালা বারান্দা থেকে এক ব্যক্তি আমাদেরে অভ্যর্থনা জানান। লোকটি ছিলেন বেঁটে কিন্তু মহান আকৃতিবিশিষ্ট, মাথা কামানো এবং কালো চোখ দু'টি দূরবর্তী তারকার মত মিট মিট করছিল।

লোকটি তাঁর দুর্বল শরীরের তুলনায় বেমানান গম্ভীর স্বরে চিৎকার ক'রে বললেন, "দাঁড়াও, আমি সেপা, আমিই প্রভুর মুখ উন্মোচন করি।"

আমি বললাম, "আমি বংশগত অধিকারবলে প্রধান পুরোহিত ও পবিত্র আবুদিসের প্রশাসক আমেনেমহাটের পুত্র হারমাসিস। এবং আমি আপনার জন্য দেওয়া বাবার চিঠি নিয়ে এসেছি।"

সমস্ত পথ তিনি তাঁর মিটমিটে চোখ দিয়ে আমাকে সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করতে করতে আবার বললেন, "এসো বৎস।" এবং তিনি আমার হাত ধ'রে ভিতরের একটি কক্ষে নিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। তারপর আমার আনা পত্রগুলির উপরে চোখ বুলিয়ে হঠাৎ তিনি আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে আলিঙ্গন করলেন।

তিনি চিৎকার ক'রে বললেন, "শুভাগমন, শুভাগমন আমার স্বীয় বোনের পুত্র এবং খেম দেশের আশা। তোমার মুখ দর্শনের জন্য ও মিশরে জীবিতদের মধ্যে হয়ত একমাত্র আমিই যে জ্ঞানার্জন করেছি তা' তোমায় শিখানোর জন্য বেঁচে থাকার প্রার্থনা আমার বৃথা যায় নি। আইনগতভাবে খুব কম লোকই আছে যাদের আমি শিক্ষা দিতে পারি। কিন্তু তোমার লক্ষ্য অতি মহান এবং প্রভুদের জ্ঞানার্জনের জন্য তোমার কর্ণ সদা প্রস্তুত থাকবে।"

তিনি আমায় আলিঙ্গন ক'রে স্নানাহার করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি আরও বললেন যে পরের দিন তিনি আমার সঙ্গে আরও আলোচনা করবেন।

সত্যিই তিনি তা' করেছিলেন। কিন্তু তিনি তখন এবং তৎপরে যা' কিছু বলেছেন তা' বর্ণনা করা থেকে আমি বিরত থাক্‌বো। কারণ সে সব কথা লিখলে লেখার শেষে মিশরে আর পাপিরাস অবশিষ্ট থাকবেনা। সুতরাং অনেক কিছু বলার থাকা সত্ত্বেও এবং সময়াভাবে আমি শুধু পরবর্তী বছরগুলিতে যা' যা' ঘটেছে তা-ই লিখবো।

আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে উপাসনালয়ে প্রার্থনায় যোগ দিতাম এবং সারাদিন শুধু পড়ায় নিয়োজিত থাকতাম। এই ছিল আমার দৈনন্দিন কাজের ধারা।

ধর্মের বিধি-বিধান ও তার মর্ম এবং প্রভুদের ও উর্ধ্বতর জীবনের প্রারম্ভ ইত্যাদি বিষয়ে আমি শিক্ষা লাভ করি। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধির রহস্য এবং পৃথিবী যে উহাদের মধ্যে আবর্তন করে সে সম্বন্ধেও জ্ঞানার্জন করি। মেজিক নামক সেই প্রাচীন বিদ্যা, স্বপ্নতত্ত্ব বলা ও প্রভুর নিকটস্থ হওয়া, ইত্যাদি বিদ্যাও আমি আয়ত্ত করি। সাংকেতিক ভাষা ও উহার বাহিক ও অন্তর্নিহিত রহস্য সম্বন্ধেও আমি শিক্ষা লাভ করি। আমি শাশ্বত সত্য ও মিথ্যার নিয়মাবলী এবং মানুষের সেই বিশ্বাসের রহস্যের সাথে সম্যক পরিচিত হই। তা' ছাড়াও আমি পিরামিডের রহস্য সম্বন্ধেও জ্ঞানার্জন করি, অবশ্য আমি তা' না করলেই হয়ত ভালই করতাম।

তাছাড়াও আমি অতীত ইতিহাস, হোরাসের পর থেকে আমার পূর্ব পর্যন্ত সম্রাটদের জীবনী ও বাণীসমূহ অধ্যয়ন করি। রাজনীতির চাতুর্য, বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তার সাথে গ্রীক ও রোমের ইতিহাসও আমাকে পড়তে হয়েছিল। এছাড়া আমি গ্রীক ও রোমান ভাষাও শিখি। অবশ্য এ সম্বন্ধে আগেই আমার কিছু জ্ঞান ছিল। একাজে ব্যয়িত মোট পাঁচ বছর সময় আমি আমার হাত পরিষ্কার ও হৃদয় পবিত্র রাখি। মানুষ বা প্রভুদের চোখে কোন পাপ না ক'রে আমার জন্য অপেক্ষমান লক্ষ্যার্জনের জন্য এই সব জ্ঞানার্জন ক'রে নিজেকে প্রস্তুত করার কঠিন পরিশ্রম করতে থাকি।

বছরে দু'বার ক'রে বাবা আমেনেমহাট আমায় অভিনন্দনপত্র পাঠাতেন আর আমিও প্রত্যেক বছরই দু'বার ক'রে তার উত্তর দিতাম, সাথে সাথে আমার পরিশ্রম শেষ হওয়ার সময় হয়েছে কিনা তাও জানাতে লিখতাম।

এই ভাবে আমার পরীক্ষার কাল চল্‌তে লাগলো। আমি দুর্বল ও মনে মনে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি, কারণ এসময় আমি একজন বয়স্ক লোকে পরিণত হই। আর বিদ্বানও হয়েছি বটে। তাই আমি মানুষের মত বাঁচার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠি এবং মাঝে মাঝে আমার এ কথা মনে হ'ত যে ভবিষ্যতে যে কাজ 'হবে' সে ব্যাপারে সংলাপ ও ভবিষ্যদ্বাণী হয়ত বা আদৌ সত্য না; হয়ত বা তা' যাদের আকাঙ্ক্ষার দৌড় তাদের চিন্তা শক্তির চেয়ে বেশী তাদের মাথায় গজানো স্বপ্ন।

আমি যে বাস্তবিকই রাজ বংশজাত একথা অবশ্য জানতাম, পুরোহিত মামা সেপা আমাদের বংশের জন্ম বৃত্তান্তের একটি গোপনীয় তালিকা আমাকে দেখিয়েছেন। তা' সিন পাথরের ফলকে দুর্বোধ্য সংকেতে ক্ষোদিত এবং তাতে কোন রকমের বিরতি ছাড়া পিতা থেকে পুত্র পর্যন্ত সন্ধান দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য আমার দেশ মিশর দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, যার একমাত্র কাজ হ'ল মেসিডোনিয়ার সম্রাটের আনন্দ সাধন ও দাসের মত খাটুনি করা। সে এত দীর্ঘকাল ধ'রে মাত্র ভূমিদাস হিসাবে রয়েছে যে সম্ভবতঃ কিভাবে সে দাসত্বের মোসাহেবি পরিত্যাগ ক'রে স্বাধীনতার আনন্দমাখা চোখে আবার বহির্বিশ্বের দিকে তাকাবে তা' ভুলে গিয়েছে। সুতরাং এদেশে জন্মগত অধিকারবলে রাজবংশীয় হওয়ায় কি এসে যায় ?

আমি আবার আবুদিসের মন্দির চূড়ায় দাঁড়িয়ে যে প্রার্থনা করেছিলাম এবং যে উত্তর পেয়েছিলাম সে কথাও চিন্তা করলাম। সে সবই আমার স্বপ্নে দেখা কিনা ভেবে অবাক হলাম।

এমতাবস্থায় একরাত্রে আমি পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পবিত্র মন্দিরের বাগানে চিন্তামগ্ন অবস্থায় ঘুরছিলাম। মামা সেপাও তখন চিন্তিত মনে বাগানে পায়চারি করছিলেন। কাজেই তাঁর সাথে আমার দেখা হ'ল।

তিনি তাঁর গম্ভীর স্বরে বললেন, "শোনো হারমাসিস, তোমার মুখ এত গম্ভীর কেন বৎস ? আমরা যে সর্বশেষ সমস্যাটি অধ্যয়ন করেছি তা' কি তোমায় অভিভূত করেছে ?"

আমি বললাম, "না মামা, আমি অভিভূত হয়েছি বটে, তবে সমস্যা নিয়ে নয়, একটা হালকা ব্যাপারে আমি অভিভূত। এই মঠের অভ্যন্তরে আবদ্ধ থেকে আমার মন অতিষ্ট ও হৃদয় ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে। জমানো জ্ঞানের বোঝা আমায় পিষে ফেলছে। যে শক্তি কাজে খাটানো যায় না তা' জমা ক'রে লাভ কি ?

তিনি বললেন, "আহ্ হারমাসিস, তুমি অধৈর্য হয়েছো। এটাও বালসুলভ বোকামী। তোমায় যুদ্ধের স্বাদ নিতে হবে, সমুদ্রতটে যে বিশাল তরঙ্গমালা আছড়ে ভেঙ্গে যায়, তা দেখে তুমি অতিষ্ট হচ্ছো, কিন্তু তোমাকে তারই মাঝে ঝাপিয়ে পড়ে যুদ্ধের বেপরোয়া বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে। তাই তুমি যাবে হারমাসিস ? দোয়েল যেমন বড় হ'য়ে মন্দিরের ছাইচ ছেড়ে বেড়িয়ে যায় তেমনি পাখী বাসা ছেড়ে উড়ে যাবে। বেশ, তোমারও সময় হয়েছে আমি তুমি যেমন চাচ্ছো তেমনি হবে। আমি যা'কিছু জানতাম সবই তোমায় শিখিয়েছি, এবং আমার মনে হচ্ছে যে ছাত্রই শিক্ষককে অতিক্রম করেছে।"

তিনি থেমে তাঁর উজ্জ্বল চোখ রগড়ালেন কারণ আমার চলে যাওয়ার কথায় তিনি খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন।

আমি কিন্তু আনন্দের সাথে প্রশ্ন করলাম, "কিন্তু আমি কোথায় যাবো মামা? আমি কি প্রভুদের রহস্যময় কাজে যোগ দেওয়ার জন্য আবুদিসে ফিরে যাবো?"

তিনি বললেন, "হাঁ, হারমাসিস, তুমি আবুদিসেই ফিরে যাবে। সেখান থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় এবং সেখান থেকে তোমার পূর্বপুরুষদের সিংহাসনে! এবারে মিশরের রাজনৈতিক অবস্থার কথা শোন। একথা তুমি শুনে থাকবে যে অলিট্সের মৃত্যুর পরে মিথ্যুক খোজা পথিনাস অলিট্সের উইল ভঙ্গ ক'রে ক্লিওপেট্রার ভাই একাদশ টলেমীকে সিংহাসনের একমাত্র অধিকারী ব'লে ঘোষণা করে। ফলে ক্লিওপেট্রা সিরিয়ায় পলায়ন করেন। তুমি একথাও শুনে থাকবে যে ক্লিওপেট্রা প্রকৃত রানীর মত বিরাট এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে এসে নিজেকে পেলিউসিয়ামে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই সংকট মুহূর্তে পুরুষোত্তম ও মহাবীর জুলিয়াস সিজার ফার্সালিয়ার রক্তিম ময়দান থেকে মাত্র ক্ষুদ্র একদল সৈন্য নিয়ে প্রচণ্ডভাবে পম্পির পশ্চাদ্ধাবন ক'রে আলেকজান্দ্রিয়ায় উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি এসে পম্পিকে পেয়েছেন মৃত। তাকে ইতিমধ্যেই সেনাপতি একিলাস ও মিশরে অবস্থানরত রোমান অশ্বারোহী সৈন্যদলের প্রধান লিসিয়াস সেপ্টিমিয়াস জঘন্যভাবে ষড়যন্ত্র ক'রে হত্যা করেছিল। সিজারের এই অনাহূত আগমনে আলেকজান্দ্রিয়াবাসীরা ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে রোমান সৈন্যদেরে হত্যা করতে উদ্ধত হয়েছিল। এই সময়ে একাদশ টলেমীর বিরাট একদল সৈন্য সেনাপতি একিলাসের অধীনে ক্লিওপেট্রার সেনাবাহিনীর সামনে যুদ্ধংদেহী অবস্থায় অপেক্ষা করছিল। সিজার একাদশ টলেমী ও তার বোন আরসিনোকে বন্দী করে তা'দের সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্র ক'রে ছত্রভঙ্গ ক'রে তাড়িয়ে দেন। এর প্রতিউত্তর দেওয়ার জন্য সেনাপতি একিলাস সিজারের উপরে ঝাপিয়ে পড়ে তাঁকে সোজা আলেকজান্দ্রিয়ার পেলিউসিয়ামে ঘিড়ে ফেলে। বেশ কিছু দিন এভাবে চলতে থাকে এবং কে যে মিশরাধিপতি হবে একথা নির্দিষ্ট ক'রে কেউ বলতে পারেনি। কিন্তু এই অনিশ্চয়তার মধ্যে ক্লিওপেট্রা পাশার ছক হাতে নিয়ে দান ফেলেন, দানের মত দান এবং সত্যিকারের অসম সাহসিকতাপূর্ণ দান। তিনি সৈন্যবাহিনী পেলিউসিয়ামে ছেড়ে এসে সন্ধ্যায় আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে অবতরণ করেন। তাঁর সাথে ছিল শুধু সিসিলিয়ার এপোলোডোরাস। সেখানে এপোলোডোরাস ক্লিওপেট্রাকে সিরিয়ায় তৈরী বিশেষ মূল্যবান কতগুলি কার্পেটে জড়িয়ে তা' উপঢৌকন হিসাবে সিজারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। আর সেগুলি যখন

প্রাসাদে খোলা হ'ল, তখন তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসলো সমগ্র বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী, সবচেয়ে লাস্যময়ী ও সুচতুরা বালিকা ক্লিওপেট্রা! তিনি সিজারকে প্রলুব্ধ করলেন—এমনকি সিজারের বয়সের ভারও এই মোহিনীময়ী নারীর কাছে হার মানলো। আর এই ভুলের জন্য তাঁর শত শত যুদ্ধে অর্জিত সুনাম ধূলিস্মাৎ হ'য়ে গেল এবং এমন কি, তাঁর জীবনও হারানোর উপক্রম হ'ল।"

মামার কথার মাঝেই আমি বলে উঠলাম, "মূর্খ! মূর্খ! আপনি এই সিজারকে মহান বলেন! একটা বালিকার ছল থেকে আত্মরক্ষার মত ক্ষমতা যার নেই সে কি ক'রে সত্যিকারের মহান হ'তে পারে? সেই বীর সিজার, সেই দূরদর্শী সিজার—যাঁর কথায় পৃথিবী চলে, সেই সিজার যাঁর কথায় চল্লিশ লেজিয়ন* সৈন্য ধাবিত হ'য়ে বিভিন্ন জাতির ভাগ্য নির্দ্ধারিণ করে, সেই সিজার কিনা একটা মাকাল ফলের মত একটা নষ্টা মেয়ের ছলের কাছে আত্মবিস্মৃত হ'ল! তা'হলে সেতো সাধারণ মাটির তৈরী তুচ্ছ রোমান সিজার আর নেহায়েৎ নগণ্য তুচ্ছ মানুষ!"

কিন্তু সেপা মামা আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "অত অবিবেচকের মত কথা ব'লোনা হারমাসিস! আর অত বড়াইও দেখিয়োনা। তুমি কি জানোনা যে প্রত্যেকটি বর্মেরই জোড়া আছে? আর তরবারি যদি সেই জোড়া ছিদ্র করে তাহ'লে সেই বর্মধারীতে ধিক্কার। তা'ছাড়া মেয়েদের প্রতি পুরুষের দুর্বলতার জন্য আজও মেয়েরাই পৃথিবীতে বেশী শক্তিশালী। নারীই মানবিক সব কিছুর কর্ণধার। সে বিভিন্নরূপে এসে বিভিন্ন দরজায় ধাক্কা দেয়। সে দ্রুত গতিশীলা ও ধৈর্যশীলা। পুরুষের মত তার ভাবাবেগ অদম্য নয়। শান্ত অশ্বের মত সে যেখানে খুশী সেখানেই যেতে পারে। সময়ের প্রয়োজন মত সে কখনো রাশ ছেড়ে দেয় আবার কখনো কষাঘাত হানে। তার চোখ পরিচালকের চোখ। যার হৃদয়ে সে সুবিধা করতে পারেনা তার হৃদয়ের দুর্গ নিশ্চয়ই খুবই সুরক্ষিত। তোমার রক্ত কি খুব দ্রুত দৌড়ায়? সে তোমার রক্তের চেয়েও দ্রুততর হবে এবং তার চুম্বন কখনো ক্ষান্ত হবেনা। তুমি কি জীবনের লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান? সে তোমার অন্তরের অন্তস্থল খুলে ধ'রে তোমায় গৌরবের পথে পরিচালিত করবে। তুমি কি জীর্ণ ও ক্লান্ত? তার বক্ষে আছে তোমার

* প্রাচীন রোমের অশ্বারোহী সৈন্যসহ তিন থেকে ছয় হাজারের সৈন্যদলকে এক 'লেজিয়ন' বলা হ'ত

জন্য অফুরন্ত আরাম। তুমি কি রসাতলগ্রস্ত ? সে তোমায় তুলে ধরতে পারে এবং তোমার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিভ্রান্তির মাধ্যমে পরাজয়কে জয়ের আলোকে উদ্ভাসিত করতে পারে। হাঁ হারমাসিস। নারী এসবই করতে পারে। এমন কি প্রকৃতিও তাদের স্বপক্ষে কাজ করে। এসব কাজে মেয়েরা প্রতারণা ক'রে এমন সব গোপন উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে যাতে তোমার হাত দেওয়ার সাধ্য নেই। আর এই ভাবেই মেয়েরা পৃথিবী শাসন করে, কারণ তারই জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ। তারই জন্য উপার্জনের জন্য পুরুষ তার বলক্ষয় করে। নারীর জন্যই পুরুষ মহত্বের সাধনা করে শুধু বিস্মৃতির জন্য। কিন্তু তবুও মেয়েরা ঐ নারী মুখ ও সিংহীর দেহ বিশিষ্ট দেবীর মত ব'সে হাসে এবং আজ পর্যন্ত কেউই তার হাসির হেয়ালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানার্জন করতে পারেনি বা তার হৃদয়ের সমস্ত রহস্যও কেউ জানে না।"

একটু থেমে মামা আবার বললেন, "তুচ্ছ ক'রনা হারমাসিস, তুচ্ছ, ক'রনা ! যে মেয়েদের শক্তিকে অবজ্ঞা করতে পারে সে নিশ্চয়ই মহোত্তম কারণ নারীর শক্তি পুরুষের চতুষ্পার্শ্বে অদৃশ্য বায়ুর মত আঁকড়ে থাকে, তা' প্রায়ই পুরুষের শক্তির চেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং তার জ্ঞানেন্দ্রিয় এই শক্তির আবরণ অনুভব করতেই পারেনা।"

আমি উচ্চ হেসে বললাম, "সেপা মামা, আপনি আন্তরিকতার সাথে কথা বলছেন। আপনার কথায় একথাই মনে হয় যে আপনিও এই দুর্দমনীয় লালসার হাত থেকে রেহাই পাননি। যা' হোক, আমার তরফ থেকে মেয়ে-দের জন্য এবং তাদের ছলচাতুরীর বিষয়ে ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি নারীদের সম্বন্ধে কিছুই জানিনা আর জানতে চাইওনা। এবং আমি এখনও মনে করি সিজার নিশ্চয়ই মূর্খ ছিলেন। সিজারের স্থানে যদি আমি থাকতাম তাহ'লে ক্লিওপেট্রার লালসা ঠাণ্ডা করার জন্য কার্পেটের বস্তা প্রাসাদের সিড়ি দিয়ে গড়িয়ে বন্দরের কাদায় নিক্ষেপ করতাম।"

মামা চিৎকার ক'রে বললেন, "না-না, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। এরকম বলা ভাল নয়। প্রভুগণ তোমার সমস্ত শুভক্ষণ দূর ক'রে তোমার জন্য সেই গোপন শক্তি সংরক্ষণ করতে পারেন যে ব্যাপারে তুমি এতই দম্ভ করছো। আহ্, বৎস, তুমি জানো না। তোমার এই অতুলনীয় সামর্থ্য ও সৌন্দর্য নিয়ে, তোমার বিদ্যার জোর ও গলার এই মাধুর্য নিয়েও তুমি জানোনা ! তুমি যে জগতে বিচরণ করবে তা' আইসিসের মন্দিরের মত নয়। তাই সেখানে এমনও হ'তে পারে ! আমি প্রার্থনা করি যে তোমার মনের এই বরফ যেন না গলে, যাতে তুমি গৌরবান্বিত ও সুখী হ'তে পারো এবং

যাতে মিশর মুক্ত হয়। এবং এখন আবার আমার কাহিনী বলতে দাও। দেখো হারমাসিস, এখানেও মেয়েলোক তার স্থান দখল করে আছে। ক্লিওপেট্রার ভাই ইতিমধ্যেই বন্দী হয়ে আবার ক্লিওপেট্রার দয়ায় মুক্তি পায়। কিন্তু ছাড়া পেয়েই আবার সে ষড়যন্ত্র করে সিজারের বিরুদ্ধে গেলো। তখন সিজার ও মিথিদ্রডেট টলেমীর ছাউনি উড়িয়ে দেয়। ফলে টলেমী নদী পার হয়ে পলায়ন করে কিন্তু তার পলায়নপর সৈন্যরা আঘাত ক'রে তার নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এ ভাবে টলেমীর শোচনীয় পতন ঘটে।"

তিনি আবার বলতে লাগলেন, "তারপরে যুদ্ধ শেষ হ'ল। ক্লিওপেট্রা ইতিমধ্যে সিজারিয়ন নামে সিজারের ঔরসজাত এক পুত্র প্রসব করেন। সিজার তখন টলেমীকেও ক্লিওপেট্রার সাথে সিংহাসনের সমানাধিকারী ক'রে তাদের সুন্দরী বোন আরসিনোকে জয়ের প্রতীক হিসেবে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় নিয়ে রোমে চলে যান। তিনি নাম মাত্র ক্লিওপেট্রার স্বামী হিসেবে থাকেন। যদি আমার সংবাদ নির্ভরযোগ্য হয় তা'হলে ক্লিওপেট্রা পরে তাঁর ভাই টলেমীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। তারপরে ক্লিওপেট্রা তাঁর পুত্র সিজারিয়নকে সিংহাসনে তাঁর সহকর্মী হিসেবে গ্রহণ করেন। ক্লিওপেট্রা এখন রোমান সৈন্যদের সাহায্যে সিংহাসন রক্ষা করে আছেন। লোকে বলে যে সেক্সটাস পম্পিয়াস নামক এক যুবক এখন সিজারের উত্তরাধিকারী হিসাবে ক্লিওপেট্রার ভালবাসার পাত্র। কিন্তু হারমাসিস, সারা দেশ আজ ক্লিওপেট্রার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে টগবগ করে ফুটছে, সব শহরে খেমের শিশুরা পর্যন্ত আজ সেই অনাগত মুক্তকারীর কথা বলছে, এবং তুমিই সেই মুক্তকারী, হারমাসিস। এখন সুযোগ আগত প্রায় এবং সময়ও প্রায় হাতের কাছে। তুমি আবুদিসে ফিরে গিয়ে প্রভুদের শেষ গোপনীয়তা জেনে যারা ঝড়ের সৃষ্টি করবে তাদের সাথে দেখা করো। তারপরে কাজ করো, হারমাসিস কাজ করো আমি বলি, এবং খেমদেশের জন্য ঠিক লক্ষ্যে আঘাত হানো! রোমান ও গ্রীকদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করো এবং তোমার স্বর্গীয় পূর্বপুরুষদের সিংহাসনে তোমার অধিকার বহাল ক'রে জনগণের রাজা হও। ওহে রাজপুত্র, এই লক্ষ্যার্জনের জন্যই তোমার জন্ম।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[ছারমাসিসের আবুদিসে প্রত্যাবর্তন। অলৌকিক রহস্যের গুণ কীর্তন। আইসিসের ভজন। আমেনেমহাটের সাবধানবাণী।]

পরের দিন মামা সেপাকে আলিঙ্গন ক'রে বিশেষ আগ্রহের সাথে আনু ছেড়ে আমি আবুদিসের পথে যাত্রা করলাম। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমি আবার পাঁচ বছর একমাস পরে নিরাপদে আবুদিসে পৌঁছলাম। আমি এখন আর বালকটি নই, বরং মানবিক জ্ঞান ও প্রাচীন মিশরীয় বিদ্যায় বিদ্বান একজন সাবালক পুরুষ। এভাবে আবার আমি আমার পরিচিত মাটি ও ইতিমধ্যে মৃত কয়েকজন ছাড়া সকল পরিচিত মুখই দেখতে পেলাম।

মাঠের মধ্য দিয়ে আমি গাধার পিঠে ক'রে মন্দিরের নিকটবর্তী হলাম। তখন পুরোহিত ও অন্যান্য লোক আমায় অভ্যর্থনার জন্য মন্দিরের বাইরে আসলো। তাদের মধ্যে আতোয়াও ছিল। পাঁচ বছর পূর্বে আমার গায়ে স্যাণ্ডেল নিক্ষেপ করার সময় সে যেমন ছিল আজও ঠিক তেমনিই আছে। নিয়তি অবশ্য বয়সের ছাপ হিসেবে তার কপালে আরও কয়েকটি রেখা অংকিত ক'রে দিয়েছে।

আতোয়া বললো, "লা-লা-লা! তুমি তাহ'লে ফিরে এসেছো! আমার অস্থিচর্মসার বৎস, তুমি আরও হাড্ডিসার হয়েছো! লা-লা-লা! কি সুপুরুষ! কি মজবুত বাহু! কি সুন্দর মুখাবয়ব আর দেহের গঠন! তোমায় আমি বাহুতে ক'রে কত নাচিয়েছি, তাতে আমার মত বৃদ্ধার গৌরবই হ'য়েছে। কিন্তু তুমি অত্যধিক বিমর্ষ। নিশ্চয়ই আনুর সেই পুরোহিতেরা তোমায় উপোস রেখেছে। নিজেকে অনাহারে রেখোনা। প্রভুরা কংকালসার লোকদের ভালবাসেন না। আলেকজান্দ্রিয়াবাসীরা বলে যে 'পেট খালি থাকলে মাথাও খালি থাকে।' কিন্তু এটা একটা সুখের সময়, অত্যন্ত আনন্দের মুহূর্ত। ভিতরে এসো, ভিতরে এসো।"

আমি গাধার পিঠ থেকে অবতরণ করলে আতোয়া আমায় আলিঙ্গন করে। কিন্তু আমি তাকে সরিয়ে দিয়ে চিৎকার ক'রে বললাম, "বাবা? বাবা কোথায়? তাঁকে দেখছিনা কেন?"

আতোয়া বললো, "না-না, ঘাবড়িয়োনা। তিনি ভালই আছেন আর তোমার জন্য তাঁর কক্ষেই অপেক্ষা করছেন। সেখানে চ'লে যাও। কি আনন্দমুখর দিন আর আনন্দমুখর আবুদিস।"

আমি তাই বাবার কক্ষে প্রবেশ করলাম। সত্যি বলতে কি আমি এক প্রকার দৌড়েই পূর্ববর্ণিত কক্ষে ঢুকলাম। সেখানে সেই টেবিলে বাবা আমেনেমহাট বসা। তিনি খুব বৃদ্ধ হওয়া ছাড়া আগে যেমন ছিলেন ঠিক তেমনই আছেন। আমি তাঁর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে ব'সে তাঁর হস্ত চুম্বন করলাম। তিনি আমায় আশীর্বাদ করলেন।

তিনি বললেন, "বৎস, আমার দিকে তাকাও। আমার এই বুড়ো চোখ দু'টি দিয়ে তোমার মুখ দেখতে দাও। তা'হলেই আমি তোমার অন্তঃকরণ দেখতে পাবো।"

আমি তাই মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি বিশেষ একাগ্রতার সাথে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তিনি বললেন, "আমি তোমার অন্তর দেখতে পাচ্ছি। তোমার মন নির্মল ও জ্ঞানে উজ্জ্বল। তুমি আমায় ঠকাওনি। ওহ্ কত একাকী অবস্থায় এ কয়টি বছর আমি কাটিয়েছি। তথাপি তোমায় সেখানে পাঠিয়ে ভালই করেছি। এবারে তোমার জীবন সম্পর্কে বলো, কারণ তোমার পত্রে তার কিছু লিখতেনা। তুমি বুঝবেনা বৎস বাপের মন কত ক্ষুধার্ত।"

আমি তাঁকে সবকিছুই বললাম। একত্রে কথা বল্‌তে বল্‌তে আমরা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলাম। এবং সবশেষে তিনি আমায় জানালেন যে আমাকে এখন অবশিষ্ট অদৃশ্য শক্তিতে দীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে, আর ঐ বিষয়গুলি শুধু প্রভুদের বাছাই করা মুষ্টিমেয় লোকই জানতে পারে।

তাই মাত্র তিন মাসের মধ্যে আমি পবিত্র রীতি অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করলাম। আমি সব সময়ই পবিত্র স্থানে থেকে 'মহান উৎসর্গ' ও 'পবিত্র মাতা'র বিষাদময় কাহিনী পাঠ করেছি। বেদীতে বসে আমি অবলোকন ও প্রার্থনা করেছি। আমার আত্মাকে আমি প্রভুদের নিকটে তুলে ধরেছি, এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে আমি অদৃশ্য শক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছি। পৃথিবী ও পার্থিব মোহ যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মন থেকে দূর না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই ভাবে কাটিয়েছি। এই পৃথিবীর গৌরবের প্রতি আমার আর কোন মোহই থাক্‌লো না। ঈগল যেমন তার বিস্তৃত পাখায় ভর করে শূন্যে ভাসমান থাকে, আমার মনও তেমনি শূন্যে

বিদ্যমান হ'ল। পৃথিবীর কোন দোষারোপই আমার মনকে উদ্বেলিত করতে পারলো না। পৃথিবীর সৌন্দর্য আমায় আর আনন্দ দিতো না। মাথার উপরে স্বর্গের বিস্তৃত বিশাল ছাদ, সেখানে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ ক'রে অপরিবর্তনীয় অসংখ্য তারকারাজি শোভাযাত্রা ক'রে চলেছে। সেখানে স্বর্গীয় দেবেরা তাঁদের প্রজ্বলিত সিংহাসনে আসীন অবস্থায় সদা ঘূর্ণায়মান ভাগ্য চক্র অবলোকন করছেন ওহে পবিত্র ধ্যানমগ্ন মহাকাল! তোমার অমৃতস্বাদ একবার কেউ আস্বাদন ক'রে আবার কি সে এই পৃথিবীর বুকে উপুর হ'য়ে শোবার কামনা করতে পারে? হে আমার হেয় দেহ! তুমিই আমায় নিচে টেনে রাখ্‌ছো। তুমি সম্পূর্ণরূপে আমা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'লেই আমার আত্মা মুক্ত হ'য়ে দেবত্বপ্রাপ্ত হ'তে পারতো!

আমার পরীক্ষার দিনগুলি খুবই দ্রুত উত্তীর্ণ হ'ল। আর সেই সাথে আমার সার্বজনীন মাতার সাথে সত্যিকার ভাবে আমার একাত্ম হওয়ার দিন নিকটস্থ হ'ল। হে আইসিস, আমি যত গভীর আগ্রহের সাথে তোমার গৌরবোজ্জ্বল মুখ দর্শনের জন্য অপেক্ষা করেছি, তত আগ্রহের সাথে কোন রাতই প্রভাতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে অপেক্ষা করেনি, কোন প্রেমিক তত আবেগের সাথে তার প্রেমিকের জন্য অপেক্ষা করেনি। হে আইসিস, এখনও কি আমি তোমার প্রতি অবিশ্বাসী বলে তুমি আমা হ'তে দূরে অবস্থান করছো? ওহে অনুপম, আমার আত্মা তোমারই কাছে চলে যাচ্ছে। এবং আমি আরও জানি...........কিন্তু আমারই হাতে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করার বিধি থাকায় এবং পৃথিবী হ'তে আজ পর্যন্ত যে কথা বলা হয়নি তা' বলার জন্য আমাকে অগ্রসর হতে দাও! আমি শ্রদ্ধাভরে ইতিহাসের সেই সুপ্রভাতের সূচনা করি!

সাত দিন ধ'রে সেই মহান উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল। মহান প্রভু ওসিরিসের ক্লেশ ভোগের কথা স্মরণ করা হ'ল। মাতা আইসিসের শোকগাঁথা কীর্তন ও স্বর্গীয় প্রভুপুত্র ও প্রতিফল দাতা হোরাসের আগমন-স্মৃতির প্রশংসা করা হ'ল। সবকিছুই করা হ'ল প্রাচীন রীতিনীতি অনুযায়ী। পবিত্র হ্রদে নৌকা ভাসানো হ'ল, পুরোহিতগণ পবিত্রস্থানে ব'সে নিজেদের পৃষ্ঠে কশাঘাত ক'রে কষ্ট গ্রহণ করলেন এবং প্রতি রাতে সমস্ত রাস্তায় প্রতিমা বহন ক'রে শোভাযাত্রা বের করা হ'ল।

সপ্তমদিনে সূর্যাস্তের সাথে সাথে সবাই আইসিসের দুঃখ গীতি কীর্তন ও অশুভের প্রতিবিধান-সঙ্গীত গাওয়ার জন্য দলে দলে লোক শোভাযাত্রা সহকারে এসে জমা হ'ল। আমরা নিঃশব্দে মন্দির ছেড়ে শহরের রাস্তা

প্রদক্ষিণ করলাম। সম্মুখভাগে একদল লোক পথ পরিষ্কার ক'রে চললো, পরে চল্‌লেন প্রধান পুরোহিতের বেশে হরিৎ কাঠের যষ্ঠি হাতে বাবা আমেনেমহাট। তারপর আমি খাঁটি নাইলনের পোশাকে সজ্জিত হ'য়ে নব দীক্ষিতের মত একা একা চললাম এবং আমার পশ্চাতে সাদা পোশাক পরিহিত পুরোহিতগণ প্রভুদের পতাকা ও নিদর্শন উচ্চে তুলে ধ'রে চললেন। তাদের পিছনে ছিল পবিত্র নৌকার প্রতীক বহনকারীর দল, তাদের পিছনে গায়ক ও বিলাপকারীর দল। পিছনে যতদূর চোখ যায় ততদূর বিস্তৃত রাস্তায় দেখা গেল মৃত ওসিরিসের জন্য শোক প্রকাশ করতে সমস্ত লোক কালো পরিচ্ছদাবৃত হ'য়ে শোভাযাত্রা ক'রে চলেছে। এইভাবে আমরা সমস্ত রাস্তা অতিক্রম ক'রে শেষ পর্যন্ত মন্দিরের দেয়াল পর্যন্ত এসে ভিতরে প্রবেশ করলাম। আমার বাবা প্রধান পুরোহিতের প্রবেশের সাথে সাথে সুমিষ্ট গলায় এক গায়িকা পবিত্র সঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করলো ঃ

মৃত যারা—ফিরবে না আর
কভু তারা এই ধরায়,
সবার চোখে অশ্রু ঝড়ে
সেই ব্যথায়।
অভিশপ্ত ছিল যারা—
পাপী-তাপী পথ-হারা
তারাও যেন পায়গো শরণ
তোমার চরণ ছা'য়।
নিভে গেছে আলো—কিছু দেখি নাযে,
তারারা লুকালো আঁধারের মাঝে;
কাঁদিছে আইসিস, কাঁদে নদী-জল,
কাঁদিছে তারকা, কাঁদিছে অনল।
নীল-সন্তানেরা তোমরাও কাঁদো
দেবতা আর ফিরিবেনা হায়।

সুমধুর গানের মাঝে মেয়েটি থামলো। সাথে সাথে সমস্ত জনসাধারণ করুণ ও সমস্বরে অন্ত্যেষ্টিকালের এই শোকসূচক স্তোত্র গাইতে শুরু করলো ঃ

সাত-মহলা এই দেব দেউলে
চলো সবে ধীরে চরণ তুলে।
চলে গেছে যারা এই ধরা ছেড়ে
জীবিতেরা ডাকে এসো সবে ফিরে—

মরণ-শীতল রাজ্য হ'তে
ফিরে এসো ওসিরিস
থেকোনা মোদের ভুলে।
আরাধনা করি আমরা সবাই
ওগো দেব হাত তুলে।

সমস্বরের সঙ্গীত থামলো। বালিকাটি আবার গান ধরলো। তার সুমধুর কণ্ঠস্বরে বিলাপধ্বনি উঠ্‌লো, সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'ল সপ্ত-স্তবক সেই পূত মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে। সে প্রতিধ্বনি মন্দির-আঙ্গীনায় ধীর পদক্ষেপে শোভাযাত্রাসহকারে চলমান এই জনসমুদ্রে ফিরে এলো। হয়ত বা সে ধ্বনি ঊধ্বাকাশের অক্ষয় অবিনশ্বর কক্ষে, যেখানে দু'বোন—আইসিস ও নেপথিস—হাতে হাত ধ'রে তাদের চিরনিদ্রায় শায়িত, সেখানেও পৌঁছে আবার ফিরে আসছে।

আমরা যখন এই পূত মন্দিরে শ্রদ্ধায় মাথা নত করলাম তখন আবার মেয়েটি সুমধুর কণ্ঠে গান ধরলো। মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে তার গান আবার প্রতিধ্বনিত হ'ল। তার সুরে মন্দিরের নীরবতা ভঙ্গ হ'ল, আর শ্রোতাদের হৃদয় অদ্ভুতভাবে উদ্বেলিত হ'ল। আমরা যখন ধীরে ধীরে পদচারণা করছি, তখন বালিকাটি ওসিরিসের জাগরণী গান, আশার গান ও বিজয় গান গেয়ে চল্‌লো। তার সুমধুর কণ্ঠে ফুটে উঠলো পশ্চিমে অবস্থানকারী প্রণয়ী পরমেশ্বরের কাছে আকুল আবেদন। দেবত্বপ্রাপ্ত মৃত আত্মার প্রতি ফিরে আসার ব্যাকুল আবেদন, তাদের পিঙ্গল-বর্ণ জলধিতলস্থ অন্ধকার কক্ষ হ'তে এই ধরাধামে ফিরে আসার অনুরোধ। তার গানে ফুটে উঠলো জীবিতদের আকুল আগ্রহের মৃতদের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় থাকার কথা—মৃতদের পুনর্জীবন লাভের আকুল প্রার্থনা।

সঙ্গীত থামলো। সূর্যাস্তের সাথে সাথে প্রধান পুরোহিত জাগ্রত প্রভুর প্রতিমূর্তিটি মন্দির-চত্তরে উপস্থিত জনসমুদ্রের সম্মুখে তুলে ধরেন। সবাই অতি উচ্চস্বরে "ওসিরিস, মোদের আশা, ওসিরিস, ওসিরিস!" গান ধ'রে তাদের গায়ের কালো আচ্ছাদন ছিন্ন ক'রে ভিতরের সাদা পোশাক উন্মুক্ত করতে লাগলো। তারপর সবাই একত্রে প্রভুর সম্মুখে মাথা নত ক'রে সম্মান প্রদর্শন করলো। এইভাবে ধর্মোৎসব শেষ হ'ল।

কিন্তু আমার জন্য তখন অনুষ্ঠানের সবে মাত্র শুরু৹ কারণ এই রাতই হ'ল আমার দীক্ষার রাত। আভ্যন্তরীণ আঙ্গিনা পরিত্যাগ ক'রে আমি স্নান কয়লাম। খাঁটি নাইলনের পোশাক পড়ে আমি নিয়মমত সবচেয়ে

ভিতরের কক্ষটির পূর্ববর্তী পবিত্র স্থানে উপস্থিত হ'লাম। তারপর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আমি বেদীতে উৎসর্গ স্থাপন করলাম। তারপর আকাশের দিকে হাত তুলে আমার পরীক্ষার সংকট মুহূর্তের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধ'রে কঠোরভাবে পবিত্র বিষয়ে চিন্তা ও প্রার্থনা ক'রে ধ্যানমগ্ন থাকলাম।

মন্দিরের নীরবতার মধ্যে ধীরে ধীরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হ'ল। শেষ পর্যন্ত বাবা প্রধান পুরোহিত আমেনেমহাট দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পরিধানে সাদা বস্ত্র। তিনি আইসিসের পুরোহিতকে হাত ধ'রে নিয়ে এসেছেন কারণ বিয়ের পরে বাবা আর কখনো 'পবিত্র মাতার' রহস্যে প্রবেশ করেন নি।

আমি সশ্রদ্ধভাবে সোজা হ'য়ে তাঁদের সামনে দাঁড়ালাম। পুরোহিত তাঁর হাতের প্রদীপটি উপরে তুলে আমার মুখ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি প্রস্তুত? ওহে নির্বাচিত বালক! তুমি কি সামনাসামনি প্রভু মাতার দীপ্তি দেখতে প্রস্তুত?"

আমি উত্তর দিলাম, "আমি প্রস্তুত।"

ভাবগম্ভীর স্বরে তিনি আবার বললেন, "এটা খুব সহজ ব্যাপার নয়, তাই তুমি আবার ভেবে দেখো। রাজকুমার হারমাসিস, তুমি বুঝে দেখো এই শেষ আকাঙ্ক্ষিত কাজে অশরীরী জিনিস দেখার সময় ক্ষণিকের জন্য তোমার নশ্বর আত্মার মৃত্যু হবে। তখন যদি কোন খারাপ জিনিস তোমার অন্তরে পাওয়া যায় তাহলে তোমার শ্বাস-দ্বার দিয়ে জীবন আর তোমার অন্তরে প্রবেশ করবে না, তোমার দেহ নৃশংসভাবে লয়প্রাপ্ত হবে, আর তা'হলে তোমায় ধিক্। কারণ তোমার শরীরের অন্যত্র* কি ঘটবে তা' আমি বলবো না। তাই আমি আবার জিজ্ঞেস করছি, তোমার মন কি নির্মল এবং সমস্ত পাপ চিন্তামুক্ত? যিনি ছিলেন, যিনি আছেন এবং যিনি সর্বদা থাকবেন, সেই প্রভুমাতার বক্ষে যাওয়ার জন্য তুমি কি প্রস্তুত? এবং তাঁর মহান নির্দেশমত তুমি কি সব কিছু করতে প্রস্তুত? তোমার জীবন তাঁর অবিনশ্বর জীবনের নিকটস্থ না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত পার্থিব মেয়েলোকের চিন্তা ভুলে তুমি কি সব সময় তাঁর গৌরবের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত?"

আমি বললাম, "আমি প্রস্তুত এবং যা' কিছু আপনি বলছেন তার সব কিছুই করতে আমি রাজী। কাজেই আমায় নিয়ে চলুন।"

---

* সেই প্রাচীন মিশরীয় ধর্মমতে মানুষ চারটি অংশে গঠিত: শরীর, বিম্ব বা নাক্ষত্রিক আকৃতি (ka), আত্মা (bi), এবং ঈশ্বর হ'তে উৎপন্ন জীবনের ফুলকী (khou)—সম্পাদক।

তিনি বললেন, "বেশ বেশ।" তারপর তিনি বাবাকে বললেন, "মহাত্মা আমেনেমহাট, আমরা তা'হ'লে দু'জনেই যাই ?"

বাবা আমাকে বললেন, "বিদায় বৎস। মনে বল রেখে যে ভাবে তুমি পার্থিব বস্তু জয় করবে তেমনি অপার্থিব বস্তুর উপরেও জয়যুক্ত হও। যে সত্যিকারভাবে এ জগত শাসন করবে তার নিজেকে প্রথমতঃ পার্থিব জগতের উপরে তুলতে হবে। তাকে প্রভুর সঙ্গী হ'তে হবে। তা'হলেই সে ঐশ্বরিক গোপন রহস্য জানতে পারবে। কিন্তু সাবধান! যারা দেবত্বের কাছাকাছি যেতে সাহস করে তাদের কাছ থেকে প্রভুরা অনেক কিছু আশা করেন। যদি তারা সেখান থেকে পিছু হটে তা'হলে ভয়ানক কঠিন আইনে তাদের বিচার হয় এবং অধিকতর ভারী রড দিয়ে তাদেরে শাস্তি দেওয়া হয় কারণ তাদের গৌরবও যেমন মহান, তাদের লজ্জাও তেমনি নিকৃষ্টতম। তাই তোমার মনোবল সুদৃঢ় কর রাজপুত্র হারমাসিস! যখন তুমি রাত্রির দিকে ধাবমান হও তখন মনে রেখো যে যার কাছ থেকে তুমি মহান উপহার পাচ্ছো তাকে আবার তার চেয়েও মহান উপঢৌকন দিতে হবে। এবং এর পরেও যদি তুমি মনস্থির করে থাকো তা'হলে তুমি সেখানেও যাও। তোমার সাথে যাওয়ার নির্দেশ আমার নেই, বিদায়।"

মুহূর্তের জন্য আমি এসব ভারী ভারী কথা বিবেচনা ক'রে যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে পড়লাম। কিন্তু ঐশ্বরিক আত্মার নিকটস্থ হওয়ার জন্য আমার মন আবার উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো।

আমি জানতাম যে আমার মনে খারাপ কিছু নেই এবং যা-ই ঠিক মনে করলাম তা-ই করতে ইচ্ছা হ'ল। এত কষ্ট ক'রে ধনুকের তূণ যখন আকর্ণ টেনেছি, তখন তীর ছোড়ার ইচ্ছাই প্রবল হ'ল। তাই আমি চিৎকার ক'রে বিশেষ উচ্চস্বরে বললাম, "মহান যাজক মহোদয়, আমায় নিয়ে চলুন, আমি আপনাকে অনুসরণ করছি।"

তারপর আমরা সামনে অগ্রসর হলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[হারমাসিসের দীক্ষা, তাঁর দর্শন ঃ মৃতের দেশের শহরে তাঁর প্রবেশ ঃ এবং দেবদূতী আইসিসের ঘোষণা ।]

আইসিসের নির্জন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মন্দিরে আমরা নীরবে প্রবেশ করলাম। শুধুমাত্র একটি ক্ষীণ প্রদীপ দেয়ালে নিবুনিবু ক'রে জ্বলছে। দেয়ালে খোদিত শত শত প্রতিবিম্বের মধ্যে পবিত্র মাতা তাঁর পবিত্র শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছেন।

পুরোহিত ভিতর থেকে দরজাটি বন্ধ ক'রে খিল লাগিয়ে দিলেন। তারপর তিনি বললেন, ‘‘হারমাসিস, আমি আর একবার জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি প্রস্তুত ?’’

আমি বললাম’ ‘‘আমিও আবার বলছি, আমি প্রস্তুত।’’

তিনি আর কোন কথা বললেন না কিন্তু হাত তুলে প্রার্থনা ক'রে তিনি আমাকে পবিত্র স্থানের মাঝখানে নিয়ে দ্রুতভাবে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তারপর তিনি চিৎকার ক'রে বললেন, ‘‘তোমার সামনে তাকাও হারমাসিস।’’ কিন্তু তার গলার স্বর ঐ পবিত্র কক্ষে বিশেষ খালি খালি মনে হ'ল।

আমি তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। কিন্তু যেখানে প্রভু মাতার প্রতিমূর্তি লুক্কায়িত, দেয়ালের উপরের সেই কুলঙ্গি থেকে একপ্রকারের খড়খড় আওয়াজ আসছে। মনে হ'ল যেন সে শব্দ সিস্ট্রাম* নামক বাদ্যযন্ত্র থেকে উদ্ভূত হচ্ছে আর আমি ভয়াভিভূতভাবে ঐ ধ্বনি শুনছি। কিন্তু ঐ দেখ! দেখ! বায়ুমণ্ডলের নিকষ আধারের বুকে অগ্নিরেখায় একটি আকৃতি ঘনীভূত হচ্ছে বলে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তা' আমার মাথার উপরে ভাসতে ভাসতে একপ্রকারের শব্দ করতে লাগলো। ঐ আকৃতি যখন আমার দিকে ফিরলো তখন আমি পরিষ্কারভাবে মাতা আইসিসের মুখ দেখতে পেলাম। ঐ মুখ এক পার্শ্বের দেয়ালে খোদিত আছে এবং উহা বিরামহীন জন্মের অর্থ জ্ঞাপন করে। ঐ মুখাকৃতির পার্শ্বে আইসিসের মহীয়সী বোন নেপথিসের মুখাকৃতিও দেখতে পেলাম। এই প্রতিকৃতি ছিল অপর দেয়ালে খোদিত এবং ইহা মৃত্যুর মাধ্যমে সমস্ত জন্মের শেষ নির্দেশ করে।

---

* সিস্ট্রাম একজাতীয় বাদ্যযন্ত্র যা অদ্ভুতভাবে আইসিসের কাছে পবিত্র। এর আকৃতি ও তারগুলি যেন কেমন তাৎপর্যপূর্ণ।

ধীরে ধীরে আকৃতিটি আমার দিকে ফিরে দোদুল্যমান অবস্থায় ঘুরতে লাগলো। মনে হ'ল যেন কোনও রহস্যময়ী নর্তকী আমার মাথার উপরে বাতাসের মধ্যে ধীর পদক্ষেপে চল্‌তে চল্‌তে তার হাতে বায়ুমণ্ডল নাচাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই আলোকরশ্মি দ্রবীভূত হ'য়ে যন্ত্রধ্বনিও অগোচরিভূত হ'ল।

হঠাৎ তখন কক্ষটির প্রান্তভাগ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো এবং সেই শুভ্র আলোকে আমি ছবির পরে ছবি দেখতে পেলাম। আমি দেখলাম সেই প্রাচীন নীলনদ মরুপথে চলতে চলতে সাগরের পথে ধাবিত হচ্ছে। উভয় তীরের কোথাও লোকজন নেই বা মানুষের কোন চিহ্ন বা প্রভুদের মন্দিরেরও কোন আভাস নেই। শুধু বিভিন্ন প্রকারের পাখী সিহর (নীল) নদীর বুকে উড়ছে। নদীর বুকে বিভিন্ন কদাকার পশু গড়াগড়ি দিয়ে ডুব দিচ্ছে। সূর্য স্বীয় মহিমায় নদীর পানি রক্তিম ক'রে দিয়ে লিবিয়ার পাহাড়ের আড়ালে ডুবছে। নীরব আকাশের বুকে পর্বতমালা মাথা তুলে সগর্ভে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু পর্বত-মরুভূমি বা জলধির কোথাও মনুষ্য জীবনের কোন চিহ্নই দেখা গেল না। স্পষ্টতই আমি বুঝলাম যে মানুষের আগমনের আগের পৃথিবীই আমি দেখতে পাচ্ছি। তাই আমার মনে একাকীত্বের ভীতি প্রবেশ করলো।

ঐ ছবি অদৃশ্য হ'ল। তদস্থলে আর একটি চিত্র ফুটে উঠল। আমি আবার সিহর নদীর তীর দেখতে পেলাম। সেখানে বন্য আকৃতির জীব ভীড় জমাচ্ছে। উহাদের আকৃতি লেজবিহীন বানরের মত এবং মানুষের সাথে ইহাদের আকৃতির কিছুটা মিল দেখতে পেলাম। এগুলি নিজেদের মধ্যে লড়াই ক'রে একে অপরকে হত্যা করতে লাগলো। নল-খাগড়ার কুড়ে ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে শত্রুপক্ষ লুণ্ঠন করছে আর বন্য পাখী সন্ত্রস্ত হ'য়ে আকাশে উড়ছে। ঐ সকল জীব চুরি, কর আদায় ও হত্যাকার্যে লিপ্ত দেখলাম। পাথরের তৈরী কুঠার দিয়ে আঘাত ক'রে তারা শিশুদের মজ্জা বের করছে। কেউ আমায় না বল্‌লেও আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে আমি হাজার হাজার বছর আগে এই পৃথিবীতে আগমনের সময়কার মনুষ্য সমাজ দেখতে পাচ্ছি।

তারপর আরেকটি ছবি আসলো। আবার আমি সিহর নদীর তীর দেখতে পেলাম। কিন্তু এবারে এর উভয় তীরে প্রস্ফুটিত ফুলের মত সুন্দর সুন্দর শহর দেখতে পেলাম। মেয়ে পুরুষ শহরগুলির গেটের ভিতরে ও বাইরে যাতায়াত ও সুকর্ষিত বিস্তৃত ভূমির মধ্য দিয়ে চলাফেরা করছে। কিন্তু

কোন পাহারাদার, সৈন্যসামন্ত বা কোন প্রকারের যুদ্ধাস্ত্র দেখতে পেলাম না। সব কিছুতেই দেখা গেল জ্ঞান, সমৃদ্ধি ও শান্তি। বিস্ময়াভিভূত নয়নে এসব দেখতে দেখতে তারই মধ্যে আমি অগ্নিবৎ উজ্জ্বল পোশাক পরিহিত এক মহান আকৃতি দেখতে পেলাম। তিনি একটি মন্দিরের দরজা দিয়ে বের হলেন। তাঁর অগ্রে পশ্চাতে বাদ্য বাজছে। তিনি এসে নদীর তীরস্থ একটি বাজারে আইভরি নির্মিত একটি সিংহাসনে বসলেন ও সূর্যাস্তের সাথে সাথে সকল লোকজনকে প্রার্থনার জন্য ডাকলেন। সমস্বরে তারা প্রার্থনা করলো এবং ভক্তিভরে নতজানু হ'ল। আমি বুঝলাম যে সেই সময়ে পৃথিবীতে প্রভুদের শাসন প্রচলিত ছিল আর সময়টা ছিল 'মিনিসের' সময়ের বহু পূর্বে।

হঠাৎ আমার ধ্যানে এক পরিবর্তন ঘটলো। সেই একই সুন্দর কিন্তু অন্য মানুষ, এদের মন লোভী ও মুখে কুমৎলবের ছাপ। এরা পুণ্যের কাজের বন্ধনকে ঘৃণা করে আর হৃদয় পাপাচারে লিপ্ত রাখে। সন্ধ্যা ঘনীভূত হ'লে সেই মহান আকৃতির লোকটি সিংহাসনে আরোহণ ক'রে সকলকে প্রার্থনার জন্য ডাকলেন কিন্তু কেউ ভক্তিভরে নতজানু হ'ল না। তারা চিৎকার ক'রে বললো, "তোমার জ্বালায় আমরা অস্থির! দুষ্ট রাজা বানাও! ওকে হত্যা করো, হত্যা করো! আর বদকর্মের বন্ধন শিথিল করো! দুষ্ট রাজা বানাও!"

মহান আকৃতিবিশিষ্ট লোকটি দাঁড়িয়ে সেই দুষ্ট লোকদের দিকে তাঁর প্রশান্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। তারপর তিনি চিৎকার ক'রে বললেন, "তোমরা কি চাচ্ছো তা' কি তোমরা সত্যিই জানো? বেশ, তোমরা যা' চাচ্ছো তাই হবে! আমি যদি স্বতস্ফূর্তভাবে মরি তা'হলে তোমরা যথেষ্ট যন্ত্রণাভোগের সাথে পরিশ্রম ক'রে আবার ভালোর রাজত্বে পেঁছার পথ পাবে।"

তাঁর কথা বলার সাথে সাথে বদ ও কদাকার একটি লোক গালাগালি করতে করতে তাঁর উপরে চড়াও হ'য়ে তাঁকে হত্যা ক'রে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিল। তারপর জনগণের চিৎকারের মধ্যে সিংহাসনে বসে রাজত্ব করতে লাগলো। মুখ আবৃত অবস্থায় একটি আকৃতি আকাশ হ'তে তার ধূমায়িত পাখায় ভর ক'রে নেমে এসে ঐ মহান ব্যক্তির খণ্ডবিখণ্ড অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে থামলো। বিলাপ করতে করতে এই অবগুণ্ঠিত মহিলা মাথা নত ক'রে উঠে আবার কাঁদতে আরম্ভ করলো। কিন্তু একি! দেখ দেখ! তার মুখ দুপুরের সূর্যের মত। এই প্রতিবিধানকারী তখন এক চিৎকার ক'রে ঐ সিংহাসনে আসীন দানবের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

মল্লযুদ্ধ করতে করতে সোজা আলিঙ্গনাবস্থায় তারা উভয়েই ঊর্ধ্বাকাশে বিলীন হ'য়ে গেল।

তারপরে একের পর এক ছবি আসতে লাগলো। ছবিতে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও বিভিন্ন পরিচ্ছদ পরিহিত বিভিন্ন লোক ও কর্তৃত্ব দেখতে পেলাম। তাদের দলে দলে ভালবেসে, ঘৃণা ক'রে, যুদ্ধ ক'রে ও ম'রে কালাতিপাত করতে দেখতে পেলাম। অল্প সংখ্যক লোক সুখী আর কিছু সংখ্যক লোকের চোখে মুখে দেখলাম দুর্দশার ছাপ। কিন্তু অধিকাংশ লোকের মুখেই শ্রান্তি বা দুর্দশার ছাপের পরিবর্তে দেখলাম ধৈর্যের ছাপ। এরা যখন বছরের পর বছর ধরে বয়স্ক হ'তে লাগলো তখন ঊর্ধ্বাকাশে সেই প্রতিবিধানকারী ঐ বদ দানবটির সাথে ল'ড়ে যাচ্ছিল। জয়ের নিক্তি কখনো এদিকে আবার কখনো সেদিকে যেতে লাগলো। কিন্তু কেউ-ই জয়যুক্ত হ'ল না এবং কিভাবে এই যুদ্ধের অবসান হবে এবং কে-যে জয়যুক্ত হবে তা' বুঝতে পারলাম না।

কিন্তু একথা আমি বুঝতে পারলাম যে আমি যে পবিত্র দৃশ্য দেখেছি তা ভাল ও মন্দ শক্তির মধ্যের লড়াই। আমি বুঝলাম যে জন্মগতভাবেই মানুষ কূট, কিন্তু যাঁরা এই ছলের ঊর্ধ্বে তাঁরা প্রথমোক্তদের প্রতি অনুকম্পা দেখিয়ে তাদের ভাল ও সুখী করতে আসতেন কারণ তাঁরা উভয়ে একই মানুষ। কিন্তু মানুষ তার দুষ্ট পথে ফিরে যায় আর ঐ শুভাত্মারা তখন নিজেদের তাঁদের জাতির কুকর্মের কাছে বিকিয়ে দেন কারণ তাঁরা তখন সিংহাসনচ্যুত হন। এই শুভাত্মাকেই আমরা ওসিরিস বলি যদিও তাঁকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। তাঁর ও পবিত্র মাতা হ'তেই আমাদের রক্ষাকারীর আত্মার আবির্ভাব হয় এবং তিনিই শেষ বিচারের দিনে (আমেনাতিতে) আমাদের সনাক্ত করেন। এই হচ্ছে ওসিরিসের গোপন-তত্ত্ব।

ঐ চিত্রগুলি দেখার সাথে সাথে হঠাৎ ক'রে এসব বিষয় আমার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে উঠলো। ওসিরিসকে আবৃত ক'রে রাখার প্রতিকৃতি ও আচারানুষ্ঠানের আচ্ছাদন আমার চোখ হ'তে সরে গেল। আমি বুঝলাম যে উৎসর্গই ধর্মের মূল কথা।

চিত্রগুলি অদৃশ্য হ'লে আমার পরিচালক পুরোহিত বললেন, "হারমাসিস, প্রভুরা যা কিছু তোমায় দেখালেন তা'কি তুমি বুঝতে পেরেছো?"

আমি বললাম, "জি-হাঁ, কিন্তু অনুষ্ঠান কি শেষ হয়েছে?"

তিনি বললেন, "না, এই তো সবে মাত্র শুরু। পরবর্তী ঘটনাসমূহ তুমি একাই দেখবে। দেখো, আমি চলে যাচ্ছি আর প্রভাতের আলোকের

সাথে সাথেই আবার আমি তোমার কাছে আসবো। তোমায় আর একবার আমি সাবধান করে দিচ্ছি। যা' কিছু তুমি দেখবে তা' দেখার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয় এবং ওসব দেখে খুব কম লোকই বেঁচে থাকে। আমার সারা জীবনে মাত্র তিনজনকেই দেখেছি যাঁরা এই ভয়ংকর মুহূর্তের মুখোমুখী হ'তে সাহস পেয়েছেন। কিন্তু এই তিনজনের মধ্যে মাত্র একজনকেই ভোরে জীবন্ত পাওয়া গেছে। আমি নিজে কিন্তু এ পথে পা বাড়াইনি। একাজ আমার নাগালের বাইরে।"

আমি বললাম, "আপনি চলে যান। আমার মন জ্ঞানোন্মেষের জন্য উন্মুখ হ'য়ে আছে। এই ঝুঁকি নেওয়ার মত সাহস আমার আছে।"

তিনি আমার মাথায় হাত রেখে আমাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। তাঁর পিছনে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনলাম। ধীরে ধীরে তাঁর পদশব্দও বিলীন হ'য়ে গেল।

আমি তখন অনুভব করলাম যে আমি একা। এই পবিত্র স্থানে আমি একা, সেখানের সব কিছুই অলৌকিক। নীরবতা, শুধু ঘন তমসাচ্ছন্ন নীরবতা আমার চতুর্দিকে। বালক অবস্থায় আমি যে রাতে চূড়ায় দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছিলাম সেই রাতে চাঁদের চতুর্দিকে যেমন ঘন মেঘ এসেছিল, তেমনি নীরবতার ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন মেঘ নেমে আসলো! তা' ঘন হ'তে ঘনতর হ'তে হ'তে এমন অবস্থা হ'ল যেন মনে হ'ল আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ ক'রে এই নীরবতা চীৎকার ক'রে উঠবে কারণ অত্যধিক নীরবতার এমন এক প্রকারের শব্দ আছে যা চিৎকারের চেয়েও ভয়াবহ। আমি আর্তনাদ ক'রে উঠলাম কিন্তু তা' মন্দিরের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরে এসে আমাকেই আঘাত করতে লাগলো। এই প্রতিধ্বনির চেয়ে তথাকার নীরবতাও সহ্য করা আমার পক্ষে অধিকতর সহজ মনে হ'ল। আমি কি দেখতে যাচ্ছি? এই সবল ও যুব বয়সেই আমি কি মরবো? ভয়ানক ভাষায় আমার বারে বারে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছে। ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে আমি ভাবলাম যে আমার পালানোই উচিত। পালাবো? কিন্তু কোথায়? মন্দিরের দরজা বন্ধ; পালাতে পারবো না। আমি প্রভুর আত্মার সাথে একা, একা সেই শক্তির কাছে যা' আমি আমন্ত্রণ করেছি। না, আমার হৃদয় পবিত্র, অন্তর নির্মল, এমনকি, যদি আমি মরিও তবুও সেই সমাগত সন্ত্রাসকে সহ্য করতে আমি পারবো।

আমি প্রার্থনা করলাম, "আইসিস, হে পবিত্র মাতা! আইসিস, স্বর্গের দেবী! আমার নিকটস্থ হও। আমার কাছে এসো। আমি হতাশ হয়ে যাচ্ছি! এই মুহূর্তে আমার কাছে এসো!"

তখন আমি অনুভব করলাম যে আমার পারিপার্শ্বিক সবকিছুই ইতি-মধ্যে বদলে গেছে। আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ বাতাস জাগ্রত হ'য়ে ঈগলের পাখার মত খসখস শব্দ করতে লাগলো. অদ্ভুত সব ফিসফিস শব্দ আমার হৃদয় আন্দোলিত করতে লাগালো। অন্ধকারের মধ্যে যেন আলোকরশ্মি জেগে উঠলো। এসব পরিবর্তিত ও পুনঃ পরিবর্তিত হ'তে লাগলো। এসব রশ্মি এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা ক'রে বিভিন্ন অদ্ভুত রহস্যময় প্রতিকৃতির সৃষ্টি করতে লাগলো। ওসব আমি বুঝতে পারলাম না। আলোকজ্যোতি দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে উড়তে লাগলো; প্রতিকৃতিগুলি সারিবদ্ধ হ'য়ে জমা হ'ল; আবার বিলীন হ'ল, আবার জমা হ'ল। এই পর্ব এত দ্রুত গতিতে চলতে লাগলো যে আমার চোখ আর গণনা করতে সমর্থ হ'ল না। আমি তখন গৌরবের সমুদ্রে ভাসতে লাগলাম। বারিরাশি তরঙ্গায়িত হ'য়ে মহা সাগরের বারিরাশির মত উত্থিত হ'য়ে আমায় কখনো ঊর্ধ্বে তুলতে লাগলো, আবার কখনো নিম্নে আছড়ে ফেলতে লাগলো। যশের উপরে যশ জমতে লাগলো, দীপ্তির উপরে দীপ্তি ঘনীভূত হ'তে লাগলো আর আমি তারই উপরে সমাসীন হলাম।

শীঘ্রই বাতাসের ঐ তরঙ্গায়িত সমুদ্রে আলোকজ্যোতি ক্ষীণ হ'ল। তাতে বিরাট ছায়া পতিত হ'ল, আধারের রেখা আবার উহা ছিন্ন ভিন্ন ক'রে ছায়ার বক্ষে জমা করলো। এই ভাবে শেষ পর্যন্ত সেই অবর্ণনীয় রাতের বুকে আমি যেন অগ্নিপিণ্ডের আকৃতি নিয়ে একটি তারকায় পরিণত হ'লাম। বহুদূর থেকে গানের করুণ সুর ভেসে আসতে লাগলো। আধারের বুকে শিহরিত হ'য়ে আমি মাইলের পর মাইল দূর থেকে ঐ স্বর শুনছিলাম। গানের শব্দ ক্রমে ক্রমে নিকটতর হয়ে উচ্চতর হ'তে লাগলো, আর আমার উপর, নিচ, চতুষ্পার্শ্ব উদ্ভাসিত ক'রে পাখির ডানার মত বিচলিত ক'রে মুগ্ধ ও ভীত ক'রে তুললো। এই সুর ভেসে চলে ক্ষীণ হ'তে হ'তে আবার আকাশে বিলীন হয়ে গেল। তারপর আবার কিছু আসলো, কিন্তু একটি অপরটি হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোন কোনটা একত্রে বাজানো দশ সহস্র ঘণ্টিধ্বনির মত শব্দ করলো! কতগুলি আবার অসংখ্য শিঙ্গাধ্বনির মত শব্দ করলো। অপর কোনটা আবার উ'চু ও মিষ্টি সুর তুলে মানুষের গলার চেয়ে সুন্দর গলায় গান গাইলো এবং কোন কোনটা আবার সহস্র সহস্র হালকা ঢোলের বাজনার সাথে সাথে বিভিন্ন সুরধ্বনি ও ক্ষয়িষ্ণু প্রতিধ্বনির সাথে সাথে দূরীভূত হ'ল। আবার নীরবতা এসে আঁকড়ে ধরে আমায় পরাভূত করলো।

আমি মনোবল হারাতে লাগলাম। আমার জীবন চৈত্রের ভাটার মত হ'য়ে উঠলো। নীরবতার আকৃতিতে মৃত্যু আমার নিকটবর্তী হয়ে অবশকারী

হিমের মত আমার অন্তরে প্রবেশ করলো। কিন্তু আমার চিন্তাশক্তি এখন জাগ্রত, আমি এখনও চিন্তা করতে সক্ষম। আমি বুঝতে পারলাম যে আমি মৃত্যুর আয়ত্তের মধ্যে চলে যাচ্ছি। না, আমি অতি দ্রুত মরতে আরম্ভ করেছি। ওহ্, মৃত্যুর কি জ্বালা। আমি চেষ্টা করেও প্রার্থনা করতে পারলাম না—বস্তুতঃ প্রার্থনার আর সময়ই নেই। একটা মাত্র উদ্যম নিয়ে নীরবতাই আমার মস্তিষ্কে ঢুকলো। ভীতি চলে গেল এবং অতল নিদ্রায় আমি তলিয়ে গেলাম। আমি মরতে লাগলাম এবং তারপরে সু-বিশাল শূন্যতা! আমি এখন মৃত!

একটা পরিবর্তনের সাথে আবার আমি জীবন ফিরে পেলাম। কিন্তু এই নতুন জীবন আর পুরাতন জীবনের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান প্রতীয়মান হ'ল। আবার আমি মন্দিরের মধ্যে দাঁড়ালাম। কিন্তু এই আঁধার আমায় আর অন্ধ রাখতে পারলো না। মন্দির কক্ষটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'লেও এখন আমার কাছে দিনের আলোকের মতই পরিষ্কার মনে হ'ল। আমি দাঁড়ালাম সত্য কিন্তু মনে হ'ল যেন অন্য কেহ দাঁড়িয়েছে কারণ আমার পদতলে পড়ে আছে আমারই মৃতদেহ। শান্ত, শক্ত ও অনড়, মুখে শান্ত বিষাদের ছাপ, আর আমি এই দেহের প্রতি তাকিয়ে আছি।

বিস্মিত হ'য়ে আমি যখন এভাবে তাকিয়ে ছিলাম তখন এক অগ্নিশিখা আমাকে আঁকড়ে ধরে নাগরদোলা করে নিয়ে গেল দূরে। অতিদূরে। বিদ্যুৎ ঝিলিকের চেয়েও দ্রুততর গতিতে! শূন্য আকাশের বুকে উজ্জ্বল তারকারাজির ফাঁকে ফাঁকে বিশাল শূন্যতার মধ্য থেকে আমি আবার নিম্নে পতিত হ'লাম, এককোটি মাইল? না, তারও দশগুণ বেশী নিচে বায়ু-মণ্ডলের একপ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় আলোকমণ্ডিত স্থানে আমি ঘুরতে লাগলাম। সেখানে এমন সব মন্দির, প্রাসাদ ও গৃহ ছিল যা' কোন মানুষ কোনদিন স্বপ্নেও দেখে নাই। ঐ সব ছিল অগ্নিশিখায় ও কৃষ্ণতায় তৈরী। উহাদের সুক্ষ্মাগ্র চূড়া গগন বিদীর্ণ ক'রে ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। আর উহাদের আঙ্গিনা ছিল চতুর্দিকে বিস্তৃত। এমনকি আমি যখন শূন্যমণ্ডলে ঘুরছিলাম তখনও ঐ সব মন্দির, প্রাসাদ ও গৃহ চোখের সামনে পরি-বর্তিত হচ্ছিল; অগ্নিশিখা কৃষ্ণতায় ও কৃষ্ণতা অগ্নিশিখায় পরিবর্তিত হচ্ছিল। এমন কি, এই মৃতের শহরে গৌরবের মাঝেও কোথাও স্ফটিকের আভা আবার কোথাও রত্নের দীপ্তি প্রজ্বলিত হ'তে দেখা গেল। সেখানে বৃক্ষ-রাজি ছিল এবং উহাদের শাখা-প্রশাখা ও লতাপাতার খড়খড় শব্দও সঙ্গীত

ধ্বনির মত মনে হ'ল। বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল এবং বতাসের শব্দেও সঙ্গীতের বিষাদ ধ্বনি ভেসে আসছিল।

অদ্ভুত রহস্যময় ও পরিবর্তনশীল প্রতিকৃতিসমূহ আমার সম্মুখস্থ হ'য়ে যতক্ষণ আমি অপর এক জগতে না দাঁড়ালাম ততক্ষণ আমায় নিম্নে বহন করতে লাগলো।

হঠাৎ এক সুমহান স্বর চিৎকার ক'রে জিজ্ঞেস করলো, "কে আসছে ?"

সদা পরিবর্তনশীল সেই প্রতিকৃতিসমূহ উত্তর দিলো, "হারমাসিস ! যাকে সেই সনাতন প্রভুমাতার মুখ দর্শনের জন্য ধরা হ'তে ডাকা হয়েছে সেই হারমাসিস। সেই পৃথিবীর শিশু হারমাসিস।"

সেই ভক্তিসঞ্চারক স্বর বললো, "ফটক সরিয়ে দরজা খুলে দাও। দরজা খোল। তার জিহ্বা নীরব ক'রে দাও যেন সে স্বর্গীয় সমতান নষ্ট না করে; যাতে সে আদর্শনীয় কিছু দেখতে না পায় সে জন্য তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে নাও; যেপথ অপরিবর্তনীয় স্থানে প্রবাহিত সেপথে আমন্ত্রিত হারমাসিসকে অতিক্রম করাও। যাও পৃথিবীর শিশু, কিন্তু যাওয়ার আগে একবার তাকিয়ে দেখ যাতে তুমি বুঝতে পারো যে পৃথিবী হ'তে তোমায় কতদূরে আনা হয়েছে।"

আমি তাকালাম। গৌরবোজ্জ্বল ঐ শহরের চতুর্দিক ঘোর অন্ধকার রাত আর তারই বক্ষে ঊর্ধ্বে একটি নক্ষত্র ঝলমল করছে।

সেই স্বরটি আবার বললো, "দেখো, তোমার ফেলে আসা পৃথিবী দেখো। দেখে উদ্বিগ্ন হও।"

তারপর স্পর্শ দ্বারা আমার জিহ্বা নীরব ও চক্ষু অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হ'ল। ফলে আমি অন্ধ ও নির্বাক হ'য়ে গেলাম। ফটক পিছনে সরানো হ'ল এবং দরজা বিস্তীর্ণভাবে খোলা হ'ল। মৃতের দেশের শহরে আমাকে প্রবেশ করানো হ'ল। আমাকে এত দ্রুত সরিয়ে নেওয়া হ'ল যে কোথায় আমায় নেওয়া হ'ল তা জানতে পারলাম না, শেষ পর্যন্ত আমি আবার পায়ে দাঁড়ালাম। তখন আবার সেই মহান স্বর চিৎকার ক'রে বললো, "হারমাসিসের চোখ থেকে পর্দা সরিয়ে নাও, তার জিহ্বার নীরবতা উত্তোলন করো যাতে ধরার শিশু দেখতে, শুনতে ও বুঝতে পারে এবং সেই সনাতন প্রভুমাতার মন্দিরে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারে।"

আমার জিহ্বা ও চোখ আবার স্পর্শিত হ'ল। ফলে আমার বাক ও দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে আসলো।

একি ! হঠাৎ আমি নিজকে নিকষ কালো পাথরে তৈরী একটি কক্ষে দাঁড়ানো দেখতে পেলাম। কক্ষটি এতই বৃহদাকৃতির যে সেই গোলাপী

আলোকেও ছাদের কোণ পর্যন্ত আমার দৃষ্টি মাত্র অস্পষ্টভাবে পেঁাছলো। কক্ষের বাতাসে ছিল সঙ্গীতের মূর্ছনা আর নিচে মেঝেতে ছিল জীবন্ত অগ্নি মূর্তিমান ডানাধারী আত্মাসকল। উহাদের দেহ এতই উজ্জ্বল যে আমি তাকাতেই পারলাম না। কক্ষের মাঝখানে চতুষ্কোণ বিশিষ্ট একটি ছোট বেদী ছিল।আমি সেই খালি বেদীর সামনে দাঁড়ালাম। তখন আবার সেই স্বর উচ্চস্বরে বললো ঃ

"হে প্রভুমাতা। তুমি ছিলে, তুমি আছ এবং তুমি থাকবে। তোমার বহু নাম থাকা সত্ত্বেও তুমি নামবিহীনা। তুমি সময় নির্ণয়কারিণী; তুমি প্রভুর দূতি; তুমি পৃথিবী ও উহাতে বসবাসকারী সকল জাতির অভিভাবিকা, তুমি শূন্যতা হ'তে জন্ম নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাতা, তুমি জন্মেও জন্মাওনি, তুমি অশরীরী জীবন্ত দীপ্তি, তুমি বস্তুহীন জীবন্ত আকৃতি, তুমি অদৃশ্য শক্তির সেবাদাসী, তুমি নিয়মের সন্তান, তুমি দাড়িপাল্লা ও ভাগ্যের তরবারিধারিণী, তুমি জীবনের বাহিকা, যার থেকে জীবন প্রবাহিত হয় এবং যার কাছে উহা আবার ফিরে আসে, তুমি সকল কৃতকর্মের হিসাব রক্ষণকারিণী, তুমি বিধান কার্যকরিকারিণী,——শোন! যাকে তোমার ইচ্ছায় পৃথিবী থেকে আনা হয়েছে, সেই মিশরাধিবাসী হারমাসিস খোলা কর্ণে মুক্ত চোখে এবং উন্মুক্ত হৃদয় নিয়ে তোমার বেদীর সামনে অপেক্ষা করছে। কর্ণপাত করো এবং নেমে এসো। নেমে এসো ওহে বহুলাকৃতি-বিশিষ্টা! অগ্নিশিখার মাঝে নেমে এসো! শব্দের মাধ্যমে নেমে এসো! সর্বাত্মকভাবে নেমে এসো! শোন এবং নেমে এসো!

আবার নীরবতা নেমে আসলো। এই নীরবতার মধ্যে সমুদ্রগর্জনের মত একটা শব্দ উঠলো। শব্দ বিলীন হ'লে সেখানে কি যেন আসলো! আমার চোখ আগেই দু'হাত দিয়ে আবৃত করেছিলাম। হাত সরিয়ে চোখ খুলে দেখলাম বেদীর উপরে ঝুলন্ত একখণ্ড কালো মেঘ এবং উহার ভিতর থেকে অগ্নিবৎ একটি ভুজঙ্গ বেরুচ্ছে!

তখন আলোক পরিহিত ঐসব ঐশ্বরিক আত্মা মেঝেতে নতজানু হয়ে উচ্চস্বরে স্তুতিগান গাইতে লাগলো। কিন্তু আমি উহাদের ভাষা বুঝতে পারলাম না। কি আশ্চর্য, দেখো, দেখো! কালো মেঘ খণ্ডটি নেমে এসে বেদীতে বসেছে! আর অগ্নিবৎ ভুজঙ্গটি আমার দিকে বিস্তৃত হয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে জিহ্বা দিয়ে আমার মস্তক স্পর্শ করে চলে গেলো। মেঘখণ্ডটি ভিতর থেকে নিচু পরিষ্কার ও সুমিষ্ট গলায় একটি স্বর স্বর্গীয় উচ্চারণে বললো, "ওহে সহায়কগণ, তোমরা চলে যাও এবং যাকে আমি ডেকে এনেছি আমার সেই পুত্রের সাথে আমায় একা থাকতে দাও।"

ধনুকের বুক থেকে তীর যেমন গতিতে বের হয় সেরকম দ্রুতগতিতে সেই অগ্নিপরিচ্ছেদধারী আত্মা-সকল মেঝে থেকে দাঁড়িয়ে চলে গেলো। তখন সেই ঐশ্বরিক স্বরটি বলতে লাগলো ঃ

"হে হারমাসিস, ভয় পেয়ো না; আমি সেই যাকে তোমরা মিশরে আইসিস বলে জানো। কিন্তু তা'ছাড়া আমি আরো কি তা' তুমি জানার চেষ্টা করো না, তা' তোমার সাধ্যের বাইরে কারণ আমিই সবকিছু; জীবন আমার আত্মা এবং প্রকৃতি আমার পরিধেয়! আমি শিশুর মুখের হাসি, আমি যুবতীর ভালবাসা, আমি মায়ের চুম্বন। আমি শিশু এবং অদৃশ্য শক্তির সেবাদাসী; ঐ অদৃশ্য শক্তিই প্রভু, উহাই বিধি, উহাই অদৃষ্ট—যদিও আমি নিজে প্রভু, বিধি বা ভাগ্য নাও হ'তে পারি। পৃথিবীর বুকে যখন বায়ু বহে এবং মহাসাগর যখন গর্জে ওঠে তখন তুমি আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাও; যখন তুমি নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকাও তখন তুমি আমার আকৃতি দেখতে পাও; বসন্তের প্রস্ফুটিত পুষ্পেই আমার হাসি, হারমাসিস। কারণ আমিই প্রকৃতির আত্মা এবং প্রকৃতির আকৃতিই আমার আকৃতি। শ্বাস প্রশ্বাসকারী সব কিছুর মধ্যেই আমি শ্বাস প্রশ্বাস নেই। পরিবর্তনশীল চাঁদের সাথে সাথে আমি বৃদ্ধি ও ক্ষয়প্রাপ্ত হই; জোয়ার ভাটায় আমি বাড়ি ও একত্রিত হই; সূর্যের সাথে সাথে আমি উত্থিত হই; আমি ঝড়ের মধ্যে বিজলী ও বজ্রের সাথে প্রজ্বলিত হই। আমার মর্যাদার পরিমাপে কোন কিছুই মহত্তর নয়, আমার থাকার স্থান সংকুলান হয় না এমন কোন ক্ষুদ্র জিনিসই নেই। তোমার মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে তুমি হারমাসিস। তোমায় যিনি জীবন্ত করেছেন আমায়ও তিনিই জীবন্ত করেছেন। তাই—যদিও আমি বড় আর তুমি ক্ষুদ্র—তবুও ভয় পেয়ো না। কারণ আমরা উভয়েই জীবনের সাধারণ বন্ধনে আবদ্ধ—সেই জীবন যাহা সূর্য এবং নক্ষত্র এবং বায়ুমণ্ডলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে মানুষের চেতনা ও আত্মার মাধ্যমে সর্বকালে পরিবর্তনশীল, তথাপি উহা সংযুক্ত ও একত্রীভূত হয় এবং তাই তা, শাশ্বতভাবে একই।"

আমি কথা বলতে না পেরে মাথা নত করলাম কারণ আমি আতঙ্কিত হ'য়ে পড়েছিলাম।

সেই শান্ত ও মিষ্টি স্বর আবার বলতে আরম্ভ করলো, "বৎস, তুমি বিশ্বস্ততার সাথেই আমার কাজ করেছো। এই স্বর্গে আমার মুখামুখী হ'তে আসার জন্য তুমি উদগ্রীব ছিলে এবং দৃঢ়তার সাথেই তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণের সাহস করেছো, কারণ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই এমন

কি এক ঘণ্টার জন্যও নরদেহ ছেড়ে ঐশ্বরিক পরিচ্ছদ নেওয়া খুব সহজ কাজ নয়। হে আমার পুত্র এবং সেবক, আমিও খুবই গুরুত্বের সাথে যেখানে আমি থাকি সেইখানে তোমায় দেখার কামনা করেছি। কারণ প্রভুদেরে যারা ভালবাসে প্রভুরাও তাদেরে ভাল বাসেন যদিও এই ভালবাসা গভীরতর ও অধিকতর বিস্তৃত; অবশ্য সব একই পরমেশ্বরের আয়ত্তাধীন, যিনি আমার থেকেও যতদূরে, তোমার মত নশ্বর দেহধারী হ'তেও ততদূরে; আমি শুধু প্রভুদের একজন প্রভু। তাই আমি তোমায় এখানে আনিয়েছি, হারমাসিস; এবং তাই আমি তোমার সাথে কথা বলছি বৎস, এবং তাই আমি তোমায় আদেশ করছি, তুমি আমার সাথে সামনা-সামনি অন্তরঙ্গ-ভাবে আলাপ করো, ঠিক আবুদিসের মন্দির চূড়ায় বসে যে ভাবে আলাপ করেছিলে। কারণ, হারমাসিস, যেমনভাবে আমি তখন অন্যান্য দশ সহস্র পৃথিবীতে ছিলাম তেমনিভাবে সেখানেও আমি তোমার সাথে ছিলাম। হে হারমাসিস, তুমি যে নিদর্শন চেয়েছিলে সেই নিদর্শন স্বরূপ তোমার হাতে আমি পদ্ম রেখেছিলাম, কারণ তুমি সেই রাজবংশজাত যে রাজবংশ যুগের পর যুগ ধরে আমার সেবা ক'রে এসেছে, এবং তুমি যদি অকৃতকার্য না হও তাহলে তুমিও সেই রাজসিংহাসনে বসে পবিত্রতার সাথে আমার আরাধনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে এবং আমার মন্দিরসমূহের অপবিত্রতা দূর করবে। কিন্তু যদি অকৃতকার্য হও তবে মিশরে সনাতন আত্মা আইসিসের শুধু স্মৃতিই অবশিষ্ট থাকবে।

স্বরটি থামলো। শক্তি সঞ্চয় ক'রে শেষ পর্যন্ত আমি উচ্চস্বরে বললাম, "ওহে পবিত্র, আমায় বলে দাও, আমি কি তাহলে অকৃতকার্য হবো ?"

উত্তর আসলো, "এমন কিছু আমায় জিজ্ঞেস করো না যার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে আইনসঙ্গত নয়। তোমার ভাগ্যে কি ঘটবে তা' সম্ভবতঃ আমি বুঝতে পারছি এবং সম্ভবতঃ এই বুঝটা আমার কাছে সন্তোষজনক নয়। পৃথিবীর বুকে বীজ ফেললে তা' উপযুক্ত সময়েই অংকুরিত হবে। প্রকৃতি এই প্রস্ফুটনের সময়টুকুর জন্য সবসময়ই অপেক্ষা করেন। যে ফুল এখনও প্রস্ফুটিত হয়নি তার জন্য আগ্রহান্বিত হওয়ায় প্রভুদের কি লাভ হতে পারে ? জেনে রাখো হারমাসিস ! আমি ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করি না। ভবিষ্যৎ তোমার কাছে, আমার কাছে নয়। উহা বিধির বিধান অনুযায়ী এবং অদৃশ্য শক্তির নিয়ম অনুযায়ী হয়। তথাপি সেখানে তুমি স্বাধীনভাবেই কাজ করতে পারো এবং তোমার জয় পরাজয় তোমারই সামর্থ্য ও হৃদয়ের পবিত্রতার উপরে নির্ভর করে। তোমারই উপরে বোঝা, হারমাসিস, এবং

পরিণামে যশ বা অবজ্ঞাও তোমারই। ফলাফলের জন্য আমি সামান্যই গ্রাহ্য করি! ভাগ্যে যা' কিছু লিখিত আছে আমি তার সাহায্যকারী মাত্র। এখন আমার কথা শোনঃ বৎস, আমি সব সময়ই তোমার সঙ্গে থাকবো কারণ আমার ভালবাসা একবার দিলে তা' আর কখনো ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, যদিও পাপের ফলে তোমার মনে হ'তে পারে যে উহা হারিয়ে গেছে। তুমি আরও মনে রেখো: তুমি যদি জয়যুক্ত হও তবে তোমার পুরস্কার হবে খুবই বড়। আর যদি তুমি অকৃতকার্য হও তবে তোমার শাস্তিও হবে তেমনি ভারী, দৈহিক ও তোমরা যাকে শেষ বিচারের দিন বলো সেখানের শাস্তি। তবুও এটাই তোমার সান্ত্বনা যে লজ্জা বা ক্লেশ কোনটাই চিরস্থায়ী হবে না! সৎ পথ হ'তে পতন যত গভীরই হোক না কেন অন্তরে যদি অনুশোচনা আসে তাহলে কণ্টকময় ও কঠিন একটা পথ আছে যে পথে আবার সে উচ্চতা অতিক্রম করা যায়। এই পথ অতিক্রম করা যেন তোমার ভাগ্যে না ঘটে, হারমাসিস।"

একটু থেমে স্বরটি আবার বললো, "আর যেহেতু তুমি আমায় ভালবেসেছো, বৎস, কাল্পনিক কাহিনীর গোলক ধাঁধাঁয় ঘুরে মানুষ পৃথিবীতে ভুল করে দেহকে আত্মা ভেবে এবং বেদীকে প্রভু ভেবে নিজেদেরে হারায় তবুও তুমি বহুমুখী সত্যের সূত্র ধরেছো, এবং যেহেতু আমি তোমায় ভালবাসি এবং সেই দিনটির প্রতীক্ষা করছি যেদিন সম্ভবতঃ আমার কার্য সাধনে তুমি সৌভাগ্যশালী হ'য়ে আমার আলোকে বাস করবে; সেজন্য আমি বলছি হারমাসিস, যে আমার সাথে মুখোমুখি কথা বলছে তাকে এই অধিকার দেওয়া হবে যে সে সংকেত পাবে যে কোন্ চূড়ান্ত হ'তে আমাকে ডাকা সম্ভব হবে এবং সে এমনকি দূতের চোখে হলেও আইসিসকে দেখতে পাবে এবং সে নিকৃষ্টভাবে মরবে না!"

স্বরটি আবার বললো, "দেখো!"

মিষ্টি গলা থামলো। বেদীর উপরে কালোমেঘ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হ'তে লাগলো। প্রথমে সাদা হ'ল, এবং শেষ পর্যন্ত মনে হ'ল যেন উহা শবাচ্ছাদন আচ্ছাদিত একটি মহিলার আকৃতি ধারণ করলো। তখন আবার সেই স্বর্গীয় সর্পটি তারই বক্ষ হ'তে বেরিয়ে জীবন্ত রাজমুকুটের মত সেই মেঘাচ্ছন্ন কপালে নিজেকে কুণ্ডলী পাকালো।

তখন হঠাৎ একটি স্বর এক ভয়ংকর শব্দ করলো। তারপর বাষ্প উঠে ঘনীভূত হ'ল এবং নিজ চোখে আমি এমন এক দীপ্তি দেখলাম যে কথা মনে হ'লেই আমার আত্মা আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু আমি

যা' দেখলাম তা' প্রকাশ করা অন্যায় কারণ যদিও আমি এ বিষয়ে যা' লিখেছি তা' দেখার আদেশ পেয়েছি, এসব হয়ত ইতিহাস হিসেবে থাকতে পারে, তাই আমায় সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছে, এমনকি এই কত বছর পরেও। আমি দেখেছি—কিন্তু কি দেখেছি তা' কল্পনাও করা যায় না, কারণ এমন সব দীপ্তি ও আকৃতি আছে যার কথা কল্পনা করাও মানুষের অসাধ্য সেই শব্দের প্রতিধ্বনির সাথে সাথে আমি যে দৃশ্য দেখেছি তার স্মৃতি চিরদিনের জন্য আমার হৃদয়ে ছাপ মারা হ'য়ে গেছে। কিন্তু আমার শক্তি আমায় হতাশ করলো, আমি সেই দীপ্তির সামনে পড়ে গেলাম।

আর আমার পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে মনে হ'ল যেন সেই বিরাট কক্ষটি ভেঙ্গে খুলে গিয়ে অগ্নিপিণ্ডের মত আমার চতুর্দিকে টুকরা টুকরা হ'য়ে গেল। তারপর একটা প্রবল বাতাস প্রবাহিত হল; কালের অতল চত্তরে শত সহস্র পৃথিবীর প্রবাহের মত শব্দ হ'ল এবং এর বেশী আর কিছুই আমি জানি না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[হারমাসিসের উত্থান : পৃথিবী ও ভূতলের সম্রাট হিসেবে তাঁর অভিষেক এবং তাঁর প্রতি নিবেদন।]

আবুদিসে অবস্থিত আইসিসের পবিত্র মন্দিরের প্রস্তর নির্মিত মেঝেতে চিৎ হ'য়ে শোয়া অবস্থায় আমি আবার জাগরিত হলাম। আমার পার্শ্বে একটি প্রদীপ হাতে দাঁড়ানো সেই রহস্যের বৃদ্ধ পুরোহিত। তিনি আমার মুখের উপরে নুয়ে আগ্রহের সাথে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত বললেন, "দিন হয়েছে, হারমাসিস, তোমার নবজন্মের দিন এবং তুমি এই দিন দেখার জন্য বেঁচে আছো। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জাগো রাজপুত হারমাসিস—না, তোমার যা' কিছু ঘটেছে তার কিছুই আমায় ব'ল না। হে পবিত্র মাতার প্রিয় পাত্র, জাগো, উঠে এসো। তুমি অগ্নি অতিক্রম করে আঁধারের পিছনে কি আছে তা' দেখেছো ও জেনেছো, ওহে নবজাত বালক, উঠে এসো।"

আমি উঠলাম। চিন্তিত ও বিস্ময়াভিভূত মনে ক্ষীণ পদক্ষেপে মন্দিরের অন্ধকার কক্ষ ছেড়ে তার সাথে বেরিয়ে আসলাম। ভোরের নির্মল আলো-হাওয়া আমায় সম্ভাষণ জানালো। তারপর আমি স্বীয় কক্ষে গিয়ে ঘুমালাম। কোন প্রকারের স্বপ্নও আমার সে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়নি, কিন্তু কেউ—এমনকি বাবাও—ঐ ভয়াবহ রাতে কি কি ঘটেছে তার কিছুই জিজ্ঞেস করেননি বা কিভাবে আমি প্রভুমাতার সাথে সামনাসামনি কথা বলেছি তাও জানতে চাননি।

এর পরে আমি মাতা আইসিসের উপাসনায় নিজেকে নিয়োজিত করলাম। তাছাড়া যে গোপন রহস্যের বাহ্যিক রূপের চাবিকাঠি এখন আমার হাতে, সে সম্পর্কে আরও পড়াশুনায় নিজেকে নিয়োজিত করলাম। ইতিমধ্যে আমাদের দলের বিভিন্ন মহান লোক মিশরের বিভিন্ন স্থান থেকে গোপনে এসে আমার সাথে দেখা করতেন। তাঁরা আমায় রাজনীতির বিষয়ে বিভিন্ন উপদেশ দিতেন ও সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার প্রতি জনগণের ঘৃণা-বিদ্বেষ ও অন্যান্য নানা বিষয়ে আমার সাথে আলাপ করতেন।

ধীরে ধীরে সময় নিকটবর্তী হ'ল। যে রাতে আমি নশ্বর দেহ ছেড়ে মাতা আইসিসের বক্ষে গমন করেছিলাম সে রাত থেকে তিন মাস দশদিন

গত হয়েছে। যদিও অল্প সময়ের জন্য আমি মরদেহ ত্যাগ করেছিলাম, তবুও আমি জীবন ধারণ করেই আছি। এ সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল যে উপযুক্ত ও প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কিন্তু অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে আমাকে ঊর্ধ্ব ও নিম্নভূমির সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত করা হবে।

সেই ভাবগম্ভীর সময় উপস্থিত হ'লে আবুদিসে প্রত্যেক শহর ও প্রত্যেক এলাকা থেকে মোট সায়ত্রিশজন সম্ভ্রান্ত লোক এসে জমা হলেন। তাঁরা বিভিন্ন ছদ্মবেশে আসলেন। কেউ আসলেন পুরোহিতের বেশে, কেউবা তীর্থযাত্রীর বেশে আবার কেউবা আসলেন ভিক্ষুকের বেশে। তাঁদের মধ্যে মামা সেপাও আসলেন। তিনি এসেছেন এক পর্যটক চিকিৎসকের বেশে। তিনি এসেছেন যথেষ্ট বাহ্যাড়ম্বরের সাথে যাতে তাঁর গম্ভীর গলা তাঁকে প্রতারিত করতে না পারে। সন্ধ্যায় আমি যখন নদীর তীরে চিন্তান্বিত মনে ভ্রমণ করছি তখন তাঁর সাথে আমার দেখা হ'ল এবং বলতে গেলে আমি দেখা মাত্রই তাঁকে চিন্‌তে পারলাম। পর্যটক চিকিৎসকের স্বভাব অনুযায়ী তিনি পরিচ্ছদের গলার অংশে মুখের অর্ধাংশ ঢেকে মাথার দিকে ফেলে রেখেছিলেন।

আমি যখন নাম ধরে তাঁকে ডেকে অভিনন্দন জানালাম তখন তিনি চিৎকার ক'রে বললেন, "বালাই ষাট্। মাত্র এক ঘণ্টার জন্যওকি কারও আত্মভোলা হবার অধিকার নেই? এই বেশে আসতে আমার যে কত কষ্ট হয়েছে তা' যদি তুমি জানতে—তথাপি তুমি এই আঁধারেও বুঝতে পারলে আমি কে।"

তার পরেও তিনি উচ্চস্বরে আমায় বল্‌তে লাগলেন কিভাবে তিনি পদব্রজে এখানে এসেছেন আর কিভাবে তিনি নদীর তীরে তদারককারী গুপ্তচরদের চোখ এড়িয়েছেন। কিন্তু তিনি বললেন যে তাঁকে নদীপথে ফিরতে হবে অন্যথায় তাঁকে অন্য ছদ্মবেশ নিতে হবে কারণ চিকিৎসকের বেশে আসায় তাকে যথেষ্ট চিকিৎসা করতে হয়েছে! কিন্তু আসলে তিনি ঔষধ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। আনু থেকে আবুদিস পর্যন্ত অনেক লোকেই তাঁর ঔষধের কুফল ভোগ করছে। (প্রাচীন মিশরে অপটু বা অযত্নশীল চিকিৎসকদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হ'ত—সম্পাদক)।

মামা তখন আত্মবিস্মৃত হয়ে উচ্চ হেসে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। তিনি আন্তরিকতায় এতই ত্রুটিহীন ছিলেন যে তার পক্ষে অভিনয় বা ছদ্মবেশ ধারণ করা অসম্ভব ছিল। আর আমি যদি তাঁর ভুল ধরিয়ে না দিতাম তাহলে তিনি হয়ত আমার সাথে হাত ধরাধরি করেই আবুদিসে প্রবেশ করতেন।

শেষ পর্যন্ত সবাই উপস্থিত হলেন। গভীর রাত। মন্দিরদ্বার বন্ধ। উপরোক্ত ৩৭ জন লোক, বাবা প্রধান পুরোহিত আমেনেমহাট, সেই বৃদ্ধ পুরোহিত যিনি আমায় আইসিসের মন্দিরে নিয়েছিলেন, বৃদ্ধা আতোয়া এবং অন্য পাঁচজন পুরোহিত ছাড়া ভিতরে আর কেউ ছিলেন না। আমায় তৈল মাখিয়ে অভিষেকের জন্য প্রস্তুত করতে আতোয়ার প্রয়োজন ছিল। অন্য পাঁচজন পুরোহিতকে অবশ্য অলংঘনীয় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করানো হয়েছে যে তাঁরা অনুষ্ঠানের গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। সবাই তাঁরা মন্দিরের বৃহৎ দ্বিতীয় কক্ষে উপস্থিত হয়েছেন কিন্তু আমি সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে রইলাম। এই প্রবেশ পথে স্বর্গীয় সেথীর আগে ৭৬ জন প্রাচীন সম্রাটের নাম খোদিত আছে। বাবার না আসা পর্যন্ত আমি সেখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত বাবা প্রদীপ নিয়ে এসে আমার সামনে নত হ'য়ে হাত ধ'রে আমায় সেই বৃহৎ কক্ষে নিয়ে গেলেন। কক্ষটির শক্ত থাম্বার ফাঁকে ফাঁকে এখানে সেখানে প্রদীপ জ্বলছে। সেই ক্ষীণ আলোকে দেয়ালে খোদিত ভাস্কর্য ও প্রতিমূর্তি দেখা যাচ্ছে। লম্বা সারিবদ্ধভাবে খোদিত চেয়ারে উপবিষ্ট সেই ৩৭ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, পুরোহিত ও রাজপুতদের উপরেও আলোক পড়েছে। তাঁরা সবাই নীরবে আমার অপেক্ষা করছেন। তাঁদের সামনে দূরে সপ্ত পবিত্র স্থানের সামনে একটি সিংহাসন স্থাপন করা হয়েছে। তাঁর চতুর্দিকে পুরোহিতগণ পবিত্র প্রতিকৃতি ও পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই ক্ষীণ আলোকিত পবিত্র স্থানে আমার আগমনের সাথে সাথে সব সম্ভ্রান্ত অতিথিগণ কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে মাথা নত করলেন। বাবা আমায় সিংহাসনের পাদদেশে নিয়ে গিয়ে অনুচ্চস্বরে আমায় সেখানে দাঁড়াতে বললেন।

তারপর তিনি বললেন, "শাসনকর্তা, পুরোহিত এবং প্রাচীন দেশের নিয়মানুসারে রাজপুতগণ, উর্ধ্ব ও নিম্নভূমির মহান ব্যক্তিগণ, যাঁরা আমার নিমন্ত্রণক্রমে এখানে এসেছেন, আমার কথা শুনুন ঃ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সামান্যমাত্র লৌকিকতার মাধ্যমে আমি আপনাদের সামনে রাজপুত হারমাসিসকে উপস্থিত করছি, যিনি অধিকারবলে ও জন্মগতভাবে সবচেয়ে অসুখী খেমদেশের প্রাচীন সম্রাটদের বংশধর এবং তাঁদের উত্তরাধিকারী, তিনি আইসিসের অন্তরতম রহস্যদেশের পুরোহিত এবং রহস্যসমূহের প্রভু—বংশানুগতভাবে মেমফিসের পার্শ্ববর্তী পিরামিডসমূহের পুরোহিত, পবিত্র ওসিরিসের মহান নিয়মাবলী সম্বন্ধে তিনি শিক্ষিত। তাঁর বংশ সম্বন্ধে আপনাদের মধ্যে কারো মনে কি কোন সন্দেহ আছে ?"

তিনি থামলে মামা সেপা তাঁর চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমরা নথিপত্র পরীক্ষা করেছি, হে আমেনেমহাট, আমাদের মধ্যে প্রশ্ন তোলার মত কেউ নেই। তিনি রাজবংশজাত এবং সত্যিকারের উত্তরাধিকারী।"

বাবা বললেন, "আপনাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন যিনি অস্বীকার করতে পারেন যে এই রাজকীয় হারমাসিস প্রভুদেরই অনুমোদনক্রমে আই-সিসের নিকটস্থ হয়েছিলেন, ওসিরিসের পন্থা পরিদর্শিত হয়েছেন, মেমফিসের চতুষ্পার্শ্বস্থ পিরামিডসমূহ ও উহার মন্দিরসমূহের প্রধান পুরোহিত হিসাবে তাঁকে গ্রহণ করা হয়েছে?"

আমাকে যে বৃদ্ধ পুরোহিত মাতা আইসিসের পবিত্র স্থানে নিয়ে গিয়ে-ছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আমেনেমহাট, সন্দেহ প্রকাশ করার মত কেউ নেই। আমি নিজেই এই সব জানি।"

বাবা আবার বললেন, "আপনাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন যিনি এই রাজপুত হারমাসিসের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলতে চান, বা তাঁর হৃদয়ে অথবা জীবনের দুষ্টামীর জন্য, তাঁর মিথ্যাচার বা অপবিত্রতার জন্য তাঁকে সমস্ত দেশের রাজা করার অনুপযুক্ত মনে করেন?"

তখন মেমফিসের একজন বয়স্ক রাজপুত দাঁড়িয়ে উত্তর দিলেন, "হে আমেনেমহাট, আমরা এসব ব্যাপার তদন্ত করেছি এবং সন্দেহ প্রকাশ করার মত কেউ নেই!"

বাবা বললেন, "বেশ বেশ। তা'হলে ওসিরিয়ান নেক্‌ত নেফের অংকুর রাজপুত হারমাসিসের মধ্যে কোন কিছুরই অভাব নেই। তা'হলে আতোয়া এখানে এসে উপস্থিত সবাইকে বলুক আমার স্ত্রী মৃত্যুকালে ভাগ্যদেবীর আত্মার প্রভাবে রাজপুত হারমাসিস সম্পর্কে কি কি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।"

তখন আতোয়া থাম্বার আড়াল থেকে এসে একাগ্রচিত্রে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো, যা' আগেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বাবা তারপর বললেন, "আপনারা শুনেছেন, আপনারা কি বিশ্বাস করেন যে আমার স্ত্রী ঐশ্বরিক কণ্ঠে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন?"

সবাই উত্তর দিলেন, "আমরা বিশ্বাস করি।"

তখন মামা সেপা দাঁড়িয়ে বললেন, "রাজকীয় হারমাসিস, তুমি শুনেছো, এখন শুনে রাখো, তোমায় উর্ধ্ব ও নিম্নভূমির সম্রাট হিসাবে বরণ করার জন্য এখানে আমরা উপস্থিত হয়েছি। তোমার বাবা আমেনেমহাট তাঁর সমস্ত অধিকার তোমার কাছে ছেড়ে দিচ্ছেন। আমরা এই উপলক্ষে উপস্থিত হয়েছি সত্য কিন্তু উপযুক্ত আড়ম্বরের সাথে নয় কারণ আমরা যা' করবো

তা' গোপনীয়তার সাথে করতে হবে; না হ'লে আমাদের জীবন এবং তার চেয়েও প্রিয় আমাদের উদ্দেশ্যই বরবাদ হ'য়ে যাবে। কিন্তু তবুও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী আমরা উপযুক্ত সম্ভ্রম ও প্রাচীন রীতি পালন করবো। এ ব্যাপারটা কিভাবে আমাদের মাথার উপরে ঝুলছে তা' এখন জেনে নাও। এবং তারপরে যদি তোমার মন সায় দেয় তা'হলে সিংহাসনে আরোহণ করো হে সম্রাট, এবং শপথ গ্রহণ করো।"

তিনি আবার বললেন, "বর্মধারী গ্রীকদের বুটের নিচে খেমদেশ বহুদিন ধরে গর্জিয়েছে এবং রোমানদের বর্শার ভয়ে কেঁপেছে। বহুদিন ধরে প্রাচীন মিশরীয় প্রভুদের উপাসনা অপবিত্র করা হয়েছে এবং এদেশের জনগণকে অত্যাচারে পেষণ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের মুক্তির সময় সন্নিকটে; এবং যে মিশরীয় প্রভুদের কাজে সবারই পক্ষ থেকে তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সেই প্রভুদের ও মিশরের শ্রদ্ধাপূর্ণ কণ্ঠে আমরা তোমায় আমাদের মুক্তির তরবারি হ'তে বলছি, ওহে রাজপুত! শোনো! বিশ হাজার উত্তম বীর যোদ্ধা তোমার আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং তারা তোমার নির্দেশে একাত্মভাবে দাঁড়িয়ে গ্রীকদের তরবারি স্তব্ধ করে দিয়ে তাদের রক্ত ও সম্পদ দিয়ে তোমার জন্য সিংহাসন গড়বে। আর সে সিংহাসন হবে খেমদেশের মাটিতে প্রাচীন পিরামিডের চেয়েও অধিকতর নিশ্চিত ও স্থায়ী। তা' হবে এমনি মজবুত যা' চিরদিনের জন্য রোমান অশ্বারোহী সৈন্যদের পিছিয়ে রাখবে এবং তোমার নির্দেশেই সেই দুঃসাহসী বেশ্যা ক্লিওপেট্রার মৃত্যু ঘটবে। হারমাসিস, তোমায় যে পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হবে সেই পদ্ধতিতে তোমাকেই ক্লিওপেট্রাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে হবে এবং তোমাকে তার রক্তে মিশরের রাজসিংহাসন রঞ্জিত করতে হবে।"

তিনি বলেই চললেন, "ওহে আশার স্থল, তুমি কি অস্বীকার করতে পারো? তোমার হৃদয়ে কি দেশপ্রেম উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে না? মুক্তি পাত্র তোমার মুখ হ'তে ফেলে দিয়ে কি তুমি দাসত্বের পাত্রে পান করতে পারো? এ দায়িত্ব সুমহান, হয়ত তোমার ও আমাদের জীবন দিয়ে এ মহান ব্রতের দাম দিতে হবে, কিন্তু তাতে কি এসে যায় হারমাসিস? জীবন কি তা' হ'লে এতই মধুময়? আমরা কি পৃথিবীর কঙ্করময় বিছানায় এতই আরামে শায়িত? দুঃখ ও জীবনের তিক্ততার সমষ্টি কি এতই মধুময়? আমরা কি এখানে এত পবিত্র বায়ু প্রশ্বাস করি যে জীবনের পথে অগ্রসর হ'তে আমরা ভীত? আমরা কি শুধু আশার স্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকবো? এখানে কি আমরা শুধু ধোঁয়াই দেখবো? পূর্ণতার পথে নির্মল

হন্তে যেতে কি আমরা ভয় পাবো এবং আশা কি অংকুরেই বিনষ্ট হবে? এবং ছায়া কি তার সৃষ্টিকারী আলোকেই বিলীন হবে? হে হারমাসিস, যিনি নিজেকে গৌরবের সুমহান দীপ্তিমালায় সুশোভিত করেন, সে-ই প্রকৃতপক্ষে ভাগ্যবান, কারণ পৃথিবীর সব জীবের উপরেই মৃত্যু তার পপিফুলের স্পর্শ প্রদান করে। তাই যার মৃত্যুর পরেও মালা গাথার মত কিছু গৌরব থাকে সে সত্যই সুখী। আর দেশের অঙ্গ হ'তে দাসত্বের বেড়ী ভাঙ্গার মত আর কি মহত্তর কাজ আছে? এই ব্রতের ফল দেশ আবার স্বর্গের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার দৃঢ় স্বর তুলতে পারে, এবং দৃঢ় এক প্রস্থ বর্ম পরিধান ক'রে তাঁর দাসত্বের শৃঙ্খল পদদলিত ক'রে স্বেচ্ছাচারী দেশসমূহকে অগ্রাহ্য ক'রে তাদের পদ্ধতি নিজ বক্ষ হ'তে চিরতরে বিলুপ্ত করতে পারে। খেমদেশ তোমায় ডাকছে হারমাসিস। তাই তুমি মুক্তকারী হিসাবে এগিয়ে এসো; বজ্রদেবের মত আকাশমণ্ডল হ'তে বেরিয়ে এসো; দেশের শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলো; তার শত্রুকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করো; এবং রাজ সিংহাসনে বসে রাজকার্য পরিচালনা করো........"

আমি "যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে" বলে চিৎকার ক'রে উঠলাম। সাথে সাথে সপ্রশংস গুঞ্জরণে কক্ষের স্তম্ভ ও উপরের দেয়াল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। আমি বলেই চললাম, "যথেষ্ট হয়েছে; আমায় এত সনির্বন্ধ অনুরোধ করার কি প্রয়োজন? আমার যদি একশত জীবনও থাক্‌তো, তাহলেও সবই কি আমি সানন্দে মিশরের জন্য বলি দিতাম না?"

সেপা মামা বললেন, "উত্তম, উত্তম! এখন ঐ মেয়েলোকটির সাথে যাও, ঐ পবিত্র প্রতীক স্পর্শ করার আগে সে তোমার হাত পবিত্র ক'রে দেবে এবং রাজমুকুট মাথায় পরানোর আগে তোমার ভ্রূ তৈলাক্ত ক'রে পবিত্র করবে।"

আমি তাই আতোয়ার সাথে পৃথক একটি কক্ষে গেলাম। সেখানে আতোয়া প্রার্থনা বাক্য আওড়াতে আওড়াতে একটি স্বর্ণের বদনী হ'তে আমার হাতে পরিষ্কার পানি ঢাললো। তারপর একখণ্ড কাপড় তৈলে ভিজিয়ে আমার ভ্রূদ্বয় মেজে দিল।

আতোয়া বললো, "হে সুখী মিশর! হে সুখী রাজপুত! তুমি মিশর শাসন করতে এসেছো। তুমি রাজকীয় যুবক। তুমি এতই রাজকীয় যে পুরোহিত হওয়া তোমার সাজে না। একথা অনেক সুন্দরী মেয়েই বলে। কিন্তু এজন্যই সম্ভবতঃ তারা যাজকত্বের শাসন তোমা হ'তে রহিত করবে; তা' না হ'লে সম্রাটের বংশ কিভাবে চলবে? ওহ, আমি কত সুখী, কারণ আমি তোমায় লালন-পালন করেছি এবং তোমার জন্য আমার রক্ত মাংস

দিয়েছি। হে সুন্দর রাজপুত হারমাসিস। তুমি জাঁকজমক, শান্তি ও প্রীতির মধ্যে জন্মেছো।”

আমি বললাম, “থামো, থামো,” কারণ তার কথা আমার কাছে বিরোধপূর্ণ মনে হ'ল। আমি আরও বললাম, “আমার ব্রত সাধন না হওয়া পর্যন্ত আমার কাছে সুখের কথা ব'লো না এবং ভালবাসার কথাও বলো' না কারণ ভালবাসার সাথে আসে দুঃখ। আমার পথ ভিন্ন ও উচ্চতর।”

আতোয়া বললো, “হা-হা, তাই তুমি বলছো, কিন্তু ভালবাসার সাথে আনন্দও আসে! হে রাজন, ভালবাসার বিষয়ে হালকাভাবে কথা বলো' না কারণ ভালবাসাই তোমায় এখানে এনেছে। লা-লা-লা! আলেকজান্দ্রিয়ায় লোকে বলে, ‘উড়ন্ত হাঁস কুমীর দেখে হাসে! কিন্তু হাঁস যখন পানিতে ভেসে ঘুমায় তখন কুমীরই হাসে! এটাই প্রচলন! সমস্ত মেয়েজাতই সুন্দরী কুমীর। অ্যানথ্রিবিসে মানুষ কুমীর পূজা করে এবং সে দেশকে লোকে তাই ‘কুমীর পূজার দেশ’ বলে, তাই না? কিন্তু সারা দেশ জুড়ে লোকে মেয়েদের পূজা করে। লা-লা-লা! আমার জিহবা কিভাবে দৌড়াচ্ছে! কিন্তু তুমি এখন রাজমুকুট পরতে যাচ্ছো, আর আমি কি এই ভবিষ্যদ্বাণী করিনি? তুমি এখন পবিত্র। ডাবল মুকুটের মালিক। ওখানে যাও।”

আমি তখন সভাকক্ষে গমন করলাম। আতোয়ার সোজা কথাগুলি আমার কানে বাজতে লাগলো। তা'ছাড়া, সত্যি বলতে কি, তার মুর্খতার ভিতরে কিছুটা রসিকতার বীজ ছিল।

সভাকক্ষে আসার সাথে সাথে সম্ভ্রান্ত অতিথিবৃন্দ আর একবার দাঁড়িয়ে আমায় কুর্নিশ করলেন। বাবা দ্রুতপদে আমার কাছে এসে আমার হাতে স্বর্গীয় সত্যের দেবী ‘মা’-এর একটি স্বর্ণ প্রতিকৃতি ও স্বর্গীয় ‘মাউট’ এবং প্রভু ‘খোন’দের ‘আমেনরা’-এর স্বর্ণ নির্মিত নৌকা প্রদান করেন। তারপর শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বরে বললেন, “তুমি ‘মা’-এর জীবন্ত দীপ্তির নামে এবং ‘মাউট’ ও ‘খোন’দের প্রভু ‘আমেন-রা’-এর মহিমার নাম নিয়ে শপথ করছো?”

আমি বললাম, “হাঁ, আমি শপথ করছি।”

বাবা আবার বললেন, “যদি তুমি অকৃতকার্য হও তাহলে তোমার যে ভয়ানক পরিণতি ঘটবে সেকথা স্মরণ ক'রে তুমি শপথ নিচ্ছো যে সর্বব্যাপারে তুমি প্রাচীন রীতিনীতি অনুসারে মিশর শাসন করবে এবং তুমি প্রভুদের উপাসনা রক্ষা করবে এবং তুমি সমান বিচার করবে, এবং তুমি অত্যাচার করবে না, এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, এবং তুমি বিদেশী মূর্তিসমূহ ফেলে দেবে, এবং তুমি তোমার জীবন খেমদেশের মুক্তির জন্য উৎসর্গ করবে?”

আমি বললাম, "আমি প্রতিজ্ঞা করছি।"

বাবা বললেন, "উত্তম। তাহলে তুমি সিংহাসনে আরোহণ করো এবং আমি উপস্থিত তোমার এই সকল প্রজাদের সামনে সম্রাট হিসাবে তোমাকে ঘোষণা করছি।"

আমি তখন সিংহাসনে আরোহণ করলাম। উহার পাদপীঠ সিংহীর দেহ ও নারীমুখ বিশিষ্ট একটি মূর্তি এবং উহার চন্দ্রাতপ 'মা' এর ছায়ায় ঢাকা পাখা। তখন বাবা আমেনেমহাট আবার আমার কাছে আসলেন। তিনি আমার ভ্রূতে সুগন্ধি লাগিয়ে ডাবল মুকুট পরিয়ে দিলেন, আমার স্কন্ধে রাজকীয় বস্ত্র স্থাপন করলেন, আর আমার হাতে দিলেন রাজদণ্ড ও চাবুক।

তিনি তখন চিৎকার করে বললেন, "মহারাজ হারমাসিস, এই বাহ্যিক চিহ্ন ও নিদর্শন দ্বারা আবুদিসের 'রা-মেন-মা' এর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আমি তোমায় ঊর্ধ্ব ও নিম্নভূমির সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করছি। ওহে খেমদেশের ভরসা, শাসন করো এবং সুখী হও।"

তখন সকল সম্ভ্রান্ত লোকজনও আমার সামনে মাথা নত ক'রে একবাক্যে বললেন, "শাসন কর এবং সুখী হও।"

একে একে সবাই তখন শপথ ক'রে আনুগত্য স্বীকার করলেন। তারপর এই শপথপর্ব শেষে বাবা আমার হাত ধরে শোভাযাত্রা সহকারে 'রা-মেন-মা'-এর মন্দিরে অবস্থিত সাতটি পবিত্র স্থানে নিয়ে গেলেন। এসব স্থানে আমি নৈবেদ্য প্রদান করলাম, ধূপ ধুণার ধোঁয়া দিলাম এবং পৌরহিত্য করলাম। তারপর রাজপোশাকে আমি হোরাসের মন্দিরে, আইসিসের মন্দিরে, ওসিরিসের মন্দিরে, আমেনরা এর মন্দিরে, হোরেমকুর মন্দিরে ও টাহ-এর মন্দিরে নৈবেদ্য দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত রাজকক্ষ মন্দিরে পেঁছিলাম।

মহান সম্রাট হিসাবে সেখানে সবাই আবার আমায় কুর্নিশ ক'রে আমায় ক্লান্ত অথচ রাজা হিসাবে রেখে চলে গেলেন।

[এখানেই পাপিরাসের প্রথম ও ক্ষুদ্রতম কুণ্ডলীটি শেষ হ'ল।]

ক্লিওপেট্রা

দ্বিতীয় খণ্ড

হারমাসিসের পতন

প্রথম পরিচ্ছেদ

[হারমাসিসের প্রতি আমেনেমহাটের বিদায় সম্ভাষণ ঃ হারমাসিসের আলেকজান্দ্রিয়ায় উপস্থিতি ঃ সেপার উপদেশ ঃ আইসিসের পরিচ্ছেদে ক্লিওপেট্রার অতিক্রম ঃ হারমাসিস কর্তৃক এক মল্লযোদ্ধাকে ভূপতিত করণ।]

সুদীর্ঘ প্রস্তুতি পর্ব শেষ। এখন সময় উপস্থিত। তাই আমি দীক্ষা নিয়ে মুকুট ধারণ করলাম। এসব কথা কোন সাধারণ লোকই জানতো না, বরং তারা সবাই আমায় ধর্মযাজক হিসেবেই জানতো। কিন্তু তবুও মিশরে এমন হাজার হাজার লোক ছিলো যারা সম্রাট হিসেবে আমার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতো। উপযুক্ত সময় আসায় আমার মন নিয়তি প্রত্যক্ষ করার জন্য ব্যাকুল হল। আমার ঐকান্তিক কামনা ছিল বিদেশীদেরে মিশর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, দেশকে মুক্ত করা, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সিংহাসনে আরোহণ করা এবং প্রভুদের মন্দিরসমূহকে পুনরায় পবিত্র করা। আমি সানন্দে সংঘর্ষের প্রতীক্ষায় থাকলাম এবং পরিণতি সম্বন্ধে আমার কোন রকমের সন্দেহ ছিল না। আয়নায় তাকিয়ে আমি আমার ভ্রূতে বিজয়ের চিহ্ন অঙ্কিত দেখতে পেতাম। ভবিষ্যত আমার পদতল থেকে বিজয় গৌরবের পথ ছড়িয়ে নিয়ে গেছে; হ্যাঁ, সে পথ মধ্যাহ্ন সূর্যালোকের মত ঝলমল করছে। আমি মাতা আইসিসের সাথে একান্তে আলাপ করতাম; আমার কক্ষে বসে মনে মনে যুক্তিতর্কের সাথে বুদ্ধি স্থির করতাম, নতুন নতুন মন্দিরের পরিকল্পনা করতাম। ক্ষমতায় যাওয়ার পরে জনগণের মঙ্গলের জন্য উদার সব আইনের কথা মনে মনে আওড়াতাম। সিংহাসনে উপবিষ্ট বিজয়ী সম্রাটকে অভিনন্দনের প্রশংসাপূর্ণ উল্লাসধ্বনি আমার কানে বাজতো।

তবু আমি আরও কিছু দিনের জন্য আবুদিসে থাকলাম কারণ আমার ছোট চুল বড় ও দাঁড়কাকের পাখার মত কৃষ্ণবর্ণ করার নির্দেশ ছিল। এর মধ্যে আবার আমি সব রকমের মানবিক ব্যায়াম ও মল্লযুদ্ধ শিখতে লাগলাম। তা' ছাড়া মিশরীয় মেজিকবিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রও আয়ত্ত করতে লাগলাম, অবশ্য এ ব্যাপারে আমি আগেই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। এ সবের কারণ পরে বর্ণিত হচ্ছে।

বস্তুতঃ এই পরিকল্পনা নেওয়া হ'ল—মামা সেপা স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ দেখিয়ে পুনরুদ্ধারের জন্য ও সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার দরবারে জাঁকজমক দেখার জন্য আলেকজান্দ্রিয়ার সমুদ্রতীরে একটি গৃহে অবস্থান আরম্ভ করেন। সেখানকার আশ্চর্য ও বৃহৎ যাদুঘর দেখার ইচ্ছাও প্রচার করা হ'ল। আমি সেখানে মামার সাথে মিলিত হবার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম কারণ যড়যন্ত্রের ডিম্বে তা' দেওয়া হচ্ছিল আলেকজান্দ্রিয়াতেই। এইভাবে সবকিছু ঠিক হ'ল। শেষ পর্যন্ত নির্দেশ আসা মাত্র আমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। যাওয়ার আগে আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য বাবার কক্ষে প্রবেশ করলাম। সিংহ শিকারে যাওয়ার জন্য যেদিন তিনি আমায় ভৎর্সনা করেছিলেন, সেদিন যেমন ভঙ্গীতে তিনি বসেছিলেন আজও তিনি ঠিক তেমনি ভঙ্গীতেই বসে আছেন—তাঁর লম্বা সাদা দাড়ি পাথরের টেবিলের উপরে আর হাতে পবিত্র লিপি। আমার প্রবেশের সাথে সাথে তিনি দাঁড়িয়ে নতজানু হ'য়ে 'শুভাগমন সম্রাট' বলতেন যদি না আমি তাঁর হাত ধ'রে ফেলতাম।

আমি বললাম, "এখনও কি সে সময় হয়নি বাবা ?"

বাবা বললেন, "সময় নিশ্চয়ই হয়েছে, আমার সম্রাটের সামনে নতজানু হবার সময় নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু তুমি যা' চাচ্ছো তাই হবে। তুমি যাচ্ছো, হারমাসিস। বেশ, আমার আশীর্বাদ নিয়ে যাও বৎস। আমি যাঁদের উপাসনা করি তাঁরা যেন আমার চোখ দিয়ে তোমায় সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখতে দেন। আমি বিশেষ উৎকণ্ঠার সাথে ভবিষ্যতে কি হ'বে তা' জানার চেষ্টা করেছি কিন্তু আমার সমস্ত জ্ঞান দিয়েও কিছুই জানতে পারিনি। মাঝে মাঝে তাই আমি নিরাশ হয়ে পড়ি। কিন্তু শোন, তোমার পথে বিপদ আছে এবং তা' মেয়েদের থেকেই আসবে। আমি একথা আগেই জানতাম, এজন্যই তোমায় আমি স্বর্গীয় আইসিসের প্রার্থনায় পাঠিয়েছিলাম কারণ তিনি তাঁর ভক্তদেরে সময় না আসা পর্যন্ত মেয়েদের চিন্তা থেকে বিরত রাখেন আবার সময় আসলেই তিনি মুষ্টি শিথিল করেন। তুমি যদি এত সুন্দর ও বীর্যবান না হ'তে তাহলেই আমি সুখী হ'তাম। তুমি সত্যিই মিশরের সবচেয়ে সুন্দর ও শক্তিশালী, সম্রাটকে ঠিক যেমন হ'তে হয়—কিন্তু তোমার এই সৌন্দর্য ও শক্তিই হয়ত তোমার বিপদের কারণ হ'তে পারে। যাতে কোন ডাইনী বিষাক্ত কীটের মত তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য তুমি আলেকজান্দ্রিয়ার সেই ডাইনীদের থেকে দূরে থেকো।"

আমি ভ্রূকুটি ক'রে উত্তর দিলাম, "ভয় নেই বাবা, হাসিমাখা মুখ ও রক্তিম অধরের চেয়ে অন্য বিষয়েই আমার চিন্তা নিহিত।"

তিনি বললেন, "উত্তম, তাই যেন হয়। আর এখন বিদায়। আমাদের পরবর্তী সাক্ষাত যেন সেই আনন্দের দিনে হয় যেদিন আমি আবুদিসের সব পুরোহিতদের নিয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে যাবো।"

তারপর আমি বাবাকে আলিঙ্গন করে যাত্রা করলাম। কিন্তু হায়! আবার কিভাবে আমাদের দেখা হবে সেকথা একবারও চিন্তা করলাম না।

এই ভাবে আর একবার আমি ঘটনাক্রমে ফকিরের বেশে নীলনদের পথে যাত্রা করলাম। আমার সম্বন্ধে কৌতুহলী লোকদের জানানো হত যে আমি আবুদিসের প্রধান পুরোহিতের পোষ্যপুত্র, আমাকে পৌরহিত্যের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি প্রভুদের সেবায় রাজী না হয়ে নিজের ভাগ্যান্বেষণে আলেকজান্দ্রিয়ায় যাচ্ছি। কারণ স্মরণ থাকতে পারে যে, যারা সত্যিকথা না জানে তারা আমাকে এখনও পর্যন্ত আতোয়ার চতুর্থ নাতি বলেই জানে।

দশম রাতে বাতাসের সাথে পাল খাটিয়ে আমরা সেই অদ্ভুত ও হাজার বাতিময় শহর আলেকজান্দ্রিয়ায় পেঁছলাম। পৃথিবীর বিস্ময় সেই সাদা চূড়া বিশিষ্ট বাতিঘরসমূহ দেখা গেল। উহার চূড়া থেকে সূর্যালোকের মত এক প্রকার আলোকরশ্মি বন্দরের পানিতে বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো। বাণিজ্য জাহাজের নাবিকরা সমুদ্রপথে এইসব বতিঘরের সাহায্যে দিক নির্ণয় ক'রে থাকে। আমাদের জাহাজ খুব সাবধানে জেটিতে বাঁধা হ'ল কারণ তখন ছিল রাত্রি। অবতরণ ক'রে আমি অসংখ্য গৃহের মাঝে বিভিন্ন রকমের দুর্বোধ্য ভাষার কথোপকথন ও চিৎকারধ্বনি শুনে হতভম্বের মত ঘুরতে লাগলাম। মনে হ'ল যেন সব জাতীয় লোকই এখানে এসে নিজনিজ দেশের ভাষায় কথা বলছে। আমি দাঁড়ালে একটি যুবক এসে আমার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো আমি আবুদিস থেকে এসেছি কিনা এবং আমার নাম হারমাসিস কিনা। আমি বললাম, "হা"। তখন সে নত হয়ে আমার কানে কানে গুপ্ত সাংকেতিক শব্দ বললো। তারপর সে দূরে দণ্ডায়মান ভৃত্যদ্বয়কে ডেকে জাহাজ থেকে আমার বোঝা আনতে বললো। বোঝা বহন করার জন্য ভিড় করা কুলিদের সাথে অনেক ধাক্কাধাক্কি ক'রে ভৃত্যারা আমার বোঝা নিয়ে আসলো।

আমি তারপর যুবকটিকে অনুসরণ ক'রে জেটির বাইরে যাত্রা করলাম। পথের উভয় পার্শে ছিল মদ্যশালা। সেখানে বিভিন্ন প্রকারের লোক জমা হয়ে মদ্যপান করছে, মেয়েদের নাচ চল্‌ছে, কোন কোন মেয়ের পরিধানে অতি সামান্য কাপড় আছে কিন্তু অধিকাংশ মেয়ের পরিধানে মোটেই কাপড় নেই।

আমরা জেটি ও উপকূল পেরিয়ে আলোকোজ্জ্বল বাড়ীগুলি অতিক্রম ক'রে চললাম। শেষ পর্যন্ত আমরা ডাইনে ঘুরে গ্রানাইট পাথর বসানো একটা প্রশস্ত রাস্তা ধরে চললাম। রাস্তার উভয় পার্শ্বে সুন্দর সুন্দর বাড়ী-ঘর। বাড়ীগুলির সামনে এমন সব আচ্ছাদিত পথ ছিল যেমনটা আমি আর কখনো দেখিনি। আবার ডাইনে ঘুরে আমরা শহরের অপেক্ষাকৃত শান্ত এক স্থানে উপস্থিত হলাম। পদব্রজে ঘূর্ণায়মান মদ্যপায়ীর ছোট খাট দল বাদ দিলে এখানের রাস্তাগুলি মোটামুটি শান্ত। যুবকটি সাদা পাথর নির্মিত একটি বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো। তারপর বাড়ীর ভিতরে ঢুকে ছোট একটি আঙ্গিনা অতিক্রম ক'রে আমরা একটি কক্ষে প্রবেশ করলাম। কক্ষে একটি বাতি জ্বলছে। শেষ পর্যন্ত সেপা মামার সাথে আমার দেখা হল। তিনি আমার নির্বিঘ্নে আগমনে অত্যন্ত সুখী হলেন।

হাতমুখ ধোওয়া এবং খাওয়া-দাওয়ার পরে মামা বললেন, "সবকিছুই এখন পর্যন্ত ভাল ভাবেই চলছে এবং রাজ দরবারেও কোনরূপ খারাপ ধারণা হয়নি। অবশ্য আনুর পুরোহিতের আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থানের কথা শুনে রাণী ক্লিওপেট্রা আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোনরূপ ষড়যন্ত্রের কথা অনুমান করেননি। আমাকে ডাকার কারণ ছিল—রাণীর কানে এই মর্মে গুজব গিয়েছিল যে আনুর নিকটস্থ পিড়ামিডে প্রচুর ধনরত্ন লুক্কায়িত আছে। অপরিমিতব্যয়িতার জন্য সম্রাজ্ঞীর সব সময় টাকার অভাব লেগেই আছে এবং তিনি পিড়ামিড খোলার মতলবে ছিলেন। কিন্তু আমি হেসে উত্তর বলেছি যে 'ঐ পিড়ামিড স্বর্গীয় 'খুফুর' সমাধিস্থল এবং এর রহস্য সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।' রাণী একথায় রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'আমি যে রাজত্ব করছি একথা যেমনি সত্যি, ঠিক তেমনি সত্যিভাবে ঐ পিরামিড খুলে এর প্রত্যেকটি প্রস্তর চূর্ণ করে এর অভ্যন্তরস্থ রহস্য উদ্ঘাটন করবো।' রাণীর একথায় আমি আবার হেসে বলেছি যে, 'আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রচলিত প্রবাদ আছে যে রাজাদের চেয়ে পর্বত অধিক দীর্ঘজীবী।' আমার এই নগদ কথায় রাণী হেসে আমায় বিদায় দিলেন।"

মামা আরও বললেন যে, আগামী দিনই আমায় সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার সাথে দেখা করতে হবে কারণ ঐদিনই ক্লিওপেট্রার জন্মদিন এবং সত্যি কথা বলতে কি, ঐ দিন আমারও জন্মদিন। ঐদিন রাণী আইসিসের পরিচ্ছদে রাজকীয়ভাবে লোচিয়াস থেকে সেরাপিয়ামে গিয়ে সেখানকার মিথ্যা প্রভুর মন্দিরে উৎসর্গ প্রদান করবেন। মামা আরও বললেন যে, পরদিনের সাক্ষাতের পরে রাণীর প্রাসাদে আমার প্রবেশ সম্বন্ধে পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

ক্লান্তিবশতঃ তখন আমি ঘুমাতে চেষ্টা করলাম কিন্তু স্থানের নতুনত্ব, রাস্তার গোলমাল ও আগামী দিনের চিন্তায় ঘুমই হল না। ভোরের আগেই উঠে আমি সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ধীরে ধীরে তীরের মত সূর্যালোক বের হ'য়ে শ্বেত বাতিঘরগুলি উজ্জ্বলতর ক'রে তুললো। আবার এই ঔজ্জ্বল্য নির্বাপিত হল। মনে হল যেন সূর্যালোক ঘরগুলির আলোক গ্রাস করছে। তারপর লোচিয়াসে অবস্থিত রাণীর প্রাসাদের উপরে সূর্যালোক পতিত হ'ল এবং প্রাসাদের ছায়া অন্ধকার ও ঠাণ্ডা সমুদ্রবক্ষে উজ্জ্বল রত্নের মত ঝলমল করে উঠলো। মাঝপথে হাজার হাজার দালান ও মন্দির চূড়া স্পর্শ করে সূর্যরশ্মি দূরে পৌঁছে ঘুমন্ত আলেকজাণ্ডারের সমাধিস্থিত মন্দির চূড়া চুম্বন করলো। মাঝপথে আছে থামওয়ালা বারান্দা বিশিষ্ট সুবিখ্যাত যাদুঘর, উহা একেবারে হাতের কাছেই মনে হল। তার সুউচ্চ চূড়া রত্ন খচিত এবং সেখানে সেই ভুয়া প্রভু 'সেরাপিস' অবস্থান করে। মনে হ'ল যেন ঐ চূড়া তমসাচ্ছন্ন নেক্রো-পোলিসের আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। দিন এল। রাতের তমসা আলোক ধারায় বিদূরিত হয়ে সূর্যালোকে আলেকজান্দ্রিয়া নগরীকে রাজ বসনের মত আকৃতিতে রক্তিম দেখাতে লাগলো। উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু পোতাশ্রয়ের বাষ্প দূর করলো। ফলে আমি দেখতে পেলাম যে হাজার হাজার জাহাজ সমুদ্রের নীল বারিরাশিতে আবর্তিত হচ্ছে। তাছাড়া আমি হেপ্টা ষ্টেডিয়ামের বিখ্যাত তিলক, শত শত রাজপথ, অগনিত বাড়ীঘর, মেরিওটিস উপত্যকা ও সমুদ্রের মাঝখানে রাণীর মতো বসানো আলেকজান্দ্রিয়ার অসংখ্য ধন রত্ন ও জাকজমক দেখে বিস্ময়াভিভূত হলাম। এ সব ধনরত্ন স্থল ও জল উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে। আমি ভাবলাম এই-ই তাহলে আমার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য এক মাত্র শহর! তাই যদি হয় তাহলে উহা অধিকার করা যথার্থ ন্যায়সঙ্গত। শহরের জাকজমকপূর্ণ দৃশ্য চোখ জুড়িয়ে ও হৃদয় ভরে দেখে আমি মাতা আইসিসের ধ্যান ক'রে ছাদ থেকে নেমে আসলাম।

নিচের কক্ষে মামা সেপা উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁকে বললাম যে আমি এতক্ষণ আলেকজান্দ্রিয়ার আকাশে সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখেছি।

তিনি তাঁর ঝুলন্ত ভ্রূর অভ্যন্তর হ'তে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর তুমি আলেকজান্দ্রিয়া সম্বন্ধে কি ভাবছো।"

আমি বললাম, "আমার মনে হচ্ছে যেন এটা কোনও প্রভুর শহর।"

তিনি তিক্ত কণ্ঠে বললেন, "হাঁ, নারকীয় প্রভুদের শহর, পাপাচারে মগ্ন অলীক ব্যাভিচারের খনি, কলুষ হৃদয় হ'তে উদ্ভূত মিথ্যা বিশ্বাসের আবাসস্থল।

এখানের প্রাসাদরাজি ধ্বংস হলে ও এখানকার রত্নরাজি ঐ সমুদ্র তলায় নিক্ষিপ্ত হলেই আমি সন্তুষ্ট হতাম। আমি আরও খুশী হতাম যদি ঐ গাংচিলগুলি এই শহরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে চিৎকার করতো এবং গ্রীকদের নিঃশ্বাসে দূষিত না হয়ে বায়ু যদি এই শহরের ধ্বংসাবশেষ সমুদ্র থেকে মেরিটিস পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যেতো। ওহে রাজপুত হারমাসিস! আলেকজান্দ্রিয়ার জাকজমক ও সৌন্দর্য যেন তোমার জ্ঞানেন্দ্রিয় কলুষিত করতে না পারে; কারণ উহার মারাত্মক বায়ুতে বিশ্বাস বিনষ্ট হয় এবং ধর্ম এখানে তার পাখা বিস্তার করতে পারে না। হারমাসিস, তোমার যখন শাসন করার সময় আসবে তখন তুমি এই পঙ্কিল শহর ত্যাগ করে তোমার পূর্ব-পুরুষদের মত মেমফিসের সাদা দেয়ালের অভ্যন্তরে তোমার সিংহাসন স্থাপন করবে, কারণ—তোমার বলে রাখছি, মিশর ধ্বংসের জন্য আলেকজান্দ্রিয়া একটি উৎকৃষ্ট পথ। যতদিন এই শহর থাকবে ততদিন পৃথিবীর সমস্ত জাতি মিশর লুণ্ঠনের জন্য এই পথে আসবে আর তার সাথে এদেশের ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে বিদেশী ভূয়া বিশ্বাস স্থান নেবে।'

মামার কথা সত্যি। তাই আমি কোন উত্তর দিলাম না। তবুও শহরটি আমার এত ভাল লাগলো যে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা হল। খাওয়া-দাওয়ার পরে মামা বললেন যে বিজয়িনীর বেশে সেরাপিসের মন্দিরে যাওয়ার সময় ক্লিওপেট্রাকে দেখার সময় হয়েছে এবং আমার এখনই যাওয়া উচিত। অবশ্য ক্লিওপেট্রা দুপুরের দু'ঘন্টা আগে ছাড়া ঐপথ অতিক্রম করবেন না। তবুও এই শহরের লোকদের অলসতা ও জাঁকজমক প্রীতির জন্য আমরা যদি এখনই না যাই তাহলে ঐ রাস্তার কাছেই ঘেষতে পারবো না। তখনই জনস্রোতে পথ অনতিক্রম্য হয়ে উঠেছে। তাই ক্যানোপিক গেট পর্যন্ত যে রাস্তা গেছে তারই এক পার্শ্বে কাঠ নির্মিত একটি মঞ্চের উপরে মামা আর আমি দাঁড়ালাম। মামা আগেই বেশ পয়সা খরচ করে ঐ মঞ্চটি ভাড়া করেছিলেন।

এরই মধ্যে রাস্তায় লক্ষ লক্ষ লোক জমা হয়েছে। অতি কষ্টে ভিড় ঠেলে আমরা নির্দিষ্ট মঞ্চে পেঁাছলাম। উজ্জ্বল লালবর্ণের সামিয়ানা দিয়ে মঞ্চটির ছাদ দেওয়া। একটি বেঞ্চের উপরে বসে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বিশাল জনস্রোত দেখতে লাগলাম। দলে দলে লোক চিৎকার করে, গান গেয়ে ও বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে রাস্তা অতিক্রম করতে লাগলো।

শেষ পর্যন্ত রোমান পদ্ধতিতে সজ্জিত বক্ষাবরণ ও কোমরে ঝুলন্ত অস্ত্রধারী সৈন্যদল রাস্তা পরিষ্কার করতে আসলো। তাদের পিছনে আসলো ঘোষকের দল। তারা ঘোষণা করলো যে সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা এখনই আসবেন এবং জনগণকে নীরবতা পালন করতে নির্দেশ দিল কিন্তু জনগণ

তাতে আরও জোরে চীৎকার করতে লাগলো। তাদের পিছনে আসলো এক হাজার খণ্ড যোদ্ধা, এক হাজার থ্রেসিয়ান, এক হাজার মেসিডোনিয়ান এবং এক হাজার ফরাসী সৈন্য। এসব সৈন্যদলের পোশাক ও অস্ত্র ছিল তাদের নিজ নিজ দেশীয় পদ্ধতি অনুযায়ী। তাদের পশ্চাতে আসলো পাঁচশত সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য। এদের সুরক্ষিত বলা হ'ত কারণ সৈন্য ও ঘোড়া উভয়ই ছিল লৌহবর্মে আবৃত। তাদের পেছনে আসলো বহুমূল্যবান বস্ত্র পরিহিত ও স্বর্ণ মুকুটধারী একদল যুবক ও যুবতী। এদের হাতে ছিল দিন-রাত, সকাল-দুপুর ও স্বর্গ-মর্তের প্রতিকৃতি। এদের পিছনে আসলো একদল সুন্দরী মহিলা। তারা রাস্তার উপরে বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্য ছড়িয়ে গেল, কেউ কেউ ছড়ালো ফুলের পাপড়ি। তারপরই "ক্লিও-পেট্রা, ক্লিওপেট্রা" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। যে মহিলা আইসিসের বেশে বের হওয়ার আস্পর্ধা রাখে তাঁকে দেখার জন্য আমি সামনে ঝুকে তাকিয়ে থাকলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের সামনের জনস্রোত এত ঘন হ'ল যে আমি আর কিছুই দেখতে পেলাম না। সুতরাং আমি মঞ্চ থেকে নেমে পড়লাম। গায়ে বিশেষ বল থাকায় বহু ধাক্কাধাক্কি করে শেষ পর্যন্ত আমি জনসমুদ্রের সামনে পেঁছিলাম কারণ আমি ক্লিওপেট্রাকে দেখার আগ্রহ দমাতে পারলাম না। আমি যখন লোক ঠেলে সামনে আসলাম তখন ভারী লাঠিধারী ও হরিৎবর্ণ লতা দিয়ে বাধা পাগড়িধারী কিছু নিউবিয়ান সৈন্য লোকজনকে আঘাত করতে করতে অগ্রসর হল। তাদের মধ্যে দৈত্যাকৃতির একটি সৈন্যকে আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম। সৈন্যটি খুব শক্তিশালী বলে বিশেষ ঔদ্ধত্য দেখালো, কারণে অকারণে লোকজনকে সে আঘাত করতে লাগলো। ইতরলোকের হাতে ক্ষমতা গেলে অবশ্যই এমনটা হয়। আমার পাশেই একটি শিশু কোলে নিয়ে এক মহিলা দাঁড়িয়েছিল। মুখ দেখে তাকে মিশরীয় বলেই মনে হল। মহিলাটিকে দুর্বল দেখে ঐ উদ্ধত সৈন্যটি তার মাথায় আঘাত করলো। ফলে মহিলাটি উপুর হয়ে পড়ে গেল। সাথে সাথে লোকজন নিম্নস্বরে বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলো। কিন্তু এই দৃশ্য দেখে আমার ধমনীতে রক্ত টগবগ করে উঠলো এবং আমার বিবেচনা শক্তি রহিত হয়ে গেল। সাইপ্রাস থেকে আনা জলপাই গাছের একখানি লাঠি আমার হাতে ছিল। সেই কৃষ্ণকায় বর্বরটা যখন আঘাতপ্রাপ্তা মেয়েটি ও তাঁর শিশুটিকে রাস্তায় গড়াগড়ি যেতে দেখে হাসছিল আমি তখন লাঠিটি দিয়ে তাকে জোরে আঘাত করলাম। আমি এমন চাতুর্যের সাথে আঘাত করলাম

যে দৈত্যটার বাহু ফেটে গেল কিন্তু আমার লাঠিটিও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। তার বাহু দিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরে তার বস্ত্র রঞ্জিত হতে লাগলো।

তখন সে ক্রোধে ও যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়লো কারণ জীবনে সে কোনদিনও আঘাত পায়নি, বরং সে আঘাত করতেই অভ্যস্ত। তাই সে আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। লোকজন সরে গিয়ে আমাদেরে বৃত্তাকারে একটা জায়গা ছেড়ে দিল কিন্তু আঘাতের জন্য সেই মহিলাটি সে স্থান ত্যাগ করতে পারলো না। যেই সৈন্যটি পাগলের মত আমার দিকে ছুটে আসলো অমনি আমি আমার প্রশস্ত হাত দিয়ে তার নাকের উপরে এক কঠিন আঘাত হানলাম কারণ আমার হাতে আর কিছুই ছিল না। আঘাতের চোটে সে এমনভাবে কাতড়াতে লাগল যে মনে হল যেন পুরোহিতের কুঠারের আঘাতে বলির ষাড় গড়াগড়ি যাচ্ছে। জনতা চিৎকার করে উঠলো কারণ তারা যুদ্ধ দেখতে ভালবাসতো। তারা সবাই এই উদ্ধত সৈন্যটিকে বিজয়ী যোদ্ধা বলেই জানতো। তখন সৈন্যটি আবার শক্তি সঞ্চয় করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে আবার আমার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ভারী লাঠি দিয়ে আমাকে এমনভাবে আঘাত করলো যে চট করে আমি সরে না গেলে আমার দফা রফা হয়ে যেত। ঐ আঘাত মাটিতে এমন জোরে পড়লো যে তার লাঠিটি চূর্ণ হয়ে গেল। তাতে লোকজন আরও জোরে চিৎকার করে উঠলো এবং সেই বীর লোকটি ক্রোধান্ধ হয়ে আমাকে শেষ করার জন্য আমার দিকে ছুটে আসলো। আমি এক হাক দিয়ে তার গলা টিপে ধরলাম কারণ সে এতই ভারী ছিল যে আমি জানতাম যে ঘুষি দিয়ে তাকে কাবু করতে পারব না। সে কিন্তু তার গদার মত হাত দিয়ে আমাকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করতে লাগলো। এদিকে আমার আঙ্গুলগুলি তার গলায় বিদ্ধ হতে লাগলো। উভয়েই আমরা এভাবে ঘুরতে লাগলাম। অবশেষে সে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। সে মনে করেছিল যে, এই ভাবে সে আমাকে ছিটিয়ে ফেলতে পারবে কিন্তু আমি আরও জোরে তার গলা টিপে ধরে জড়াজড়ি ক'রে মাটিতে গড়াতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত সে নিঃশ্বাসের অভাবে ক্লান্ত হ'য়ে হাত-পা ছেড়ে দিল। আমি উপরে থাকায় আমার হাঁটু দিয়ে তার বুকে আঘাত করতে উদ্ধত হলাম কিন্তু মামা ও অন্যান্য লোক আমাকে সরিয়ে নিল। নইলে হয়ত আমি ঐ উদ্ধত সৈন্যটিকে শেষ করেই দিতাম।

আমার অলক্ষ্যেই ইতিমধ্যে ক্লিওপেট্রার চারিচাকার গাড়ি এসে উক্ত স্থানে ভিড় দেখে থেমেছিল। গাড়ীর সামনে ছিল একপাল হাতী এবং পিছনে পরিচালিত হচ্ছিল একপাল সিংহ। আমি হাঁফাতে হাঁফাতে তাকালাম।

আমার সাদা বস্ত্র ভূপতিত যোদ্ধার মুখ ও নাক থেকে নিঃসৃত রক্তের দাগ। আমার শরীরও স্থানে স্থানে ছিড়ে গিয়েছিল। এইভাবে জীবনের প্রথমবারের মত আমি ক্লিওপেট্রাকে সামনাসামনি দেখলাম। তাঁর সম্পূর্ণ গাড়ীটি স্বর্ণে তৈরী এবং দুগ্ধফেননিভ সাদা চাদরে আবৃত। তিনি দুজন সুন্দরী মহিলার মাঝখানে উপবিষ্টা। মহিলা দুজন গ্রীক দেশীয় পোশাকে দাঁড়িয়ে অতি উজ্জ্বল পাখা দিয়ে রাণীকে বাতাস দিচ্ছে। রাণীর মাথায় আইসিসের মস্তকাবরণ। উহার দুটি স্বর্ণ নির্মিত শিংএর মাঝখানে চন্দ্রাকৃতি গোলক ও আইসিসের সিংহাসনের প্রতিকৃতি আর তার চতুস্পার্শে ঝলমলে ওড়না। এই আবরণের নিচে চিলের আকৃতিবিশিষ্ট স্বর্ণের মুকুট। চিলটির উভয় পক্ষ নীল রংয়ের মিনা করা, মাথায় রত্নের তৈরী চোখ, উহার নিচে তার লম্বা ও ঘন কালো চুল পদমূলে পর্যন্ত আলুলায়িত। তার গোলাকার গলার কাছে পান্না ও কোরাল প্রস্তর দ্বারা মিনা করা স্বর্ণ নির্মিত চওড়া গলাভরণ, বাহুতে ও কব্জায় পান্না ও কোরাল প্রস্তরের পেরেক মারা স্বর্ণ-নির্মিত বালা, এক হাতে জীবনের প্রতীক ক্রুশ-দণ্ড যা' স্ফটিকের মত দেখাচ্ছে এবং অন্য হাতে স্বর্ণ নির্মিত রাজদণ্ড। তার বক্ষ অনাবৃত কিন্তু এক জাতীয় পাতলা বক্ষাবরণ বেষ্টিত যা' সাপের গায়ের আঁশের মত। উহার সর্বত্র রত্ন খচিত। এই বস্ত্রের নিচে সোনালী রংয়ের ঘাগড়া (স্কার্ট)। তারই একাংশ সুন্দর সিল্কের একখানি ওড়নায় আবৃত। এই ওড়না ভাঁজ ভাঁজ হয়ে তাঁর সাদা ও ক্ষুদ্রাকৃতির পায়ের স্যাণ্ডেল পর্যন্ত ঝুলে রয়েছে।

এসবই আমি এক দৃষ্টিতে দেখে নিলাম। তারপর আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম—সেই মুখ যা' সিজারকে প্রলুব্ধ করেছে, মিশর ধ্বংস করেছে আর অক্‌টাভিয়ানকে রাজদণ্ডের জন্য প্রস্তুত করেছে। এ সেই নিখুঁত গ্রীক আকৃতি, সেই গোলাকৃতির চিবুক, পূর্ণ ও প্রস্ফুটিত ওষ্ঠ, বাটালির মত নাসারন্ধ্র, হালকা পাতলা ছালের মত কান। আমি তার নিচু প্রশস্ত ও লাবন্যময় ললাটের প্রতি তাকালাম। সেই সুন্দর ও কোঁকড়ানো চুল যা' তরঙ্গায়িত হয়ে সূর্যালোকে ঝলমল করতে করতে ঝুলছে। তাঁর প্রতি তাকালাম, সেই বঙ্কিম ভ্রূযুগল ও উহার লম্বা ও আবর্তিত কেশরাজির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। এই আমার সামনে সেই রাজকীয় যৌলুসময় আকৃতির মাধুর্য! ঐ তার অদ্ভুত চোখ বেগুনী রঙে রঙিন হয়ে জ্বলছে। এ চোখ দেখলে মনে হয় যেন ঘুমন্ত কিন্তু গুপ্ত জিনিসের উপর নিবদ্ধ, ঠিক রাতের তামশা যেমন মরুভূমিকে আচ্ছাদন করে রাখে। তবুও রাত চলে যায় এবং পরিবর্তিত হয়ে স্বীয় প্রভায় উদ্ভাসিত হয়। এসব অদ্ভুত চিত্তাকর্ষক দৃশ্য

চোখ ভরে দেখলাম কিন্তু এসব ভাষায় ব্যক্ত করার সাধ্য আমার নেই। অবশ্য আমি জানতাম যে ক্লিওপেট্রার শক্তির উৎস শুধুমাত্র এসব মোহিনী শক্তিই নয়। আসলে তাঁর শক্তির উৎস গৌরবের একজাতীয় প্রভা যা' তার দুর্ধর্ষ আত্মা হতে মাংসালো আবরণী ভেদ করে উচ্চারিত হত। কারণ তিনি হচ্ছেন এমন এক জ্বলন্ত প্রভা যার কাছাকাছি আজ পর্যন্ত কোন মহিলাই পেঁছাতে পারেনি আর পারবেও না। এমনকি, তিনি যা' কিছুর প্রতি তাকান তাতেই তাঁর সজীব অন্তরের অগ্নি বিচ্ছুরিত হয়। কিন্তু তিনি যখন জাগরিত হন, আর যখন তাঁর চোখ দিয়ে বিদ্যুৎছটা বিচ্ছুরিত হয়, আর যখন তাঁর আবেগময় সঙ্গীতসম স্বর ঠোঁট হতে বেরিয়ে আসে, আহ্! কে বলতে পারে তখন ক্লিওপেট্রাকে কেমন দেখায়! কারণ তিনি হচ্ছেন মেয়েদের গৌরবময় সকল দীপ্তির আধার, স্বর্গ হতে প্রাপ্ত সকল মানবিক গুণের সমষ্টি! আর আছে এসব গুণের পাশাপাশি সর্ববিধ অসৎগুণের সমষ্টি পর্যাপ্ত আকারে, যা' কোন কিছুকেই পরোয়া করে না; নিয়ম—বিধিকে পরিহাস ক'রে সাম্রাজ্যকে খেলো বস্তু হিসাবে ব্যবহার করে আর সহাস্যবদনে তাঁর উচ্চাভিলাষ মানুষের সতেজ রক্তে আপ্লুত করে। তাঁর বক্ষে মানুষ ফুলের উপরে আগত মৌমাছির মত জমা হয়েছে, একযোগে নিজেদেরে ক্লিওপেট্রার উপযোগী করে তুলেছে, কিন্তু কেউই তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। অথচ তাকে একবার দেখে কেউ কখনও ভুলতে পারেনি। তারা সবাই চমৎকারভাবে এই বিদ্যুতের মত মহিনীময় ঝড়ের আত্মার এবং মহামারীর মত নির্দয় অথচ আত্মাধারিণী ক্লিওপেট্রার উপযোগী ক'রে তুলেছে, আর প্রতিদানে ক্লিওপেট্রা কি করেছেন তা' সবাই জানেন। যদি কখনো কোন কালে আবার পৃথিবীকে কলঙ্কিত করতে এই রকমের কোন নারীর আগমন ঘটে তাহলে পৃথিবীকে ধিককার!

ক্লিওপেট্রা যখন এই গণ্ডগোলের কারণ নির্ণয়ের জন্য এক পাশে হেলে তাকালেন তখন এক মুহূর্তের জন্য তাঁর সাথে আমার চোখাচোখি হ'ল। প্রথমে তাঁর দৃষ্টি তমসাচ্ছন্ন মনে হ'ল। যদিও তিনি সব কিছুই দেখেছেন তবুও তাঁর মস্তিষ্ক কিছুই অনুধাবন করতে পারেনি। তারপরে মনে হল যেন তিনি চোখ খুললেন এবং সমুদ্রে ঝড় উঠলে যেমন পানির রং বদলায় তেমনি তাঁর চোখের রংও পরিবর্তিত হ'ল। প্রথমে তাঁর চোখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠলো, তারপরে ফুটে উঠলো অলসতার চিহ্ন; তারপরে যখন তিনি আমার দ্বারা ভূপতিত ও তাঁর কাছে বীর যোদ্ধা বলে পরিচিত সেই বিশাল দেহধারী সৈন্যটিকে দেখলেন তখন সম্ভবতঃ তাঁর চোখ বিস্ময়ে

বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো। যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁর মুখাবয়বে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসলো না, তবুও ন্যূনপক্ষে তার দৃষ্টি কোমল হ'ল। কিন্তু ক্লিওপেট্রার মন বুঝতে হ'লে তাঁর চোখ দেখতে হবে কারণ কোন ক্রমেই তাঁর মুখাবয়ব পরিবর্তিত হ'ত না। তিনি মুখ ফিরিয়ে তাঁর প্রহরীদেরে কি যেন জিজ্ঞেস করলেন। তারপর প্রহরীরা আমার কাছে এসে আমায় ক্লিওপেট্রার কাছে নিয়ে গেল। সবাই তখন আমায় নিহত করার দৃশ্য দেখার জন্য নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলো।

আমার দু'হাত বক্ষে জড়িয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। তাঁর লাবন্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি সত্য কিন্তু মনে মনে আমি তাঁকে ঘৃণা করতাম কারণ এই মহিলা আইসিসের বেশ ধরার আস্পর্ধা রাখে এবং বারাঙ্গনার মত মিশরের ধনসম্পদ স্বর্ণের রথে ও সুগন্ধি দ্রব্যে ব্যয় করছে। আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে তিনি নিচু গলায় খেম দেশীয় ভাষায় কথা বললেন। সমস্ত গ্রীকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই এই ভাষা শিখেছিলেন।

তিনি বললেন, "স্বয়ং আমি যখন এই পথে আমার শহর অতিক্রম করছি তখন তুমি আমার ভৃত্যের গায়ে আঘাত করার মত দুঃসাহস দেখালে, কে হে তুমি? আর কি তোমার পেশা? তুমি কি মিশরীয়? তোমায় দেখেতো তাই মনে হচ্ছে।"

আমি বেশ সাহসের সাথে উত্তর দিলাম, "আমি হারমাসিস। আমি জ্যোতিষী হারমাসিস, আবুদিসের প্রধান পুরোহিত ও প্রশাসকের পোষ্যপুত্র। আমি স্বীয় ভাগ্যান্বেষণে এখানে এসেছি। হে সম্রাজ্ঞী, আমি আপনার ভৃত্যকে আঘাত করেছি কারণ সে বিনাদোষে ঐ মহিলাটিকে আঘাত করেছে। হে মিশর সম্রাজ্ঞী, যারা এ দৃশ্য দেখেছে তাদের জিজ্ঞেস করুন।"

ক্লিওপেট্রা বললেন, "হারমাসিস! নামটিতে বেশ গুরুত্ব আছে। আর তোমার মুখেও বেশ একটা আভিজাত্য আছে।" তারপর তিনি ঐ দৃশ্য দেখেছে এমন একটি সৈন্যকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করতে বললেন। ঐ দাম্ভিক নিউবিয়ান সৈন্যটিকে পরাস্ত করার জন্য এই সৈন্যটি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিল। তাই সে অকপটে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করলো। সবকিছু শুনে রাণী তাঁর পার্শে দণ্ডায়মান কোঁকড়ানো চুল, লাজুক ও কৃষ্ণচোখবিশিষ্টা সুন্দরী মেয়েটির দিকে ফিরে কি যেন বললেন। উত্তরে মেয়েটিও কিছু বললো। তারপরে ক্লিওপেট্রা সৈন্যটিকে তাঁর কাছে আনার নির্দেশ দিলেন। তাই ভৃত্যেরা ঐ দানবটাকে ধরে সম্রাজ্ঞীর সামনে উপস্থিত করলো। সে ততক্ষণে শ্বাস ফিরে পেয়েছে। ইতিমধ্যে আঘাতপ্রাপ্তা মহিলাটিও কিছুটা সুস্থ হয়েছে।

ক্লিওপেট্রা তাঁর নিচু গলায় বললেন, "কুকুর! ভীরু! সবল হয়েও তুই ঐ মেয়েটিকে আঘাত করেছিস! আর কাপুরুষের মত এই যুবকটির কাছে পরাস্ত হয়ে ভূপতিত হয়েছিস! এবার দেখ্, আমি তোকে সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেবো। এর পরে যদি কখনো মেয়েদের আঘাত করিস তা'হলে তোর বাঁ হাত যাবে। হে প্রহরীগণ, এই কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্যকে পাকড়িয়ে ওর ডান হাত কেটে ফেলো।"

এই নির্দেশ দিয়েই তিনি তাঁর রথে হেলান দিলেন। আবার তার চোখে বিষাদ ছায়া নেমে আসলো। প্রহরী সৈন্যটির চিৎকার ও দয়ার জন্য শত প্রার্থনা উপেক্ষা করে তাকে ধরে একটি কাঠের উপরে তার ডান হাত রেখে কুঠার দিয়ে হাতটি দ্বিখণ্ডিত করে ফেললো। তারপর তাকে আর্তনাদ করা অবস্থায় অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হ'লো। তখন আবার সেই শোভাযাত্রা চলতে আরম্ভ করলো। ক্লিওপেট্রার রথ চলতে আরম্ভ করলে তাঁর পাশের পাখা-ধারিণী সুন্দরী মহিলাটি আমার দিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকালো, আমার চোখে চোখে তাকিয়ে হাসলো, মনে হ'ল যেন সে আনন্দ প্রকাশ করছে। আমি কিছুটা আশ্চর্য হ'লাম। উপস্থিত জনসাধারণও কৌতুক করতে লাগলো এবং উপহাস করে আমায় বললো যে আমি শীঘ্রই সম্রাজ্ঞীর প্রাসাদে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করতে পারবো। কিন্তু আমি ও মামা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ স্থান ত্যাগ করে গৃহে ফিরে আসলাম। মামা সমস্ত পথে আমার গোয়ারতুমির জন্য আমায় ভর্ৎসনা করলেন, কিন্তু বাড়ি ফিরে তিনি আমায় আলিঙ্গন করে খুবই আনন্দ করলেন কারণ নিজে সামান্য মাত্র আঘাত পেয়েও ঐরকম একটা দৈত্যকে আমি ধরাশায়ী করতে সক্ষম হয়েছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[চারমিয়নের আগমন। সেপার ক্রোধ।]

সেদিন রাতের কথা। আমি আর মামা খাচ্ছি। হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠলো। দরজা খোলা হলে এক মহিলা আপাদমস্তক কালো বোরখা জাতীয় আচ্ছাদনে আবৃত অবস্থায় গৃহে প্রবেশ করলো। মহিলার মুখ পরিষ্কার দেখা গেল না।

মামা উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর দাঁড়ানোর সাথে সাথে মহিলাটি কোনও গোপনীয় শব্দ উচ্চারণ করলো। সে সুমধুর ও পরিষ্কার কণ্ঠে বললো, "আমি এসেছি, বাবা। অবশ্য ঐ প্রাসাদের হৈ হুল্লোড় অতিক্রম করে আসা খুবই কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমি সম্রাজ্ঞীকে বলেছি যে দিনে রাস্তার রোদে ও খুনাখুনি দেখে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। একথায় রানী আমায় আসতে দিয়েছেন।"

মামা বললেন, "উত্তম। তোমার অবগুণ্ঠন খুলে ফেলো। এখানে তুমি নিরাপদ।"

ক্লান্তিময় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে তার আচ্ছাদন খুলে ফেললো। ফলে আমি চিনতে পারলাম যে এ-সেই সুন্দরী মহিলা যে দিনে ক্লিওপেট্রার পার্শ্বে বসে বাতাস করেছিল। মেয়েটি অতি সুন্দরী ও লাবন্যময়ী। গায়ে তার গ্রীক পোশাক, নিখুঁতভাবে তার কমনীয় ও স্ফুটনোন্মুখ অঙ্গে জড়ানো। মাথার একগুঁয়ে চুলগুচ্ছ যেন শতশত ঢেউ তোলা অবস্থায় একগাছি সোনালী রঙের ফিতায় বাঁধা। পায়ে সোনার পেরেক দেওয়া একজোড়া স্যাণ্ডেল। কপোলদ্বয় গোলাপী আভায় মণ্ডিত। কোমল-কৃষ্ণ চোখ দুটি লজ্জাবনত, কিন্তু তার গালে টোল ও ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠছে।

তার পোশাকের দিকে চেয়ে মামা বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করলেন। তারপর ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "এই পোশাকে কেন তুমি এখানে এসেছো, চারমিয়ন? তোমার মা যে কাপড় পরতেন তা কি তোমার কাছে বেমানান? মেয়েদের দেমাগ দেখানোর সময় বা স্থান এটা নয়। তুমি এখানে জয় করতে আসোনি, এসেছো আদেশ পালন করতে।"

চারমিয়ন কোমল স্বরে বললো, "না-না বাবা, রাগ করবেন না। আপনি হয়ত জানেন না যে আমি যাঁর চাকরী করি তিনি গ্রীক পোশাক ছাড়া আর কিছুই দেখতে পারেন না। তাঁর মতে দেশী পোশাক অপ্রচলিত। ওগুলি

পড়লে তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক হ'ত। তাছাড়া আমি খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে এসেছি।" এবং তার কথা বলার মধ্যে আমি লক্ষ্য করলাম যে সে খুব গোপনে তার সুদর্শন ভ্রূর অভ্যন্তর হ'তে লাজুক চোখে আমায় দেখছিল।

মামা চারমিয়নের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বললেন, "বেশ বেশ, নিঃসন্দেহে তুমি সত্যি কথা বলছো। সব সময় তোমার প্রতিজ্ঞার কথা এবং যে জন্য তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তার কথা স্মরণ রেখো। চপলমনা হয়ো না এবং আমি তোমায় নির্দেশ দিচ্ছি যে যেরূপ দ্বারা তুমি অভিশপ্ত হয়েছো সে রূপের কথা তুমি ভুলে যাও। তুমি স্মরণ রেখো চারমিয়ন : আমাদের যদি একবিন্দু ঠকাও তা'হলে তোমার উপরে দারুণ প্রতিশোধ নেওয়া হবে। মানুষের প্রতিশোধ এবং প্রভুদের প্রতিশোধ।"

কথা বলতে বলতে মামা ক্ষীপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর স্বর সমস্ত কক্ষে গমগম করতে লাগলো। তিনি বলেই চললেন, "এই কাজের জন্যই তোমায় বড় করা হয়েছে, এই কাজের জন্যই তোমায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই কাজের জন্যই তোমায় সেই দুষ্টু-অসতী ক্লিওপেট্রার কাজে নিয়োগ করা হয়েছে যার জন্য তুমি আপাতদৃষ্টিতে তাঁর সেবা করছো।–দেখো একথা যেন তুমি ভুলে না যাও সেই দরবারের জাঁকজমক যেন তোমার পবিত্রতা নষ্ট না করে এবং তোমায় লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে চারমিয়ন।" মামার দুচোখ জ্বলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত তিনি বিশেষ এক মর্যাদাবান ও মহৎ ব্যক্তির মত উদ্ভাসিত হ'তে লাগলেন।

মামা তার উদ্ধত আঙ্গুলগুলি থাবার মত তুলে চারমিয়নের দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে বললেন, "সময় সময় আমি তোমায় বিশ্বাস করতে পারি না, চারমিয়ন। একথা আমি স্পষ্টই বলে দিচ্ছি। কিন্তু পরশু রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে তুমি মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে আছো। আমি দেখলাম যে তুমি হাসতে হাসতে স্বর্গের দিকে তোমার হাত প্রসারিত করেছো আর তোমার হাত থেকে রক্ত বৃষ্টি ঝরছে। তারপর আকাশে মেঘ এলো। খেমদেশ তাতে আচ্ছন্ন হ'ল। কি সময়ে আমি এস্বপ্ন দেখেছি বালিকা! আর কি এর অর্থ? এখন পর্যন্ত তোমার বিরুদ্ধে আমি কিছুই দেখিনি, কিন্তু শোনো! যখনই তোমার বিরুদ্ধে কিছু পাবো—যদিও তুমি আমার আপন এবং তোমায় আমি স্নেহ করি—সেই মুহূর্তেই আমি তোমার এই প্রত্যেকটি সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বংস করবো। তোমার ঐ অত সুন্দর ও প্রিয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—যা প্রদর্শন করতে তুমি এত আগ্রহিণী তা' ছিল ও শৃগালের খাদ্যে পরিণত হবে এবং উহাদের অন্তঃস্থিত আত্মা সকল প্রভুদের

কাছে শান্তি পাবে। তুমি অসমাহিত অবস্থায় পড়ে থাকবে, আর হাঁ, চিরদিন তুমি অঙ্গবিহীনা অবস্থায় বিচারভূমিতে ঘুরবে।"

তাঁর ক্ষণিকের ক্রোধ প্রশমিত হলে তিনি থামলেন। এব্বারা আমি পরিষ্কারভাবে তাঁর প্রশান্তি ও সহজ-সরল আকৃতির অভ্যন্তরস্থ অন্তরের গভীরতা অনুভব করতে পারলাম। আরও বুঝলাম কত প্রখর ভাবে তিনি তাঁর লক্ষ্যের প্রতি একনিষ্ঠ।

বালিকাটি কিন্তু ভয়ে জড়সড়ো হয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে সড়ে গেলো। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে সে বললো, "না না বাবা, এসব বলবেন না। আমি কি করেছি? আপনার দুঃস্বপ্নের কিছুই আমি জানি না। আমি তো আর জ্যোতিষ নই যে আপনার স্বপ্নের মর্ম বুঝবো। আমি কি আপনার ইচ্ছানুসারে সবকিছু করিনি? আমি কি সেই ভয়ানক প্রতিজ্ঞার প্রতি সদা সজাগ থাকি না? আমি গুপ্তচরের মত সবকিছু আপনাকে বলিনি? আমি কি রানীর ও তাঁর সঙ্গীদের মন জয় করিনি যাতে তিনি আমায় ভালবাসেন এবং আমায় অদেয় কিছুই না রাখেন? তবুও কেন আপনি আমায় বাক্যদ্বারা ও ভীতিদ্বারা অস্থির করেন?" বলতে বলতে চারমিয়ন কাঁদতে কাঁদতে কাঁপতে লাগলো। অশ্রুসিক্ত নয়নে ও প্রকম্পিত দেহে তাঁকে আরও সুন্দর দেখাতে লাগলো।

মামা বললেন, "হয়েছে-হয়েছে। আমি যা' বলেছি তা' বলেছি। সাবধান হও এবং এই উচ্ছৃংখলবেশে আর কখনো আমাদের সামনে এসো না। তুমি কি ভাবো যে তোমার ঐ মৃণাল বাহু দেখে আমাদের চোখ জুড়াবে? আমাদের জীবন মিশরের জন্য পণ করা এবং মিশরীয় প্রভুদের কাজে আমাদের জীবন উৎসর্গীকৃত। হে বালিকা, এখন তুমি তোমার ফুফাতো ভাই এবং তোমার সম্রাটের দিকে তাকাও।" বলে তিনি আমার দিকে চারমিয়নকে ইঙ্গিত করলেন।

চারমিয়ন কান্না বন্ধ করে রুমাল দিয়ে চোখ মুছলো। আমার মনে হ'ল যেন অশ্রুসিক্ত হয়ে তার চোখ দু'টি আরও কোমল হয়েছে। তারপর আমার সামনে নতজানু হয়ে সে বললো, "মহারাজ হারমাসিস ও প্রিয় ভ্রাতা! আমার মনে হচ্ছে যেন আমরা ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়েছি।"

এত সুন্দরী কোন মেয়ের সাথে এর আগে আর কখনো আমি কথা বলিনি। তাই অত্যন্ত সলজ্জভাবে আমি উত্তরে বললাম, "হ্যাঁ বোন, আজ দিনে যখন আমি সেই নিউবিয়ান বীরের সাথে লড়াই করেছি তখন তুমি ক্লিওপেট্রার সাথে তাঁর রথে ছিলে, তাই না?"

মৃদু হেসে এবং চোখের এক ঝলকের সাথে সে বললো, "নিঃসন্দেহে। যুদ্ধটা কিন্তু বেশ বীরত্বপূর্ণ হয়েছিল এবং বীরের মতই আপনি সেই বর্বরটাকে ভূপাতিত করেছিলেন। আমি সেই প্রলয়ংকরী লড়াই দেখেছি এবং তখন আপনাকে না চিনলেও এরকম সাহসী হিসেবে সন্দেহ করেছি। আমার এই অনুমানের জন্য ওকে যথেষ্ট খেসারত দিতে হয়েছে কারণ তার হাত কাটার ব্যাপারটা আমিই রাণীর কর্ণে ঢুকিয়েছি। আপনার পরিচয় পেয়ে এখন মনে হচ্ছে যে ওর শিরোচ্ছেদের কথা বললেই ভাল হ'তো।" সে এক কটাক্ষ হেনে হাসলো।

মামা বললেন, "বেশ বেশ, সময় চলে যাচ্ছে। তোমার পরিকল্পনার কথা বলে চলে যাও চারমিয়ন।"

তখন চারমিয়নের ভাব পরিবর্তিত হ'ল। সে বিনীতভাবে হাত জোর করে বললো, "সম্রাট, এই দাসীর কথা শুনুন। আমি সম্রাটের মামার মেয়ে, তার মায়ের ভাইয়ের মেয়ে, কিন্তু বাবা অনেক আগেই মারা গিয়েছেন। আমার ধমনীতেও রাজপরিবারের রক্ত প্রবাহিত। তা'ছাড়া আমি প্রাচীন মিশরীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী। আমি এই গ্রীকদের ঘৃণা করি এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে সিংহাসনে দেখাই আমার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। এজন্যই আমি চারমিয়ন জীবনের মর্যাদা ভুলে ক্লিওপেট্রার সেবাদাসী সেজেছি যাতে ক'রে আমি এমন একটা ছিদ্র করতে পারি যা দ্বারা সময় মত আপনি অনুপ্রবেশ করে সিংহাসন দখল করতে পারেন। আর, হে সম্রাট, ইতিমধ্যেই সে ছিদ্র করা হয়েছে। এটাই তাহলে আমাদের ষড়যন্ত্র হে সম্রাট ভাই। আপনি যেভাবেই হোক প্রাসাদে প্রবেশাধিকার লাভ করে উহার পথ ও গোপনীয়তা জেনে নেবেন। আর যতদূর সম্ভব আপনি খোজাদেরে এবং সেনাধ্যক্ষদেরে হাত করবেন। অবশ্য অনেককেই আমি এরই মধ্যে প্রলুব্ধ করেছি। এবং এর পরে আপনি রাণীকে হত্যা করবেন আর আমার ও আমার অনুচরদের সহায়তায় ঐ বিশৃংখলতার মধ্যে ফটক খুলে দেবেন। তখন বাইরে অপেক্ষমান আমাদের অনুচরেরা প্রবেশ করবে এবং তাদের তরবারির ভয়েও যেসব রাজসৈন্য আমাদের অনুগত থাকবে তাদের সাহায্যে রাজপ্রাসাদ দখল করবেন। একাজ হ'লে আপনি ঠিক দু'দিনের মধ্যেই এই খামখেয়ালী আলেকজান্দ্রিয়া আয়ত্ত করতে পারবেন। একই সময়ে আপনার প্রতি অনুগত অনুচরেরা মিশরের বিভিন্ন শহরে সশস্ত্র বিদ্রোহ করবে, এবং ক্লিউপেট্রার মৃত্যুর দশ দিনের মধ্যেই

আপনি প্রকৃতই মিশর সম্রাট হবেন। এই পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হয়েছে এবং আপনি দেখেন মহারাজ ভাই, যদিও আপনার মামা আমায় খারাপ জানেন, তবুও আমি আমার কর্তব্য শিখে নিয়েছি, আর হ্যাঁ, আমার কর্তব্য আমি ঠিক মত কার্যকরী করেছি।"

মাত্র কুড়ি বছর বয়স্কা এই বালিকা যে এত সুন্দর ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে পারে একথা ভেবে আমি আশ্চর্য হ'লাম। এ ষড়যন্ত্রের মূলনীতি তারই। কিন্তু এখনও আমি চারমিয়নকে ভালভাবে চিনি না।

আমি বললাম, "তোমার কথা শুনলাম, বোন। তুমি বলে যাও আমি কিভাবে ক্লিওপেট্রার প্রাসাদে প্রবেশাধিকার লাভ করবো।"

সে বললো, "চিন্তা নেই ভাই। বর্তমানাবস্থায় একাজ অতি সহজ। আমায় যদি মাফ করেন তাহলে বলবো, ক্লিওপেট্রা এক জাতীয় লোক দেখতে ভালবাসেন—এবং আপনার মুখশ্রী ও আকৃতি সুন্দর। আজ তিনি তা' দেখেছেন এবং দু'দুবার তিনি বলেছেন যে সেই জ্যোতিষীকে কোথায় পাওয়া যাবে একথা জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, কারণ তিনি মনে করেন যে, যে জ্যোতিষী খালি হাতে এক মিউবিয়ানকে পরাজিত করতে পারে সে নিশ্চয়ই শুভ-নক্ষত্রের সুনজরে আছে। আমি তাঁকে বলেছি যে এ ব্যাপারে আমি অনুসন্ধান করবো। কাজেই শুনুন মহারাজ হারমাসিস, প্রাসাদাভ্যন্তরের যে কক্ষ বাগান হয়ে উপকূলের কাছাকাছি গেছে, মধ্যাহ্নে ক্লিওপেট্রা সে কক্ষে ঘুমান। সেখানে আগামীকাল আপনি নির্ভয়ে আমার সাথে দেখা করতে যাবেন, আমি ফটকে আপনার সাথে দেখা করবো। আমি ক্লিওপেট্রার সাথে এমনভাবে আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবো যাতে তাঁর ঘুম ভাঙ্গার পরে তিনি নিভৃতে আপনার সাথে দেখা করতে পারেন। বাকীটা হবে আপনার উপরে হারমাসিস। তিনি যাদুবিদ্যার রহস্য নিয়ে আলোচনা করতে মজা পান এবং আমি তাঁকে রাতের পর রাত গণনার ছলে আকাশের তারার দিকে চেয়ে থাকতে দেখেছি। মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি বৈদ্য ডায়স্কোরাইডকে বিতাড়িত করেছেন কারণ সে নির্বোধ নক্ষত্রের মিলন দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে কেসিয়াস মার্ক এণ্টনীকে পরাজিত করবে। ক্লিওপেট্রা এণ্টনীর সিরিয়ায় কয়েক লেজিয়ন অশ্বারোহী সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে ক্লিওপেট্রা তাঁর মত পরিবর্তন ক'রে সেনাধ্যক্ষ এলিয়েনাসকে নির্দেশ দেন সে যেন কয়েক সহস্র সৈন্য কেসিয়াসের সাহায্যে পাঠায়। ডায়স্কোরাইডের মতে কেসিয়াসের জয় নক্ষত্রে লিখিত ছিল। কিন্তু কার্যত দেখা গেল যে প্রথমে এণ্টনী ও পরে ব্রুটাস কেসিয়াসকে পরাজিত করলো। তাই ডায়স্কোরাইড বিতাড়িত হ'ল।

এখন সে যাদুঘরে গাছগাছড়া সম্বন্ধে শিক্ষকতা করে অন্নসংস্থান করছে। সে তারপর থেকে নক্ষত্র গণনার নামও শুনতে পারে না। তাই রাণীর জ্যোতিষীর পদ এখন খালি এবং আপনি এই শূন্যস্থান পূর্ণ করবেন। ফলে রাজদণ্ডের ছত্রছায়ার গোপনে আমরা কাজ করে যাবো। হ্যাঁ, আমরা ফলের মধ্যের পোকার মত ফল তোলার সময় না হওয়া পর্যন্ত কাজ করে যাবো। আপনার তরবারির আঘাতে গ্রীক সিংহাসনের সূত্র ছিন্ন হয়ে শূন্যতার ভরে যাবে আর তখনই আপনি ছদ্মবেশ ত্যাগ ক'রে আপনার রাজপক্ষ মিশরের উপরে বিস্তারিত করবেন!"

আমি আশ্চর্য হয়ে এই অদ্ভুত বালিকার দিকে একদৃষ্টে তাকালাম। তার চোখে-মুখে এমন উজ্জ্বল এক আভা দেখতে পেলাম যা কোনো মেয়ের চোখেই আমি দেখিনি।

মামা এতক্ষণ চারমিয়নের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, "আহ্! এইতো চারমিয়ন, যাকে আমি চিনি এবং যাকে আমি পুষেছি বালিকা! তোমায় আমি এইভাবেই দেখতে চাই, কিন্তু নির্লজ্জের মত রেশমী পোশাক পরিহিত ও সুগন্ধিসিক্ত দরবারের বালিকার মত দেখতে চাই না। এই ছাঁচেই তোমার হৃদয় গড়ে উঠুক, এই আদেশকে তোমার ঐকান্তিক দেশপ্রেম দিয়ে ছাপ মেরে রেখো। তোমার পুরস্কার নিশ্চয়ই মিলবে আর এখন তোমার ঐ নির্লজ্জ পোশাক ঢেকে চলে যাও, রাত বেশী হয়ে যাচ্ছে। তোমার কথামত কাল হারমাসিস যাবে। তাই আজকের মত বিদায়।"

চারমিয়ন মাথা নত করে তার কালো বোরকা দিয়ে দেহ আবৃত করলো। তারপর আমার হাত তুলে হাতে চুমো দিয়ে আর কোন কথা না বলে চ'লে গেল।

তার চলে যাওয়ার পর মামা বললেন, "অদ্ভুত এই বালিকা, অতি অদ্ভুত, কিন্তু তাকে মোটেই নির্ভর করা যায় না।"

আমি বললাম, 'মামা, আপনি হয়ত তার প্রতি কিছুটা কর্কশ ব্যবহার করেছেন।"

তিনি উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু অকারণে নয়। দেখো হারমাসিস, তুমিও এই চারমিয়ন থেকে সাবধানে থেকো। সে অতি চপলমতি বালিকা, তাই আমার ভয় হচ্ছে যে সে উচ্ছন্নে যেতে পারে। আসল কথা সে একটি নারী এবং চঞ্চল ঘোটকীর মত সে যেপথে খুশী সে পথেই যেতে পারে। তার মস্তিষ্ক আছে, আর আছে দেহে উত্তাপ, এবং সে আমাদের উদ্দেশ্যকে ভালবাসে কিন্তু আমি প্রার্থনা করি যেন আমাদের এই উদ্দেশ্য তার কামনার মুখোমুখী না হয়। তার মন যা' চায় তা' সে করবেই—তা' যে

কোন মূল্যেই হোকনা কেন। তাই আমি সময় থাকতেই তাকে ভয় দেখিয়েছি কারণ কে জানে কখন সে আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। তোমায় আমি বলে দিচ্ছি যে এই একটিমাত্র বালিকার হাতেই আমাদের সবাইর জীবন নির্ভর করছে। আর সে যদি আমাদের ভুল পথে চালিত করে তা'হলে কি হবে? হায়! হায়। তবুও উপায় নেই! এই অস্ত্রই আমাদের ব্যবহার করতে হবে। এই অস্ত্রের প্রয়োজন অত্যধিক, অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু তথাপি আমার সন্দেহ হচ্ছে। আমি প্রার্থনা করছি যেন সব কাজ সুখে লাভ হয়, তবুও সময় সময় চারমিয়নকে আমার ভয় হয়—সে অতীব সুন্দরী এবং যৌবনের উত্তপ্ত রক্ত তার ঐ নীল ধমনীতে দৌড়াচ্ছে। আহ, ধিক্ সেই মহৎ উদ্দেশ্যকে যার সাফল্য নির্ভর করছে একটি মেয়ের বিশ্বাসের উপরে। কারণ যেখানে ভালবাসা আছে মেয়েরা শুধু মাত্র সেখানেই বিশ্বস্ত, আর যখন তারা ভালবাসে তখন তাদের বিশ্বাসের সাথেই তারা বিশ্বস্ত হয়। তারা পুরুষের মত একনিষ্ঠ নয়, তারা অতি শক্তিশালী কিন্তু সমুদ্রের মত পরিবর্তনশীলা। হারমাসিস! এই চারমিয়ন হ'তে সাবধান হও কারণ মহাসাগরের মত সে তোমায় একাধারে যেমন তোমার লক্ষ্যস্থলে ভাসিয়ে নিতে পারে তেমনি আবার তোমায় অতলে ডুবাতেও পারে, আর তোমার সাথে সাথে মিশরের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাও ডুবাতে পারে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[হারমাসিসের রাজপ্রাসাদে আগমন এবং প্রাসাদ ফটকে পলাসকে আকৃষ্ট করণ। ক্লিওপেট্রার নিদ্রা। ক্লিওপেট্রাকে হারমাসিসের ম্যাজিক প্রদর্শন]

পরের দিন আমি ম্যাজিশিয়ান বা জ্যোতির্বিদের মত লম্বা ও ঝুলন্ত কাপড় পরে, তারকাখচিত একটি টুপি মাথায় দিয়ে ও কোমড়ে লিপিকরের মত রং মিশানো একটি কাষ্ঠফলক ধারণ করে প্রস্তুত হলাম। রহস্যময় অক্ষরে লিখিত একটি পাপিরাসগুচ্ছও গুটিয়ে নিলাম। তারপর পুরোহিত ও যাদুকরের মত গজদন্ত খচিত একটি আবলুস কাষ্ঠখণ্ড হাতে নিলাম। পুরোহিত ও যাদুকরদের মধ্যে অবশ্যই আমার উচ্চ মর্যাদা ছিল কারণ তাদের সমস্ত গোপন জ্ঞানই আমি আনুতে বসে আহরণ করেছি আর তাদের অজানা জ্ঞানও আমি প্রচলন থেকে আয়ত্ত করেছি। অবশ্য এজন্য দম্ভ করতাম না।

তারপর সলজ্জভাবে আমি মামার পরিচালনায় রাজধানীর পথ ধরে প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলাম। শেষ পর্যন্ত নারীমুখ ও সিংহীর দেহ বিশিষ্ট মূর্তির রাজপথ অতিক্রম করে শ্বেত-পাথর ও পিতলের তৈরী প্রাসাদ-ফটকের নিকট-বর্তী হলাম। এই ফটকের অভ্যন্তরে প্রহরীদের থাকার স্থান। এখানেই আমায় রেখে মামা চলে গেলেন। যাওয়ার সময় তিনি আমার নিরাপত্তা ও কৃতকার্যতার জন্য অনেক প্রার্থনা করলেন। আমি কিন্তু যথেষ্ট সহজভাবে ফটকের কাছে গেলাম। সেখানে ফরাসী প্রহরীরা আমার নাম, পেশা ইত্যাদি জিজ্ঞেস করলো। আমার নাম যাদুকর ও জ্যোতির্বিদ হারমাসিস বলে জানালাম ও বললাম যে, আমি সম্রাজ্ঞীর দাসী চারমিয়নের সাথে দেখা করতে চাই। তখন তারা আমায় ভিতরে যেতে দেওয়ার ভাব দেখাল। পলাস নামে গ্রীক প্রহরীদের এক অধ্যক্ষ ছিল। সে এসে আমায় বাধা দিল। তার দেহ দৈত্যের মত কিন্তু মুখাবয়ব মেয়েদের মত। তার একটি হাত মাতালের হাতের মত ঝুলছিল কিন্তু তবুও সে আমায় চিনে ফেললো।

এক সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে পলাস ল্যাটিন ভাষায় বললো, "এই তো সেই ব্যক্তি যে গতকাল নিউবিয়ান মল্লযোদ্ধাকে পরাস্ত করেছিল। আহা, সে হাত হারিয়ে এখনও আমার জানালার কাছে কাৎড়াচ্ছে। ধিক্ ঐ কৃষ্ণকায় দানবকে, তার সাথে লড়াই করার জন্য আমি বাজি রেখেছিলাম, কাইয়াসের বিরুদ্ধে

আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম কিন্তু সবশেষ, তাকে আর কখনো লড়াই করতে হবে না। তাই আমি বাজির অর্থ হারাবো—কিন্তু সবই এই জ্যোতিষীর জন্য। তুমি কি বললে হে—চারমিয়নের সাথে তোমার কাজ আছে? কিন্তু আমার এই সিদ্ধান্ত, আমি তোমায় ভিতরে যেতে দেব না। ওহে জ্যোতিষ, আমি চারমিয়নের উপাসনা করি, শুধু আমি কেন—আমরা সবাই-ই চারমিয়নের উপাসনা করি, কিন্তু দুঃখের বিষয়—সে তার নিঃশ্বাসের চেয়ে চড়ই বেশী দেয়। কিন্তু তুমি কি মনে করো যে তোমার মত ঐ বিশাল চক্ষুধারী ও উন্নত বক্ষবিশিষ্ট এক জ্যোতিষের কাছে আমরা তাকে হারাবো? প্রভুর দোহাই, সেটি হবে না। সে নিজেই নির্দিষ্ট মিলন কেন্দ্রে অর্থাৎ এখানে আসবে। তোমায় কিছুতেই ভিতরে যেতে দেওয়া হবে না।"

আমি সবিনয়ে অথচ মর্যাদার সাথে বললাম, "মহাত্মন্, আমার সবিনয় নিবেদন এই যে চারমিয়নের কাছে সংবাদ পাঠানো হোক কারণ আমার কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং দেরীতে অনিষ্ট হবে।"

নির্বোধটা উত্তর দিল, "হায় প্রভু, এমন কে এখানে এসেছে যে দেরী সহ্য করতে পারবে না? ছদ্মবেশী সম্রাট সিজার? না—দূর হও, দূর হও! যদি তুমি বর্শার স্বাদ পেতে না চাও তাহলে জল্দি দূর হও!"

পলাসের সঙ্গী কর্মচারীটি বললো, "না-না, সে একজন জ্যোতিষী, তাকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে দাও, তাকে ছল খেলতে দাও।"

ইতিমধ্যে সেখানে অনেক প্রহরী ভীড় করেছে। তারা সবাই একবাক্যে বললো, "হাঁ হাঁ, তাকে যাদু দেখাতে বলো, যদি সে ভাল যাদুকর হয় তাহলে তাকে ভিতরে যেতে দেবো, পলাস অনুমতি দিক আর না দিক।"

আমি ভিতরে প্রবেশের অন্য কোন উপায় না দেখে বললাম, "বেশ বেশ, মহাত্মামণ্ডলী।" তারপর পলাসের পার্শ্বের লোকটিকে বললাম, "হে মহাত্মা যুবক, হুজুর, আপনি কি আমার চাহনী সহ্য করতে পারবেন, তাহলে হয়ত আমি আপনার চোখের লিখন পড়তে পারবো।"

যুবকটি বললো, "বেশ! কিন্তু চারমিয়ন যদি জ্যোতিষিনী হ'তো তাহলে আমি অতীব আনন্দে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।"

আমি যুবকটিকে ধরে তার চোখের গভীরে তাকালাম। তারপর বললাম, "রাত্রি, একটি যুদ্ধক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্রে বহু মৃতদেহ, তারই মাঝে তোমারও মৃতদেহ; একটি হায়েনা তোমার গলা ছিড়ছে। মহাশয়, আপনি এক বছরের মধ্যেই ছুরিকাঘাতে মারা যাবেন।"

যুবকটির মুখ সাদা হয়ে গেল। সে বললো, "হে প্রভু, তুমি একটি

বেরসিক জ্যোতিষ।" তারপর সে ধীরে ধীরে চলে গেল। পরে শুনেছি যে তাকে সাইপ্রাসে পাঠানো হয়েছিল এবং সেখানে আমার ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছে।

তারপর আমি পলাসকে বললাম, "মহান সেনাধ্যক্ষ! তোমায় আমি দেখাবো কি ভাবে আমি তোমার অনুমতি ছাড়াই এই ফটকগুলি পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করি। শুধু তা-ই না, তোমায়ও আমি আমার পিছু পিছু ভিতরে যেতে বাধ্য করবো। সুতরাং মহাত্মার রাজকীয় দৃষ্টি আমার দণ্ডটির অগ্রভাগের প্রতি নিবদ্ধ করতে আজ্ঞা হোক।"

সঙ্গীদের পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে আমার যাদুদণ্ডটির অগ্রভাগের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। সূর্যালোকে পেঁচার চোখ যেমন শূন্যতায় পরিণত হয়, পলাসের চোখ সেই পর্যায়ে না পেঁছা পর্যন্ত আমি দণ্ডটি স্থির রাখলাম। তারপর হঠাৎ আমি দণ্ডটি সরিয়ে নিলাম এবং সেখানে আমার মুখ প্রতিষ্ঠিত ক'রে তাকে আমার ইচ্ছা ও ক্ষমতায় এপাশ ওপাশ ঘুরতে ঘুরতে আমার প্রতি আকৃষ্ট করলাম, তার দুর্ধর্ষ মুখাবয়ব এখন সম্পূর্ণরূপে আমার মুখের প্রতি স্থির নিবদ্ধ। তারপর তাকে আকৃষ্ট করতে করতে আমি ফটক পার না হওয়া পর্যন্ত পিছাতে থাকলাম, ফটক পার হয়েই হঠাৎ আমার মুখ তার দৃষ্টিপথ থেকে সরিয়ে নিলাম। ফলে সে মাটিতে পড়ে গেল এবং উঠবার জন্য ভ্রু মুছতে লাগলো। তাকে নিতান্তই নির্বোধের মত দেখাতে লাগলো।

তখন আমি বললাম, "হে মহান সেনাধ্যক্ষ, তুমি এবার সন্তুষ্ট হয়েছো? তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছো আমরা ফটক পার হয়েছি, আর কোন মহাত্মা কি আমার আর কোন যাদু দেখতে চান?"

একশত ফরাসী সৈন্যের ব্রুনাস নামক এক সেনাধ্যক্ষ, বললো, "বজ্রেদব তারানিসের দোহাই, আপনাকে আর কোন যাদু দেখাতে হবে না। যে আমাদের পলাসকে শুধু চাহনী দিয়ে ঐ ফটক পার করাতে পেরেছে সে নিশ্চয়ই খেলো নয়। যে পলাস সব সময় ঈপ্সিত পথের বিপরীত দিকে যায়, যাকে বাঞ্ছিত পথে নিতে হলে এক চোখে দরকার একটি সুন্দরী যুবতী আর অপর চোখে এক গ্লাস মদ, হায়! সেই পলাস কিনা আস্ত গাধার মত পিছু হটে এভাবে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেল!"

ঠিক সেই সময় স্বয়ং চারমিয়ন একজন সশস্ত্র প্রহরী সাথে নিয়ে মার্বেল পাথরের পথ অতিক্রম করে সেখানে উপস্থিত হ'ল। কাজেই তখন আমাদের বিতণ্ডা থেমে গেল। চারমিয়নের হাত পিছনে ভাঁজ করা, সে শান্ত ও বেখেয়ালীর মত হাঁটছে, চোখদু'টি শূন্যে নিবদ্ধ। কিন্তু এই

শূন্যতায় তাকিয়েই সে যেন বেশী দেখতে পেতো। তার আগমনের সাথে সাথে সবাই মাথা নত করার জন্য পিছিয়ে গেল। পরে আমি জেনেছি যে সে ক্লিওপেট্রার বিশেষ প্রিয়পাত্রী হওয়ায় প্রাসাদের অন্যান্য সবারই চেয়ে সে অধিক ক্ষমতা রাখতো।

আমায় না দেখার ভান করে সে ফরাসী সেনাধ্যক্ষকে জিজ্ঞেস করলো, "গোলমালের কারণ কি? তোমরা কি জানোনা যে সম্রাজ্ঞী এ সময় ঘুমান এবং যদি তাঁর ঘুম ভাঙ্গে তাহলে তোমাদেরই খুব কঠিন ভাবে তার জওয়াব দিতে হবে?"

খুব বিনয়ের সাথে সেনাধ্যক্ষ বললো, "না, মহিয়সী, ব্যাপারটা এরূপ," বলে সে আমার দিকে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি তুলে বলতে লাগলো, "আমাদের কাছে এক অতি বিরক্তিকারী, মাফ করবেন, অতি উত্তম এক যাদুকর এসে এইমাত্র মহামান্য পলাসের নাকের উপরে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকে সহ এই ফটক পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে। অবশ্য পলাস কিছুতেই এই যাদুকরকে ভিতরে আসতে দিতে চান নি। এবং এই নিদর্শন দেখিয়ে এই যাদুকর বলেছে যে তার নাকি আপনার সাথে বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই আপনার নিরাপত্তার জন্য আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন।"

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে চারমিয়ন ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "ওহো, মনে পড়েছে, শেষ পর্যন্ত তিনি এসেছেন, রাণী তাঁর যাদু দেখবেন।" তারপর সে অভিভূত পলাসের প্রতি ঘৃণামিশ্রিত তীর্যক চোখে কটাক্ষ হেনে বললো, "কিন্তু এই যাদুকর যদি ফটক প্রহরারত এক মাতালকে তাঁর নাক অনুসরণ করে ঐ ফটক পার করানোর চেয়ে ভাল যাদু দেখাতে না পারেন তাহলে যে পথে তিনি এসেছেন সে পথে ফিরে গেলেই তিনি ভাল করবেন। যাদুকর মহাশয়, আসুন আমার সাথে। এবং ব্রুনাস, তোমায় বলে দিচ্ছি, তোমার সঙ্গীদেরে নীরব রেখো। আর মহামান্য পলাস, নিজেকে শান্ত করো এবং আবার যদি কেউ আমার সাথে দেখা করতে চায় তাহলে তাকে নিয়ে এসো।"

তারপর চারমিয়ন তার ক্ষুদ্র মাথায় সম্রাজ্ঞী সুলভ এক ঝাঁকানি দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলো। তার পিছনে সেই সশস্ত্র প্রহরী ও আমি চললাম।

আমরা সেই মার্বেল নির্মিত পথে হাঁটতে লাগলাম। এ পথ বাগান পার হয়ে প্রাসাদ পর্যন্ত গেছে। পথের দু'ধারে বিধর্মীয় দেব-দেবীর মার্বেল নির্মিত মূর্তি। এগুলি দিয়ে এই শাসকগোষ্ঠী আমাদের রাজপ্রাসাদ অপবিত্র করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। শেষ পর্যন্ত আমরা সুন্দর একটি বারান্দায় পেঁৗছলাম। উহার থামগুলি গ্রীক কারুশিল্পরীতিতে খাতকাটা। বারান্দায়

আরও বহু প্রহরী ছিল। তারা সবাই চারমিয়নের পথ ছেড়ে দাঁড়ালো। বারান্দা পার হয়ে আমরা একটি প্রবেশ কক্ষে পেঁছলাম। সেখানে একটি নিচু ঝর্ণা হ'তে ধীরে ধীরে পানি উৎসারিত হচ্ছে। তারপর একটি নিচু দরজা পার হয়ে অতি মনোরম একটি কক্ষে পেঁছলাম। এটিকে বলা হত স্ফটিক কক্ষ। এককক্ষের সবক'টি দেয়ালই স্ফটিকের মত ও ছাদ কয়েকটি সরু ও কালো পাথর নির্মিত থামের উপরে স্থাপিত। উহার গায়ে গ্রীক উপাখ্যানের চিত্র খোদিত। মেঝেতে নানা রঙে রঙিন মোজাইক এবং তাতে গ্রীক প্রেম-দেবীর মানবিক ভাবাবেগ প্রস্ফুটিত। কক্ষে আবার গজদন্ত ও স্বর্ণ-নির্মিত চেয়ার বসানো। চারমিয়ন তার প্রহরীকে সেখানে দোরগোড়ায় থাকতে নির্দেশ দিল যাতে আমরা দু'জনে নিভৃতে প্রবেশ করতে পারি। অপর প্রান্তের দরজার পর্দার কাছে দু'জন খোজা উন্মুক্ত তরবারি হাতে দণ্ডায়মান।

চারমিয়ন সলজ্জভাবে এবং নিচুগলায় বললো, "প্রভু, গেটে আপনি যে এভাবে অপমানকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু ঐ গেটের প্রহরীরা ডবল ডিউটি দিচ্ছে, পরবর্তী দলকে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম। রোমানরা সব সময়ই উদ্ধত এবং যদিও তারা চাকরি করে তবুও তারা জানে যে মিশর তাদের খেলার বস্তু। কিন্তু তথাপি আপনার সাথে এ ঘটনা খালি খালি যায় নি, এই রূঢ় সৈন্যরা স্বভাবতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং তারা এখন থেকেই সব সময় আপনাকে ভয় করবে। এখন আপনি এখানে বসুন, আমি ক্লিওপেট্রার নিদ্রাকক্ষে যাচ্ছি, তিনি সেখানে ঘুমাচ্ছেন। এইমাত্র আমি গান গেয়ে তাঁকে ঘুম পাড়িয়েছি। তিনি জাগলেই আপনাকে ডেকে পাঠাবো কারণ তিনি আপনার আগমন প্রতীক্ষা করছেন।" তারপর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় ছাড়াই চারমিয়ন আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

ক্ষণকাল পরেই আবার চারমিয়ন ফিরে এলো। আমার কাছে এসে সে চুপি চুপি বললো, "সমগ্র জগতের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চান? যদি দেখতে চান তা হ'লে আমার সাথে আসুন। না, ভয় নেই, জাগলে তিনি আপনাকে দেখে হাসবেন কারণ তিনি আমায় বলেছেন, তিনি ঘুমন্ত বা জাগ্রত যে কোন অবস্থায়ই থাকুক না কেন, আপনার আসার সাথে সাথেই যেন তাঁর কাছে আনা হয়। দেখুন না, আমার কাছে তাঁর সীলমোহর রয়েছে।"

আমরা তাই সেই সুন্দর কক্ষ অতিক্রম করে চললাম। একস্থানে দু'জন খোজা উন্মুক্ত তরবারি হাতে দাঁড়ানো ছিল, তারা আমার পথ বন্ধ করতে যাচ্ছিল কিন্তু চারমিয়ন কটাক্ষ করে তার কোমর হতে সেই সীলমোহর

তুলে তাদের সামনে ধরলো। তারা আংটির ওপরে অংকিত সীলমোহর ও লেখা পরীক্ষা করে মাথা নত করলো ও তরবারি সরিয়ে নিলো।

স্বর্ণের মিনা করা ভারি পর্দা সরিয়ে আমরা ক্লিওপেট্রার নিদ্রাকক্ষে প্রবেশ করলাম। কক্ষটি অচিন্তনীয় রূপে মনোহর; স্বর্ণ ও গজদন্ত, মুক্তা ও ফুল এবং নানান রঙের মার্বেল পাথর দ্বারা সুসজ্জিত। যত রকমের কারুকার্য ও জাঁকজমক চিন্তা করা সম্ভব তার সবই সেখানে বিদ্যমান। এমন সব সজীব ছবি দেয়ালে অংকিত যে পাখী উড়ে এসে ছবির ফলে ঠোকর দিতে পারে। পাথরের গায়ে অংকিত মানবীয় লাবন্য, তাতে স্বর্ণের দ্বারা মাকড়সার জালের মত যে সব ঝালর দেওয়া তা' দেখলে মনে হয় যেন সবচেয়ে কোমল সিল্কে তৈরী। এই কক্ষের কার্পেট ও চেয়ারের মত সুন্দর আসবাবপত্র জীবনে কখনো আমি দেখি নি। কক্ষের হাওয়ায় মধুর সুগন্ধি মাখানো, খোলা জানালা দিয়ে অদূরবর্তী সমুদ্রের কলকল ধ্বনি ভেসে আসছে।

আর কক্ষটির অপর প্রান্তে উজ্জ্বল সিল্কে আচ্ছাদিত ও স্বচ্ছ-বস্ত্র দ্বারা তৈরী মশারী-আবৃত একটি পালংকে ক্লিওপেট্রা ঘুমন্ত অবস্থায়, চিৎভাবে শায়িত—তিনি ঘুমিয়ে আছেন, আমারই বাস্তব চোখের সামনে জগতের সমস্ত দর্শনীয় বস্তুর সেরা—স্বপ্নের চেয়েও মধুর। তাঁর ঘনকৃষ্ণ চুলরাশি তাঁর সারা দেহে বিস্তৃত। শ্বেত গোলাকার একটি হাত তাঁর মাথার তলায় বালিশের মত রাখা আর অপর হাতটি মেঝের দিকে ঝুলন্ত। তাঁর ঠোট দু'টি উন্মুক্ত, মনে হ'ল যেন সে হাসছে। ঠোটের ফাঁক দিয়ে তাঁর মুক্তার মত সাদা দন্তসারি দেখা যাচ্ছে। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন স্বচ্ছ গোলাপী সিল্কের কাপড়ে আবৃত যে তাঁর দেহের সাদা মাংসপিণ্ডগুলি পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। ঐ সিল্কের কাপড় তার কোমরে মণিমুক্তাখচিত কোমরবন্ধে ঢিলাভাবে আটকানো—আমি অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে দেখছি, অবশ্য আমার মনে অন্য কোন ভাব আসে নি। তবুও তাঁর এই অপরূপ রূপমাধুর্য আমার মনকে বিপুলভাবে আলোড়িত করলো এবং তাঁর মোহিনী-শক্তিতে আমি আপন সত্তা হারিয়ে ফেললাম। কিন্তু এমন ভুবনমোহিনী সুন্দরী মহিলাকে নিজ হাতে হত্যা করতে হবে ভেবে আমি সবিশেষ ব্যথিত হ'লাম।

এই দৃশ্য থেকে হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে দেখলাম চারমিয়ন তার চটুল নয়নে আমার অবলোকন করছে—সে এমনভাবে আমায় দেখছে যে মনে হলো সে আমার অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত অনুসন্ধান করছে। আর সত্যি বলতে কি—আমার মুখে এমন এক কামনার চিহ্ন এমন ভাবায় অংকিত হয়েছিল যা' চারমিয়ন পড়তে পারলো কারণ সে আমার কানে কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো,

"দুঃখের বিষয়, নয় কি ? হারমাসিস, আমার মনে হচ্ছে কার্যসাধনের জন্য আপনার সমস্তঅলৌকিক শক্তি সঞ্চয় করতে হবে কারণ আপনি পুরুষ !"

আমি কটাক্ষ করলাম কিন্তু কোনও উত্তর খুঁজে পাওয়ার আগেই চারমিয়ন হাল্কাভাবে আমার বাহু স্পর্শ করে রাণীর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। চেয়ে দেখলাম রাণীর মুখে একটা পরিবর্তন এসেছে। তাঁর হাত দু'টি দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ আর তাঁর গোলাপী আভাময় মুখমণ্ডলে একটা বিষাদ-ছায়া জমেছে। দ্রুতগতিতে তাঁর নিঃশ্বাস পড়ছে, আর ঘুষি দেওয়ার ভঙ্গিতে রাণী বাহুদ্বয় তুললেন এবং দম নেওয়ার জন্য আর্তনাদ করে উঠে বসে তাঁর নয়ন যুগল খুললেন। তাঁর চোখ দু'টি রাতের মত তমাশাচ্ছন্ন, কিন্তু ভোরের প্রথম আলোকরশ্মির মত তা' আবার নীলরং ধারণ করলো।

তিনি বললেন, "সিজারিয়ন, কোথায় বৎস সিজারিয়ন ? তবেকি এটা স্বপ্ন ? হাঁ, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে মৃত জুলিয়াস রক্তমাখা পোশাকে আমার কাছে এসে তাঁর পুত্রকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল। তারপর দেখলাম আমি যেন মরে গেছি, গভীর দুঃখে এবং রক্তাক্ত অবস্থায় আমি মরে গেছি এবং আমার অচেনা একটি লোক আমার মরার সময় আমায় বিদ্রূপ করছে। আহ্, কে সেই লোক ?"

চারমিয়ন বললো, "শান্ত হোন মহিয়সী, শান্ত হোন। আমার সাথে যাদু-কর হারমাসিস এসেছেন যাঁকে আপনি এই সময়ে আপনার কাছে আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন।"

"আহ্! সেই যাদুকর! সেই হারমাসিস যে ঐ দৈত্যকে ভূপতিত করেছিল ? আমার মনে পড়েছে। শুভাগমন। বলুন যাদুকর মহাশয়, আপনার যাদুর আয়নায় কি আমার এই স্বপ্নের মর্ম দেখতে পাবেন ? না, এই নিদ্রা জিনিসটা এমনই অদ্ভুত যে মনকে তমশার জালে আবৃত ক'রে সোজাসুজি তার ইচ্ছানুসারে চালিত ক'রে ! কিন্তু কোত্থেকে আত্মার মাঝে ঐ ভীতির ছায়া মধ্যাহ্ন আকাশের বুকে অকালে চাঁদের আবির্ভাবের মত জেগে ওঠে ? তাহলে স্মৃতির গহবর হ'তে অতীত আঘাতসমূহ সদর্পে উপস্থিত হয়ে বর্তমানকে অতীতের সাথে সংঘাতময় করার ক্ষমতা কে দিচ্ছে ? তারা কি তাহলে দেবদূত ? আমাদের ঘুমন্ত অবস্থার অর্ধমৃত ভাবই কি তাহলে তাদেরে আমাদের মস্তিষ্কে স্থান দিয়ে মানুষের আত্মীয়তার ছিন্নসূত্র পুনরায় বোনার সুযোগ দেয় ? আপনাকে ব'লে দিচ্ছি যে, এইমাত্র ঘুমে আমার আছে সিজারের আত্মা রক্তাক্ত বস্ত্রে এসে আমায় সাবধান বাণী শুনিয়ে গেল। এ ব্যাপার আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। ওহে মিশরীয় যাদুকর, আমার এই হেঁয়ালীর মর্ম বলুন। বলতে পারলে আমি আপনাকে এমন এক সৌভাগ্যের পথ বাতলে দেবো যা'

আপনার ভাগ্যনক্ষত্রও পারবে না। আপনি শুভলক্ষণ শুনেছেন, এবার তার সমস্যার সমাধান করুন।" একটানে এত কথা বলে তিনি থামলেন।

আমি বললাম, "আমি নিশ্চয়ই শুভ সময়ে এসেছি, ওহে মহাপরাক্রমশালী সম্রাজ্ঞী। কারণ নিদ্রার রহস্য সম্বন্ধে আমার কিছুটা জ্ঞান আছে। আপনার অনুমান সত্য—নিদ্রা একটা সোপান বটে। এরদ্বারা ওসিরিসপ্রাপ্ত আত্মাসমূহ সময় সময় আমাদের জীবন্ত জ্ঞানের দ্বারপ্রান্তে এসে আজ্ঞাপ্রাপ্ত লোকের অনুধাবনযোগ্য ইঙ্গিত বা ভাষায় সেই সত্যের কক্ষের প্রতিধ্বনি পুনঃ প্রতিফলিত করে, এই সত্যের কক্ষই ওসিরিসপ্রাপ্ত আত্মার আবাসস্থল। হাঁ, ঘুম এমন এক সোপান যদ্দ্বারা অভিভাবক প্রভুদের দূতসকল বিভিন্নরূপে তাদের পছন্দসই আত্মার কাছে নেমে আসে। হে সম্রাজ্ঞী, এই রহস্য বোঝার চাবিকাঠি যাদের কাছে আছে স্বপ্নের রহস্য তাদের কাছে দিনের জাগ্রত জ্ঞানের চেয়েও পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়, আর তাদের কাছে জাগ্রত অবস্থার কাজকর্মই প্রকৃতপক্ষে স্বপ্ন। আপনি সিজারকে রক্তাক্ত বেশে স্বপ্নে দেখেছেন এবং তিনি রাজপুত সিজারিয়নকে বেষ্টন ক'রে নিয়ে গিয়েছেন। এখন শুনুন এই স্বপ্নের রহস্য। সিজারের আত্মাই স্বর্গ হ'তে এমন বেশে আপনার কাছে এসেছিল যাতে আপনি চিনতে পারেন। যখন তিনি বালক সিজারিয়নকে আলিঙ্গন করেছেন তখন তিনি তার জন্য--একান্তই তার জন্য প্রীতি ও শুভেচ্ছার নিদর্শন দিয়েছেন। যখন তিনি বালককে এখান থেকে নিয়ে গেছেন তখন রোমদেশের জুপিটার মন্দিরে বসে তাকে রাজমুকুট পরাতে রোমে নিয়ে গেছেন। তাকে রোম এবং সমগ্র ভূখণ্ডের সম্রাট হিসাবে অভিষিক্ত করার জন্য নিয়ে গেছেন। বাকীটা আমি জানি না, তা আমার কাছে গুপ্ত।"

এভাবেই আমি উক্ত স্বপ্নের অর্থ করলাম। আমি অবশ্যই জানতাম যে এ স্বপ্নের একটা খারাপ অর্থ আছে, কিন্তু রাজরাজাদের কাছে অশুভ ভবিষ্যদ্বাণী করা ভাল নয়।

ইতিমধ্যে ক্লিওপেট্রা উঠে বসে মশারী দূরে সরিয়ে দিয়েছেন ও পালঙ্কের এক প্রান্তে বসে স্থির নয়নে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। আর হাত দিয়ে কোমরের রত্নখচিত কোমরবন্ধ নাড়াচাড়া করছেন।

তিনি বেশ প্রফুল্ল মনে চিৎকার ক'রে বললেন, "আপনি সত্যিই সর্বোত্তম জ্যোতিষী, আপনি আমার অন্তরের কথা বুঝতে পেরেছেন এবং অশুভ ভবিষ্যদ্বাণীর কর্কশ খোলসের মধ্য হ'তে গুপ্ত মধু নিষ্কাষণ করেছেন।"

চারমিয়ন বললো, "হে সম্রাজ্ঞী, কোন কটুবাক্যই যেন আপনার কর্ণগোচরিত না হয় এবং কোন অশুভ ভবিষ্যদ্বাণীই যেন উহার শুভ লক্ষণের

কাছাকাছি আসতে না পারে।" চারমিয়ন চোখ নত করে পার্শ্বেই দাঁড়ানো ছিল। আমার মনে হ'ল যেন তার এই কথার একটা তিক্ত ভাব ছিল।

ক্লিওপেট্রা তাঁর মৃণাল বাহুদুটি মাথার পিছনে রেখে হেলান দিয়ে অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে আমার দিকে তাকালেন।

তিনি বললেন, "আসুন, আমাদেরে আপনার যাদু দেখান। বাইরে এখনও গরম, তাছাড়া হিব্রু রাজদূতদের মুখে হেরড ও জেরুজালেমের কথা শুনতে শুনতে আমি বিরক্ত হ'য়ে পড়েছি। আপনি দেখতে পাবেন যে আমি ঐ হেরডকে ঘৃণা করি। আজ আর আমি কোনও রাজদূতকেই দেখা দেবো না। অবশ্য তাদের সাথে হিব্রুভাষা চর্চা করার জন্য আমি কিছুটা ব্যগ্র। কি মেজিক আপনি দেখাতে পারেন? আপনার কি কোন নতুন ছলচাতুরী আছে? সেরাপিসের নামে শপথ করে বলছি, স্বপ্নের যে অর্থ করেছেন সেরকম কোনও ভেলিক দেখাতে পারলে লাভজনক বেতন ও উপরি-পাওনা সহ রাজপ্রাসাদে আপনি স্থান পাবেন। অবশ্য আপনার উন্নত আত্মা যদি উপরি পাওনা অপছন্দ না করে।"

আমি বললাম, "হাঁ, সব ভেল্কিই পুরাতন কিন্তু এমন যাদুও আছে যা' সাধারণতঃ দেখানো হয়না এবং আপনার কাছে তা হয়ত নতুন লাগতে পারে, হে সম্রাজ্ঞী, আপনি কি মোহিনী শক্তি দেখতে সাহস পান?"

তিনি বললেন, "আমি কিছুতেই ভয় পাই না, দেখান না, আপনার সবচেয়ে ভীতিকর যাদুই দেখান। এসো চারমিয়ন, আমার পার্শ্বে বসো। কিন্তু থামো, অন্য সব মেয়েরা কোথায়? ইরাস ও মেরীরা? তারাও যাদু পছন্দ করে।"

আমি বললাম, "ওভাবে নয়। মোহিনীশক্তি বেশী লোকের সামনে তেমন কাজ করে না এখন দেখুন।"

তারপর তাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে আমার দণ্ডটি পাথরের উপরে নিক্ষেপ ক'রে বিড়বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলাম। কিছুসময় ধরে দণ্ডটি স্থির থেকে আমার মন্ত্রোচ্চারণের সাথে সাথে বক্র হয়ে মোড়াতে লাগলো। দণ্ডটি বাঁকা হ'ল, আবার এক প্রান্তের উপরে দাঁড়ালো এবং নিজ শক্তিতে ঘোরাফেরা করতে লাগলো। তারপর তা' খোলস ধারণ করলো। মরি মরি! কি মজা! দণ্ডটি একটি সাপে পরিণত হয়ে নিজবক্ষে হাঁটতে হাঁটতে হিস্‌হিস্ করে ভীষণ ভাবে শব্দ করতে লাগলো।

ক্লিপপেট্রা হাততালি দিয়ে বললো, "ধিক আপনাকে! এটাকে আপনি যাদু বলছেন? কেন, এটাতো একটা পুরাতন যাদু, যা যে কোন রাস্তার যাদুকরই দেখাতে পারে। এ যাদু আমি অনেকবার দেখেছি।"

আমি বললাম, "অপেক্ষা করুন সম্রাজ্ঞী। আপনি সবটা দেখেননি।"

আমার কথা বলার সাথে সাথে সাপটি টুকরা টুকরা হ'তে আরম্ভ করলো আর প্রত্যেকটি টুকরাই এক একটি সাপে পরিণত হ'তে লাগলো। প্রত্যেকটি টুকরাই আবার খণ্ডবিখণ্ড হ'য়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে লাগলো। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কক্ষটি সর্পময় একটি সমুদ্রে পরিণত হ'ল। অসংখ্য সাপ কিলবিল করতে লাগলো, হিস্‌হিস্‌ ক'রে ভয়ংকর শব্দ তুললো, একটি অপরটির গায়ে জড়াতে লাগলো। আমি তখন ইশারা করতেই সাপগুলি আমার পার্শ্বে জমা হ'য়ে আমার গায়ে ও সর্বাঙ্গে জড়াতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত আমার শুধু মুখমণ্ডল ছাড়া আর সবই শুধু ফোঁসফোঁসকারী সাপে আবৃত হ'য়ে গেল।

চারমিয়ন ক্লিওপেট্রার স্কার্টের আড়ালে লুকিয়ে চিৎকার ক'রে বললো, "বিভৎস, বীভৎস, ওহ্‌ বীভৎস।"

রাণী বললেন, "না যাদুকর, উত্তম, উত্তম আপনার যাদু, আমাদেরে অভিভূত করেছে।"

আমার সাপ জড়ানো হাত নাড়ালাম এবং সাথে সাথে সবকিছু বিলীন হ'য়ে গেল। আমার পদতলে শুধু আমার গজদন্তখচিত যাদুদণ্ডটি ছাড়া আর কিছুই রইল না। আর মহিলা দুজন একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে অভিভূতের মত হাপাতে লাগলো। আমি কিন্তু আমার দণ্ডটি হাতে নিয়ে হাত জোড় করে তাদের সামনে দাঁড়ালাম।

তারপর বিশেষ বিনয়ের সাথে বললাম, "সম্রাজ্ঞী কি আমার সামান্য যাদু দেখে খুশী হয়েছেন?"

রাণী বললেন, "হাঁ, মিশরীয় যাদুকর, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। এমন যাদু আর কখনো দেখিনি। আজ থেকে সম্রাজ্ঞীর সামনে আসার অনুমতিসহ আপনি রাজজ্যোতিষী হলেন। এরকম আরও যাদু কি আপনার জানা আছে?"

আমি বললাম, "হাঁ মিশরসম্রাজ্ঞী। কিন্তু একটু কষ্ট ক'রে কক্ষটি আর একটু অন্ধকার করতে নির্দেশ দিন। তা'হলে আমি আরও একটি যাদু দেখাবো।"

রাণী বললেন, "আমি অর্ধভীতা হয়েছি, কিন্তু তবুও চারমিয়ন, হারমাসিসের কথানুযায়ী কাজ করো।"

চারমিয়ন কক্ষের পর্দাগুলি ছেড়ে দিলে মনে হ'ল যেন ঊষা সমাগত। তখন আমি ক্লিওপেট্রার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তারপর আমার সামনে শূন্যের দিকে আমার লাঠিটি তুলে দৃঢ়স্বরে বললাম, "এদিকে তাকান, তাহলে আপনার মনে যা' কিছু আছে তা-ই এখানে দেখতে পাবেন।"

তারপর কিছু সময় নীরবে কেটে গেল। তারা উভয়েই ভীত-সন্ত্রস্থা অবস্থায় একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

শূন্যের দিকে তাদের তাকানোর সাথে সাথেই একখণ্ড মেঘ জমা হ'ল। ধীরে ধীরে তা একটি মানুষের আকৃতি ধারণ করলো কিন্তু মাত্র মানুষের আবছা আকারই দেখা গেল যা' আবার ধীরে ধীরে আলোকে মিলিয়ে যেতে যেতে আবার আকৃতি ধারণ করতে লাগলো।

আমি তখন উচ্চস্বরে চিৎকার ক'রে বললাম, "ছায়া, তোমায় আমি অনুরোধ করছি, আত্মপ্রকাশ করো।" এবং আমার এই চিৎকারের সাথে সাথে দিবালোকের মতো ঐ জিনিসটা বাস্তব রূপ ধরে আমাদের সামনে উপস্থিত হ'ল। আকৃতিটি সম্রাট জুলিয়াস সিজারের, রক্তমাখা একটি বস্ত্র তাঁর গলায় ঝুলছে এবং তাঁর গায়ে শতশত ক্ষত হ'তে নিঃস্বারিত রক্তের দাগে রঞ্জিত লম্বা ও ঢিলা একটি বস্ত্র। এক মুহূর্তের জন্য তিনি দাঁড়ালেন এবং আমার দণ্ডটি সঞ্চারণের সাথে সাথে আবার বিলীন হ'য়ে গেলেন।

পালঙ্কের উপরে উপবিষ্টা মহিলাদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ক্লিওপেট্রা সন্ত্রস্থাবস্থায় বস্ত্রে মুখ ঢেকে বসে আছেন। তাঁর ঠোঁট সাদা ছাইয়ের রং ধারণ করেছে, তাঁর চোখ বিস্ফারিত ও তাঁর হাড়মাংস সবই ভয়ে কাঁপছে।

ক্লিওপেট্রা বললেন, "মানব, বলো মানব, তুমি কে এবং তুমি কি? কি ক'রে তুমি তাঁকে আমাদের সামনে আনলে?"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "আমি সম্রাজ্ঞীর জ্যোতিষী, যাদুকর, ভৃত্য এবং রাণী যা' আজ্ঞা করেন তাই। তাহলে এই আকৃতিই কি রাণীর মনে ছিল?"

তিনি কোন উত্তর না দিয়ে উঠে অপর একটি দরজা দিয়ে কক্ষটি পরিত্যাগ করলেন। চারমিয়নও তখন উঠে মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল। সেও এতক্ষণ সন্ত্রস্থ হ'য়ে কাপছিল।

সে বললো, "সম্রাট হারমাসিস, আপনি কিভাবে এই যাদু দেখালেন? আমায় বলুন, সত্যি বলতে কি, আপনাকে আমার ভয় হচ্ছে।"

উত্তরে আমি বললাম, "ভয় পেয়োনা. সম্ভবতঃ আমার মনে যা' ছিল তা ছাড়া তুমি কিছুই দেখনি। সব কিছুই ছায়া। সুতরাং তারা কি, তাদের প্রকৃতি কি এসব তুমি কি করে জানবে? কিন্তু কেমন হচ্ছে চারমিয়ন? মনে রেখো এসব দেখানো হচ্ছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে।"

সে বললো, "খুব ভালো। কাল প্রভাত নাগাদ এ কাহিনী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং তারপর থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় সবচেয়ে আপনাকেই সবাই ভয় করবে। আমি অনুরোধ করছি আমার সাথে চলুন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[চারমিয়নের প্রকৃতি এবং প্রেমদেব হিসেবে হারমাসিসের অভিষেক।]

পরদিন আমি রাণীর জ্যোতিষী ও প্রধান যাদুকর হিসেবে লিখিত নিয়োগপত্র পাই। এপদে বেতন ও অন্যান্য উপরি পাওনা নেহায়েত কম ছিল না। প্রাসাদে আমার জন্য কক্ষ দেওয়া হ'ল। সেখান থেকে রাতে আমি আবার পর্যবেক্ষণমঞ্চে গিয়ে নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে উহার মর্মার্থ অনুধাবন করতাম। এই সময়ে ক্লিওপেট্রা রাজনৈতিক কারণে বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। রোমান গোত্রের মধ্যের বড় যুদ্ধ কিভাবে শেষ হবে তা তিনি জানতেন না কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী গোত্রের পক্ষ নিতে তিনি আগ্রহিনী। তাই তিনি সব সময়ই আমার সাথে নক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে পরামর্শ করতেন। আমার সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক মতে আমি ঐসব নক্ষত্রের নির্দেশ ব্যাখ্যা করতাম।

এই সময়ে রোমান পরিষদ সদস্য এণ্টনী ছিলেন এশিয়া মাইনরে। তিনি ছিলেন ক্লিওপেট্রার প্রতি খুবই ক্রুদ্ধ কারণ গুজব রটেছিল যে ক্লিওপেট্রা রোমান পরিষদের বিরোধী ছিলেন এবং রাণীর সেনাপতি সেরাপিয়ন কেসিয়াসকে সাহায্য করেছিল। অবশ্য ক্লিওপেট্রা খুব দৃঢ়ভাবে আমার ও অন্যান্যদের কাছে এই মত খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সেরাপিয়ন তার মতের বিরুদ্ধে একাজ করেছে। চারমিয়ন আমাকে গোপনে বলেছে যে রাণী গোপনে সেরাপিয়নকে ঐ মত নির্দেশ দিয়েছিলেন কারণ সেই হতভাগ্য জ্যোতিষ ডায়স্কোরাইড ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে কেসিয়াস এণ্টনীকে পরাস্ত করবে। অথচ রাণীর নির্দেশ পালন ক'রেও সেরাপিয়ন রক্ষা পায়নি। তাকে মন্দির হ'তে টেনে বের ক'রে হত্যা ক'রে এণ্টনীর কাছে প্রমাণ করা হয়েছিল যে ক্লিওপেট্রা নির্দোষী। যে সব স্বেচ্ছাচারী শাসকদের ভাগ্য খারাপ হয় তাদের আদেশ পালনকারীরা আরও দুর্ভাগা। তাই সেরাপিয়নের পতন ঘটেছে।

আমাদের কাজ খুব ভালই চলতে লাগলো। এই সময়ে ক্লিওপেট্রা ও অন্যান্যদের মন বিদেশী ঘটনার জন্য এতই ব্যস্ত ছিল যে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের কথা কেউই ভাবার অবসর পান নাই। তাই দিন দিন মিশরের প্রত্যেকটি

শহরেই আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হ'তে লাগলো। এমনকি, মিশরের কাছে বিদেশের মত পৃথক এই আলেকজান্দ্রিয়ায়ও আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে লাগলো। যারা আমাদের কাজ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতো তাদেরও অলঙ্ঘনীয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ক'রে দলে নেওয়া হ'ত। আমাদের কাজের পরিকল্পনাও আরও দৃঢ়ভাবে সাজানো হ'ল। এবং প্রত্যেক দিনই আমি মামা সেপার পরামর্শ নিতে তাঁর বাসায় যেতাম। সেখানে আমাদের দলের সম্ভ্রান্ত লোকজন ও পুরোহিত আমার সাথে দেখা করতেন।

এদিকে সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রাকে আমি যতই দেখতে লাগলাম ততই তাঁর মনের ঐশ্বর্য ও দ্বীপ্তিতে অভিভূত হ'তে লাগলাম। তাঁর মনের ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য যেন স্বর্ণের বোনা একখণ্ড বস্ত্রের মত মুখের পরিবর্তনশীল দীপ্তির উপরে বিস্তারিত ছিল। তিনি আমায় কিছুটা ভয় করতেন; তাই তিনি আমার সাথে বন্ধুত্ব করতে চেষ্টা করতেন। এজন্যই তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমার সাথে আলাপ করতেন। সে সব বিষয়ের বেশীর ভাগই আমার পদের আয়ত্তের বাইরে ছিল।

চারমিয়নের ব্যবহারও আমি যথেষ্ট দেখেছি। প্রকৃতপক্ষে সে সব সময়ই আমার পার্শ্বে থাকতো, তাই কখন সে আসতো আর কখন যেত সেদিকে আমার তেমন বিশেষ খেয়ালই ছিলনা। তাছাড়া সে তার নীরব ও ধীরপদক্ষেপে আমার কাছে আসতো এবং তাকে খোঁজার জন্য ফিরে আমি প্রায়ই দেখতে পেতাম আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সে তার লম্বা ভ্রূর ভিতর থেকে অবনত নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এমন কোন কঠিন বা বড় কাজ আমি দেখিনি যা সে আমার জন্য করতো না। বস্তুতঃ সে দিন রাত ধরে আমার ও আমাদের মহান ব্রতের কাজ করতো।

কিন্তু বিশ্বস্ততার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে যখনই তাকে বলতাম যে সমাগত প্রায় শুভ সময়ে তার ত্যাগের কথা মনে রাখা হবে, তখনই সে মাটিতে পদাঘাত ক'রে ও ঠোঁট ফুলিয়ে বলতো যে আমি যতকিছু শিখেছি তার মধ্যে শুধু এ শিক্ষাটাই আমি পাইনি যে, ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে যে কাজ করে সে কোন প্রতিদানের কামনাই করে না প্রতিদানে ভালবাসাই তার একমাত্র পুরস্কার। এসব ব্যাপারে আমি সত্যিই নির্বোধ ও নির্দোশ ছিলাম, তাই মেয়েদের নিতান্তই নগণ্য মনে করতাম। তাছাড়া ভাবতাম যে চারমিয়ন দেশকে অত্যধিক ভালবাসে এবং এজন্যই সে হয়ত তার কাজকে ঐ ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ ও প্রতিফলকেই তার পুরস্কার বলে মানতো। কিন্তু যখনই

তার মনের এই সম্মতির জন্য তার প্রশংসা করতাম তখনই সে কাঁদতে কাঁদতে আমায় অভিভূত ক'রে ক্রুদ্ধভাবে চলে যেত। আমি তাঁর মনের ব্যথা কিছুই বুঝতাম না। আমি তখনও জানতাম না যে না চাইতেই সে তার হৃদয় আমায় দিয়ে বসে আছে। সে যে তাঁর দু'বক্ষে তীরের মত দৃঢ় ভাবাবেগের যন্ত্রণায় ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে পড়েছে তা' আমি বুঝলাম না। এসব আমি জানতাম না – আর কি করেই বা জানবো ? আমি তো তাকে শুধু আমাদের সমবেত ও মহান উদ্দেশ্য সাধনের অস্ত্র হিসেবেই জানতাম, এছাড়া কোন কিছুই তার সম্বন্ধে ভাবিনি। তার সৌন্দর্য আমায় কখনোই প্রলুব্ধ করেনি—এমনকি, সে যখন আমার উপরে ঝুঁকে পড়তো, তার সূচাগ্র বক্ষ আমার পিঠে বিদ্ধ হ'ত ও তার কম্পিত নিঃশ্বাস আমার মাথায় পড়তো তখনও না। একটি নিশ্চল প্রস্তর মূর্তির রূপের চেয়ে তাকে কখনোই অন্য কিছু ভাবি নাই। আমার মত আইসিসের প্রতি সোপর্দকৃত ও দেশের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত লোক এসব রূপ দিয়ে কি করবে ? ওহে প্রভু, সাক্ষী থেকো যে, যে নারী আমার ও মিশরের সর্বদুঃখের কারণ সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ !

কত দুর্বার মেয়েদের এই ভালবাসা ! প্রারম্ভে নগণ্য কিন্তু পরিণতিতে কত বিশাল—দুর্বার ! প্রথমে তা' থাকে পর্বতগর্ভ থেকে উৎসারিত ক্ষুদ্র ঝর্ণার মত, আর শেষে গিয়ে পরিণত হয় জৌলুষময় তোতাশ্রয় ও হর্ষোৎফুল্ল জলাভূমি সৃষ্টিকারী দুর্বার এক নদীতে, হয়তো বহু প্রতীক্ষিত ও মালিন্য বিধৌতকারী প্রবল বারিধারায়, যা' অভিপ্রায়ের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ধ্বংস করে, মানুষের নির্মলতার উৎস ও আস্থার পাদপীঠ চূর্ণ ক'রে শূন্যতায় পর্যবসিত করে। কারণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পদ্ধতি অনুধাবনের সময়ই প্রকৃতি মেয়েদের মধ্যে প্রীতির বীজ বপন ক'রে দেন যাতে উহার অসম ক্রমবিকাশের ফলে নিয়মের সাম্য আসে। কারণ এই ভালবাসাই ক্ষণে নীচকে অবর্ণনীয় উচ্চে তোলে, আবার ক্ষণে ইহা অভিজাত ব্যক্তিকে ধূলিতে লুটিয়ে দেয়। ফলে যেখানে নারীজাতি উপস্থিত, সেখানে ভাল ও মন্দে কোনও পার্থক্য থাকতে পারেনা ; কারণ সে আমাদের মাঝে থেকে প্রেমান্ধ অবস্থায় আমাদের ভাগ্যের মাকু নিক্ষেপ ক'রে তিক্ত পাত্রে সুস্বাদু পানীয় ঢালে, তার কামনার বেদীমূলে জীবনের সুস্থ নিঃশ্বাসকে বিষাক্ত ক'রে তোলে। তুমি যেদিকেই তাকাওনা কেন তোমায় সাদরে অভ্যর্থনা জানাতে তাকে পাবে। তার দুর্বলতাই তোমার দৃঢ়তা এবং তার দৃঢ়তাই তোমার শৈথিল্য। তার জন্যই তুমি এবং তোমার দৌড়ের পাল্লা তার পদমূল পর্যন্তই। সে তোমার দাসী কিন্তু তথাপি তুমি তার হাতের পুতুল। তার কোমল স্পর্শে খ্যাতি উবে যায়, তালা খুলে যায় ও প্রতিবন্ধকতা

ধূলিস্মাৎ হ'য়ে যায়। সে মহাসাগরের মত বিশাল, স্বর্গের মত পরিবর্তনশীল আর তার নাম অদৃষ্টপূর্ব। হে মানুষ, নারী ও তার ভালবাসার হাত থেকে পালানোর চেষ্টা ক'রোনা, কারণ যেখানেই তুমি যাওনা কেন, নারীই তোমার অদৃষ্ট এবং যেখানেই তুমি যা' করো, সবই তার জন্য!

আর শেষ পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহে এমনি হ'ল যে আমি হারমাসিস এসব বিষয় সযত্নে এড়িয়ে চলা সত্ত্বেও এই তুচ্ছ জিনিসের জন্যই ধ্বংস হ'তে বাধ্য হলাম। কারণ, কেন জানিনা, এই চারমিয়নই আমায় ভালবেসে ফেললো! সে তার স্বীয় অনুভূতিতেই আমায় ভালবেসেছে, আর তার ফলে যা' ঘটেছে তা' বর্ণিত হচ্ছে। আমি কিন্তু এসব কিছুই না জেনে তাকে বোনের মত জেনেছি ও হাতে হাত ধরে আমাদের যৌথ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করেছি।

সময়ের প্রবাহের সাথে সাথে আমাদের সব কাজই প্রস্তুত হ'ল। এইভাবে চরম আঘাত হানার আগের রাত উপস্থিত হ'ল। প্রাসাদ আনন্দমুখর। ঐদিনই আমি মামা সেপার সাথে ও তারপরে পাঁচশত বাছাই করা যোদ্ধার একটি দলের অধিনায়কদের সাথে দেখা করি। তাদের সাথে চুক্তি হ'ল পরের রাতে যখনই আমি ক্লিওপেট্রাকে হত্যা করবো তখনই তারা সদলবলে প্রাসাদে প্রবেশ ক'রে রোমান ও ফরাসী সৈন্যদের আক্রমণ করবে। আজই আমি পলাসকে হাত করেছি কারণ প্রথম দিন তাকে অভিভূত ক'রে ফটকের ভিতরে এনেছিলাম বলে সে আমার ইচ্ছাশক্তির দাসে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তী রাতে প্রাসাদ প্রহরার দায়িত্ব থাকবে তারই হাতে। কতকটা ভয়ে ও কিছুটা আমার দেওয়া বড় রকমের পুরস্কারের অঙ্গীকারে প্রলুব্ধ হ'য়ে সে পরবর্তী রাতে আমার সংকেত পাওয়া মাত্র পূর্বমুখী ক্ষুদ্র ফটকটি খুলে দিতে রাজী হ'ল।

সবকিছুই প্রস্তুত। পঁচিশ বছর ধরে বর্ধিষ্ণু মুক্তির কুঁড়ি প্রস্ফুটোন্মুখপ্রায়। আবু থেকে আনু পর্যন্ত প্রত্যেকটি শহরে সশস্ত্র যোদ্ধার দল সমাগত হয়েছে আর গুপ্তচরেরা শহরগুলির দেয়াল থেকে তাকিয়ে আছে, সবাই অপেক্ষা করছে কখন দূত আসবে—ক্লিওপেট্রার মৃত্যু ও মিশরীয় রাজপুত হারমাসিস কর্তৃক সিংহাসন দখলের খবর নিয়ে।

সবাই প্রস্তুত, উৎপাটকের হাতের কাছে পাকা ফলের মত আমার হাতের নাগালে অনেক আকাঙ্ক্ষিত বিজয়। তথাপি রাজকীয় ভোজ অনুষ্ঠানে বসে আমার হৃদয় কেমন যেন ভারী অনুভূত হ'ল, যেন কোন সমাগত বিষাদের কৃষ্ণছায়া হিমের মত আমার হৃদয় জুড়ে রয়েছে। ভোজ সভায় সম্মানিত আসনে আমি উপবিষ্ট, মহিয়সী ক্লিওপেট্রার পাশেই। আমি শুধু পুষ্পমাল্য ও রত্নখচিত উজ্জ্বল পোশাক পরিহিত সম্মানিত অতিথিদের সারির

দিকে তাকাতে লাগলাম। আগামী রাতে তাঁদের মধ্যের অনেককেই মারা হবে, সে সব হতভাগাদের দিকেও করুণার দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলাম।

সৌন্দর্যের অধীশ্বরী ক্লিওপেট্রা আমার সামনে উপবিষ্টা। মাঝরাতের ঝড়ের মত ও উদ্বেলিত বারিরাশির মত তাঁর সৌন্দর্য দর্শকদের মন পুলকিত করতে লাগলো। ক্লিওপেট্রা ঠোঁটে মদের পাত্র ঠেকিয়ে ভ্রূর উপরে ঝুলন্ত গোলাপের মালা নিয়ে খেলতে লাগলো। তাঁর ঐ সরু বক্ষে বিদ্ধ করার জন্য আমার জামার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছুরির কথা ভেবে আমি তাঁর দিকে তাকালাম। আমি বারংবার তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে ঘৃণা করতে চেষ্টা করলাম এবং তাঁকে মারতেই হবে একথা ভেবে আনন্দ করতে চেষ্টা করলাম—কিন্তু না পারলাম ঘৃণা করতে, না পারলাম আনন্দ করতে। তাঁর পিছনে আমার প্রতি সদাজাগ্রত ও সন্দিহান চোখ নিয়ে লাবন্যময়ী চারমিয়ন দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর ঐ নিরপরাধ মুখ দেখে কে বিশ্বাস করবে যে, যে সম্রাজ্ঞী তাকে এত ভালবাসেন তাঁকেই হত্যার ষড়যন্ত্রের বীজ সে-ই স্বহস্তে বপন করেছে! কে ভাবতে পারে যে তার এই বালিকাসুলভ কোমল বক্ষে এত মৃত্যুর রহস্য নিহিত ছিল! দেখে দেখে আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে পরলাম কারণ আমার সিংহাসনকে রক্তে রঞ্জিত করতেই হবে এবং কলুষতা দিয়েই দেশের কলুষ ধৌত করতে হবে। সেই মুহূর্তে নিজেকে আমার চাষীর মত মনে হ'ল, যে শস্য রোপণের সময় রোপণ কার্য করে আবার সময় হলেই দেখে দেখে সোনালী শস্য কাটে! হায়! আমাকে যে বীজ বপন করতে হয়েছে তা' মৃত্যুর বীজ! আর এখন তার লোহিত ফল ভোগ করার জন্য আমায় অপেক্ষা করতেই হবে!

ক্লিওপেট্রা তাঁর স্বভাবসুলভ মৃদু হাসিমাখা মুখে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন হারমাসিস, আপনি কি অসুস্থ? হে জ্যোতিষ মহাশয়, আপনার নক্ষত্ররাজির স্বর্ণ-সূত্র কি জট পাকিয়ে গেছে, না আবার কোন নতুন যাদুর ফন্দি আটছেন? বলুন এই ভোজসভায় আপনি এত বিমর্ষ কেন। আমি অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছি যে আমাদের মত অভাগা মেয়েদের থেকে আপনার দৃষ্টি অন্যত্র; তবুও কি আমায় বিশ্বাস করতে হবে যে শেষ পর্যন্ত প্রেমদেবী ইরোজ আপনাকে খুঁজে পেয়েছেন, হারমাসিস?"

আমি উত্তর দিলাম, "না মহারাণী, ওসব থেকে আমি দূরেই আছি। আমার মত নক্ষত্রের দাস কখনো মহিলাদের চোখের ক্ষুদ্ররশ্মির খবর রাখে না, আর তাতেই আমি সুখী।"

ক্লিওপেট্রা একথায় আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ ধ'রে আমার

মুখের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে রইলেন। ফলে আমার অলক্ষ্যেই আমার সমস্ত রক্ত উষ্ণভাবে আমার বক্ষে জমাট বাঁধতে লাগলো। তারপর তিনি এত নিচু গলায় কথা বললেন যে আমি ও চারমিয়ন ছাড়া আর কেউই শুনতে পেল না।

তিনি বললেন, "এত অহংকার ক'রো না মিশরীয় যুবক। তাহলে তুমি তোমার বিরুদ্ধে আমার যাদুবিদ্যা দেখাতে বাধ্য করবে হারমাসিস। তুচ্ছ বলে ঠেলে দেবে এটা কোন মেয়েই সহ্য করতে পারে না। এটা আমাদের জাতির প্রতি উপহাস বই কিছুই নয়, যদিও প্রকৃতিও আমাদেরে সসম্মানে মাথায় তুলে নেয়।" এই কথা বলে তিনি আবার তাঁর আসনে হেলান দিয়ে সঙ্গীতের মূর্ছনার মত মধুর স্বরে হাসতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ আমি পিছনে তাকিয়ে দেখলাম চারমিয়ন ঠোট কামড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখে বিদ্রূপাত্মক ক্রুদ্ধ চাহনি।

আমি শান্ত অথচ যথাসম্ভব রসালো ভাষায় বললাম, "ক্ষমা করবেন মিশর-সম্রাজ্ঞী। স্বর্গের সম্রাজ্ঞী চাঁদের কাছে নক্ষত্রও ম্লান হ'য়ে যায়।"

আমি চাঁদ সম্পর্কে একথা বললাম কারণ চাঁদ হ'ল পবিত্র মাতা আইসিসের নিদর্শন যাকে ক্লিওপেট্রা হিংসা করতেন এবং নিজেকে পৃথিবীতে আইসিস বলে প্রচার করতেন।

রাণী তাঁর শুভ্রহস্তে তালি বাজিয়ে বললেন, "চমৎকার বলেছেন। অদ্ভুত এই রসিক জ্যোতিষ, তিনি চমৎকার প্রশংসাবাক্য রচতে পারেন! না, এমন চমৎকার লোককে অযত্নে রাখলে প্রভু রুষ্ট হবেন। চারমিয়ন, আমার চুল থেকে এই গোলাপের মালা নিয়ে আমাদের হারমাসিসের মাথায় জড়িয়ে দাও। তিনি পছন্দ করুন আর নাই করুন, তাকে আমরা 'প্রেম-সম্রাট' বলে বরণ করবো।" চারমিয়ন রাণীর ভ্রূ থেকে গোলাপের মালা তুলে নিয়ে আমার কাছে এসে সহাস্যবদনে অথচ এমন কর্কশ হাতে মালাটি আমার মাথায় পরিয়ে দিল যে আমি বেশ আঘাত পেলাম। আমি তার এই ব্যবহারের কারণ বুঝলাম, রাণীর ইঙ্গিত সে বুঝতে পেরে আঘাত পেয়েছে। তথাপি সে মুখে হেসে ফিসফিস ক'রে বললো, "শুভলক্ষণ মহামান্য হারমাসিস।" চারমিয়ন প্রাপ্তবয়স্কা হ'লেও রাগান্বিতা ও ঈর্ষান্বিতা অবস্থায় সে বালিকাসুলভ ব্যবহার করতো।

ফুলগুলি এখনও কিন্তু রাণীর দেহের উষ্ণতা ও ঘ্রাণ বহন করছে, আমি নিঃসন্দেহে তা' অনুভব করলাম।

ফুলগুলি আমার মাথায় পরিয়ে দিয়ে চারমিয়ন ভদ্রতার খাতিরে মাথা নত করলো এবং কোমল অথচ বিদ্রূপাত্মক স্বরে গ্রীক ভাষায় বললো, "হারমাসিস, 'প্রেমের সম্রাট'।" তারপর ক্লিওপেট্রাও সহাস্যবদনে আমায় 'প্রেম-সম্রাট' বলে ঘোষণা করলেন। ব্যাপারটাকে কৌতুক মনে ক'রে সভাসদগণও আমায় 'প্রেম-সম্রাট'

বলে ঘোষণা করলো। কারণ আলেকজান্দ্রিয়ায় যারা মেয়েদের আয়ত্তের বাইরে থেকে সহজ জীবন যাপন করতো তাদের কেউই পছন্দ করতো না।

আমি কিন্তু হৃদয়ে চাপা ক্রোধ নিয়ে মুখে হাসি তুলে বসে রইলাম। আমি যথেষ্ট আত্মসচেতন ছিলাম; কিন্তু নিজেকে ক্লিওপেট্রার আত্মভোলা সভাসদ ও হাল্কা সুন্দরীদের কাছে খেল বস্তু ভেবে বিরক্ত হলাম। আমি প্রধানতঃ চারমিয়নের প্রতিই বেশী বিরক্ত হলাম কারণ সে-ই বেশী জোরে হাসছে। কারণ তখন পর্যন্ত আমি জানতাম না যে হাসি ও তিক্ততা দিয়েই হৃদয়ের ক্ষতকে আবৃত রাখা হয়।

চারমিয়ন বলেছে যে ঐ ফুলের মালা একটি শুভলক্ষণ এবং বাস্তবিকই তাই প্রমাণিত হ'ল, কারণ এটাই আমার অদৃষ্টের লিখন যে আমি স্বর্গ ও মর্ত্যের 'ডাবল মুকুটের' পরিবর্তে ভাবাবেগে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ফুলের মুকুট মাথায় পরবো যা' ফোটার আগেই শুকিয়ে যায় এবং সম্রাটের রাজকীয় আইভরির বিছানার পরিবর্তে বালিশ স্বরূপ গ্রহণ করবো এক ডাইনি নারীর স্তনযুগল।

হায়! বিদ্রূপের সাথে তারা আমায় 'প্রেম-সম্রাট' বলে ঘোষণা করলো! আর হাঁ, প্রকৃতই বিদ্রূপের সম্রাট! কিন্তু আমি কে? উত্তরাধিকারবলে ও জনগণের ইচ্ছানুসারে মিশরের সম্রাট! আমার মাথায় ঐ সুগন্ধি গোলাপ নিয়ে আবুদিসের সনাতন কক্ষগুলির কথা ও সেখানে বসে সম্রাট হিসাবে আমার অভিষেকের কথা ভাবতে লাগলাম! সেখানে প্রদত্ত অঙ্গীকার আমায় কালই কার্যকরী করতে হবে।

কিন্তু তবুও আমার মুখে হাসি! আর সহাস্য বদনেই তাদের কৌতুকের প্রত্যুত্তরে ধন্যবাদ জানালাম! তারপর রাণীর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নত ক'রে চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম।

তারপর আমি শুকতারার কথা স্মরণ করিয়ে বললাম, "শুকতারা উদীয়মান, সুতরাং সদ্য ঘোষিত প্রেমের সম্রাট হিসেবে আমায় এখনই 'প্রেমদেবী' শুকতারার কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেতে হবে।" কারণ এই বর্বরগুলি শুকতারাকে প্রেমদেবীবলে মানে।

তারপর সভাসদদের অট্টহাসির মাঝে আমি সভাকক্ষ থেকে বিদায় নিয়ে আমার পর্যবেক্ষণাগারে চলে এলাম। এসেই ঐ লজ্জাস্কর ফুলের মালা আমার যন্ত্রপাতির মাঝে নিক্ষেপ ক'রে নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের ভান করলাম। অনেক চিন্তা করতে করতে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম কারণ যাদেরে হত্যা করতে হবে তাদের সর্বশেষ তালিকা নিয়ে চারমিয়নের আসার কথা। সে ঐ দিনই বিকেলে এ ব্যাপারে সেপা মামার সাথে দেখা করেছিল।

অবশেষে ধীরে ধীরে দরজা খুললো। ভোজসভা থেকে বেরিয়েই চারমিয়ন সাদা পোশাকে ও নানাবিধ অলংকারে সজ্জিত অবস্থায় আমার কক্ষে প্রবেশ করলো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[হারমাসিসের কক্ষে ক্লিওপেট্রার আগমন ঃ চারমিয়নের রুমাল নিক্ষেপ ঃ নক্ষত্রের বিষয়ে আলোচনা ঃ এবং বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ ভৃত্য হারমাসিসকে ক্লিওপেট্রার যৌতুক দান।]

চারমিয়নকে বললাম, "শেষ পর্যন্ত তুমি এলে, চারমিয়ন; যথেষ্ট দেরী হ'য়ে গেছে কিন্তু!"

চারমিয়ন বললো, "হাঁ মহারাজ, কোন ক্রমেই ক্লিওপেট্রার চোখ এড়িয়ে এতক্ষণ আসতে পারিনি। তাঁর মেজাজ কেন যেন আজ রুক্ষ। জানি না এ কিসের আলামত। অদ্ভুত খেয়াল ও উদ্ভট কল্পনা আলোকরশ্মির মত বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বিপরীত বায়ু গ্রীষ্মের সমুদ্রে প্রবাহিত হচ্ছে। আমি আজ তাঁর মনোভাবই বুঝতে পারছি না।"

আমি বললাম, "বেশ বেশ, ক্লিওপেট্রার বিষয়ে যথেষ্ট হয়েছে। তুমি কি মামার সাথে দেখা করেছো?"

"হাঁ রাজাধিরাজ হারমাসিস।"

"আর সর্বশেষ তালিকাগুলি কি নিয়ে এসেছো?"

"হাঁ, এই নিন" বলে সে তার বক্ষাবরণীর ভিতর থেকে কতগুলি তালিকা বের ক'রে বললো, "ক্লিওপেট্রাকে হত্যা ক'রে যাদেরে মারতেই হবে তাদের তালিকা এই। তাদের মধ্যে আছে সেই ফরাসী বৃদ্ধ ব্রুনাস। সে আমাদের বন্ধু, তাই তার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু তবুও তাকে মরতেই হবে। তালিকাটি কিন্তু বেশ বড়।"

আমি বললাম, "সত্যিই, কারণ হিসাব লেখার সময় কেউ কোন দফাই বাদ দেয় না। তাই আমাদের হিসাব বেশ লম্বা। যা' করার তা' করতেই হবে।"

"বন্ধু বা অনিশ্চিত বলে যাদেরে রেহাই দেওয়া হবে তাদের তালিকা এই নিন। আর ক্লিওপেট্রার মৃত্যু খবর নিয়ে দূত পৌঁছা মাত্র যে সব শহরে বিদ্রোহ আরম্ভ হবে সে সব শহরের তালিকা এই।" বলে চারমিয়ন দু'টি তালিকা আমার হাতে দিল।

"বেশ, তারপর—" বলে একটু থেমে আবার আমি বললাম, "তারপর

ক্লিওপেট্রাকে হত্যার বিস্তারিত পদ্ধতি। এ ব্যাপারে তোমরা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছো? তাঁকে কি আমার নিজ হাতেই মারতে হবে?"

"হাঁ প্রভু।" চারমিয়নের কণ্ঠস্বরে আমি সেই তিক্ততা স্পষ্ট অনুভব করলাম। সে বলেই চললো, "নিশ্চয়ই সম্রাট স্বহস্তে এই অবৈধ রাণী ও বেশ্যা রমণীর হাত থেকে এ দেশকে মুক্ত ক'রে মিশরের গলার ফাঁস এক আঘাতে ছিন্ন ক'রে আনন্দিত হবেন।"

আমি বললাম, "একথা এভাবে বলোনা বালিকা। তুমি নিশ্চয়ই জান যে আমি আনন্দ করি না, বরং নিশ্চিত প্রয়োজনের তাগিদে এবং প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যই আমি এ কাজে অগ্রসর হচ্ছি। তবুও তাঁকে কি বিষ প্রয়োগ করা যায় না? অথবা খোজাদের কাউকে প্রলুব্ধ ক'রে তাঁকে হত্যা করানো যায় না? এই হত্যাকাণ্ডে আমার মন মোটেই এগুচ্ছে না। তাঁর শত পাপ সত্ত্বেও আমি বলবো যে চক্রান্ত ক'রে তাঁকে হত্যা করার বিষয়ে তোমার এমন হাল্কাভাবে কথা বলা উচিত না কারণ তিনি তোমায় খুব ভালবাসেন।"

"যে ছুরিকা ক্লিওপেট্রার জীবনসূত্র ছিন্ন করবে সেই ছুরিকাঘাতের গুরুত্ব ভুলে গিয়ে সম্রাট নিশ্চয়ই অতিমাত্রায় দয়ালু হ'য়ে পড়েছেন। শুনুন হারমাসিস। স্বয়ং আপনাকেই এ কাজ করতে হবে এবং একাকীই করতে হবে। আমার হস্ত সবল হ'লে আমি নিজেই এ কাজ করতাম কিন্তু আমার হাত সবল নয়। বিষ প্রয়োগ অসম্ভব কারণ তাঁর খাদ্য ও পানীয়ের প্রত্যেকটি কণা ও বিন্দুই পৃথক পৃথক তিনজন পরীক্ষক পরীক্ষা করে, আর তাদের কাউকেই হাত করা যাবে না। তাছাড়া প্রহরীদের মধ্যের কোন খোজাকেই বিশ্বাস করা যাবে না। তাদের দু'জন অবশ্য আমাদের পক্ষে আছে কিন্তু তৃতীয় খোজাটিকে পক্ষে আনা সম্ভব নয়। তাকে পরে হত্যা করতে হবে, যখন এত লোকই মরবে তখন একটা খোজাকে মারলে এমন কি এসে যায়? তাহ'লে তাই হবে। কাল রাতে, মধ্যরাতের তিনঘণ্টা আগেই আপনি এ যুদ্ধের অন্তিম পূর্বাভাস দেবেন। আপনি কথামত সীলমোহর নিয়ে আমার সাথে নেমে এসে বাইরের কক্ষে যাবেন, কারণ যোদ্ধাদের প্রতি নির্দেশ নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ভোর রাতেই নৌকা ছাড়বে। সেই কক্ষে আপনি একাকী ক্লিওপেট্রার কাছে নক্ষত্রের গতিবিধির অর্থ প্রকাশ করবেন কারণ তিনি তো চাচ্ছেন যে এসব বিষয় যেন সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত দ্রব্যের মত গোপন থাকে। এবং রাণী যখন পাপিরাস পত্রের উপরে ঝুঁকে পরবেন তখন আপনি পিছন থেকে তাঁকে এমনভাবে ছুরি দিয়ে আঘাত করবেন যেন তিনি মারা যান; কিন্তু সাবধান, আপনার মন ও হাত যেন আপনাকে

নিরাশ না করে। ঐ কাজ খুবই সহজ হবে এবং কার্যসমাপনান্তে আপনি মোহর সংগ্রহ ক'রে খোজার কাছে চ'লে আসবেন কারণ অন্য খোজারা মোহর চাইবে। এর মধ্যে কোনরূপ গোলমালের সম্ভাবনা নেই কারণ খোজা রাণীর ব্যক্তিগত কক্ষে ঢোকার সাহস পাবে না ও মরার শব্দও অতদূরে যাবে না। কিন্তু কোনওক্রমে যদি কোন অসুবিধা হয়ই তাহ'লে আপনি খোজাকেও হত্যা করবেন। আমি তখন আপনার কাছে যাবো। তারপর আমরা দু'জনে পলাসের কাছে যাবো। সে যাতে মাতাল বা পিছপা না হয় সে ভার আমার উপরে কারণ তাকে কাজে খাটানোর ঔষধ আমি জানি। পলাস ও তার সঙ্গীরা পার্শ্ববর্তী দরজা খুলে দেবে এবং বাইরে অপেক্ষমান মামা সেপা ও বাছাই করা পাঁচশত যোদ্ধা প্রাসাদে প্রবেশ করবে। তারা ঘুমন্ত সৈন্যদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরে হত্যা করবে। কাজটা নেহায়েতই সহজ। সুতরাং আত্মবিশ্বাস রেখে মহিলাসুলভ কোন চিন্তা যাতে মনে না আসে সেই চেষ্টা করবেন। এই ছুরিকার আঘাত বিরাট কিছু নয়, তথাপি এরই উপরে মিশর তথা সমগ্র বিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।"

আমি বললাম, "চুপ, একি! একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে!"

চারমিয়ন দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে দীর্ঘ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের দিকে তাকিয়ে শুনতে লাগলো। মুহূর্তের মধ্যেই সে ফিরে এসে ঠোঁটের উপরে তর্জনী তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, "রাণী আসছেন, রাণী একাকী সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে এদিকে আসছেন। আমি শুনেছি তিনি দাসী ইরাসকে চলে যেতে বলেছেন। এই নিভৃতে আপনার কাছে আমি এ সময়ে রাণীর চোখে পড়লে আর উপায় নেই। একটা অস্বাভাবিক দৃশ্যের অবতারণা হবে এবং তিনি সন্দেহ করতে পারেন। তিনি এ সময়ে এখানে কি চান? আর আমি এখন কোথায় লুকাতে পারি?"

চতুর্দিকে তাকিয়ে কক্ষটির অপর প্রান্তে আমি একটি ভারী পর্দা ঝুলানো দেখলাম। উহা দেয়ালের সাথে লাগিয়ে আমার যন্ত্রপাতি ও কাগজপত্র রাখার জন্য ব্যবহার করতাম। চারমিয়নকে ঐ পর্দা দেখিয়ে বললাম, "দ্রুত ওখানে যাও।" সাথে সাথে সে পর্দার আড়ালে গেল, আর ঝুলন্ত পর্দা তাকে আড়াল করলো। আমি তখন নির্দিষ্ট ছুরিকাখানি কোমরের কাপড়ের অভ্যন্তরে লুকিয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় রহস্যময় লেখা পড়তে আরম্ভ করলাম। শীঘ্রই আমি বারান্দায় মহিলাসুলভ পদচারণা ও পরে দরজায় মৃদু করাঘাত শুনতে পেলাম।

তখন আমি বললাম, "যে-ই হোন না কেন, ভিতরে আসুন।"

দরজা খুলে গেল ও সাথে সাথে রাজকীয় বেশে রাণী প্রবেশ করলেন। তাঁর কালো চুল ঘাড়ের উপরে ও রাজপ্রতীক স্বর্ণনির্মিত সর্প তাঁর ভ্রুর উপরে।

ক্লিওপেট্রা হাঁপাতে হাঁপাতে একটি সোফায় বসতে বসতে বললেন, "সত্যি বলতে কি হারমাসিস, স্বর্গের সোপান বেয়ে ওঠা যথেষ্ট কঠিন। ওহ্, আমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, কারণ সিঁড়ির ধাপ অসংখ্য। তবুও আমার জ্যোতিষীর কার্যপ্রণালী দেখার ইচ্ছা আমার প্রবল হয়েছিল।"

তাঁর সামনে মাথানত ক'রে আমি বললাম, "আমি অত্যধিক সম্মানিত বোধ করছি হে সম্রাজ্ঞী।"

"তাই কি সত্যি ? কিন্তু তথাপিও তোমার মলিন মুখে একপ্রকারের রাগত চাহনি দেখা যাচ্ছে—হারমাসিস, তুমি এই শুষ্ক কাজের জন্য উপযুক্ত নও, তুমি এখনও বালকমাত্র এবং অতিশয় সুন্দর। একি ! তুমি আমার গোলাপের মালা ঐ ধুলিময় যন্ত্রের মাঝে নিক্ষেপ করেছো ! সম্রাটরাও সানন্দে ঐ মালার পরিবর্তে এমনকি তাঁদের মুকুট পর্যন্ত দিতে রাজী হ'তো হারমাসিস ! কিন্তু—দাঁড়াও, ওটা কি ? আইসিসের নামে শপথ ক'রে বলছি, ওটা মেয়েলোকের রুমাল ! শুধু তাই নয়, প্রিয় হারমাসিস ! কি ক'রে ওটা এখানে এলো ? আমাদের তুচ্ছ রুমালও কি তাহলে তোমার এই উচ্চ পেশার অঙ্গ ? ওহ্, ধিক্ ! ধিক্ ! তাহলে সত্যিই কি তোমায় আমি ধরেছি ? তুমি কি তাহলে সত্যিই একটি শৃগাল ?"

"না, সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা, না !" বলে আমি ঘুরলাম কারণ চারমিয়নের গলা থেকে পতিত রুমালখানি সত্যিই খুব খারাপভাবে পড়েছিল। তারপর আবার বললাম, "কিভাবে এই অকিঞ্চিৎকর বস্তু এখানে এসেছে সত্যিই তা আমি জানি না। সম্ভবতঃ কক্ষের কোনও পরিচারিকা ভুলে ফেলে গেছে।"

তিনি শুষ্কভাবে "তাই হবে, ওহ্ তাই হবে" বললেন। কিন্তু তবুও তরঙ্গায়িত প্রবাহিনীর মত হাসতে লাগলেন। তিনি আরও বললেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই সেই দাসীদের এরকম রুমাল আছে যার দাম দাসীর গায়ের ওজনের দ্বিগুণ স্বর্ণের দামের সমান এবং সর্বোৎকৃষ্ট রেশমে তৈরী, তাছাড়া এতে নানা রঙের বুটি তোলা। এমনকি আমিও এ রুমাল ধারণ করতে লজ্জা বোধ করবো না ! সত্যি বলতে কি, রুমালটা যেন আমার পরিচিত মনে হচ্ছে।" এবং এই কথা বলেই তিনি রুমালটি তাঁর গলায় জড়িয়ে কোণের ভাঁজগুলি সোজা করতে লাগলেন। তারপর আবার বললেন, "কিন্তু মনে হচ্ছে আমার এই ক্ষুদ্র বক্ষে তোমার প্রিয়পাত্রীর রুমাল থাকবে তা' তোমার কাছে খারাপ লাগছে। নাও হারমাসিস, এটা নিয়ে তোমার বক্ষে লুকিয়ে রাখো। না, বক্ষে নয়, হৃদয়ে লুকাও।"

এই তর্কের বস্তু রুমালটিকে হাতে নিয়ে তখন আমি এমন সব বাক্য উচ্চারণ করলাম যা' ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তারপর যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি নক্ষত্র অবলোকন করতাম সেখানে গিয়ে রুমালটিকে বলের মত পাকিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করলাম। কিন্তু আমার এ কাজ দেখে সুন্দরী সম্রাজ্ঞী আবার হাসলেন।

রানী চিৎকার ক'রে বললেন, "না, না, ভেবে দেখো। এই প্রীতি উপহার এভাবে নিক্ষিপ্ত হ'তে দেখলে মহিলাটি কি ভাববে? হারমাসিস, হয়ত তুমি আমার ঐ গোলাপের মালাটি নিয়েও ঠিক এমনটাই করেছো। দেখো, গোলাপের পাপড়িগুলি শুকিয়ে গেছে, এটাও নিক্ষেপ করো।" বলে তিনি মালাটি তুলে আমার হাতে দিলেন।

মুহূর্তের জন্য আমি এমন উত্যক্ত হলাম যে মনে হ'ল আমি রাণীর কথামত গোলাপের মালাটিও রুমালটির মত নিক্ষেপ করি। কিন্তু আমি তা' না ক'রে ভালই করলাম।

আমি কোমল স্বরে বললাম, "না না, এ মালা মহারাণীর উপহার। এটা নিশ্চয়ই আমার কাছে থাকবে।" আমার একথার সাথে সাথে দেখলাম পর্দা কেঁপে উঠলো। আমার এই সোজা ক'টি কথার জন্য পরবর্তী অনেক রাতেই আমি অনুশোচনা করেছি।

আমার দিকে অদ্ভুত নয়নে তাকিয়ে রাণী বললেন, "এই দয়ার জন্য 'প্রেম-সম্রাট'কে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাতেই হবে। এখন রসিকতা ছেড়ে ঐ বারান্দায় চলো এবং তোমার ঐ নক্ষত্রের রহস্যের কথা আমায় বলো। ঐ নক্ষত্র-গুলিকে আমি সবসময়ই পছন্দ করি; ওগুলি কত নির্মল, উজ্জ্বল আর আমাদের এই কলুষময় পৃথিবী থেকে কত দূরে! যখনই আমি ঐ নক্ষত্রের দিকে, ঐ মিষ্টি নয়না আকাশের দিকে তাকাই, তখনই ঐ নক্ষত্রের দেশে রাতে অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের বুকে পাথর হ'য়ে আমার ক্ষুদ্র স্বকীয়তা ভুলে থাকতে ইচ্ছা জাগে। কে বলতে পারে যে আমার এই ইচ্ছা পূরণ হবে না হারমাসিস? সম্ভবতঃ নক্ষত্ররাজি আমাদের মূলে গ্রথিত হ'য়ে তাদের ঘূর্ণনের সাথে সাথে প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী আমাদের ভাগ্য নিরূপণ করে। যে ব্যক্তি নক্ষত্রে পরিণত হয়েছিল তাঁর সম্বন্ধে গ্রীক পুরাণে কি বর্ণিত আছে? সম্ভবতঃ তা সত্যি কারণ ঐ ক্ষুদ্র প্রভাই হয়ত আমাদের আত্মা, কিন্তু তা' হয়ত আরও বেশী নির্মল ও উজ্জ্বল এবং তাদের মাতৃ-সদৃশ পৃথিবীকে উজ্জ্বলতর করার জন্য ভাল জায়গায় অবস্থান করছে। ওগুলি হয়ত বা স্বর্গের চূড়ায় ঝুলন্ত বাতি, এবং রাতের পর রাত হয়ত

স্বর্গের কোনও দেবতা তাঁর তমশাসদৃশ পাখা দিয়ে তাঁর অমর অগ্নিতে স্পর্শ করান, আর প্রতিউত্তরে বাতিগুলি প্রজ্বলিত হয়। আমার জ্ঞান নগণ্য, তাই-ওহে কর্মচারী—তোমার জ্ঞানভাণ্ডার থেকে এ রহস্য সম্বন্ধে আমায় জ্ঞানদান করো। জ্ঞানহীনা হলেও আমার হৃদয় বিশাল এবং উপযুক্ত শিক্ষক পেলে আমার হৃদয় আমি জ্ঞানে পূর্ণ করতে পারবো, কারণ আমার বোঝার ক্ষমতা আছে।"

অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আলোচ্য বিষয় পেয়ে আমি খুশী হলাম। তাছাড়া ক্লিওপেট্রার যে বড় কিছু চিন্তার অবকাশ আছে একথা জেনে আনন্দের সাথে আমি ন্যায়সঙ্গত অনেক কিছু তাঁকে বললাম। তাঁকে বললাম যে, আকাশ একটি তরল স্তূপ এবং পৃথিবীকে বেষ্টন ক'রে আছে, উহা স্থিতি স্থাপক স্তম্ভের উপরে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান, উপরে স্বর্গীয় মহাসাগর "নট", তাতে গ্রহ-নক্ষত্র জাহাজের মত ভাসতে ভাসতে উহাদের উজ্জ্বল পথে আবর্তিত হচ্ছে। তাঁকে আমি আরও অনেক কিছু বললাম। তার মধ্যে নির্দিষ্ট ও সনাতন আলোকবৃত্তের অবস্থানের কথা, শুকতারার কথা—যাকে ভোর-রাতে 'দোনাউ' ও সন্ধ্যারাতে 'বোনাউ' বলা হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। যতক্ষণ ধরে আমি বক্তৃতা করেছি ততক্ষণ ক্লিওপেট্রা হাঁটুর উপরে দু'হাত রেখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন।

হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "ওহে, তাই বুঝি ভেনাস গ্রহকে সন্ধ্যা ও শেষরাতে উভয় সময়ই দেখা যায়! তবে সত্যি বলতে কি, ভেনাস সর্বত্রই বিদ্যমান, যদিও সে রাত্রিই ভালবাসে। কিন্তু তোমার সাথে ল্যাটিন ভাষায় কথা বলাটা হয়ত তুমি পছন্দ করছো না। তাই এসো আমরা খেমদেশের প্রাচীন ভাষায় কথা বলি। এ ভাষা আমি ভাল জানি এবং মনে রেখো রোমানদের মধ্যে এভাষা আমিই একমাত্র জানি।" এইবার তিনি আমার মাতৃভাষার কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর কথায় কিছুটা বিদেশী ভঙ্গী থাকায় আরও বেশী মধুর মনে হ'ল।

তিনি বললেন, "নক্ষত্রের বিষয়ে আর থাক, যথেষ্ট হয়েছে। ওদের বিষয়ে সবকিছু বলা হ'য়ে গেলেও নক্ষত্ররাজি খামখেয়ালীই থেকে যায়, আর, এমনকি, তারা তোমার অথবা আমার অথবা আমাদের দু'জনের জন্য এই মুহূর্তেই হয়ত কোনও অমঙ্গল ধারণ ক'রে আছে। তোমার মুখে নক্ষত্রের বিষয়ে বক্তৃতা শুনতে আমি ভালবাসি তা নয়, তুমি যখন নক্ষত্রের বিষয়ে কথা বলো তখন তুমি স্বকীয়তায় ফিরে যাও আর যে সব চিন্তা-ভাবনা তোমার মুখাবয়ব সব সময় মলিন রাখে সে সব চিন্তাও তখন দূর

হ'য়ে যায়। হারমাসিস, এই শুষ্ক ব্যবসায়ের জন্য তুমি উপযুক্ত নও, তুমি নেহায়েত বালক মাত্র; আমার ইচ্ছা হচ্ছে তোমার জন্য আমি এর চেয়ে কোনও ভাল কাজ দেই। যৌবন একবারই আসে। এই গভীর চিন্তার মধ্যে তা কেন অযথা নষ্ট করছো ? আমরা যখন অকর্মণ্য হ'য়ে যাবো তখনইতো চিন্তা করার সময়। আমায় বলো হারমাসিস, তোমার বয়স কত ?

আমি বললাম, "এক কুড়ি ছয় বছর, মহারাণী। কারণ আমি গ্রীষ্মকালের প্রথম মাসের তৃতীয় দিনে জন্মেছি।"

তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, "তা হলে তো তোমার আর আমার বয়সে একদিনও প্রভেদ নেই কারণ আমার বয়সও এক কুড়ি ছয় বছর এবং আমিও গ্রীষ্মকালের পহেলা মাসের তৃতীয় দিনে জন্মেছি। তাহলে বলা চলে যে তোমার ও আমার জন্মদাতাদের লজ্জার কিছুই নেই কারণ আমি যদি মিশরের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা হই, তাহলে আমার মনে হচ্ছে যে, মিশরে তোমার চেয়ে বেশী সুন্দর ও শক্তিশালী আর কেউ নেই, আর হাঁ, তোমার চেয়ে জ্ঞানীও আর কেউ নেই। আর একই দিনে জন্মগ্রহণ করায় এ কথাই বোঝায় যে তুমি আর আমি একই কাজে নিয়োজিত হওয়ার জন্যই জন্মেছি, আমি মহারাণী হিসাবে এবং তুমি, হারমাসিস, হয়ত আমার সিংহাসনের কোনও প্রধান স্তম্ভ হওয়ার জন্যই জন্মেছো। আমরা উভয়েই একে অপরের মঙ্গলের জন্য কাজ করতেই জন্মেছি।"

উপরের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, "হয়ত বা একে অপরের শত্রু হয়েই জন্মেছি।"

তাঁর মধুর বাণী আমার কর্ণে সঙ্গীতের মত বাজতে লাগলো। ফলে আমার মুখমণ্ডল উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠলো। তিনি আমার মুখ প্রদীপ্ত দেখতেই ভালবাসেন, তাই আমিও অত্যধিক আনন্দমুখর হ'য়ে উঠলাম।

রাণী বললেন, 'না, না, কখনো শত্রুতার কথা বলোনা। হারমাসিস, আমার কাছে এখানে বসো। আমরা কথা বলি। কিন্তু রাণী ও প্রজা হিসেবে নয়, বন্ধুর পার্শ্বে বন্ধু যেভাবে বসে সেভাবে বসো। ভোজনালয়ে তুমি আমার প্রতি রাগ করেছিলে কারণ গোলাপের মালা দিয়ে আমি তোমায় বিদ্রূপ করেছিলাম, তাই না ? কিন্তু না, বিদ্রূপ করিনি, নিছক কৌতুক করেছি। তুমি যদি জানতে কত ভারী ও ক্লান্তিকর এই রাজাদের কাজ, তাহলে তুমি আমার সাথে রাগ করতে না কারণ কৌতুকের সাহায্যে আমি একঘেয়েমি দূর করার চেষ্টা করি মাত্র। ওহ, ঐ ঐশ্বর্যশালী ঘাড় উঁচু, রাজপুত ও মর্যাদাসম্পন্ন রোমানরা আমায় অতিষ্ঠ ক'রে তুলছে। আমার সামনে তারা

আমারই বশ্যতা স্বীকার করে কিন্তু পিছনে তারা আমায় বিদ্রূপ করে এবং তাদের সাম্রাজ্য ও বীরদের ভৃত্য বলে ঘোষণা করে, যেন ভাগ্যচক্রে আবর্তনের সাথে সাথে এক একটি জাগে আর এক একটি পতিত হয়। তাদের মধ্যের একটাও মানুষ না—শুধু গর্দভ, পরগাছা ও সাক্ষীগোপাল—কখনো তাদের মধ্যে একটা মানুষ পাবে না কারণ তাদের ভীরু খড়্গ দিয়ে তারা সিজারকে মেরেছে—যে সিজারের সামনে সমগ্র বিশ্ব সশস্ত্র হয়েও কাবু করতে পারেনি। আর আমি ওদের একজনকে অপরের বিরুদ্ধে লাগাবোই, কারণ এভাবেই আমি তাদের কুক্ষিগত হওয়া থেকে বাঁচতে পারবো। আর তার পুরস্কার হিসেবে কি পাবো ? কেন, সবাই যে আমার কুৎসা রটায় এটাই তো আমার পুরস্কার; আর একথাও আমি জানি যে আমার প্রজারাও আমায় ঘৃণা করে। হাঁ, আমি একথাও জানি যে মেয়েলোক হলেও তারা সুযোগ পেলেই আমায় খুন করবে !"

হাত দিয়ে চোখ ঢেকে তিনি থামলেন। ভালই হ'ল কারণ তাঁর কথায় আমি তার পার্শ্বে বসেই কেঁপে উঠলাম।

তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, "তারা আমায় খারাপ মনে করে। আমি একথা জানি। এবং তারা আমায় ব্যাভিচারিণী বলে, অবশ্য আমি গোপনীয় কাজ একবারই করেছি—পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী লোককে ভালবেসেছিলাম—ভালবাসার স্পর্শে তখন সত্যিই আমার ভাবাবেগ প্রজ্বলিত হয়েছিল এবং পূতবহ্নিতে জ্বলেও গিয়েছিল। এই শত্রু ভাবাপন্ন আলেকজান্দ্রিয়াবাসীরা বলে যে আমিই টমেলীকে বিষ খাইয়েছিলাম। আমার ভাইকে জোর করে রোমান গণপরিষদ অতি অসাধারণভাবে আমার উপরে স্বামী হিসেবে চাপিয়ে দিত ! কিন্তু একথা মিথ্যা; সে জ্বরে অসুস্থ হ'য়ে মারা গেছে। তদুপরি তারা বলে যে, আমার বোন আরসিনোকেও আমি হত্যা করতাম, অবশ্য সত্যিকার ভাবে আরসিনোই আমায় হত্যা করতো। কিন্তু একথাও মিথ্যা ! যদিও সে আমার কাছে কিছুই না তবুও বোন হিসেবে তাকে আমি ভালবাসি। সত্যিই সবাই তারা আমায় মন্দ বলে, অকারণেই মন্দ বলে; এমনকি, হারমাসিস, তুমিও তো আমায় মন্দ ভাবো।"

একটু থেমে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, "ওহ হারমাসিস ! এসব কথা বিবেচনা করার আগে ঈর্ষা কি জিনিস তা' মনে রেখো। এই কুৎসিৎ মানসিক রোগ ক্ষুদ্র বিষয়ে রক্তচক্ষুর সৃষ্টি করে আর সবকিছুই বিষাদময় ক'রে তোলে, মঙ্গলের বহিপ্রকাশকে অমঙ্গলে পর্যবসিত করে এবং সতীর নির্মল পবিত্র মনকে কলুষিত দেখতে প্ররোচিত করে। চিন্তা ক'রে

দেখো হারমাসিস, কি বিষাক্ত এই রোগ; ঐ হা ক'রে তাকিয়ে থাকা বদমাশের দল এই রোগে ভুগছে, তারা তোমার সৌভাগ্য ও জ্ঞান-গরিমার জন্য তোমায় ঘৃণা করে; তারা দাঁত কিড়মিড় করে এবং তাদের স্বকীয় অজ্ঞতার মধ্যে থেকে মিথ্যা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে, আর তাদের ঐ অজ্ঞতার গণ্ডী থেকে উর্ধ্বে উড্ডয়নের সাধ্য তাদের নেই। তাদের একমাত্র কাম্য হ'ল তোমার মহত্বকে টেনে ধুলা ও তাদের নিজেদের নির্বুদ্ধিতার সমপর্যায়ে আনা।"

তিনি বলেই চললেন, "কাজেই তাড়াহুড়া ক'রে মহৎ লোকদের সম্বন্ধে খারাপ ভেবো না, তাঁদের প্রত্যেকটি কাজ ও কথায় ত্রুটি ধরার জন্য লক্ষ লক্ষ ক্রুদ্ধ জনতা সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং তাঁদের সামান্যতম ভুল সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে তাঁদের পাপকাহিনীতে ধরা প্রকম্পিত হয়। 'নিশ্চয়ই সত্যি' একথা না বলে বরং বলো 'এটা কি অন্য কিছু হ'তে পারে না? আমরা কি সত্যিই সত্য শুনেছি? তিনি কি এ কাজ স্বেচ্ছায় করেছেন?' শান্তভাবে বিবেচনা করো হারমাসিস! আমার স্থানে যদি তুমি হ'তে তাহলে নিজের সম্বন্ধে যেভাবে বিচার করতে সেভাবেই আমাকে বিচার করো। মনে রেখো, কোন সম্রাজ্ঞীই মুক্ত নন। যে লৌহগ্রন্থে ইতিহাস লেখা হয় সে গ্রন্থের রাজনৈতিক হুলের সৌন্দর্যের কাছেই তাঁরা মুক্ত। ওহে হারমাসিস, তুমি আমার সাথে বন্ধুত্ব করো, আমার বন্ধু ও মন্ত্রণা-দাতা হও! আমার বন্ধু হও যাতে সত্যিকারভাবে আমি তোমায় বিশ্বাস করতে পারি! কারণ এই বিশাল জনবহুল দরবারে আমি নিতান্তই একাকিনী, এমনকি, এই দরবারের বারান্দায় যারা থাকে তাদের চেয়েও একাকিনী! কিন্তু তোমায় আমি বিশ্বাস করি, তোমার ঐ শান্ত আঁখি-যুগলে বিশ্বস্ততার ছাপ আছে, তোমায় উচ্চে তোলার ইচ্ছা আমার প্রবল, হারমাসিস। আমি আর আমার মানসিক নিঃসঙ্গতা সহ্য করতে পারছি না —এমন একজনকে আমার পেতেই হবে যার সাথে আমি অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করতে পারি এবং খোলা মনে কথা বলতে পারি। আমার দোষ আছে আমি তা' জানি; তথাপি আমি তোমার বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্যা নই। মন্দ বীজের মধ্যেও ভাত শষ্যকণা থাকে। বলো হারমাসিস তুমি কি আমার নিঃসঙ্গতার সহানুভূতি দেখিয়ে এমন লোকের সাথে বন্ধুত্ব করবে যার প্রিয়পাত্র আছে, সভাসদ আছে, ভৃত্য আছে, নির্ভরশীল লোক আছে এত অসংখ্য যে গণনা করা যায় না, কিন্তু একজনও বন্ধু নেই?"

তিনি আমার গায়ে ঝুঁকে পড়ে হাল্কাভাবে আমায় স্পর্শ ক'রে তাঁর যাদু-ময় নীল চোখ দিয়ে আগ্রহভরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি অভিভূত হ'য়ে পড়লাম; আগামী রাতের কথা মনে দোলা দিতে লাগলো এবং লজ্জা ও বিষাদ আমায় কষাঘাত করতে লাগলো। আমি হবো তাঁর বন্ধু! আমার গুপ্ত ঘাতকী ছুরি আমার বক্ষবস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত, আর আমিই কিনা হবো তাঁর বন্ধু। আমি মাথা নত করলাম। আমার বক্ষ থেকে আর্তনাদধ্বনি না গোঙড়ানী নিঃসারিত হ'ল জানি না।

তাঁর অনাহূত অনুগ্রহে আমি অতিমাত্রায় অভিভূত হয়েছি মনে ক'রে ক্লিওপেট্রা মিষ্টিভাবে হেসে বললেন, ''রাত অধিক হ'য়ে যাচ্ছে, বন্ধু হার-মাসিস, কাল রাতে তুমি যখন ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আসবে তখন কথা বলবো এবং তখনই তোমার উত্তর দেবে।''

তারপর তিনি চুম্বন করতে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি কি করছি না জেনেই তার হাত চুম্বন করলাম। পরমুহূর্তে তিনি চলে গেলেন।

কিন্তু আমি ঘুমন্ত লোকের মত তাঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[চারমিয়নের ঈর্ষা ও তিরস্কার ঃ হারমাসিসের অট্টহাসি ঃ রক্তস্বাক্ষরিত দলিল প্রস্তুতকরণ ঃ এবং আতোয়ার বাণী।]

রাণীর চলে যাওয়ার পরে আমি গভীর চিন্তামগ্ন ও নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই অবস্থায় কেন জানি না আমি ঐ গোলাপের মালাটি হাতে নিয়ে একান্ত ভাবে উহার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কতক্ষণ এইভাবে অভিভূতের মত দাঁড়িয়েছিলাম জানি না, কিন্তু হঠাৎ চোখ তুলতেই দেখলাম চারমিয়ন সামনে দাঁড়ানো। তার কথা আমি সম্পূর্ণভাবে ভুলেই গিয়েছিলাম। সেই মুহূর্তে তার প্রতি আমার মোটেই খেয়াল ছিল না, কিন্তু ভাসাভাসা যেটুকু চোখে পড়েছে তাতে মনে হ'ল সে ক্রোধে আরক্তিম অবস্থায় মেঝেতে পদাঘাত করছিল।

আমি বললাম, "ওহো চারমিয়ন, তুমি! তোমার কি হয়েছে? এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কি তোমার পায়ে খিল ধরেছে? ক্লিওপেট্রা যখন আমায় নিয়ে বারান্দায় গিয়েছিলেন, তখন তুমি চলে গেলে না কেন?"

সে একটা ক্রুদ্ধ চাহনি দিয়ে প্রশ্ন করলো, 'আমার রুমাল কোথায়? আমার রত্নখচিত রুমালখানি পড়ে গিয়েছিল।"

আমি বললাম, "তোমার রুমাল? কেন, তুমি কি দেখনি? ক্লিওপেট্রা তোমার রুমাল নিয়ে আমায় বিদ্রূপ করেছিলেন। তাই আমি ওটাকে বারান্দা থেকে বাইরে নিক্ষেপ করেছি।"

সে বললো, "হাঁ আমি দেখেছি, খুব ভালভাবেই দেখেছি। তুমি আমার রুমাল ফেলে দিয়েছো কিন্তু সেই গোলাপের মালা? তাতো তুমি ফেলে দাওনি? ওটা কিনা একান্তই 'রাণীর উপহার'। সুতরাং মহারাজ হারমাসিস, আইসিসের উপাসক, প্রভুদের প্রিয়পাত্র, মুকুটধারী সম্রাট এবং খেমের মঙ্গলের জন্য প্রতিজ্ঞ হারমাসিস, আপনি আদরের সাথে ঐ গোলাপের মালা সাথে রেখেছেন, আর আমার রুমালটা রাণীর—ঐ তুচ্ছ রাণীর—বিদ্রূপের বস্তু হয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।"

তার তিক্ত কথায় বিস্মিত হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি বলতে চাও? তোমার কথার অর্থ আমার বোধগম্য হচ্ছে না।"

সে এমনভাবে মাথা ঝাকড়িয়ে কথা বললো যে তার গলার শ্বেত রেখাগুলি দেখা গেল। সে বললো, "আমি কি বলতে চাই? না, আমি কিছুই

বলতে চাই না, অথবা আমি সবকিছুই বলতে চাই, তোমার যা' ইচ্ছা তাই ভাবতে পারো। আমি কি বলতে চাই তা কি তুমি জানতে চাও হারমাসিস? তুমিতো আমার ফুফাতো ভাই এবং প্রভু।"

কড়া অথচ নিচু গলায় চারমিয়ন বলেই চললো, "তাহলে বলছি, তুমি নিকৃষ্টতম অন্যায়ের পথে যাচ্ছো। এই ক্লিওপেট্রা তার মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন, লক্ষ্যবস্তু হচ্ছো তুমিই এবং তুমি হারমাসিস, তাঁকে প্রায় ভালবাসতে যাচ্ছো, তাঁকেই ভালবাসতে যাচ্ছো যাঁকে কাল রাতেই তোমায় হত্যা করতে হবে। আর হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে তোমার হাতের ঐ মালার দিকে তাকাও, এ সেই মালা যা তুমি আমার রুমালের মতো নিক্ষেপ করতে পারনি। নিশ্চয়ই ক্লিওপেট্রা আজ রাতে এই মালা পরেছিলেন। এই মালায় সিজারের এবং আরও অনেকের উপপত্নী ক্লিওপেট্রার চুলের গন্ধ এখনও বিদ্যমান! তারপর হারমাসিস, তোমায় অনুনয় ক'রে বলছি আমায় বলো ঐ বারান্দায় ক্লিওপেট্রার সাথে কতদূর অগ্রসর হয়েছো? আমি কিন্তু এই পর্দার আড়ালে থেকে তোমাদের কথাও শুনতে পাইনি আর কি কি করেছো তাও দেখতে পাইনি। বারান্দাটা একটা উত্তম প্রেম কানন, তাই না? আর তাছাড়া সময়টাও ছিল বেশ চমৎকার। নিশ্চয়ই আজ রাতটা শুকতারার রাজত্ব।"

এসব কথা সে এত শান্ত, মধুর ও ভদ্রভাবে বললো—যদিও তার সব কথা ভদ্রোচিত নয়, বরং তিক্ত—যে তার প্রত্যেকটি কথা আমার হৃদয় চূর্ণ করলো। তার কথার কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে আমি ক্রমাগত ক্রুদ্ধ হ'তে লাগলাম।

আমার নীরবতার সুযোগ নিয়ে সে আবার বলতে শুরু করলো, "সত্যি বলতে কি, তুমি যথেষ্ট মিতব্যয়ী! কাল যে ঠোঁট তুমি চিরতরে স্তব্ধ ক'রে দেবে আজ সেই ঠোঁটেই এ'কে দিয়েছো চুম্বনরেখা! এই মুহূর্তে এটাই বিজ্ঞ ও মিতব্যয়ী আচরণ। আর সম্ভ্রান্ত ও সম্মানসূচক আচরণও বটে।"

একথায় আমি ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলাম এবং চিৎকার ক'রে বললাম, "কোন্ সাহসে তুমি এসব কথা বলছো বালিকা? আমি কে এবং কি তা' কি তুমি জানো না যে তোমার ঐ তিক্ত বিদ্রূপ আমার উপরে ঝাড়ছো?

সেও চট করে উত্তর দিলো' "তুমি যে কথার উপযুক্ত আমি তা-ই বলছি। তুমি কি তা' আমি এখন তোয়াক্কা করি না। তুমি কি করেছো তা' নিশ্চয়ই তুমি জানো—তুমি আর ক্লিওপেট্রা!"

আমি বললাম, "তুমি কি বলতে চাও? আমার কি দোষ যদি রাণী—"

"রাণী? তাইতো, সম্রাটের নিশ্চয়ই রাণী থাকতে হবে!"

আমি আবার বললাম, “যদি ক্লিওপেট্রা রাতে এখানে এসে কথা বলতে চান—”

আবার সে আমার কথা কেড়ে নিয়ে বললো, “নক্ষত্রের বিষয়ে হারমাসিস? নিশ্চয়ই তারকা ও গোলাপের বিষয়ে—আর কোন বিষয়ে নয়?”

এর পরে আমি কি বলেছি মনে নেই কারণ এই বালিকার তিক্ত কথায় আর শান্ত বলার ভঙ্গীতে আমি প্রায় উন্মাদের মতো হ'য়ে পড়েছিলাম। এইটুকুমাত্র আমার মনে আছে যে, তাকে আমি এমন তিক্ত ও কর্কশ কণ্ঠে তিরস্কার করেছিলাম যে সে জড়সড় হয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল—ঠিক যেমন সেপা মামা গ্রীক পোশাক পরার জন্য বকার ফলে সে কেঁদেছিল। কিন্তু এবারে কান্নায় ছিল অধিকতর ভাবাবেগ।

নিজের কথায়ই কিছুটা লজ্জিত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত আমি থামলাম, কিন্তু তখনও ক্রুদ্ধভাবে হাত পা তীক্ষ্ণভাবে ছুঁড়তে লাগলাম। সেও কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে তীক্ষ্ণস্বরে আমার কথার উত্তর দিচ্ছিল। বস্তুতঃ মেয়েদের বাক্যবাণ সবসময়ই তীক্ষ্ণ।

সে কাঁদতে কাঁদতে বললো, “এভাবে আমায় গালাগালি করা তোমার উচিত না! তোমার কথা নির্মম ও অমানুষিক! তোমার মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই, তুমি একজন পুরোহিত মাত্র। ক্লিওপেট্রা ছাড়া সম্ভবতঃ আর কারও কাছে তুমি মানুষ নও।”

আমি বললাম, “একথার অর্থ কি? আর এসব বলার তোমার কি অধিকার আছে?”

“আমার কি অধিকার আছে?” চারমিয়ন প্রশ্ন করলো। তার চোখ শূন্যে নিবদ্ধ; অশ্রুসিক্ত দু'নয়ন থেকে বন্যার ধারার মত দু'গাল বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে, যেন পদ্মপত্র থেকে বৃষ্টির বিন্দু ঝরছে।

চারমিয়ন আবার প্রশ্ন করলো, “আমার বলার কি অধিকার আছে? ওহ্, হারমাসিস, তুমি কি অন্ধ? তুমি কি জানো না আমি কোন্ অধিকার-বলে তোমায় একথা বলছি? না জানলে তোমায় নিশ্চয়ই বলবো। এটাই আলেকজান্দ্রিয়ার প্রচলন! নারীর সেই আদি ও পবিত্র অধিকারবলে, তোমার প্রতি আমার প্রবল ভালবাসার অধিকারে, আমার যশের ও আমার লাঞ্ছনার অধিকারে আমি তোমায় এসব কথা বলেছি! কিন্তু আমার ভালবাসার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নেই। ওহ্, হারমাসিস, আমার প্রতি এত নির্দয় হ'য়ো না। আমায় খেলো ভেবে তুচ্ছ ক'রো না কারণ শেষ পর্যন্ত সত্যি কথাই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু আমি এমনটা নই। তুমি আমায় যেমন ক'রে গ'ড়ে তুলবে, আমি তেমন হবো। আমি কামারের হাতে

মোমের মতো, তুমি যে রূপ দেবে আমি সে রূপই ধারণ করবো। আমার হৃদয়ে এখন গৌরবের নিঃশ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে, হৃদয়ের নীর তাতে প্রবাহিত হচ্ছে, সে প্রবাহ আমায় এমন মহান লক্ষ্যে পেঁছাতে পারে যা' আমি কোন দিনও ভাবতে পারিনি, অবশ্য তুমি যদি আমার পরিচালক ও পথ প্রদর্শক হও। কিন্তু আমি যদি তোমায় হারাই তাহলে আমার জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষার ইতি ঘটবে এবং চরম সর্বনাশ হবে! হারমাসিস, তুমি আমায় জানো না! আমার এই ভঙ্গুর দেহের অভ্যন্তরে কত বড় আত্মা যন্ত্রণা ভোগ করছে তা' তুমি দেখতে পাচ্ছো না! তোমার কাছে আমি দুষ্টু, একগুঁয়ে ও নির্বোধ বালিকামাত্র। কিন্তু আমি তার চেয়ে অনেক বেশী। তোমার ভালবাসায় আমায় উদ্বুদ্ধ করো, আমি তোমার সমকক্ষ হবো; তোমার মনের গভীরতম প্রহেলিকা আমায় দেখাও, আমি তা' উন্মোচন করবো। একই রক্ত তোমার ও আমার ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে, তাই ভালবাসা আমাদের মধ্যকার সামান্য যা' পার্থক্য তা' দূরীভূত ক'রে একই আত্মায় পরিণত করতে পারে। তোমার হৃদয়ে আমায় স্থান দাও হারমাসিস, তোমার ডবল সিংহাসনের পার্শ্বে আমার স্থান ক'রে দাও, আমি নিশ্চয় ক'রে বলছি যে আমি তোমায় এমন উচ্চে তুলবো যেখানে কেউ কোনদিন উঠতে পারেনি। কিন্তু তুমি যদি আমায় প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে সাবধান হও, আমি তোমায় অতল গহবরে নিক্ষেপ করবো! তাই আমি রীতির শীতল ভদ্রতা দূর ক'রে আমার মনের কথা তোমায় বলেছি, কারণ সেই অভিনয়কারিণী অসতী—জীবন্ত সত্য—ক্লিওপেট্রা কি করেছে তা' দেখেছি, সে তোমার ভুলের উপরে টেক্কা মেরে তোমায় খেলো বস্তু হিসেবে ব্যবহার করবে। এবার তুমি আমার কথার উত্তর দাও।"

সে তার দু'হাত জোড় ক'রে একপা' আমার দিকে অগ্রসর হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তার মুখাবয়ব সাদা, শরীর প্রকম্পিত।

এক মুহূর্তের জন্য আমি হতবুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম; তার স্বরের যাদু এবং কথার জোর আমার অলক্ষ্যেই সঙ্গীত মূর্ছনার মত আমায় অভিভূত করেছে। তাকে যদি আমি ভালবাসতাম তাহলে সে নিশ্চয়ই তার হৃদয়ের আগুনে আমায় দগ্ধ করতে পারতো। কিন্তু আমি তাকে ভালবাসিনা এবং ভালবাসার অভিনয়ও করতে পারলাম না। তাই মনে চিন্তা এলো এবং চিন্তার সাথে সাথে এমন হাস্যাস্পদ মনোভাব উদিত হ'ল যা বিদগ্ধ হৃদয়কে আহত করতে সক্ষম। এক ঝলকে আমার মনে পড়লো আজ সন্ধ্যায় ভোজসভায় বসে চারমিয়ন আমার মাথায় ইচ্ছা ক'রেই আঘাত দিয়ে রাণীর দেওয়া

গোলাপের মালাটি পরিয়ে দিয়েছিল। তার রত্নমালাটি আমি একটু আগে কি ভাবে নিক্ষেপ করেছি তাও মনে পড়লো। যে ক্ষুদ্র কক্ষে বসে চারমিয়ন তার মতে ক্লিওপেট্রার অভিনয় দেখেছে তাও আমার মনে পড়লো। তার তিক্ত কথাগুলিও আমার মনে আলোড়িত হ'ল। শেষে ভাবলাম এই সময় মামা সেপা তাকে দেখলে কি বলবেন এবং আমায়ও ঐ অদ্ভুত ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় দেখলে তিনি কি ভাববেন। ভেবে আমি জোরে হেসে উঠলাম, বোকার সেই হাসি যা' আমার ধ্বংসের পূর্বলক্ষণ ঘোষণা করলো।

চারমিয়নের মুখ মৃতদেহের মত আরও সাদা হ'য়ে উঠলো, তার চোখে এমন অদ্ভুত এক চাহনি ফুটে উঠলো যা' আমার কৌতুকের হাসি স্তব্ধ ক'রে দিল। সে শান্ত ও কম্পিত স্বরে এবং দৃষ্টি নিচু করে বললো, "তাহ'লে হারমাসিস, আমার কথায় তা'হলে তোমার হাসি পাচ্ছে ?"

আমি বললাম, "না চারমিয়ন, না। ঐ হাসির জন্য আমায় ক্ষমা করো। এটা হতাশার হাসি, কারণ—আমি তোমায় কি বলবো চারমিয়ন ? তুমি যত বড় কথা বলতে পেরেছো তা বলেছো; তুমি কি তাকি আমিই বলে দেবো?"

সে কেঁপে উঠলো ! আমি নীরব রইলাম।

সে বললো, "বলো।"

আমি বলালম, "অপর সবাইর চেয়ে তুমিই ভাল জানো আমি কে এবং কি আমার উদ্দেশ্য—তুমি যতটা জানো অন্য কেউ ততটা জানে না যে আমি আইসিসের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং পবিত্র রীতি অনুসারে তোমায় আমার প্রয়োজন নেই।"

চারমিয়ন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। এখনও তার দৃষ্টি মেঝেতে নিবদ্ধ। সে তার নিচুগলায় বললো, "ওহ্! ওহ্ হারমাসিস ! আমি ভালভাবেই জানি যে তোমার সে প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে গেছে, হয়ত প্রকাশ্যভাবে তা' এখনও ভাঙ্গেনি। মেঘমালার মতই তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে গেছে, কারণ তুমি ক্লিওপেট্রাকে ভালবাসো !"

আমি চিৎকার ক'রে বললাম, "মিথ্যাকথা নির্বোধ বালিকা। তুমি আমায় লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে প্রলুব্ধ করছো এবং প্রকাশ্যভাবে আমায় লজ্জাকর অবস্থায় ফেলতে চেষ্টা করছো। তুমি ভাবাবেগে অভিভূত বা উচ্চাভিলাসে প্রলুব্ধ হ'য়ে অথবা অসাধু মোহে অন্ধ হ'য়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ঐ কথা বলতে পেরেছো, তোমার লজ্জাও নেই ! সাবধান, আর অগ্রসর হ'য়ো না ! আর তুমি সত্যিই যদি আমার কাছ থেকে উত্তর চাও তা'হলে তোমার প্রশ্নের মতই স্পষ্ট ভাষায় শুনে নাও চারমিয়ন : আমার প্রতিজ্ঞাপালনে ও আমার

লক্ষ্যাঙ্গ'নের কাজে ছাড়া তোমাকে আমার কোনও প্রয়োজন নেই! এমন কি তোমার মনোরম চাহনির ফলেও আমার ধমনীতে একবারও বেশী স্পন্দন হবে না। তুমি মোটেই আমার বন্ধু নও কারণ তোমায় বিশ্বাস করতে আমার সত্যিই ভয় হচ্ছে। সে যাক, তোমায় আর একবার সাবধান ক'রে দিচ্ছি, তুমি আমার সর্বনাশ করতে পারো ঠিকই কিন্তু আমাদের মহৎ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে যদি তুমি একটা আঙ্গুলও তোলো, তাহ'লে সেদিনই তোমার মৃত্যু ঘটবে। আশা করি এবার তোমার খেলা সাঙ্গ হয়েছে।"

আমি ক্রোধান্ধ অবস্থায়ই এসব কথা বললাম। আর চারমিয়ন কম্পিত পদে পিছনে হটতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত দেয়ালে তার পিঠ ন্যস্ত হলো। তার চোখ দু'টি দু'হাতে আবৃত। আমার কথা শেষ হ'লে সে তার চোখ থেকে হাত সরিয়ে উপরে তাকালো। তার মুখ পাথরের মূর্তির মুখের মত নিষ্প্রভ ও মুখগহবরে তার দু'চোখ জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দেখাচ্ছে। তার চোখের চারিধারে স্পষ্ট কালো দাগ।

ভদ্রভাবে চারমিয়ন বললো, "না, খেলা এখনও পুরোপুরি সাঙ্গ হয়নি। মল্লযুদ্ধের ক্ষেত্রটাতে বালু দেওয়া বাকী!" সে মল্লযোদ্ধাদের প্রদর্শনীর মাঠে রক্তের দাগের উপরে বালু ছড়ানোর রীতির কথা স্মরণ করিয়ে একথা বললো। সে বলেই চললো, "বেশ, আমার মত তুচ্ছ নারীর কাছে তোমার রাগ ঝেড়োনা, আমি আমার পাশায় ছক্কা ফেলে হেরেছি! অদৃষ্ট! হায় অদৃষ্ট! তোমার জামার মধ্যে লুক্কায়িত ছুরিকা দাও, আমি এই মুহূর্তে এবং এখানেই আমার লজ্জার অবসান ঘটাই। দেবে না? তা'হলে আর মাত্র একটা কথা শোন মহারাজ হারমাসিস! তুমি যদি আমায় বিশ্বাস করতে না পারো আমার ত্রুটি মার্জনা করো, কিন্তু তবুও কোনক্রমেই আমায় ভয় পেয়ো না। এখনও আমি আগের মতই তোমার দাসী এবং আমাদের উদ্দেশ্যেরও দাসী। বিদায়!" বলেই চারমিয়ন পড়ে যাওয়ার ভয়ে দেয়ালের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে চলে গেল।

আর আমি আমার কক্ষে গিয়ে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে মানসিক তিক্ততায় আর্তনাদ করতে লাগলাম। হায়! আমরা আমাদের পরিকল্পনায় রূপ দিয়ে ধীরে ধীরে আশার নীড় গড়ে তুলি, কিন্তু কালের প্রবাহের মাঝে যে সব ক্ষণিকের অতিথি এসে ঐ নীড়ে ক্ষণ কাটিয়ে যায়, তাদের কথা কখনো ভাবি না! কারণ অদৃষ্টের বিপক্ষে কে দাঁড়াতে পারে?

তারপর আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম এবং বহু খারাপ স্বপ্ন দেখলাম। আমার ঘুম যখন ভাঙ্গলো তখন সকাল, আমাদের ষড়যন্ত্রের রক্তিম সাফল্যের দিনটির ঊষার আলোকরশ্মি জানালা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেছে। বাইরে পাখীসব

আনন্দগুঞ্জরণে বাগানের তালবন গুঞ্জরিত ক'রে তুলেছে। জাগরিত হওয়ার সাথে সাথেই একটা বিষাদের ছায়া আমার মনে চেপে বসলো। আমার মনে পড়লো যে এই দিনটি অতীত হবার আগেই আমার হাত রক্ত রঞ্জিত করতে হবে, হ্যাঁ, যে ক্লিওপেট্রা আমায় এত বিশ্বাস করে সেই ক্লিওপেট্রারই রক্তে আমার হাত রঞ্জিত করতে হবে! তাঁকে আমার ঘৃণা করাই উচিত ছিল কিন্তু পারলাম কোই! কোনও এক সময়ে এই প্রতিশোধমূলক কাজকে ন্যায়সঙ্গত ভেবে উৎসাহ পেতাম। আর এখন—,কিন্তু কেন-এই প্রয়োজন এড়ানোর জন্য আমার জন্মগত অধিকার আমি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেবো! কিন্তু দুঃখের বিষয়! আমার মুক্তির উপায় নেই! একথা আমি ভাল ভাবেই জানি যে আমার মুক্তির উপায় নেই! আমায় এ পেয়ালা খালি করতেই হবে, নইলে চিরতরে আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে! আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারছি যে মিশরের সমস্ত চোখ—এবং মিশরীয় সমস্ত প্রভুদের চোখ —আমার প্রতি নিবদ্ধ। আমার এ কাজ সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি যোগানোর জন্য আমি তাই মাতা আইসিসের কাছে প্রার্থনা করলাম, এমন একাগ্রচিত্তে আর কখনও প্রার্থনা করিনি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার প্রার্থনার কোন উত্তরই এলো না। কিন্তু কেন এমনটা হ'ল? কি জিনিস তাহ'লে আমাদের বন্ধন শিথিল করলো যার ফলে এই প্রথম বারের মত দেবী আইসিস তার পুত্র এবং বাছাই করা দাসের প্রার্থনায় উত্তর দিলেন না? তবে কি আমি মনে মনে পাপ করেছি? চারমিয়ন কি বলেছিল— আমি ক্লিওপেট্রাকে ভালবাসি? এই পীড়া কি তা'হলে ভালবাসা? না, সহস্রবার বলবো, তা নয়। বরং তা' ষড়যন্ত্র ও রক্তের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক বিদ্রোহ! মাতা আইসিস আমার শক্তি পরীক্ষা করেছেন মাত্র, নয়তো তিনি খুনাখুনী থেকে তাঁর নির্মল নয়ন ফিরিয়ে নিয়েছেন—তাই হবে হয়তো!

আমার অন্তর হতাশা ও আতঙ্ক পূর্ণ হ'ল এবং আমি আত্মাহীন লোকের মত স্বীয় কার্যে গমন করলাম। যাদেরে হত্যা করা হবে তাদের নাম মুখস্থ করতে লাগলাম ও সমগ্র পরিকল্পনার প্রতি মনোযোগ দিতে লাগলাম। আর হাঁ, আগামীকাল স্তম্ভিত বিশ্বের সামনে আমার ক্ষমতা অধিকারের বিষয়ে যে ইস্তাহার জারি করাবো তার প্রত্যেকটি শব্দই আমার মনে উঁকি মারতে লাগলো! আমার ইস্তাহারের ভাষা হবে নিম্নরূপ:

"আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসীগণ এবং মিশরে বসবাসকারী লোক-সকল, মেসিডোনিয়ার ক্লিওপেট্রা প্রভুদের নির্দেশে তাহার পাপের শাস্তি পাইয়াছে—"

এসবই আমি ক'রে যেতে লাগলাম প্রাণহীনের মত, স্বেচ্ছায় নয়, যেন যন্ত্রচালিতের মত। এভাবে সময় চলে যেতে লাগলো। দ্বিতীয় প্রহরের তৃতীয় ঘণ্টায় পূর্ব নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে আমি সেপা মামার বাড়ীতে গেলাম। সেই বাড়ী যেখানে প্রায় তিন মাস আগে আমার প্রথম বারের মত আলেক-জান্দ্রিয়ায় আগমনের দিনে গিয়েছিলাম, সেখানে গুপ্তভাবে আগত বিদ্রোহী দলের সাতজন সেনানায়কের সাথে আমার দেখা হ'ল। কক্ষে প্রবেশ ক'রে যখন আমি দরজা বন্ধ করলাম তখন তারা সবাই মাথা নত ক'রে বলে উঠলো, "অভি-বাদন সম্রাট !" কিন্তু আমি তাদেরে মাথা তুলতে বললাম এবং আরও বললাম, "আমি তো এখনো সম্রাট হইনি, তাছাড়া বাচ্চা এখনো ডিমের ভিতরে।"

মামা বললেন, "অবশ্যই, রাজপুত ! কিন্তু ডিমের অভ্যন্তরস্থ বাচ্চার ঠোঁট বাহির থেকে দেখা যাচ্ছে। এতদিন ধরে মিশর খালি খালি ডিমে তা দেয়নি যদি তুমি আজ রাতে ঐ ছুরিকার সদ্ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত না হও। আর কিভাবেই বা তুমি কুণ্ঠিত হ'তে পারো ? এখন আর কিছুই আমাদের বিজয়ের দ্বার রুদ্ধ করতে পারে না।"

আমি বললাম, "প্রভুদের ইচ্ছার উপরেই একথা নির্ভর করছে।"

মামা বললেন, "না, প্রভুরা একাজ মানুষের হাতে দিয়েছেন—তোমারই হাতে দিয়েছেন হারমাসিস। এবং তোমার হাতেই এ দায়িত্ব নিরাপদ। তারপর দেখো, এই হচ্ছে বাকী তালিকা। একত্রিশ সহস্র সশস্ত্র যোদ্ধা খবর পাওয়া মাত্র বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পাঁচদিনের মধ্যেই সমগ্র মিশরের শহরগুলি আমাদের অধিকারে আসবে। তারপর আর কিসের ভয় ? রোম থেকে বিপদের আশংকা নেই কারণ রোম আভ্যন্তরীণ কোন্দলে ব্যস্ত। আর তা'ছাড়া সমান ক্ষমতাসম্পন্ন ত্রয়ীর সাথে আমরা বন্ধুত্ব করবো, তবুও যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা তাদের কিনে নেবো কারণ এদেশে অর্থের অভাব নেই; তথাপি যদি অভাব দেখা দেয়, হারমাসিস, তুমি তো জানো কোথায় রোমানদের নাগালের বাইরে মিশরের প্রয়োজনের জন্য ধন-সম্পদ লুক্কায়িত আছে ! আমাদের ক্ষতি করার মতো আর কে আছে ? কেউই নেই। সম্ভবতঃ এই গোলযোগপূর্ণ শহরে দাঙ্গা হ'তে পারে এবং আরসিনোকে ফিরিয়ে এনে তাকে সিংহাসনে বসানোর চক্রান্তও হ'তে পারে। তাই আলেক-জান্দ্রিয়াকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে এবং প্রয়োজন হ'লে এই শহরকে ধ্বংস করতেও কুণ্ঠিত হবো না। তা'ছাড়া আরসিনোর ব্যাপারে অন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কাল প্রত্যুষে যারা ক্লিওপেট্রার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে তার কাছে যাবে তারাই গোপনে তাকেও হত্যা করবে।"

আমি বললাম, "তাছাড়া বালক সিজারিয়নও রয়েছে। সিজারের পুত্রকে দিয়ে রোম মিশর দাবী করতে পারে। তবুও ক্লিওপেট্রার পুত্র হিসেবেও সে ক্লিওপেট্রার স্বত্বাধিকারী। তার দিক দিয়েও তাই দ্বিগুণ বিপদের আশংকা আছে।"

মামা বললেন, "ভয় নেই, কালই সিজারিয়নও তার পূর্ব পুরুষদের সাথে পরলোকে মিলিত হবে। আমি সে ব্যবস্থাও করেছি। টলেমীর বংশ এদেশ থেকে উপড়িয়ে ফেলবো যাতে আর কোনদিন স্বর্গের প্রতিশোধ-মূলকভাবে রোপিত বীজ অংকুরিত না হ'তে-পারে।"

আমি বিষণ্ণভাবে জিজ্ঞেস করলাম, "আর কোন পথ কি নেই? রক্ত বন্যার প্রতিজ্ঞায় আমার অন্তর ব্যথিত। আমি ঐ বালককে ভাল ভাবেই জানি; তার মধ্যে আছে ক্লিওপেট্রার অগ্নি ও রূপ আর মহান সিজারের বুদ্ধি। তাকে হত্যা করাটা লজ্জাকর ব্যাপার হবে।"

কঠোর স্বরে মামা বললেন, "না হারমাসিস, ভীরুর মত কথা বলোনা। তোমার কিসের দুঃখ? বালকটি এরকম হ'লে তো তাকে মারার যুক্তি আরও বেশী। তোমায় সিংহাসন থেকে সরিয়ে টুকরা টুকরা করার জন্য কি তুমি একটি সিংহশাবক পুষবে?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি বললাম, "তবে তাই হবে। কমপক্ষে তাকে এক রকম বাঁচানোই হবে কারণ সে নিষ্পাপ অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারবে। এবারে পরিকল্পনার কথায় আসুন।"

অনেকক্ষণ ধরে আমরা পরামর্শ করলাম এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের মহৎ কাজের সংকটময় মুহূর্তের কথা ভেবে আমার মনোভাব পূর্বের মতই দৃঢ় হ'ল। অবশেষে সবকিছুই সুবিন্যস্ত করা হ'ল এবং এমন ভাবে পরিকল্পনা নেওয়া হ'ল যে অকৃতকার্য হওয়ার আর কোন সম্ভাবনাই থাকলো না। ঠিক করা হ'ল যে আজ রাতে যদি ক্লিওপেট্রাকে হত্যা করে আসতে না পারি তবে ষড়যন্ত্র কাল রাতের জন্য ঝুলন্ত থাকবে, আর সুযোগ মতই কার্য সমাধা করা হবে, কারণ ক্লিওপেট্রার মৃত্যুই বিদ্রোহের সংকেত। এসব আলোচনা শেষে আমরা দাঁড়িয়ে পবিত্র মূর্তির উপরে হাত রেখে শপথ নিলাম। সে শপথ বাক্য এখানে লেখা অনুচিত। তারপর মামা সেপা তাঁর তীক্ষ্ম কালো চোখে আনন্দ ও আশার অশ্রু নিয়ে আমায় চুম্বন করলেন। তিনি আমায় আশীর্বাদ ক'রে বললেন যে তিনি তাঁর জীবন কেন, যদি তিনি মিশরকে পুনরায় একটা জাতি হিসেবেও রাজবংশজাত আমাকে উহার সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখতে পান তাহলে তাঁর শতশত জীবন থাকলেও তা বলি দিতে প্রস্তুত। তিনি সত্যিকারভাবে

একজন দেশপ্রেমিক ও নিজের জন্য তিনি কিছুই চান না। দেশের জন্য তাঁর সবকিছুই বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। তাঁকেও আমি চুম্বন ক'রে বিদায় নিলাম। তারপরে আর কখনো তাঁকে রক্তমাংসের দেহে দেখিনি, তিনি এখন চিরদিনের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছেন, কিন্তু আজও আমি সে বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত।

হাতে এখনও সময় আছে। তাই আমি খুব দ্রুতগতিতে বিভিন্ন স্থান ঘুরে এই বিরাট শহরের বিভিন্ন ফটক এবং কোথায় কোথায় আমাদের যোদ্ধারা অবস্থান নিবে তা' দেখতে লাগলাম। আমি প্রথমদিন যে জেটিতে নেমেছিলাম সেখানে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হলাম। সেখানে দেখলাম উন্মুক্ত সমুদ্রের দিকে একখানি জাহাজ পাড়ি জমিয়েছে। জাহাজটির দিকে তাকিয়ে আমার ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কামনা জাগলো। আমি যদি ঐ জাহাজে থাকতাম তা'হলে উহার সাদা পাল আমায় কোনও দূরবর্তী উপকূলে নিয়ে যেতো, সেখানে আমি নিভৃতে বাস করতে পারতাম আর বিস্মৃতির মাঝে মরতে পারতাম। আরও একটি জাহাজকে আমি নীল নদে ডুবতে ও যাত্রীদের ডেক থেকে ভেসে উঠতে দেখ্‌তে পেলাম। ভাবলাম জাহাজটি হয়ত আবুদিস থেকে আসছিল।

হঠাৎ আমার পার্শ্বেই একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। স্বরটি বললো, "লা—লা—লা! আমার মত বৃদ্ধার ভাগ্যান্বেষণের জন্য এটা একটা শহর বটে। এখানে কিভাবে এবং কোথায় আমার পরিচিত লোক খুঁজে পাবো? তবে কি পাপিরাস গুচ্ছের মধ্যে খোঁজ করবো? দূর হও বদমাশ! আমার ঔষধের থলে পড়ে থাক! না হ'লে প্রভুর নামের দোহাই দিয়ে বলছি তোকেও আমি তাদের সাথে চিকিৎসা করবো।"

আমি আশ্চর্য হ'য়ে পার্শ্বে ফিরেই আমায় যে আতোয়া লালন-পালন করেছে তার মুখোমুখী হলাম। সে আমায় দেখা মাত্রই চিন্‌তে পেরেছে কারণ আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম সে আমায় দেখা মাত্রই আমার কাছে ছুটে আসা আরম্ভ ক'রেও লোক দেখে থেমে গেল।

সে তার মলিন মুখ আমার দিকে তুলে ঘ্যান ঘ্যান স্বরে এবং একই সঙ্গে গুপ্ত সংকেতও দেখিয়ে বললো, "বেশ মশাই, তোমার পোশাক দেখে মনে হচ্ছে তুমি একজন জ্যোতিষী। আমায় জ্যোতিষ এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে কারণ তারা হচ্ছে মিথ্যাছলের আস্তাবল, তারা শুধু নিজেদের ভাগ্যেরই উপাসনা ক'রে। তাই আমি তোমার সাথে পরস্পর বিরোধী কথা বলছি। এটাই মেয়েদের রীতি। কারণ যেখানে সবকিছুই উলটা, সেই আলেকজান্দ্রিয়ায় হয়তবা জ্যোতিষরাই সাধু, কারণ অন্যান্যরাতো সোজা বদমাশ।"

এ সময়ে আমরা অন্য লোকের কাছ থেকে দূরে চলে আসায় আঁতোয়া

আবার বললো, "মহারাজ হারমাসিস! আমি তোমার বাবা আমেনেমহাটের কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে তোমার কাছে এসেছি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তিনি কি ভালো আছেন?"

সে বললো, "হ্যাঁ, ভালই আছেন, তবে খুব দুর্বলভাবে দিন গুণছেন।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তাঁর কাছ থেকে কি সংবাদ নিয়ে এসেছো?"

সে বললো, "সংবাদটি শোনঃ তিনি তোমায় অভিনন্দন জানিয়েছেন। আর তার সাথে তিনি সতর্কবাণী পাঠিয়েছেন যে তোমার কোনও বিপদ আসছে কিন্তু তিনি ঐ বিপদের কথা সঠিক বুঝতে পারছেন না। তাঁর উপদেশ হচ্ছে—স্থির সংকল্প হও এবং সৌভাগ্যশালী হও।"

আমি মাথা নত করলাম। এই কথাগুলি আমার অন্তরে ভীতির শিহরণ জাগালো।

আতোয়া জিজ্ঞেস করলো, "সময় কখন?"

আমি বললাম, "আজ রাতেই! কিন্তু তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?"

আতোয়া বললো, "আনুর পুরোহিত মহামান্য সেপার বাসভবনে। তুমি কি আমায় সেখানে নিয়ে যেতে পারো?"

"না, আমার সময় নেই। তা'ছাড়া তোমার সাথে আমার হাঁটাও নিরাপদ নয়।" এইকথা বলে আমি পার্শ্ববর্তী দেয়ালে হেলান দেওয়া একটি কুলিকে ডেকে তাকে কিছু মুদ্রা দিয়ে বৃদ্ধাকে মামার বাড়ীতে পেঁাছে দিতে নির্দেশ দিলাম।

আতোয়া বললো, "বিদায়! আগামী কাল পর্যন্ত বিদায়! স্থির সংকল্প হও এবং সৌভাগ্যশালী হও।"

তারপর আমি জনবহুল রাস্তা ধ'রে গন্তব্য পথে চল্‌লাম। লোকজন আমায় পথ ক'রে দিল কারণ ক্লিওপেট্রার জ্যোতিষী হিসেবে আমার যশ ছড়িয়ে পড়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে যেন আমার পদধ্বনিও উচ্চারণ করতে লাগলো, "স্থির সংকল্প হও এবং সৌভাগ্যশালী হও।" আর ধীরে ধীরে সারা দেশও যেন ঐ সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে লাগলো।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[চারমিয়নের কপট বাণী ঃ ক্লিওপেট্রার কক্ষে হারমাসিসের প্রবেশ এবং হারমাসিসের পতন।]

এখন রাত। কথামত কখন চারমিয়ন এসে আমায় ক্লিওপেট্রার কক্ষে ডেকে নিয়ে যাবে সেই মুহূর্তটির জন্য একা একা আমার কক্ষে বসে অপেক্ষা করছি। আমি একা বসে আছি, সামনে একটি ছুরিকা। এই ছুরিই ক্লিওপেট্রার বক্ষে বিদ্ধ হবে! এটি বেশ লম্বা ও ধারালো, বাট-টিতে খাটি স্বর্ণনির্মিত নারীমুখ ও সিংহীর দেহ বিশিষ্ট একটি মূর্তি। একাকী বসে বসে আমি ভবিষ্যতের কাছে প্রশ্ন করতে লাগলাম কিন্তু কোনও উত্তর মিললো না। শেষ পর্যন্ত আমি সামনে তাকিয়ে দেখলাম চারমিয়ন আমার সামনে দাঁড়ানো। সে এখন আর তেমন উজ্জ্বল ও লাস্যময়ী নয়, বরং বিমর্ষ। তার চোখদুটি কোঠরাগত।

সে বললো, "মহারাজ হারমাসিস, নক্ষত্রের লক্ষণ বলার জন্য ক্লিওপেট্রা এবারে আপনাকে ডেকেছেন।"

সুতরাং বুঝলাম, সময় উপস্থিত।

আমি বললাম, "বেশ চারমিয়ন, কিন্তু সব কিছু ঠিক আছে তো?"

"হ্যাঁ প্রভু, সব কিছুই ঠিক আছে। মাতাল অবস্থায় পলাস ফটক প্রহরা দিচ্ছে, একজন খোজা ছাড়া আর সবাইকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সৈন্যরা ঘুমুচ্ছে এবং বাইরে সেপা ও যোদ্ধারা লুকিয়ে আছে। সব কাজই ঠিকমত সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কোন নিষ্পাপ বালকও ঐ মাতালের প্রহরাধীন ফটক পার হ'তে পারবে না, সেও নিশ্চয়ই ক্লিওপেট্রার মত নির্বোধ ভাবে মরবে।"

আমি বললাম, "বেশ, তাহলে চলো।" আমি উঠে ছুরিটি বক্ষে জামার ভিতরে লুকিয়ে নিলাম, পার্শ্বস্থিত এক কাপ মদ গভীরভাবে পান করলাম কারণ সমস্ত দিনে আমি কিছুই খাইনি।

চারমিয়ন দ্রুতভাবে বললো, "একটি কথা শোনো কারণ এখনও সময় হয়নি; গতরাতে—আহ, গতরাতে—" তার বুক কেঁপে উঠলো, "—আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, সে স্বপ্ন আমায় প্রেতাত্মার মত পীড়া দিচ্ছে। আর সম্ভবতঃ তুমিও স্বপ্ন দেখেছো। হাঁ, সবই স্বপ্ন, তাই এসব ভুলে যাওয়াই

উচিত, তাইনা প্রভু ?” আমি বিরক্তির স্বরে বললাম, “হাঁ, হাঁ, তবুও কেন তুমি এসময়ে আমায় বিরক্ত করছো ?”

‘‘জানি না প্রভু, আমি জানিনা; কিন্তু আজ রাত, হারমাসিস ! ভাগ্য আজ এক বিরাট ঘটনার সূতিকাগৃহে, আর হয়ত সে তার তীব্র যাতনায় আমায় তার নখরে নিষ্পেষিত করবে—আমায় অথবা তোমায়, অথবা আমাদের উভয়কেই, হারমাসিস ! আর তাই যদি হয়—তাহলে তোমার কাছ থেকেই আমি আগে শুনবো। ওসব নিছক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়, কাজেই ও স্বপ্ন ভুলে যাও।”

অলস কণ্ঠে আমি বললাম, “হাঁ, ওসব স্বপ্ন। তুমি আর আমি, আর এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী, এই ভীতিময় গভীর রাত, আর এই তীক্ষ্ন ছুরি—এসব স্বপ্ন ছাড়া আর কি ? কিন্তু তাহলে জাগরণ আসবে কোন্ রূপ নিয়ে ?”

চারমিয়ন বললো, ‘‘তাহ’লে তুমিও আমার মনোভাবে হাস্‌ছো, হারমাসিস ! তোমার কথায় আমরা স্বপ্ন দেখি, আর সে স্বপ্নের দৃশ্য পাল্‌টাতেও পারে। স্বপ্নের উদ্ভট্ দৃশ্যসমূহ সত্যিই অদ্ভুত কিন্তু এর কোনও স্থায়িত্ব নেই। গোধূলীলগ্নের সূর্যের পার্শ্বস্থিত বাষ্পরাশির মত কখনো এক আকৃতিতে জমে আবার পর মুহূর্তে অন্য আকৃতি নেয়, আবার কখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, কখনো বা ভারী হয়। আবার কখনো উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় আকার ধারণ করে। সুতরাং কাল প্রত্যূষে ওঠার আগে আমায় একটা কথা বলো মহারাজ হারমাসিস। কাল রাতে যে স্বপ্ন দেখেছি, যাতে আমি নিজেকে খুব লজ্জিত ও তুমি আমার সে লজ্জিত অবস্থা দেখে কৌতুকে হেসেছো, তা’ কি অপরিবর্তনীয় উদ্ভট্ দৃশ্য, না তা’ ভিন্নরূপ নিতে পারে ? কারণ, মনে রেখো, যখন জাগরণ আসবে তখন আমাদের নিদ্রার খামখেয়ালী আরও বেশী অপরিবর্তনীয় ও পিরামিডের মত চিরস্থায়ী হবে। তখন সে সব কথা ও ঘটনা অপরিবর্তনীয় অতীত জগতে জমা হবে যেখানে ছোট বড় সবকিছু—এমন কি স্বপ্নও, হারমাসিস—সবই নিজস্ব সাদৃশ্যে বিদ্যমান্ হ’য়ে জমাট বেঁধে পাথরে পরিণত হ’য়ে কালের অমর সৌধ নির্মাণ করবে।”

উত্তরে আমি বললাম, ‘‘না চারমিয়ন, তোমায় দুঃখ দেওয়ার জন্য আমি লজ্জিত। কিন্তু স্বপ্নের ঐ ‘উদভট’ দৃশ্যের মধ্যে কোন পরিবর্তনই নেই। আমার মনের কথাই আমি বলেছি এবং তা-ই শেষ কথা। তুমি আমার ফুফাতো বোন ও বান্ধবী, আমার কাছে এর বেশী আর কিছু তুমি কখনো হবে না।”

সে বললো, “উত্তম, অতি উত্তম। সে স্বপ্ন তাহ’লে ভুলে যাও, আর এখন স্বপ্নান্তরে চলো।” সে এমন ভাবে হাসলো যে এমন হাসি তার মুখে

কখনো দেখি নাই। তা এমনই বিষাদময় ও এত সাংঘাতিক যে কোন বিষাদই যে এত সাংঘাতিক ছাপ কারো মুখে ফুটাতে পারে একথা জানতাম না। নিজ ভুলে ও অন্তর্দাহের ফলে আমি এখন অন্ধ প্রায়। তাই বুঝতে পারলাম না যে এই হাসির সাথে সাথে তার শান্তি ও যৌবন বিদায় নিয়েছে, তার ভালবাসার কামনা নির্বাপিত হয়েছে, আর কর্তব্যের পবিত্র বন্ধন ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছে। এই হাসির সাথে সাথে সে নিজেকে খারাপের কাছে উৎসর্গ করেছে, দেশ ও প্রভুদের পরিত্যাগ করেছে আর তার প্রতিজ্ঞা পদদলিত করেছে। আর হ্যাঁ, এই হাসির সাথে সাথেই ইতিহাসের গতি পরিবর্তিত হয়েছে! এ হাসি দেখার দুর্ভাগ্য যদি আমার না হ'ত তাহ'লে অক্টাভিয়েনাস পৃথিবীর দুপার্শ্বে দু'পা রেখে দাঁড়াতে পারতো না, ফলে মিশর আবার মুক্ত ও মহান রূপ নিতে পারতো।

তবুও এটা নিছক মেয়েলোকেরই হাসি!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি অমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছো কেন বালিকা?"

"স্বপ্নে আমরা হাসি! এখন সময় হয়েছে, তুমি আমায় অনুসরণ করো। দৃঢ় হও আর কৃতকার্য হও।" বলে সে সামনে ঝুঁকে আমার হাত নিয়ে চুম্বন করলো। তারপর শেষবারের মত সে আবার এক অদ্ভুত চাহনি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে খালি হল ঘরের মধ্য দিয়ে আমায় পথ দেখিয়ে চললো।

একটি কক্ষে আমরা থামলাম। ঐ কক্ষটিকে স্ফটিক কক্ষ বলা হ'ত। উহার ছাদ কালো পাথরের স্তম্ভের উপরে ন্যস্ত। পার্শ্বেই ক্লিওপেট্রার ব্যক্তিগত কক্ষ যেখানে আমি প্রথম দিন তাকে ঘুমন্ত দেখেছিলাম।

"এখানে দাঁড়াও, আমি ক্লিওপেট্রাকে তোমার আসার কথা বলে আসি।" বলেই চারমিয়ন কক্ষান্তরে চলে গেল।

অনেকক্ষণ আমি সেখানে বসে রইলাম। নিজ ধমনীর স্পন্দন গুণতে গুণতে প্রায় আধঘণ্টা চলে গেল। আর স্বপ্নে মানুষ যেমন শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করে তেমনি আমার পরবর্তী কাজের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলাম।

শেষ পর্যন্ত মাথা নিচু করে বিষণ্ণ বদনে চারমিয়ন ফিরে এলো।

সে বললো, "ক্লিওপেট্রা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন, ভিতরে যাও, কোন প্রহরী নেই।"

আমি কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, "কর্তব্য শেষ হ'লে তোমায় কোথায় পাবো?"

"আমায় এখানেই পাবে এবং তারপরে পলাসের কাছে যাবো। দৃঢ় হও এবং কৃতকার্য হও। বিদায় হারমাসিস।"

আমি তাই ক্লিওপেট্রার কক্ষের দিকে হাঁটিতে শুরু করলাম, কিন্তু দরজার পর্দা পর্যন্ত গিয়েই হঠাৎ পিছনে তাকিয়ে সেই নির্জন আলোকোজ্জ্বল কক্ষটির মাঝখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলাম। বেশ দূরে চারমিয়ন এমন ভাবে দাঁড়িয়েছে যে তার মুখে কেন্দ্রীভূত হ'য়ে আলোকরশ্মি পড়েছে, তার মাথা পিছনে হেলানো, দু'হাত সামনের দিকে প্রসারিত যেন সে ব্যগ্রভাবে আমার আলিঙ্গন করতে চাচ্ছে; তার মুখে এমন তীব্র এক যাতনার ছাপ যা' আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না ; কারণ সে জানতো যে তার ভালবাসার পাত্র আমি নির্ঘাৎ মৃত্যু গহ্বরে যাচ্ছি আর এই-ই আমাদের শেষ বিদায়।

কিন্তু একথা আমি জনতাম না। কাজেই ক্ষণিকের জন্য আর একবার এই অসহ্য মানসিক ক্লেশ অনুভব ক'রে পর্দার নিকটবর্তী হলাম। তারপর দরজা পেরিয়ে সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার কক্ষে প্রবেশ করলাম। দেখতে পেলাম সুগন্ধে উদ্ভাসিত কক্ষটির অপর প্রান্তে রেশম আবৃত একটি সুন্দর পালঙ্কে মনোমুগ্ধকর সাদা পোশাক পরিহিতা ক্লিওপেট্রা বিশ্রাম করছেন। তাঁর হাতে উঠপাখীর পালকে তৈরী রত্নখচিত একখানি পাখা, তা' তিনি ধীরে ধীরে নেড়ে নিজকে বাতাস দিচ্ছেন। তার পার্শ্বে গজদন্ত নির্মিত একটি বীণা। একটি ছোট টেবিলের উপরে ডুমুর ফল ও হাতলহীন একটি পাত্র এবং একটি পাত্রে লোহিত বর্ণের মদ। এই স্নিগ্ধ আলোকে পৃথিবীর বিস্ময় ক্লিওপোট্রা যেখানে তাঁর লেলিহান শিখার মত সৌন্দর্য নিয়ে অপেক্ষা করছেন সেখানে আমি ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছি। এই ভয়াবহ রাতে তাঁকে যেমন সুন্দরী মনে হ'ল তেমনটা আর কখনো দেখি নাই। হলদে রঙের গদিতে তাঁকে দেখে আমার মনে হ'ল যেন আমি গোধূলীর সময়ে অস্তমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছি। রক্তিম আভার মাঝে যেন সূর্য হাসছে। তাঁর বস্ত্র থেকেও যেন সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হচ্ছে; ঠোঁট থেকে ভেসে আসছে সঙ্গীতধ্বনি আর তাঁর অপূর্ব চোখের অমঙ্গল সূচক রঙ্গীন মণি স্তম্ভ থেকে নানা রঙের আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হ'য়ে প্রতিফলিত হচ্ছে।

আর এই হচ্ছে সেই মহিলা যাকে আমি এখনই হত্যা করবো, আমি ভাবলাম।

আমি মাথা নত ক'রে ধীরে ধীরে তাঁর নিকটবর্তী হ'তে লাগলাম কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপই করলেন না। তিনি বসেই রইলেন, তাঁর হাতের রত্নখচিত পাখাটি উড়ন্ত পাখীর মত এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো।

শেষ পর্যন্ত আমি তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। আর তিনিও সামনের দিকে তাকালেন। উটপাখীর পালকগুলি যেন তাঁর বক্ষের উলঙ্গ সৌন্দর্যকে ঢাকার জন্য তাঁর বক্ষের উপর স্থির হ'ল।

"তুমি এসেছো বন্ধু, বেশ, বেশ, আমার কেমন যেন একাকী মনে হচ্ছিল। দেখ, এ জগতটা নিছক ক্লান্তিকর; এখানে আমরা হাজার হাজার মুখ দেখি, কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখার ইচ্ছা হয় এমন মুখ খুব কমই আছে। তুমি বধিরের মত দাঁড়িয়ে থেকো না। বসো।"

তিনি পাখা দ্বারা তাঁর পদমূলে রক্ষিত একটি ক্ষোদিত চেয়ারের প্রতি ইঙ্গিত করলেন।

আমি আর একবার মাথা নত ক'রে বসলাম।

তারপর বললাম, "আমি সম্রাজ্ঞীর আদেশ পালন করেছি ও বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সাথে নক্ষত্রের লক্ষণসমূহ অবলোকন করেছি। আর আমার কাজের তথ্যসমূহ এই। সম্রাজ্ঞী আদেশ করলে আমি এসব ব্যাখ্যা করতে পারি।"

আমি উঠে দাঁড়ালাম যাতে গদি প্রদক্ষিণ ক'রে তাঁর অধ্যয়নের মাঝে পিছন দিক থেকে ছুরিকাঘাত করতে পারি।

মধুর হেসে কোমল ও শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, "না হারমাসিস যেখানে আছো সেখানে বসেই তোমার কাগজ আমার হাতে দাও। সেরাপিসের দোহাই, তোমার ঐ সুশ্রী মুখের দৃশ্য আমি হারাতে রাজী না।"

বাধা পেয়ে তাঁকে লিপিকা দেওয়া ছাড়া আর উপায় রইল না। মনে মনে ভাবলাম যখন তিনি পড়তে শুরু করবেন তখন হঠাৎ দাঁড়িয়ে তাঁর বুকে ছুরিকা বিদ্ধ করবো। পাপিরাস পত্র আমার হাত থেকে নেওয়ার সময় তিনি আমার হাত স্পর্শ করলেন। তারপর তিনি পড়ার ভান করলেন কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে তিনি একটা অক্ষরও পড়েন নি, কারণ পত্রের দিকে তার চোখ নেই, চোখ তাঁর আমার মুখের উপর বক্রভাবে নিবদ্ধ।

আমার ডান হাত জামার ভিতরে লুক্কায়িত ছুরিকাটির বাটের উপরে ন্যস্ত ছিল। তাই রাণী বললেন, কাপরের ভিতরে তোমার হাত দিয়েছ কেন? তোমার হৃদয় কি উদ্বেলিত হচ্ছে?"

"জি হ্যাঁ, মহারাণী, আমার হৃদয়ের স্পন্দন বেড়ে গেছে।"

কোন উত্তর না দিয়ে তিনি আবার পড়ার ভান ক'রে আমায় তীর্যক নয়নে দেখতে লাগলেন।

কিভাবে আমি এই ঘৃণিত কাজ করবো ভাবতে লাগলাম। এখনই যদি তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করি তাহলে তিনি

দেখতে পেয়ে চিৎকার করবেন ও ধ্বস্তাধ্বস্তি করার চেষ্টা করবেন। তাই ভাবলাম যে আমার সুযোগের অপেক্ষায় থাকাই উচিৎ।

অনুমানের উপরে নির্ভর ক'রে ক্লিওপেট্রা বললেন, "তাহলে ভবিষ্যদ্বাণী মঙ্গলসূচক, হারমাসিস ?"

আমি উত্তর দিলাম, "জি হ্যাঁ, সম্রাজ্ঞী।"

"উত্তম।" বলে তিনি লিখিত পাপিরাস পত্রগুলি পাথরের উপরে রেখে আবার বললেন, "তাহলে ভাল হোক আর মন্দ হোক জাহাজ ছাড়বেই কারণ সুযোগের অপেক্ষায় বসে বসে আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে পড়েছি।"

আমি বললাম, "এটা বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মহারাণী। কিসের উপরে নির্ভর ক'রে আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছি তা ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা ছিল।"

"না, তা নয় হারমাসিস; নক্ষত্রের কথা শুনতে শুনতে আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে পড়েছি। আমার পক্ষে একথাই যথেষ্ট যে তুমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছ। তোমার সততা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহই নেই, আর তুমি তো নিশ্চয়ই সততার সাথে লিখেছো। সুতরাং রেখে দাও তোমার যুক্তি, এসো আনন্দ করি। কিন্তু কি করতে পারি? তোমায় আমি নাচ দেখাতে পারি—আমার মত নর্তকী কোথাও নেই—কিন্তু মিশর সম্রাজ্ঞীর পক্ষে তা' অশোভনীয় হবে। সুতরাং নাচ নয়, আমি গান গাবো।"

তারপর তিনি সামনে ঝুঁকে উঁচু হ'য়ে বীণাটি নিয়ে তাতে অদ্ভুত সুর তুললেন। তারপর নিচুগলায় সুমধুর কণ্ঠে গান ধরলেন। তিনি গাইতে লাগলেন ঃ

রাতের সমুদ্র, রাতের আকাশ,
হৃদয়ে সঙ্গীত মূর্ছনা,—
মৃদু তরঙ্গ দোলায় ভেসে চলছি
তুমি আর আমি।

বাতাস চুমু খায় আমার এলোকেশে
তুমি চেয়ে থাকো আমার মুখপানে
তারকার স্নিগ্ধ আলোর আভরণে
আমি কত সুন্দর।

তোমার সঙ্গীতে বাতাস মুখরিত
হৃদয়ের আবেগ উচ্ছ্বসিত

সঙ্গীতে ভাষা--তোমার প্রিয়ার
একান্ত মনের কথা।

এক মহাশক্তির ইচ্ছায় চলছে
পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, মহাসমুদ্র।
সকলের সাথে ভেসে চলছি
তুমি আর আমি,—

ঊর্ধ্বে নক্ষত্র খচিত আকাশ
নীচে আলোকোদ্ভাসিত সমুদ্র
তোমার দুর্বার টানে আমি তোমার অন্তর্মুখী
শুধু সময় একটি মৃত পাথর।

... ...

তোমার বুকের 'পরে আমি শায়িত;
জগৎ মিথ্যা—সত্য শুধু তুমি আর আমি,
রাতের স্তব্ধতায় তোমার অধরে স্বাদ
কত মধুর, কত মিষ্টি,—অনন্ত।

ক্লিওপেট্রার সুরের শেষ রেশটুকু কক্ষটিকে উদ্ভাসিত ক'রে অবশেষে বিলীন হ'য়ে গেল। কিন্তু আমার হৃদয়ে সেই অপূর্ব সঙ্গীত-ধ্বনি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। আবুদিসে আরও বহু মেয়ের গান শুনেছি, ক্লিওপেট্রার চেয়েও সুমধুর কণ্ঠে বহু গায়িকার গান শুনেছি, কিন্তু এমন মন মাতানো, এমন মিষ্টি আর সুমধুর সুর আর কখনো শুনি নাই। সত্যি বলতে কি, কণ্ঠই সব নয়, মন মাতানোর মত পরিবেশও ঐ কক্ষে পূর্ণভাবে ছিল। কথা ও চিন্তার ভাবাবেগ ও অদ্বিতীয়া সুন্দরী সম্রাজ্ঞীর মোহিনী শক্তিময় কণ্ঠ, সব মিলেই আমায় অভিভূত করেছে। কারণ তাঁর গানের সাথে আমার মনে হ'ল যেন আমরা দু'জনে নিস্তব্ধ রাতে গ্রীষ্মের নক্ষত্রালোকিত সমুদ্রের বক্ষে ভেসে চলেছি। আর তিনি যখন বীণার তার স্পর্শ বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে আমার দিকে দু'হাত প্রসারিত করলেন, ঠোঁটে তাঁর তখনও সঙ্গীতের নিচু স্বরের শেষ কলিটি, আর জগতের সমস্ত আশ্চর্য চোখ দু'টির চাহনি আমার চোখের প্রতি নিবদ্ধ, তখন আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলাম। কিন্তু পর মুহূর্তে'ই আমার আত্মসচেতনতা জাগলো, আমি নিজেকে আয়ত্ত করলাম।

আমাকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন, "হারমাসিস·তাহলে তুমি কি আমার এ তুচ্ছ গানের জন্য আমায় ধন্যবাদও জানাবে না?"

প্রকম্পিত গলায় খুব নীচু স্বরে আমি উত্তর দিলাম, "নিশ্চয়ই মহারাণী, কোন মানুষই আপনার এ গান শুনে স্থির থাকতে পারবে না। সত্যি বলতে কি, ও গান আমায় প্রায় সংজ্ঞাহীন ক'রে তুলেছে।"

মৃদু হেসে ক্লিওপেট্রা বললেন, "ভয় নেই হারমাসিস। তোমার চিন্তার দৌড় মেয়েদের সৌন্দর্য থেকে কত দূরে আর তোমার পৌরুষের দুর্বলতা কোথায় তা আমার জানা হ'য়ে গেছে। শীতল লৌহশলাকা নিয়েও নির্ভয়ে আমরা খেলতে পারি।

আমি মনে মনে ভাবলাম যে আগুনের ঝাঁজ থাকলে শীতলতম লৌহখণ্ডকেও তপ্ত লাল করা যায়। কিন্তু মুখে কিছু না বলে কম্পিত হস্তে আবার আমি ছুরিকাটির বাট স্পর্শ করলাম। নিজেরই দুর্বলতার ফলে ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে আমার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা থাকতে থাকতে ক্লিওপেট্রাকে শেষ করার সুযোগ খুঁজলাম।

ক্লিওপেট্রা তাঁর শান্ত কণ্ঠে বলে চললেন, "এখানে বসো হারমাসিস। আমার কাছে বসো। আলাপ করি। তোমায় বলার মত অনেক কিছুই আছে।" তারপর তিনি তাঁর পাশে রেশমী গদীতে আমার বসার জায়গা ক'রে দিলেন।

কাছে বসলে আরও সহজে আঘাত করতে পারবো ভেবে তাঁর পার্শ্বে কিন্তু সামান্য দূরে বসলাম। তিনি মাথা হেলিয়ে তন্দ্রালু চোখে আমায় দেখতে লাগলেন।

আমি দেখলাম এখনই আমার সুযোগ কারণ তাঁর গলা ও বক্ষ এখন অনাবৃত অবস্থায়; তাই আমি প্রবলভাবে শক্তি সঞ্চয় ক'রে আবার ছুরিটির বাট ধরতে হাত তুললাম। কিন্তু আমার চিন্তার চেয়েও দ্রুতভাবে ক্লিওপেট্রা আমার আঙ্গুলগুলি ধরে কোমল ভাবে তাঁর হাতের মধ্যে রাখলেন।

তিনি বললেন, "অমন উত্তেজিতভাবে তাকাচ্ছো কেন হারমাসিস ? তুমি কি অসুস্থ বোধ করছো ?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, অসুস্থই বটে।"

"তা'হলে এ আসনে শুয়ে বিশ্রাম নাও।" আমার হাত এখনও তাঁর হাতে; আমার হাতের সমস্ত শক্তিই যেন রহিত হ'য়ে গেল। তিনি আবার বললেন, "তোমার দুর্বলতা নিশ্চয়ই দূর হবে। নক্ষত্র নিয়ে তুমি অনেক কষ্ট করেছো। এই জানালা দিয়ে পুষ্পগন্ধ মাখানো রাতের মন মাতানো বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। ঐ শোনো পাহাড়ের গায়ে তরঙ্গমালার পতনের শব্দ। এ শব্দ ক্ষীণ হলেও এত সতেজ যে কাছেরই ঐ ঝর্ণার ধ্বনিও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। দোয়েল শ্যামার গান শোনা। তার প্রিয়তমার জন্য সে

কত ভরা হৃদয়ে প্রেম গীতি আওড়াচ্ছে! সত্যিই অতি মনোরম আজকের এ রাত! আর প্রাকৃতিক সঙ্গীত কত মধুর! এ সঙ্গীত বায়ু, তরুরাজি, পাখী ও সাগরের কুঞ্চিত ঠোঁটে গাওয়া, হাজারো কণ্ঠের সঙ্গীত। তবু কোথাও ছন্দের গরমিল নেই। শোন হারমাসিস, তোমার ব্যাপারে একটা কথা শুনেছি। তুমিও রাজবংশজাত। তোমার ধমনীতে ক্ষীণ রক্ত প্রবাহিত নয়, তা' আমি জেনেছি। এমন ক্ষ্যাপামী শুধু রাজবংশজাতদের কাছ থেকেই আশা করা যায়। কি? তুমি আমার স্তনের দিকে তাকিয়ে আছ? মহান ওসিরিসের সম্মানে ও দু'টোকে উন্নতই রেখেছি, ওসিরিসকে তোমার মত আমিও সম্মান করি। দেখো।"

"আমায় যেতে দিন" বলে আমি ওঠার চেষ্টা করলাম কিন্তু ইতিমধ্যেই আমি চলৎশক্তিহীন হ'য়ে পড়েছি।

কিন্তু ক্লিওপেট্রা বললেন, "না না, এক মুহূর্তের জন্যও না। তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না। আমায় ছেড়ে তুমি যেতে পারো না। হারমাসিস। আচ্ছা হারমাসিস, তুমি কি কখনো ভালবেসেছো?

"না সম্রাজ্ঞী, ভালোবাসা দিয়ে আমি কি করবো? আমায় যেতে দিন, আমি দুর্বল, হয়তো আমি অজ্ঞান হ'য়ে যাবো।"

আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে তিনি বলেই চললেন, "কখনো ভালবাসনি? আশ্চর্য! কখনো কোনো নারীর হৃদয়ের স্পন্দন কি তোমার হৃদয়ের সাথে একই ছন্দে স্পন্দিত হয়নি? তোমার বক্ষে প্রতিশ্রুতির দীর্ঘশ্বাস পতনের সময় অশ্রুসিক্ত নয়নে কি কোন মেয়ে তোমার দৃষ্টিকে পূজা করেনি? কখনো তুমি ভালবাসনি? নারীর রহস্যময় আত্মার মাঝে তুমি কখনো আত্মবিস্মৃত হওনি? আর প্রকৃতি কিভাবে আমাদের উলঙ্গ নির্জনতা দূর করতে পারে আর দুই হৃদয়কে একই সত্তার স্বর্ণসূত্রে বুনতে পারে তাও কি তুমি দেখোনি? তা'হলে তো বেঁচে থাকা না থাকার সামিল, হারমাসিস!"

যতক্ষণ তিনি বিড়বিড় ক'রে এসব কথা বলছিলেন ততক্ষণই তিনি একটু একটু ক'রে আমার কাছে এগুচ্ছিলেন। শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একবাহু আমার গলার উপরে ফেলে তাঁর নীল চোখের দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর রক্তিম ঠোটে মৃদু হাসলেন। মনে হ'ল যেন তিনি স্ফুটনোন্মুখ ফুলের মত সৌন্দর্যের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত সৌন্দর্য প্রকাশ করছেন! তারপর তাঁর রাজকীয় দেহ বক্র ক'রে আমায় আকড়ে ধরে আরও নিকটবর্তী হলেন, এবারে তাঁর সুগন্ধি নিশ্বাস আমার চুলে পড়তে লাগলো, আর পরমুহূর্তে তাঁর ঠোঁট আমার ঠোঁটে মিলিত হ'ল।

ধিক আমায়! মৃত্যুর আলিঙ্গনের চেয়েও মারাত্মক ও প্রবল ঐ চুম্বনের সাথে সাথে আমি আইসিসের চরম লক্ষ্য, প্রতিজ্ঞা, মান-সম্ভ্রম, দেশ, বন্ধু-বান্ধব, সব কিছুই ভুললাম। সব কিছুর সাথে যেন ক্লিওপেট্রা আমায় তাঁর দু'বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করলেন আর আমায় প্রভু ও প্রিয়তম বলে আখ্যায়িত করলেন।

তিনি বললেন, "এবার তা'হলে তোমার ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ এক পেয়ালা মদ পান করো।" আমি পাত্র নিয়ে গভীরভাবে মদ পান করলাম আর বুঝলাম মদে ঔষধ মিশানো, কিন্তু এখন আর উপায় নেই।

আমি আসনে পড়ে গেলাম। যদিও আমার হুঁশ ছিল তবুও কথা বলার বা নড়াচড়া করার মত শক্তি আর রইল না।

আর ক্লিওপেট্রা নত হ'য়ে আমার জামার ভিতরে লুক্কায়িত ছুরিটি তুলে নিলেন আর বিকট অট্টহাসির সাথে বললেন, "আমি জিতেছি, আমি জিতেছি! মিশর রক্ষার জন্য এটা একটা খেলার মত খেলা হয়েছে নিশ্চয়ই! ওহে রাজ-শত্রু, এই ছুরি দিয়েই তাহলে তুমি আমায় হত্যা করতে চেয়েছিলে? আর তোমারই সাঙ্গ-পাঙ্গরা এখন আমার প্রাসাদ ফটকে জমা হয়েছে। তুমি কি এখনও জাগরিত? এখন তোমার বক্ষে এই ছুরি নিবদ্ধ করলে কে আমায় বাধা দেবে?"

তাঁর একথা শুনতে পেয়ে আঙ্গুল দিয়ে আমার বক্ষ দেখিয়ে দিলাম কারণ এখন আমি মরার জন্য অস্থির হ'য়ে পড়েছি। বিজয়িনী রাণীর মত তিনি সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে ছুরির ফলক চক-চক ক'রে উঠলো। তাঁর হাত ধীরে ধীরে আমার বুকের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো, এই ছুরির মাথা আমার বুকের মাংসে লাগছে, এখনই বুঝি আমল বিদ্ধ হবে। কিন্তু তিনি বললেন, "না, তোমায় আমি খুবই পছন্দ করি হারমাসিস। তোমার মত লোককে হত্যা করাটা দুঃখজনক ব্যাপার হবে, তাই বেঁচে থাকো হে মৃত সম্রাট! বেঁচে থাকো হে হতভাগ্য ও পরাজিত রাজপুত! নারীর চালে পরাস্ত রাজপুত! আমার বিজয়কে অলংকৃত করার জন্য বেঁচে থাকো।" আর তিনি ছুরিটি ছুড়ে ফেলে দিলেন!

তারপর আমার দৃষ্টিশক্তি চলে গেল, আর আমার কানে শুধু বুল-বুলির সঙ্গীত, সমুদ্রের গর্জন, আর ক্লিওপেট্রার বিজয়োল্লাস সঙ্গীতের মত বাজতে লাগলো। আমি অজ্ঞান হ'য়ে পড়লাম; সেই বিজয়োল্লাস নিচুস্বরে ঘুমের দেশেও আমায় অনুসরণ করলো। শুধু ঘুমের দেশেই কেন, সারা জীবন ধরে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হর্ষধ্বনি প্রেতাত্মার মত আমায় অনুসরণ করছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[হারমাসিসের জাগরণ ঃ মৃত্যুর মুখোমুখী হারমাসিস ঃ ক্লিওপেট্রার আগমন এবং তাঁর সান্ত্বনাবাক্য।]

হুঁশ হ'লে দেখলাম আমি আমার কক্ষে শায়িত। আমি উঠে বসলাম। মনে হ'ল সত্যিই একটা স্বপ্ন দেখেছি! ঐ ঘটনা স্বপ্ন ছাড়া আর কি হ'তে পারে? আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না যে এখন থেকে আমি বিশ্বাসঘাতকরূপে আখ্যায়িত হবো; চিরতরে আমি সুযোগ হারিয়েছি। আমি সত্যিই আমাদের চরম লক্ষ্য নস্যাৎ ক'রে দিয়েছি এবং গত রাতে মামার অধীনের সব বীর যোদ্ধা খালি খালি সারা রাত ফটকে দাঁড়িয়েছিল। আনু থেকে আবু পর্যন্ত সমগ্র মিশর এখনও অপেক্ষা করছে—বৃথাই এ অপেক্ষা করা! না, কিছুতেই তা হ'তে পারে না, কি দুঃস্বপ্নই দেখেছি! এ রকম দ্বিতীয় স্বপ্ন মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে। এরকম নারকীয় স্বপ্ন দেখার চেয়ে মরাও অনেক গুণে ভাল। এটা অতি ক্লান্ত মনের উদ্ভট কলপনা বা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু আমি এখন কোথায়? কোথায় আমি এখন? আমার তো এখন সেই স্ফটিক কক্ষে চারমিয়নের অপেক্ষায় থাকার কথা?

আমি এখন কোথায়? হে প্রভু, মানুষের আকৃতিতে ঐ ভয়ংকর ছায়ামূর্তিটি কে? আমার আসনের পদমূলে গুপ্ত ও জড়োসড়ো ভাবে রক্ত মাখানো সাদা বস্ত্র পরিহিত লোকটি কে?

আমি দেহটির দিকে অগ্রসর হ'য়ে ভয়ানক এক চিৎকারধ্বনির সাথে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে পদাঘাত করলাম। খুব জোরের সাথে লাথি লাগার ফলে দেহটি ঘুরে এক পাশে স্থির হ'ল। ভয়ে আধমরা অবস্থায় আমি উহার আচ্ছাদন ছিড়ে দেখতে পেলাম চোয়ালের কাছে হাঁটু বাঁধা অবস্থায় একটি লোক পড়ে আছে—সম্পূর্ণ উলঙ্গ এবং ভাল ভাবে তাকিয়ে দেখতে পেলাম দেহটি সেই রোমান সেনাধ্যক্ষ পলাসের! তার দেহে একটি ছুরি বিদ্ধ অবস্থায়—আমারই সেই ছুরিটি, সেই স্বর্ণ নির্মিত নারীমস্তক ও সিংহীর দেহ বিশিষ্ট বাট। আর পলাসের বিস্তীর্ণ বক্ষের উপরে ঐ ছুরিতে গাথা এক টুকরা পাপিরাসপত্র—তাতে রোমান ভাষায় কি যেন লিখিত মনে হ'ল। কাছে গিয়ে পড়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে—

"HARMACHIS I. SALVERE. EGO. SUM.
QUEM. SUBDERE. NORUS PAULUS.
ROMANUS. DISCE. HINC. QUID.
PRODERE. PROSIT."

যাঁর অর্থ দাঁড়ায়: "অভিনন্দন, হারমাসিস! আমি সেই রোমান নোরাস পলাস যাকে তুমি হাত করেছিলে। জেনে নাও বিশ্বাসঘাতকেরা কত সৌভাগ্যশালী!"

স্বীয় রক্তে রঞ্জিত পলাসের ঐ দেহটি দেখে অস্থির ও মুমূর্ষুপ্রায় অবস্থায় আমি পিছু হটতে লাগলাম। ক্ষীণ ও দুর্বলভাবে পিছু হটতে হটতে শেষ পর্যন্ত দেয়ালে বাধাপ্রাপ্ত হলাম। বাইরে পাখীকণ্ঠে ভোরের গান শোনা যাচ্ছে। তাই এখন আমার মনে হ'ল যে এসবের কিছুই স্বপ্ন নয়, রূঢ় বাস্তব—সত্যিই আমি পরাজিত ও পরাভূত।

বৃদ্ধ পিতা আমেনেমহাটের কথা ভাবলাম, আর তাঁর ছবি মাসনপটে ভেসে উঠলো। লোকজন যখন বাবার কাছে আমার লজ্জাকর পরিণতির কথা ও তাঁর আশার প্রদীপ নির্বাপিত হওয়ার কথা বলবে তখন তাঁর মনেও আমার ছবি ভেসে উঠবে। দেশপ্রেমিক যাজক মামা সেপার কথাও ভাবলাম। তিনি তো সারারাত আমার সংকেতের আশায় ছিলেন, কিন্তু সে সংকেত আর কোনদিন তাঁর কাছে যাবে না! তার সাথে সাথে আর একটা চিন্তাও দেখা দিল—তাঁদের কি উপায় হবে?

আমি একাই বিশ্বাসঘাতক নই, আমিওতো প্রতাড়িত হয়েছি! কিন্তু কে আমায় প্রতাড়না করেছে? এই পলাস? যদি তাই হয় তা'হলে সে আমার সাথের অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদেরে চেনে না। হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম সর্বনাশ, গুপ্ত তালিকাগুলি তো নেই। হে প্রভু, তালিকাগুলি কোথায়? সর্বনাশ, তা'হলে তো মিশরের সব দেশপ্রেমিকের অবস্থাই এই পলাসের মতই হবে! আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেই মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে গেলাম।

অনেক পরে আবার আমার হুঁশ হ'ল। ছায়ার দৈর্ঘ্য দেখে মনে হ'ল এখন শেষ বেলা। কোন প্রকারে কাঁপতে কাঁপতে আমি দাঁড়ালাম। পলাসের মৃতদেহ এখনও একই ভাবে পড়ে রয়েছে। তার মুখ আমার দিকে, মনে হ'ল যেন সে আমারই দিকে তাকিয়ে আছে। ব্যাকুলভাবে আমি দরজার দিকে দৌড় দিলাম—দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। বাইরে প্রহরীদের ভারী পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। আমায় দরজার দিকে আসতে দেখে তারা উন্মুক্ত বর্শা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দরজা খুললো! দেখলাম রাজপোশাকে বিজয়িনীর বেশে

সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা আসছেন। তিনি একাই ভিতরে প্রবেশ করলেন, পিছনে দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। বিষাদক্লিষ্ট মনে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু তিনি সামনে অগ্রসর হ'তে হ'তে একেবারে আমার মুখোমুখী হলেন।

ক্লিওপেট্রা তাঁর স্বভাব সুলভ হাসিমাখা মুখে বললেন, "অভিনন্দন, হারমাসিস!" তারপর তিনি পলাসের মৃত দেহের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে বললেন, "তাহ'লে আমার প্রহরী তোমার খোঁজ পেয়েছে?"

একটু থেমে ক্লিওপেট্রা আবার বললেন, "ওর দেহটা বিভৎস দেখাচ্ছে। ওহে প্রহরী!"

দরজা আবার খুলে গেলে দু'জন ফরাসী প্রহরী প্রবেশ করলো।

রাণী তাদেরে আদেশ দিলেন, "এই মৃত দেহটা নিয়ে গিয়ে চিলের সামনে নিক্ষেপ করো। দাঁড়াও, নেমকহারামের বক্ষ থেকে ছুরিটি তুলে নাও।"

প্রহরীরা মাথা নত ক'রে পলাসের বুক থেকে ছুরিটি তুলে টেবিলের উপরে রাখলো। তারপর তারা পলাসের মাথা ও পা ধ'রে টেনে নিয়ে গেলো। তাদের ভারী পায়ের শব্দ সিঁড়ির পথে মিলিয়ে গেল।

প্রহরীদের পায়ের শব্দ বিলীন হ'য়ে গেলে ক্লিওপেট্রা বললেন, "আমার বিশ্বাস, হারমাসিস, তুমি একটা বদ চক্রান্তে জড়িত। কিন্তু ভাগ্যচক্র কি অদ্ভুতভাবে ঘোরে।"

তারপর যে দরজা দিয়ে পলাসের দেহটা টেনে নেওয়া হয়েছে সেদিকে ইঙ্গিত ক'রে তিনি আবার বললেন, "কিন্তু ঐ বিশ্বাসঘাতক না হ'লে এখন আমারই দেহটা তার মত কদর্য আকার ধারণ করতো, ঐ ছুরিটি আমারই বুকের রক্তে রঞ্জিত হ'তো।

তাহ'লে পলাসই আমায় ঠকিয়েছে—আমি ভাবলাম।

ক্লিওপেট্রা বলেই চললেন, "আর হ্যাঁ, তুমি যখন গতরাতে আমার কক্ষে এসেছিলে তখনই আমি জানতাম যে তুমি আমায় হত্যা করতেই এসেছো। আর বারবার যখন তুমি জামার নিচে হাত দিচ্ছিলে তখনও আমি জানতাম যে তুমি ছুরির বাট স্পর্শ করছিলে, আর যে কাজ করতে তোমার মন এগুচ্ছিল না সে কাজ করার জন্য সাহস যোগাচ্ছিলে! ওহ্, সে কি অদ্ভুত ও ভয়াবহ সময়! বাস্তবিকই উপভোগ করার মত সময় ছিল বটে! সে মুহূর্তে আমরা উভয়েই ছলের সাথে ছল দিয়ে আর শক্তির সাথে শক্তি দিয়ে লড়ছিলাম। খুব আশ্চর্যান্বিত ভাবে সময় সময় আমি ভাবছিলাম আমাদের মধ্যে কে জয়ী হবে! আমি জানতাম যে তোমায় আমি এমন এক শিকলে আবদ্ধ রেখেছি যা কারাগারের শৃঙ্খলের চেয়েও বেশী মজবুত;

তাই তোমার কক্ষের দরজায় প্রহরারত প্রহরীদেরে দেখে ভুল ক'রো না কারণ প্রহরী দিয়ে তোমায় আমি বন্দী করিনি। আমি আরও জানতাম যে আমি তোমার হাতের এমন এক বেড়াজালে আবদ্ধ যা' আমার সৈন্য-দের হাতের তীক্ষ্ন বর্শাও বিদ্ধ করতে পারে না—নইলে তুমি এতক্ষণ জীবিত থাকতে না হারমাসিস! দেখ এই তোমার ছুরি।" বলেই তিনি ছুরিটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "যদি পার তা'হলে এখন আমায় হত্যা করো।" তারপর তিনি আমার কাছে এসে বক্ষ উন্মোচন ক'রে দাঁড়িয়ে নীরব নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটু অপেক্ষা ক'রে তিনি বললেন, "না, তুমি আমায় হত্যা করতে পারো না কারণ আমি জানি এমন কাজ আছে যা' তোমার মত মানুষের পক্ষে ক'রে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, আর সে কাজ হ'ল এমন মেয়েলোককে খুন করা যে সম্পূর্ণরূপে তোমারই।"

এই মুহূর্তে আমার মরার ইচ্ছা এত প্রবল হ'ল যে ছুরিটি আমারই বক্ষে বিদ্ধ করতে উদ্ধত হলাম। সাথে সাথে ক্লিওপেট্রা বলে উঠলেন, "না না, তোমার হাত থামাও, আমায় যদি তুমি খুন করতে না পেরে থাকো তা'হলে নিজেকেও তুমি হত্যা করতে পারবে না। তুমি মিথ্যা প্রতিপন্না আইসিসের উপাসক! তুমি কি তাহ'লে এত তাড়াতাড়িই সে ক্রুদ্ধা দেবীর সাথে স্বর্গে দেখা করতে চাও? তুমি কি ভেবে দেখেছো কোন্ চোখে সেই স্বর্গীয় মাতা তাঁর সেই পুত্রের প্রতি তাকাবেন যে সব বিষয়ে লাঞ্ছিত হ'য়ে, সর্বোচ্চ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে, জীবনীশক্তির উৎস হাতে নিয়ে তাঁকে সম্ভাষণ করতে এসেছে? তুমি যদি একান্তই প্রায়শ্চিত্ত করতে চাও তা'হলে কোথাও তুমি তা' করবে।"

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, আমার হৃদয় ভেঙ্গে পড়েছে। হায় অদৃষ্ট! একথা অতি সত্য যে আমি এখন মরতেও ভয় পাচ্ছি। এমন এক পর্যায়ে এসে আমি এখন পৌঁছেছি যে মরতেও আমার ভয় হচ্ছে! অস্থির হ'য়ে আমি চৌকির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলাম, দৈহিক ও মানসিক যাতনায় আমার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো।

কিন্তু ক্লিওপেট্রা আমার কাছে এসে পার্শ্বে বসে দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে আমায় সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

তিনি বললেন, "কেঁদোনা প্রিয়তম, আমার দিকে তাকাও! তোমার সব আশাই শেষ হ'য়ে যায়নি আর আমিও তোমার প্রতি অপ্রসন্ন হইনি। আমরা শুধু একটা প্রচণ্ড খেল দেখেছি। আমার সেই পূর্ব ঘোষণানুযায়ী

তোমার ম্যাজিকের সাথে আমার মেয়েলী ম্যাজিকের প্রতিযোগিতায় আমিই জয়ী হয়েছি। কিন্তু তোমার কাছে আমি প্রাণ খুলে দেবো। রাণী হিসেবে আর নারী হিসেবে তুমি আমার সহানুভূতির পাত্র—শুধু তাই নয়, আরও অনেক বেশী; তোমায় আমি শোকাভিভূত দেখতে চাই না। আমার পূর্বপুরুষগণ তোমাদের যে সিংহাসন হরণ করেছে তা' পুনরুদ্ধার ক'রে হারানো স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা তোমার নিতান্তই ন্যায়-সঙ্গত হ'য়েছে। আর আইনসঙ্গত রাণী হিসেবে আমিও ঠিক ন্যায়সঙ্গত কাজই করেছি, আর তা' করতে গিয়ে যে কলুষিত কাজ করেছি তাতেও আমার কোন প্রকারের দ্বিধা ছিল না। তাই এখানেই তোমার প্রতি আমার সহানুভূতি নিহিত যা' চিরদিনই মহৎ ও সাহসীদের প্রাপ্য। আর এটাও নেহায়েত স্বাভাবিক যে তোমার পতনের মাহাত্ম্যের জন্য তুমি দুঃখ করবে। তাতেও মেয়ে হিসেবে—প্রিয়পাত্রী হিসেবে—তোমার প্রতি আমার সহানুভূতি রয়েছে। তোমার আশা শেষ হয়ে যায়নি হারমাসিস। তোমার পরিকল্পনায় ভুল ছিল, আমার মতে মিশর কোনদিনই একাকী দাঁড়াতে পারতো না কারণ তুমি রাজমুকুট ও রাজ্য লাভ করলেও রোমের ভয় সব সময়ই থাকতো। আমি অতি অজ্ঞ, তবুও তোমার জ্ঞাতার্থে বলছি, প্রাচীন মিশরের জন্য আমার অন্তর যতটা কাঁদছে ততটা কাঁদার মত মন এই বিশাল মিশরে আর দ্বিতিয়টি নেই—এমনকি তোমার মনও না হারমাসিস! তবুও আগে থেকেই আমি অত্যধিক জড়িত হ'য়ে পড়েছি—কারণ যুদ্ধ, বিদ্রোহ, শত্রুতা, চক্রান্ত ইত্যাদি আমায় চারদিক থেকে আকণ্ঠ বিজড়িত রেখেছে। ফলে দেশবাসীর সেবায় আমার ইচ্ছামত নিজেকে নিয়োজিত করতে পারিনি। কিন্তু তুমি হারমাসিস, তুমি আমায় পথ দেখিয়ে দেবে, তুমি আমার উপদেষ্টা ও প্রিয়পাত্র হবে। ক্লিওপেট্রার মন জয় করাটা কি এতই তুচ্ছ যাকে তুমি চিরতরে স্তব্ধ ক'রে দিতে চেয়েছিলে?—ধিক তোমায়! সত্যিই তুমি আমায় আমার জনগণের সাথে মিলিত করবে, আর আমরা দুজনে দেশ শাসন করবো, এভাবে আমরা নতুন সাম্রাজ্যকে পুরাতনের সাথে ও পুরাতন চিন্তাধারার সাথে নতুন চিন্তাধারার সংযোগ ঘটাবো। এভাবে আমরা ভাল কাজ করবো, সত্যিই সর্বোত্তম কাজ করবো,—আর এভাবেই আর এক বিকল্প ও শান্তির পথে তুমি সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণ করবে।"

ক্লিওপেট্রা বলেই চললেন, "দেখ হারমাসিস, তোমার ষড়যন্ত্রের কথা যতদূর সম্ভব গোপন রাখা হবে। ঐ রোমান দুরাত্মা তোমার পরিকল্পনা নস্যাৎ ক'রে দিয়েছে যার ফলে তুমি আজ হতভম্ব হ'য়ে পড়েছো, আর

তোমার গোপনীয় দলিলপত্র হারিয়ে গেছে, এটা কি তা'হলে তোমার দোষে হয়েছে ? আর তোমার এই বিরাট চক্রান্তের জাল ফাঁস হ'য়ে যাওয়ার পরেও এবং চক্রান্তকারীদের ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যাওয়ার পরেও তোমার বিশ্বাসের প্রতি অবিচল থেকে যদি তোমার হাতে এমন উপায় আসে যে প্রকৃতি প্রদত্ত ক্ষমতা বলে রাণীর মন জয় ক'রে তাঁর শান্ত ভালবাসার সুযোগ নিয়ে তোমার ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারো—এবং নীল নদের উভয় তীরের বিস্তীর্ণ মিশর ভূমিতে তোমার আধিপত্য বিস্তার করতে পারো তা'হলেও কি তোমায় দোষারোপ করা যায় ?"

আমি মাথা তুলে তাকালাম; মনে আশার রশ্মি ঝিলিক মেরে গেলো কারণ মানুষ পতনের সময় পাখীর পালকও আঁকড়ে ধরে। তারপর প্রথমবারের মত আমি বললাম, "তা'হলে আমায় যারা বিশ্বাস করেছিলেন আমার সে সব সঙ্গীদের কি হবে ?"

ক্লিওপেট্রা বললেন, "হাঁ, আবুদিসের বৃদ্ধ পুরোহিত তোমার বাবা আমেনেমহাট, আর সেই উগ্র দেশপ্রেমিক তোমার মামা সেপা—যিনি তাঁর বিরাট মহান হৃদয় অতি সাধারণ দেহের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন, আর—"

আমি ভাবলাম তিনি চারমিয়নের নাম বলবেন, কিন্তু তিনি তা' না বলে বললেন, "আর—আরও অনেকে, ওহ্ তাদের সবাইকেই আমি চিনি।"

আমি বললাম, "হাঁ, হাঁ, কিন্তু তাদের কি হবে ?"

ক্লিওপেট্রা দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "শোন তবে হারমাসিস। তোমার জন্য তাদেরে আমি দয়া দেখাবো। যা' করা একান্ত কর্তব্য তার বেশী কিছুই করবো না। আমি আমার সিংহাসন ও মিশরের সব দেবতার নামের দোহাই দিয়ে বলছি যে আমার দ্বারা তোমার বৃদ্ধ পিতার একগাছি চুলেরও ক্ষতি হবে না। আর ইতিমধ্যে যদি কিছু না হ'য়ে থাকে তা'হলে তোমার মামা সেপাকেও আমি ছেড়ে দেবো। শুধু তাই নয়, আমি অন্যান্য সবাইকেও ছেড়ে দেবো। আমার পূর্বপুরুষ এপিফেন্সের বিরুদ্ধে যখন মিশরীয়রা বিদ্রোহ করেছিল তখন তিনি এথিনিস, পথিরাস, কেসুফুস ও ইরোবাসটুসকে তাঁর রথের সাথে বেঁধে জীবন্ত অবস্থায় শহরের দেয়ালের চারদিকে টেনেছিলেন, একিলিস যেমন মৃত হেকটরকে টেনেছিলেন সেরকম নয়। আমি তেমন কিছুই করবো না। তোমার দলে যদি কোন ইহুদী থাকে তা'হলে তাদেরে ছাড়া আর সবাইকেই ছেড়ে দেবো কারণ ইহুদীদের আমি ঘৃণা করি।"

আমি বললাম, "দলে কোন ইহুদী নেই।"

তিনি বললেন "উত্তম, কারণ কোন ইহুদীকেই আমি কখনো ছাড়বো না! তা'হলে দেখো, আমি কি সত্যিই তেমন নিষ্ঠুর মেয়ে যেমন লোকে বলে? হারমাসিস, তোমার তালিকায় অনেকেরই নাম ছিল যাদেরে তুমি হত্যা করতে, কিন্তু আমি মাত্র একটা রোমান নফরের জীবন নিয়েছি যে দু'দিকেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল—সে আমাকেও প্রতারিত করেছিল আবার তোমাকেও প্রতারিত করেছিল। তাহ'লে তুমিও কি আমার করুণার প্রাচুর্যে অভিভূত হচ্ছো না হারমাসিস? আমি তোমায় দয়া দেখাচ্ছি কারণ আমি তোমায় ভালবাসি—আর এটাই মেয়েদের একমাত্র যুক্তি।"

একটু হেসে ক্লিওপেট্রা আবার বললেন, "এবার তুমি আমায় খুশী করো হারমাসিস। না, সেরাপিসের দোহাই, আমি আমার মত পালটাবো, কোন কিছুর বিনিময়ে ছাড়া আমি তোমায় এতটা দেবো না। এটা আমার কাছ থেকে তোমার কিনতে হবে, আর তার দামও বেশ চড়া—দাম হচ্ছে একটি চুম্বন, হারমাসিস!"

আমি এই প্রলুব্ধকারিণীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, "না, দামটা অতি চড়া বটে, আমি আর কখনো কাউকে চুমো দেবো না।"

প্রবলভাবে ভ্রূকুটী ক'রে তিনি বললেন, 'বেশ, ভেবে দেখো, আর দু'টোর মধ্যে কোন্‌টি উত্তম বেছে নাও। আমি মেয়েলোক, আর বারবার কোন পুরুষকে অনুনয় করতেও অভ্যস্ত নই। তোমার যা খুশী তাই তুমি করতে পারো, তোমায় স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, তুমি যদি আমায় দূরে সরিয়ে দাও তা'হলে আমার দয়া আমি ফিরিয়ে নেবো। তাই বলছি হে মহাজ্ঞানী পুরোহিত মশাই, আমার প্রেমের বিরাট বোঝা আর তোমার বৃদ্ধ পিতা ও তার সাথের চক্রান্তকারী সবাইর দ্রুত মৃত্যুর মধ্যে যেটা খুশী বেছে নাও।"

তাঁর দিকে ফিরে বুঝলাম তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন—তাঁর চোখ দু'টি জ্বলছে আর বুক কাঁপছে। তাই আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁকে চুম্বন করলাম। আর এই চুম্বনের মাধ্যমে আমি লজ্জা ও দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। তারপর ক্লিওপেট্রা গ্রীকদের বিজয়িনী প্রেমদেবী আফ্রোদিতির মত সেখান থেকে ছুরিটি নিয়ে চলে গেলেন।

আমি এখনও বুঝতে পারিনি কত গভীরভাবে আমায় চাল দেওয়া হয়েছে, আর কেন আমায় এখনও জীবিত রাখা হয়েছে, অথবা কেনইবা এই ব্যাঘ্রহৃদয়া ক্লিউপেট্রা এতটা দয়াশীলা হলেন। আমি জানতে পারিনি যে আমায় হত্যা করতে তিনি সাহস পাননি কারণ আমাদের চক্রান্ত এমন গভীর ছিল যে মিশরের উপর থেকে ক্লিওপেট্রার আধিপত্য একদম ক্ষীণ

হ'য়ে পড়েছিল। কাজেই আমার মৃত্যুর খবরে, এমন কি আমার অনুপস্থিতি দেখেই এমন প্রবল বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে যাতে ক্লিওপেট্রার সিংহাসন হারানোর সম্ভাবনাই বেশী। আমি তখনও বুঝতে পারিনি যে শুধু ভয়ে ও রাজনৈতিক চাল হিসেবে তিনি আমার হতভাগ্য সঙ্গীদের কিঞ্চিৎ দয়া দেখিয়েছেন, শুধু চাতুরী করেই বরং আমায় আমারই হৃদয়ের আঁশে তাঁর সাথে জড়াতে চেয়েছেন—নারীর পবিত্র ভালবাসার জন্য নয়। কিন্তু একথাও সত্যি যে তিনি আমায় যথেষ্ট পছন্দ করতেন. তথাপিও আমি তাঁর পক্ষ হ'য়ে একথা বলছি যে তাঁর ভাগ্যাকাশ থেকে দুর্যোগের ঘনঘটা দূর হওয়ার পরে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন এবং পলাস ও অন্য একজন ছাড়া আর কেউই ক্লিওপেট্রার বংশ ও রাজ্যের প্রতি এত বড় ষড়যন্ত্রের জন্য মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু অন্য সবাই অন্য দিক দিয়ে অনেক শাস্তি ভোগ করেছে।

আমার মনের লজ্জা ও বিষাদের সাথে প্রতিযোগিতার জন্য তাঁর বিজয়ের গৌরব রেখে তিনি আমার কক্ষ থেকে চলে গেলেন। আমার পক্ষে এই মুহূর্তগুলি এমন তিক্ত হ'য়ে উঠলো যে প্রার্থনায় মনোযোগ দিয়েও এ তিক্ততার হাত থেকে রেহাই পেলাম না। প্রভুদের সাথে আমার সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছে, আর এমন কি, মাতা আইসিসও তাঁর সেবাদাসের সাথে কথা বলা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। এই তিক্ত ও তমশাচ্ছন্ন সময়ের হতাশার মাঝেও আমার মনে ক্লিওপেট্রার, চোখ দু'টি জ্বলতে লাগলো, তাঁর সেই ব্যাকুল প্রেম নিবেদন প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো কারণ এখনও বিষাদসিন্ধু পূর্ণ হয়নি, আরও বাকী। হৃদয়ে আমার এখনও আশা আছে আর এখনও মনে বিশ্বাস হচ্ছে যে আমি কোনও একটা মহৎ কাজে ব্যর্থ হয়েছি কিন্তু ধ্বংসের অতল গহ্বর থেকে আবার বিজয়ের কোনও পুষ্পমণ্ডিত পথ পেতে পারি।

পাপীরা নিজেরাই নিজেদেরে প্রতারিত করে। নিজেদের পাপের বোঝা তাদের ভাগ্যের মাথায় চাপিয়ে দেয়। তারা বিশ্বাস করে যে দুষ্টামীই তাদের জন্য মঙ্গল আনবে আর তাই প্রয়োজনের ধারালো অস্ত্রের দোহাই দিয়ে নিজেদের বিবেককে জলাঞ্জলী দেয়। কিন্তু তাতে লাভ হয় না কিছুই কারণ পাপ পথে হাতে হাত ধরাধরি ক'রে আসে লজ্জা ও অনুশোচনা, আর এদু'টো জিনিস যাকে অনুসরণ করে তাকে ধিক! আর শত ধিক্কার আমারই প্রাপ্য কারণ আমিই তো নিকৃষ্টতম পাপিষ্ঠ।

নবম পরিচ্ছেদ

[কারাগারে হারমাসিস ঃ চারমিয়নের উষ্মা প্রকাশ ঃ হারমাসিসের মুক্তিপ্রাপ্তি ঃ কুইন্টাস ডেলিয়াসের আগমন ।]

এভাবে একটানা এগারদিন ধ'রে আমায় আমার কক্ষে দ্বাররুদ্ধ অবস্থায় রাখা হ'ল। খাদ্য ও পানীয় নিয়ে প্রহরীরা নীরবে আসা-যাওয়া করতো। তাদেরে ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পেতাম না, অবশ্য ক্লিওপেট্রা নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন। তিনি ভালবাসার কথা সহস্রমুখে বললেও বাইরের অন্য কোন কথা মুখেও আনতেন না। তিনি আমার কাছে বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় আসতেন —কখনো আনন্দ-উদ্বেলিত হৃদয়ে হাসিমুখে, কখনো বিজ্ঞ চিন্তা ও কথায় মগ্ন অবস্থায়, আবার কখনো সম্পূর্ণ ভাবাবেগপূর্ণ মনে, কিন্তু সব অবস্থায়ই তিনি আমার কাছে যেন নতুন রূপে দেখা দিতেন। তাঁকে আমি কিভাবে মিশরের উন্নতি সাধন করতে, জনগণের বোঝা কমাতে ও মিশর থেকে রোমান সৈন্যদেরে সরিয়ে দিতে সাহায্য করতে পারি সে কথাই তিনি বেশী বলতেন। প্রথম প্রথম আমি নিতান্ত ভারাক্রান্ত মনে তাঁর কথা শুনতাম কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি আমায় এমন যাদুর জালে জড়ালেন যেখান থেকে মুক্তির কোন পথই রইল না; আর এভাবে ধীরে ধীরে আমি তাঁর কথায় আনন্দ পেতে শুরু করলাম। এখন আমি তাঁর কাছে অন্তর খুলে দিয়ে মিশরের জন্য আমার নিজস্ব পরিকল্পনার কিছু কিছু তাঁকে বলতে লাগলাম। মনে হ'ত তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে আমার পরিকল্পনার কথা শুনতেন আর বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতেন। এসব পরিকল্পনা কার্যকরী করণের উপায় সম্বন্ধেও তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করতেন। তিনি কিভাবে এদেশীয় বিশ্বাসকে শুদ্ধ করবেন, কিভাবে এদেশের প্রাচীন মন্দিরসমূহের সংস্কার সাধন ক'রে আরও নতুন নতুন মন্দির গড়বেন তাও বলতেন। ফলে তিনি ধীরে ধীরে আমার হৃদয়ের আরও গভীরে প্রবেশ করলেন। শেষ পর্যন্ত আমার মন থেকে সব কিছু দূর হ'ল আর রুদ্ধ মনের সম্পূর্ণ অটুট আবেগ দিয়ে আমি শুধু ক্লিওপেট্রাকেই ভালবাসতে লাগলাম। কিওপেট্রার ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই আমার রইল না, আর তাঁর এই ভালবাসায়ই জীবন জড়িয়ে রাখলাম। বিধবারা যেমন তাদের একমাত্র সন্তানকে আঁকড়ে রাখে, আমিও সব কিছু হারিয়ে আজ ক্লিওপেট্রার ভালবাসাকে আঁকড়ে রাখতে লাগলাম আর এমনিভাবেই আমার পতনের পথ প্রদর্শকই আমার সর্বস্ব হ'য়ে দাঁড়ালেন, তিনি হ'লেন আমার

প্রিয়তম প্রিয়, আর তার প্রতি আমার আকর্ষণ এমনই তীব্র থেকে তীব্রতর হ'তে লাগলো যে তার প্রতি ভালবাসা আমার সমস্ত অতীতকে গ্রাস ক'রে বর্তমানকে স্বপ্নে পরিণত করলো, কারণ ক্লিওপেট্রা আমায় জয় করেছেন, আমার সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছেন আর আমায় লজ্জায় আকণ্ঠ ডুবিয়ে রেখেছেন; আর আমি! হতভাগ্য, দুরাত্মা, যে চাবুক দিয়ে আমায় আঘাত করা হয়েছে, তাই আমি চুম্বন ক'রে আজ ক্লিওপেট্রার নফরে পরিণত হয়েছি!

আর, এখনও—এই এতকাল পরেও তন্দ্রা এসে যখন তার স্বপ্নালু ছোয়ায় মনের আতঙ্ক দূর ক'রে মনকে স্বপ্নের জগতে নিয়ে গিয়ে হৃদয়ের গোপন তালা খুলে দেয়, আর মন যখন অবাধে ভাবের রাজ্যে বিচরণ ক'রে, তখন আমি ক্লিওপেট্রার সেই ভুবন মোহিনী ছায়া দেখতে পাই, তিনি আসেন দু'চোখে প্রেমের শিখা জ্বালিয়ে, দু'বাহু প্রসারিত ক'রে, ঠোঁট দু'টি উন্মুক্ত ক'রে আর মুখে এক অপরূপ কমনীয়তা ফুটিয়ে, ঠিক যেমন আমার অধপতনের রাতে তিনি এসেছিলেন আমায় আলিঙ্গন করতে! কিন্তু হঠাৎ চোখ খুলে কি দেখতে পাই? সবই মিথ্যা, সবই স্বপ্ন—দুঃস্বপ্ন!

আর এভাবে একদিন খুব দ্রুত তিনি আমার কক্ষে এসে বললেন, সিরিয়ায় এণ্টনীর যুদ্ধের বিষয়ে এক সভা থেকে তিনি বিশেষ দ্রুততার সাথে চলে এসেছেন। রাজদরবারেই সে সভা হচ্ছিল। আমি দেখলাম ক্লিওপেট্রা সম্রাজ্ঞীর পোশাকেই চলে এসেছেন, হাতে রাজদণ্ড, মাথায় মুকুট। হাসতে হাসতে তিনি আমার সামনে বসলেন। সভায় তিনি বিরক্ত হ'য়ে বলেছেন যে রোম থেকে একজন দূত এসেছে, তাই তাঁকে সভা ত্যাগ করতে হচ্ছে। আর তাই কৌতুকে এখন নিজেই তিনি হাসলেন। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে মুকুটটি হাতে নিয়ে আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন, আমার গলায় রাজকীয় আলখাল্লা পরিয়ে দিয়ে রাজদণ্ডটি আমার হাতে দিয়ে তিনি আমার সামনে মাথা নত করলেন। তারপর আবার হেসে তিনি আমার ঠোঁটে চুমো দিয়ে বললেন, "তুমি সত্যিই আমার রাজা!"

আবুদিসের সেই কক্ষে আমার অভিষেকের কথা আমার মনে পড়লো, মনে পড়লো সেই গোলাপের মালার কথা যার গন্ধ এখনও আমায় পীড়া দিচ্ছে। রাগে আমার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে উঠলো। আমি দাঁড়িয়ে ঐ তুচ্ছ অলংকার ছুড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম খাঁচাবদ্ধ পাখীকে উপহাস করার আস্পর্ধা তিনি কোথায় পেলেন? মনে হ'ল আমার মনের দৃঢ়তা দেখে তিনি আঁৎকে উঠে দু'পা পিছু হটলেন।

তিনি বললেন, "না হারমাসিস, রাগ ক'রো না। কে বললো আমি তোমায় উপহাস ক'রেছি? তুমি যে সত্যিই সম্রাট হবে না একথা কে বললো?"

আমি বললাম, "তুমি কি বলতে চাও? তুমি কি তা'হলে মিশরীয়দের সামনে আমার সাথে বিয়ে বসবে? তাছাড়া আর কিভাবে আমি সম্রাট হ'তে পারি?"

তিনি চোখ নামিয়ে শান্তভাবে বললেন, "প্রিয়তম, তোমায় বিয়ে করাই হয়ত আমার মনের ইচ্ছা। শোন, এই বদ্ধ কক্ষে তুমি ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছো, আর তুমি খাচ্ছোও খুব কম। অস্বীকার ক'রো না, আমি ভৃত্যদের কাছে শুনেছি। তোমার স্বীয় স্বার্থেই আমি তোমায় এখানে রেখেছি হারমাসিস। তোমার জীবন আমার কাছে অতি প্রিয়। তোমার নিজেরই জন্য, তোমারই সম্ভ্রমের জন্য তোমায় আমার বন্দীর মতই থাকতে হ'বে। তা' না হ'লে তোমায় উপহাস করা হবে, আর গোপনে তোমায় হত্যা করাও হ'তে পারে। কিন্তু এখানেও আমি আর তোমার সাথে দেখা করতে পারবো না। কাজেই কালই তোমায় আমি প্রকৃতপক্ষে মুক্ত ক'রে দেবো, অবশ্য তুমি নামেমাত্র আমার বন্দী থাকবে, এবং তুমি আবার আমার জ্যোতিষী হিসেবে দরবারে যেতে পারবে। আমি এই যুক্তি দেখাবো তুমি নিজেকে ষড়যন্ত্রমুক্ত করেছো আর যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছে, আর, সত্যি বলতে কি, ফলেছেই তো, অবশ্য সেজন্য তোমায় ধন্যবাদ দেওয়ার কিছুই নেই কারণ আমি দেখেছি তোমার ভবিষ্যদ্বাণীকে তোমার নিজের কাজেই তুমি খাটিয়েছো। আর এখন বিদায়, কারণ সেই বিশাল ভ্রূবিশিষ্ট রাজদূতের কাছে আমায় ফিরে যেতে হবে। কিন্তু হারমাসিস, অমন করে হঠাৎ চটে যেও না কারণ কে জানে তোমার ও আমার মাঝে কি ঘটতে পারে!"

ক্লিওপেট্রা ঘাড় দুলিয়ে চলে গেলেন। আমারও বিশ্বাস দৃঢ় হ'ল যে আমায় প্রকাশ্যভাবে বিয়ে করার ইচ্ছা তাঁর আছে, অবশ্য এখনও আমি বিশ্বাস করি যে ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর মনে তেমন কামনা ছিল। তিনি আমায় ভাল না বাসলেও আমায় আঁকড়ে থাকতে চাইতেন। আর তখন পর্যন্তও তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্টই ছিলেন।

পরের দিন ক্লিওপেট্রা এলেন না, কিন্তু এলো চারমিয়ন। সেই চারমিয়ন যাকে আমি ঐ ভয়ানক অধপতনের রাতের পরে আর দেখি নাই। সে কক্ষে প্রবেশ ক'রে আমার সামনে দাঁড়ালো। বিষাদক্লীষ্ট তার মুখ, দৃষ্টি অবনমিত। তার প্রথম কথাই হ'ল বিষাক্ত এবং নতুন ক'রে 'আপনি' সম্বোধন।

সে শান্তকণ্ঠে বললো, "ক্লিওপেট্রার পরিবর্তে আজ আমিই এসেছি, তাই ক্ষমা করবেন। দীর্ঘকালের জন্য আপনার আনন্দ ব্যাহত হবে না কারণ এখনি তাঁকে দেখতে পাবেন।"

তার কথায় আমি ভীষণ ভাবে আঁতকে উঠলাম। সে এ সুযোগ নিয়ে বলেই চললো, "আপনি এখন আর মহারাজ নন হারমাসিস, আমি শুধু একথাই বলতে এসেছি যে আপনি এখন মুক্ত। স্বীয় অপযশ ভোগ করতেই আপনি এখন মুক্ত। পানির মধ্যের প্রতিবিম্বের মতই আপনার প্রতিটি বিশ্বস্ত লোকের চোখেই আপনার অপযশ দেখতে পাবেন। আমি বলতে এসেছি যে কুড়ি বছরের অধিক পুরানো সেই মহান ষড়যন্ত্রের অন্তিম সমাধি ঘটেছে। সত্যি বলতে কি, কাউকেই হত্যা করা হয়নি কিন্তু সেপার কোন খবরই নেই। সবাইকেই শিকলবদ্ধ করা হয়েছে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে আর তাদের দল ছত্রভঙ্গ ক'রে দেয়া হয়েছে। ঝড় ওঠার আগেই মেঘ মিলিয়ে গেছে! মিশর হারিয়ে গেছে—চিরদিনের জন্যই হারিয়ে গেছে কারণ তার শেষ আশার দীপও নিভে গেছে। এদেশ আর কোন দিনই বিদ্রোহ করতে পারবে না। এখন চিরদিনের মত মিশরকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে বিদেশী শাসকদের চাবুকের তলায় পিঠ পেতে দিতে হবে!"

আর্তনাদ ক'রে আমি বললাম, "হায়! আমি প্রতারিত হয়েছি! পলাস আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।"

"আপনি প্রতারিত হয়েছেন? না, আপনি তো নিজেই প্রতারক! ক্লিওপেট্রার কাছে নিভৃতে থেকেও কেন আপনি তাঁকে হত্যা করলেন না? বলুন প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী।"

আবার আমি বললাম, "তিনি আমায় ঔষধ খাইয়েছিলেন।"

নির্দয় বালিকাটি আবার বললো, "ওহ্ হারমাসিস! আমি যে রাজপুত্রকে চিনতাম সে এতটা নীচে নেমেছে? মিথ্যা বলতে আপনার লজ্জা হয় না? হাঁ, আপনাকে ঔষধ খাওয়ানো হ'য়েছিল—কামোদ্দীপক ঔষধ! আর আপনি মিশর ও আমাদের উদ্দেশ্য বিকিয়ে দিয়েছেন একটা ডাইনির চুমোর বিনিময়ে! কি দুঃখের কথা, কি লজ্জার কথা!"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ও আমার দিকে অঙ্গুলী তুলে চারমিয়ন বলেই চললো, "আপনি মিথ্যাবাদী, আপনি সমাজচ্যুত! আপনি ঘৃণার বস্তু! অস্বীকার করতে পারেন একথা? আপনি কি তা' জেনে দূর হোন, দূর হওয়াই আপনার ভালো। হামাগুড়ি দিয়ে ক্লিওপেট্রার পায়ের কাছে যান, আর যতক্ষণ তিনি আপনার জ্ঞাতির আবর্জনায় আপনাকে নিক্ষেপ না করেন, ততক্ষণ তাঁর জুতো চাটুন! কিন্তু অন্যান্যদের থেকে দূরে থাকুন, দূর হোন।"

চারমিয়নের এসব তিক্ত গালাগালি ও ঘৃণাসূচক কথায় আমার আত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠলো, কিন্তু বলার মত আমার কিছু নেই।

ভারাক্রান্ত স্বরে শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, "তুমি? তুমি প্রতারিত না হ'য়ে এখনও আমায় তিরস্কার করার জন্য এখানে আছো? এটা কি ক'রে হ'ল? তুমিই তো এক সময়ে প্রতিজ্ঞা ক'রে বলেছিলে তুমি আমায় ভালোবাসো? মেয়ে হ'য়েও পুরুষের জন্য তোমার কোন প্রকারের দয়া হয় না?"

দৃষ্টি নীচু ক'রে সে বললো, "আমার নাম তালিকায় ছিল না। তাই আপনার একটা সুযোগ আছে, আমাকে প্রতারিত করুন, হারমাসিস! হাঁ, তাই করুন কারণ আমি এক সময়ে আপনাকে ভালবাসতাম, কিন্তু তা' কি সত্যিই আপনার মনে আছে। তাইতো আপনার এই অধপতনে আমিই সবচেয়ে বেশী মর্মাহত। যাকে আমি একদিন ভালবাসতাম তার লজ্জা তো আমারই লজ্জা, আর তা' চিরদিনই আমারই লজ্জা হ'য়ে থাকবে কারণ অন্ধভাবে আমি অন্তরঙ্গভাবে একটা ভিত্তিকে পোষণ করতাম। আপনিও কি তা'হলে একজন নির্বোধ? আপনি কি তা'হলে সেই দুষ্ট সম্রাজ্ঞীর বক্ষ ছেড়ে আরামের আশায় দুনিয়ার আর সব কিছু ছেড়ে আমারই কাছে আসবেন।"

আমি বললাম, "ঈর্ষায় ক্রুদ্ধ হ'য়ে তুমিই যে আমাদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দাওনি তা-ই বা কে জানে? চারমিয়ন, অনেক আগেই সেপা মামা আমায় তোমার থেকে সাবধান হ'তে বলেছিলেন, আর সত্যি বলতে কি, এখন আমার মনে হচ্ছে—"

আরক্তিম মুখে চারমিয়ন বলে উঠলো, "বিশ্বাসঘাতকরা সবাইকে বিশ্বাস-ঘাতক মনে করে আর সবাই একই মনোভাব পোষণ করে। না, আমি আপনাকে প্রতারণা করিনি, করেছে সেই দুরাত্মা পলাস, শেষ মুহূর্তে তার দুর্মতি ঘটেছিল। অবশ্য সে তার উপযুক্ত শাস্তিও পেয়েছে। আপনার এসব নীচ ও উদ্ভট কথা শোনার জন্য আমি এখানে দাঁড়াবো না। হারমা-সিস—আপনি এখন আর রাজা নন—মিশর সম্রাজ্ঞী আমাকে বলতে বলেছেন যে আপনি মুক্ত আর তিনি স্ফটিক কক্ষে আপনার অপেক্ষায় আছেন।" বলেই সে তার প্রশস্ত ভ্রূর মধ্য থেকে এক তীব্র কটাক্ষ হেনে ভদ্রভাবেই চলে গেলো।

এভাবে সন্ত্রস্তমনে আবার আমি দরবারে যাতায়াত শুরু করলাম। লজ্জা ও ভয়ে আমার হৃদয় ছিল সংকুচিত, কেবলই মনে হ'ত যারা আমার সত্যিকারের রূপ জানতো তাদের দু'চোখে আমি ঘৃণার কটাক্ষ দেখতে পাবো, আর এই আশংকায় সব সময়ই আমার মন শংকিত থাকতো। কিন্তু তেমনটা কারো চোখেই দেখলাম না কারণ এই ষড়যন্ত্রের কথা যারাই

জানতো তারাই ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া ঐরপর থেকে স্বীয় নিরাপত্তার জন্য চারমিয়নও কোন কথা বলেনি। তদুপরি ক্লিওপেট্রা ঘোষণা করেছিলেন যে আমি নির্দোষ। কিন্তু নিজের পাপ সব সময়ই আমার টুঁটি টিপে রাখতো। ফলে আমার শরীর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'তে লাগলো ও দৈহিক কমনীয়তা ও সৌন্দর্য দূর হ'তে লাগলো। তদুপরি মুক্তি পাওয়া সত্ত্বেও আমার পিছনে সব সময়ই গুপ্তচর থাকতো। নিজেও আমি কখনও প্রাসাদের বাইরে যেতাম না।

শেষে একদিন কুইণ্টাস ডেলিয়াস নামক রোমের একজন সম্ভ্রান্ত যোদ্ধা দরবারে আসলেন। তাঁর ধর্মই ছিল উদীয়মান সূর্যের উপাসনা করা। তিনি মহাবীর মার্কাস এণ্টনীয়াসের একখানি পত্র নিয়ে ক্লিওপেট্রার দরবারে এসেছেন। মার্কাস এণ্টনী সবেমাত্র ফিলিপি জয় ক'রে বর্তমানে তাঁর পরিষদ সদস্যদের লালসা মিটানোর জন্য এশিয়ার অধিবাসীদের কাছ থেকে স্বর্ণ আদায় করতে ব্যস্ত।

দিনটির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ক্লিপপেট্রা সম্রাজ্ঞীর বেশে পারিষদ সহ দরবারে উপস্থিত হ'য়ে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসলেন। আমিও ঐ পরিষদের মধ্যে ছিলাম। তারপর রাণী মহাবীর এণ্টনীর দূতকে দরবারে আসার অনুমতি দিলেন। বিরাট ফটক খোলা হ'ল। তুরীধ্বনি ও ফরাসী প্রহরীদের অভিবাদনের মধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণ নির্মিত বর্ম ও সুন্দর লোহিত বর্ণের সিল্কের পোশাক পরিহিত রোমান দূত তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে দরবারে প্রবেশ করলেন। তাঁর মুখাকৃতি সুন্দর, দেহ নমনীয় ও দেখতে তোষামোদী আকৃতির ; কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর মুখ উদাসীন, কিন্তু তাঁর ঘূর্ণয়মান দৃষ্টি দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল যে এ নির্লিপ্ততা তাঁর অভিনয়। ঘোষক যখন তাঁর নাম, খেতাব, উপাধি, পদ ইত্যাদি ঘোষণা করছিল তখন তিনি ক্লিওপেট্রার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। ক্লিওপেট্রা অলসভাবে সিংহাসনে বসে, সূর্যরশ্মির মত রূপ তার বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

ঘোষণা শেষ হওয়ার পরেও যখন ডেলিয়াস অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন তখন ক্লিওপেট্রা ল্যাটিন ভাষায় বললেন, "অভিনন্দন মহান ডেলিয়াস, মহাবীর এণ্টনীর দূত, যাঁর ছায়া এমন কি বিশ্বের বাইরেও দেখা যায়, যেন স্বয়ং মঙ্গল গ্রহ আমাদের মত ক্ষুদ্র রাজাদের মাথার উপরে ছত্রসম অবস্থান করছেন। আমাদের দরিদ্র আলেকজান্দ্রিয়ায় আপনার শুভাগমন, আর অভিনন্দন। অনুগ্রহপূর্বক আপনার আগমনের হেতু বর্ণনা করুন।"

সুচতুর ডেলিয়াস তথাপি কোন কথা না ব'লে বরং মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির দৃষ্টিতে ক্লিওপেট্রার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ক্লিওপেট্রা বললেন, "মহান ডেলিয়াস, আপনার কি হয়েছে যে কথা বলছেন না ? এতদিন এশিয়ায় ঘুরে কি আপনি রোমান ভাষা ভুলে গেছেন ? কোন্ ভাষা আপনার জানা আছে বলুন, সে ভাষায়ই কথা বলা হবে কারণ সব ভাষাই আমাদের জানা আছে।"

শেষ পর্যন্ত ডেলিয়াস মুখ খুললেন। শান্ত ও আবেগপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বললেন, "ওহ্, মার্জনা করবেন মিশরের নয়নমণি, যদি আমি আপনার রূপে অভিভূত হ'য়ে থাকি, কিন্তু অপরিসীম রূপমাধুর্য স্বয়ং মৃত্যুর মত লোকের জিহ্বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ক'রে জ্ঞান বিলুপ্ত ক'রে দেয়। দ্বিপ্রহরের সূর্যের দিকে যে তাকায় তার চোখ অন্য সব কিছু থেকে অন্ধ হ'য়ে যায়; সেরকম হঠাৎ ক'রে মিশর সম্রাজ্ঞীর জাঁকজমক দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম, অসহায় ও অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলাম সম্রাজ্ঞী।"

ক্লিওপেট্রা বললেন, "সত্যিই তা'হলে সিসিলিয়ায় উত্তম তোষামোদ শিখানো হয় !"

বিনয়ের সাথে ডেলিয়াস উত্তর দিলেন, "আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি প্রবাদ আছে—'তোষামোদের ঝড়ে মেঘ দূর হয় না,' যার অন্য অর্থ হচ্ছে—'স্বর্গীয় বস্তু মানুষের চাটুবাক্যের তোয়াক্কা রাখে না।' সে যাকগে, আমি আসল কথায় আসছি। এই নিন মহান এণ্টনীর স্বহস্তে লিখিত ও সীলমোহরকৃত রাজ্য সংক্রান্ত কয়েকটি চিঠি। আদেশ করলে আমি পড়তে পারি, অবশ্য প্রকাশ্যে পড়াটা যদি আপনার কাম্য হয়।

রাণী বললেন, "সীলমোহর খুলে পড়ুন।"

মাথা নত করে ডেলিয়াস সীলমোহর খুলে পড়তে শুরু করলেন—

"রোমান শাসন পরিষদের অন্যতম মহাবীর মার্কাস এণ্টনীয়াসের কাছ থেকে রোমান জনসাধারণের অনুকম্পায় পোষিত মিশর সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রাকে অভিনন্দন। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে আপনি ক্লিওপেট্রা নিজে ও আপনার ভৃত্য এলিয়েনাস ও সাইপ্রাসের প্রশাসক সেরাপিয়নকে দিয়া বিদ্রোহী খুনী কেসিয়াসকে এই মহোত্তম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছেন। ইহা আপনার প্রতিশ্রুতি ও কর্তব্যের পরিপন্থী হইয়াছে। আমরা আরও জানিতে পারিয়াছি যে, শেষ পর্যন্ত আপনি এই উদ্দেশ্যে বিরাট এক নৌবহর গঠন করিয়াছেন। তাই আপনাকে আমরা নির্দেশ দিতেছি যে অনতিবিলম্বে আপনি সিসিলিয়ায় আসিয়া নিজ মুখে মহান এণ্টনীর সামনে আপনার বিরুদ্ধে উপরোক্ত অপরাধের অভিযোগের জন্য কৈফিয়ত প্রদান করুন। অবশেষে আমরা আপনাকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছি যে আমাদের এই নির্দেশ অমান্য করিলে আপনার ধ্বংস অবধারিত। বিদায়।"

এসব আস্পর্ধার কথা শুনতে শুনতে ক্লিওপেট্রার চোখ জ্বলে উঠলো। সিংহাসনের উপরে রক্ষিত তাঁর হাতও মুষ্টিবদ্ধ হ'য়ে উঠলো।

তিনি বললেন, "চাটুবাক্য শুনলাম, আর যাতে অতিভোজের জন্য বিতৃষ্ণা না জন্মে সেজন্য বলছি, এর প্রতিরোধক ওষুধ আমাদের জানা আছে! শুনুন ডেলিয়াস, ঐ চিঠির অভিযোগ, অন্য কথায় ঐ নির্দেশনামায় বর্ণিত অভিযোগসমূহ মিথ্যা। সমস্ত জনসাধারণই তার সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু এখন নয়, আপনার কাছেও আমাদের সমর ও রাজনীতির কথা সমর্থনে ওকালতি করবো না। আর আমার রাজ্য ছেড়ে সুদূর সিসিলিয়ায় গিয়ে সাধারণ অভিযুক্তদের মত মহান এণ্টনীর দরবারে হাত জোড় ক'রে জবাবদিহি করবো না। এণ্টনী যদি আমাদের সাথে কথা বলতে চান তা'হলে সমুদ্র উন্মুক্ত আছে, আর এখানে তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানানো হবে। তাঁকে এখানে আসতে বলুন। এটাই আপনার কাছে ও এণ্টনীর কাছে আমাদের উত্তম ডেলিয়াস।"

ডেলিয়াস কিন্তু রাণীর ক্রোধের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না ক'রে বরং হেসে উত্তর দিলেন, "মিশর সম্রাজ্ঞী, আপনি মহান এণ্টনীকে চেনেন না। তিনি লেখার বেলায় অতি কঠিন, মনে হয় যেন তিনি বর্শা ও রক্তময় কালি দিয়ে লেখেন; কিন্তু সামনা সামনি আপনি কেন দুনিয়ার সবাই দেখবে যে তাঁর মত ভদ্র যোদ্ধা আর দ্বিতীয়টি নেই। আমাদের অনুরোধ রাখুন মিশর সম্রাজ্ঞী, এবং সিসিলিয়ায় আসুন। আপনার ঐ রোষান্বিত উত্তর পাঠাবেন না কারণ এণ্টনীকে যদি আলেকজান্দ্রিয়ায় আসতে বাধ্য করেন তাহলে আলেকজান্দ্রিয়া, নীলনদের দেশের জনগণ এবং স্বয়ং আপনার জন্যেও সেটা হবে এক মারাত্মক ও দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার; তিনি আসবেন সশস্ত্রভাবে ঝটিকা বেগে আর সেটা হবে আপনার পক্ষে খুবই মারাত্মক ব্যাপার কারণ আপনাকে রোমের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে। তাই আপনাকে আমি অনুরোধ করবো আপনি এই নির্দেশ পালন করুন। সিসিলিয়ায় আসুন, সৌজন্যমূলক উপঢৌকন নিয়ে আসুন—অস্ত্র নিয়ে নয়। আপনার সবচেয়ে সুন্দর পোশাকে স্বীয় সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে আসুন, এণ্টনীকে ভয় করার কিছুই থাকবে না।"

ডেলিয়াস অর্থবোধক ইঙ্গিত ক'রে ক্লিওপেট্রার দিকে তাকালেন। তাঁর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের মোটামুটি অর্থ উপলব্ধি ক'রে অনুভব করলাম যে রাগে আমার রক্ত টগবগ ক'রে উঠলো। ক্লিওপেট্রাও নিঃসন্দেহে বুঝেছেন কারণ দেখলাম তিনি গালে হাত দিয়ে ভাবছেন আর তাঁর চোখে অন্ধকার ছায়া

নেমে এলো। কয়েক মুহূর্ত তিনি একভাবে বসে রইলেন আর চতুর ডেলিয়াস কৌতূহলের সাথে তাঁকে দেখতে লাগলেন। চারমিয়নও অন্যান্য পরিচারিকাদের সাথে পার্শ্বে দাঁড়ানো ছিল। সেও ডেলিয়াসের অদ্ভুত চাহনীর অর্থ বুঝলো কারণ তার মুখেও একটা বিদ্যুৎ ঝিলিক খেলে গেল, মনে হ'ল যেন সাঁঝের আকাশে মেঘের পিছনে বজ্রপাত হ'ল। আবার পর মুহূর্তেই তার মুখ বিষাদময় হয়ে উঠলো।

শেষ পর্যন্ত ক্লিওপেট্রা মুখ খুললেন। তিনি বললেন, "এটা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আর তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের উপযুক্ত সময়ের প্রয়োজন মহান ডেলিয়াস। আপনি এখানে বিশ্রাম করুন আর আমাদের সাধ্যানুযায়ী আরাম করুন। দশ দিনের মধ্যেই আপনার উত্তর পাবেন।"

ডেলিয়াস একটু ভেবে সহাস্য বদনে উত্তর দিলেন, "উত্তম মিশর সম্রাজ্ঞী। আজ থেকে দশদিনের দিন উত্তরের জন্য আমি দরবারে আসবো এবং একা-দশ দিনে আমি প্রভু এন্টনীর কাছে যাত্রা করবো!"

ক্লিওপেট্রার ইঙ্গিতে আবার শিঙ্গা বেজে উঠলো আর সাথে সাথে ডেলিয়াস দরবার ত্যাগ করলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

[ক্লিওপেট্রার বিপদ ঃ হারমাসিসের কাছে তাঁর প্রতিজ্ঞা ঃ ক্লিওপেট্রার কাছে হারমাসিস কর্তৃক প্রাচীন গুহায় লুক্কায়িত সম্পদের কথা বর্ণনা।]

সে রাতেই ক্লিওপেট্রা আমায় তাঁর খাস কামরায় ডাকলেন। তাঁকে বিশেষ বিব্রত মনে হ'ল। এমন ভীষণভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় তাঁকে আর কখনোই দেখি নাই। কক্ষে তিনি একাকী খাঁচাবদ্ধ সিংহীর মত মার্বেল পাথরের মেঝেতে পদচারণা করছেন। তাঁর মনে একটার পর একটা চিন্তা এসে জমাট বাঁধছে—মনে হচ্ছে যেন সাগর থেকে রাশিরাশি মেঘ আকাশে উড়ছে আর তার অন্ধকার ছায়া তাঁর চোখে পতিত হচ্ছে।

তিনি দাঁড়িয়ে আমার হাত নিজের হাতে নিয়ে বললেন, "তুমি তাহলে এসেছো হারমাসিস। আমায় পথ দেখাও হারমাসিস। আর কখনো আমার এমন ভাবে পরামর্শের প্রয়োজন হয় নি। ওহ্, কি দুর্দিনে ফেলেছেন প্রভু আমায়! যেন অশান্ত এক সাগরে আমি পতিত হয়েছি। শিশুকাল থেকে কোন দিন শান্তি কাকে বলে জানি নাই, আর মনে হচ্ছে শান্তি আমি পাবো না কখনোই। সবেমাত্র তোমার ছুরিকার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। এরই মধ্যে আবার এই নতুন বিপদ দিগন্তে কালো মেঘের মত জমাট বেঁধে ঝড়ের মত আমায় গ্রাস করেছে। ব্যাঘ্ররূপী ঐ ফুলবাবুকে তো দেখেছো, তাকে কি আমি বন্দী করবো? কত মৃদুভাবে সে কথাগুলি বলল! আর বিড়ালের মত আড় পেতে চোয়াল হাঁ ক'রে ছিল। চিঠির ভাষাও তো শুনেছো। তাতেও একটা কুৎসিত ভাব আছে। আমি এই এণ্টনীকে জানি। শিশু অবস্থায় আর যৌবনের প্রারম্ভে তাঁকে আমি দেখেছি। কিন্তু আমার দৃষ্টি তখন থেকেই ছিল তীক্ষ্ণ, তাঁর পরিমাপ আমি তখনই পেয়েছি। তাঁর অর্ধেকটা হারকিউলিস আর অর্ধেকটা নিরেট বোকা। তায় আবার নির্বুদ্ধিতার মধ্যে বিজ্ঞতার প্রতি তাঁর একটা ঝোঁক দেখা যায়। তাঁর অতি লোভী ও কামুক হৃদয়কে যে কেহ প্রভাবান্বিত করতে পারে কিন্তু বিরুদ্ধে গেলে তিনি ইস্পাত-কঠিন শত্রুতে পরিণত হন। যে সব বন্ধুদের তিনি ভালবাসেন তাদের কাছে তিনি খুবই বন্ধুবৎসল, আবার কোন কোন সময় নিজের স্বার্থের প্রতিও তিনি বেখেয়ালী, দয়াশীল, কঠিন

হৃদয় এবং প্রতিপক্ষের কাছে বিজ্ঞ, ঐশ্বর্যের সময় মাতাল ও মেয়েদের কাছে দাস। এই হচ্ছেন এন্টনী। তার অজান্তেই ভাগ্যদেবী তাঁকে সৌভাগ্যের চূড়ায় বসিয়েছে। তাঁর সাথে সামলাই কি ভাবে? এসব অদ্ভুত গুণ তাঁকে ডুবাবে কিন্তু ততদিনে তিনি দুনিয়ার সবাইকে ডুবিয়ে ডুবন্তদের প্রতি হাসবেন।"

আমি বললাম, "কিন্তু এন্টনীও তো একজন মানুষ, আর তাঁর বহু শত্রুও আছে, তাই মানুষ হিসেবে তাঁকে পরাভূত করাও সম্ভব।"

"হাঁ, তাঁকে পরাজিত করা যায় ঠিকই, কিন্তু তিনি তো তিনজনের মধ্যে মাত্র একজন হারমাসিস। কেসিয়াস বোকাদের গন্তব্যস্থানেই গেছে কিন্তু রোমে এমন একটা অমর সাপের জন্ম হয়েছে, তুমি একটার মাথা চূর্ণ করো তো তোমার সামনে শত সর্প হিসহিস ক'রে উঠবে। লেপিডাস আছে, আর তাঁর সাথে আছে যুবক অকটাভিয়েনাস। তার শান্ত দৃষ্টি আবার বিজয়োল্লাসে নির্বোধ লেপিডাসের, এন্টনীর, এমন কি ক্লিওপেট্রারও শুধু মৃতদেহের প্রতিও তাকাতে পারে। দেখ হারমাসিস, আমি যদি সিসিলিয়াম না যাই তাহলে ঐ তিন জনই হয়তো একটা শান্তি চুক্তি ক'রে তাঁদের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে মিশরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সে সব অভিযোগও আসলে সত্যি। তাই বলছি হারমাসিস—তাহলে উপায় কি?"

আমি বললাম, "উপায় কি? কেন, আমরা তাদের রোম পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে আসবো।"

"আহ্, তুমি তাই বলছ হারমাসিস। কিন্তু বারো দিন আগের ঐ খেলায় যদি আমি হারতাম তাহলে সম্রাট হিসেবে আজ তুমি হয়তো তাদের তাড়িয়ে দিতে পারতে কারণ সমগ্র প্রাচীন মিশরের সমর্থন থাকতো তোমার পিছনে। কিন্তু মিশর আমায় বা রোমের বংশধরদের ভালবাসে না। তাছাড়া মিশরের অর্ধেক অধিবাসী জড়িত এমন এক বিরাট চক্রান্তজাল আমি সবেমাত্র ছিন্ন করেছি। সে সব লোক কি কোন ক্রমেই আমার সাহায্যে দাঁড়াবে? মিশর যদি আমায় বিশ্বাস করতো তাহলে রোমের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে আমি সহজেই দাঁড়াতে পারতাম। কিন্তু মিশরীয়রা আমায় ঘৃণা করে এবং গ্রীক-দের হাত থেকে গিয়ে তাঁরা রোমানদের সানন্দে গ্রহণ করবে। তবুও উপযুক্ত পরিমাণের স্বর্ণ থাকলে আমি মিশর রক্ষা করতে পারতাম কারণ স্বর্ণ দিয়ে সৈন্য সংগ্রহ ক'রে যুদ্ধের জঠরপূর্তি করা যায়। কিন্তু আমার তা নেই, কোষাগার শূন্য। এদেশে সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমি আজ ঋণে জর্জরিত। নানান যুদ্ধবিগ্রহ আমায় একদম ফতুর করেছে। এমন কি এক-জন পরামর্শদাতাও আমার নেই।"

তারপর ক্লিওপেট্রা আমার আরও নিকটবর্তী হ'য়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হারমাসিস, তুমিই উত্তরাধিকারসূত্রে পিড়ামিডসমূহের পুরোহিত, আর যদি মিশরীয় প্রাচীন বিশ্বাস সত্য হয় তাহলে হয়ত তুমি আমায় বলতে পারো কোথায় স্বর্ণ পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা আমি তোমার দেশকে নির্ঘাৎ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। আর সেই সাথে তোমার প্রিয়তমাও এণ্টনীর হাত থেকে রেহাই পাবে। বল হারমাসিস, একথা কি সত্য ?"

একটু চিন্তা ক'রে আমি উত্তর দিলাম, "আর তোমার এই বিশ্বাস যদি সত্য হয় এবং মিশরের সংকট মুহূর্তের প্রয়োজন মিটানোর জন্য বহু পুরানো কালের সম্রাটদের লুক্কায়িত ধন-রত্নের সন্ধান যদি তোমায় আমি দিতে পারি, তাহলে কি করে আমি বিশ্বাস করবো যে, তুমি সে সব মিশরের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করবে ?"

তিনি কৌতূহলের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, "রত্ন তাহলে আছে হারমাসিস ? না, কৌতুক ক'রো না কারণ এই প্রয়োজনের সময় স্বর্ণের নাম শুনলেই মনে হয় যেন মরুভূমিতে পানির সন্ধান পেয়েছি।"

আমি বললাম, "আমার বিশ্বাস এরকম একটা গুপ্ত সম্পদ আছে কিন্তু নিজে কখনো দেখিনি। যেখানে ঐ আশ্চর্য সম্পদ রাখা হয়েছিল সেখানে তা এখনও আছে বলেই আমার বিশ্বাস কারণ যত বড়ই প্রয়োজন হোক না কেন কোন সম্রাটই তাতে হাত দিতে সাহস পাননি। কেউ যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লোভে বশীভূত হ'য়ে তাতে হাত দেয় তাহলে তার উপরে ভয়ানক অভিশাপ নেমে আসবে, আর এই ভয়েই আজ পর্যন্ত কেউ তাতে হাত দেয়নি।"

ক্লিওপেট্রা বললেন, "তাহলে আগের সবাই ছিলেন ভীরু, না হয় তাঁদের প্রয়োজন ততটা প্রকট ছিল না। তাহলে তুমি ঐ রত্ন সম্পদ আমায় দেখাবে হারমাসিস ?"

আমি বললাম, "যদি তা' এখনো সেখানে থেকে থাকে এবং তুমি যদি প্রতিজ্ঞা করো যে, তা তুমি রোমানদের হাত থেকে মিশরকে রক্ষা করতে এবং মিশরবাসীদের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করবে, তাহলে হয়ত তোমায় দেখাবো।"

তিনি আন্তরিকতার সাথে বললেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ওহ্, আমি মিশরের সমস্ত প্রভুদের নামে শপথ করছি, তুমি যদি আমায় ঐ ঐশ্বর্য দেখাও তাহলে আমি এণ্টনীর বিরুদ্ধাচারণ করবো এবং ডেলিয়াস যে কঠিন ভাষায় লিখিত নির্দেশনামা নিয়ে এসেছে তার চেয়েও কঠোর ভাষায় নির্দেশ দিয়ে ডেলিয়াসকে সিসিলিয়ায় পাঠাবো। আর হারমাসিস, আমি আরও

অনেক কিছু করবো। যত শীঘ্র সম্ভব আমি সমগ্র বিশ্বকে সাক্ষী রেখে তোমায় পতিত্বে বরণ করবো। আর তখন তুমি নিজেই তোমার পরিকল্পনা কার্যকরী করবে। রোমানদের তুমিই তাড়িয়ে দেবে।"

আমার দিকে অত্যধিক আগ্রহ, বিশ্বস্ততা ও শ্রদ্ধার নয়নে তাকিয়ে তিনি এসব বললেন। আর আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করলাম কারণ আমার অধঃপাতের পরে এইমাত্র ক্ষণিকের জন্য হলেও আমার মন প্রফুল্ল হ'ল। মনে হ'ল যেন আমার সব আশাই শেষ হয়নি। ক্লিওপেট্রাকে আমি উন্মাদের মত ভালবাসি, তাঁর সাথেই হয়ত আমি আমার অধিকার ও ক্ষমতা ফিরে পেতে পারি।

তাই আমি বললাম, "একথা প্রতিজ্ঞা ক'রে বলো ক্লিওপেট্রা!"

"আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি প্রিয়তম," বলেই ক্লিওপেট্রা আমার কপালে চুমো দিলেন, আর আমিও তাঁকে চুমো দিলাম। তারপর বিয়ের পরে আমরা কি কি করবো ও কিভাবে রোমানদের হঠাবো সে বিষয়ে বেশ আলাপ করলাম।

এভাবেই আমি দ্বিতীয়বার প্রতারিত হলাম। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে চারমিয়নের মনে ঈর্ষা না জাগলে ক্লিওপেট্রা আমায় পতিত্বে বরণ ক'রে রোমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতেন। কিন্তু পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে প্রতীয়মান হ'বে যে, ক্রোধ ও ঈর্ষা চারমিয়নকে নতুন নতুন বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তা' না হলে তার নিজের পক্ষে ও দেশের পক্ষে ভালই হ'ত।

ক্লিওপেট্রা ও আমি অধিক রাত পর্যন্ত জেগে থাকলাম। হোরেঙ্কুর সমাধি গহ্বরে লুক্কায়িত প্রাচীন ও বহু মূল্যবান সম্পদের কথা তাঁকে আমি কিছু কিছু জানালাম। আমরা ঠিক করলাম যে আগামী কালই সেখানে গিয়ে পরের রাতে আমরা ঐ ধনরত্নের জন্য অনুসন্ধান কার্য চালাবো।

তাই পরদিন সকালেই গোপনে একখানি নৌকা ঠিক করা হ'ল এবং ক্লিওপেট্রা মিশরীয় মহিলার বেশে হোরেঙ্কুর মন্দিরে তীর্থযাত্রীর বেশে নৌকায় আরোহণ করলেন। আমাদের সাথে ক্লিওপেট্রার সবচেয়ে বেশী বিশ্বস্ত দশজন দেহরক্ষী মাঝির বেশ নিয়ে নৌকায় উঠলো। কিন্তু চারমিয়নকে সাথে আনা হ'ল না। নীলনদের ক্যানোপিক মোহনা থেকে অনুকূল বাতাসে আমাদের নৌকা চললো। সেই রাতে চাঁদের আলোয় নদী পথে আমরা 'সাইস' নামক বন্দরে মাঝরাতে উপস্থিত হয়ে সেখানে বিশ্রাম নিলাম। শেষ রাতে আবার নৌকা ছেড়ে দ্রুত গতিতে সমস্ত দিন ধ'রে চালিয়ে শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার পরের তৃতীয় ঘণ্টায় বেবিলন নামক দুর্গের আলোক আমাদের দৃষ্টিগোচর হ'ল। দুর্গের অপর তীরে গাছের সাথে আমরা নৌকা বাঁধলাম।

সেখান থেকে নির্দিষ্ট পিরামিডসমূহ প্রায় ছয় মাইল দূরে। সবাইকে নৌকায় রেখে আমি ও ক্লিওপেট্রা একজন মাত্র বিশ্বস্ত খোজাকে নিয়ে গোপনে প্রায় হেঁটে সেদিকে যাত্রা করলাম। মাঠে একটা গাধা বিচরণ করছিল। আমি সেটিকে ধরে পিঠে একটি চাদর বিছিয়ে ক্লিওপেট্রাকে তুলে বসালাম। তিনি গাধার পিঠে বসলে আমি চেনা পথে হাঁটতে শুরু করলাম। খোজাটি আমাদের পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলো। আর এক ঘণ্টার সামান্য বেশী সময়েই আমরা পাথর নির্মিত উচু রাস্তায় পেঁছে সুবিশাল পিরামিড দেখতে পেলাম। উহার চূড়া জ্যোছনা প্লাবিত আকাশের বুকে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের হৃদয়ে এক-প্রকারের ভয়ের আবির্ভাব হ'ল, ফলে আমরা আরও নীরব হ'লাম। মৃতের এই ভূতুড়ে শহরের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত নীরবে আমরা পথ চলতে লাগলাম। পথের উভয় পার্শ্বে পবিত্র সমাধিপুঞ্জ। শেষ পর্যন্ত আমরা 'খুফুর সিংহাসন' নামক এক অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় পেঁছিলাম।

উভয়পার্শ্বের উজ্জ্বল মার্বেল পাথরের বুকে অসংখ্য সাঙ্কেতিক লিখন ক্ষোদিত। সেদিকে দেখতে দেখতে ক্লিওপেট্রা ফিসফিস ক'রে বললেন, "সত্যি বলতে কি, এদেশ প্রভুরাই শাসন করতেন, মানুষে নয়! এস্থান মৃত্যুপুরীর মত বিষাদময় আর অলৌকিকভাবে অদ্ভুত। এর মধ্যেই কি আমাদের যেতে হবে?"

আমি বললাম, "এখানে নয়, আরও দূরে।"

হাজার হাজার প্রাচীন সমাধি অতিক্রম ক'রে আবার আমরা মহান 'উর' এর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে উহার রক্তিম ও বিশাল দেহের দিকে তাকালাম।

ক্লিওপেট্রা আবার ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কি এখানে প্রবেশ করবো?"

আমি বললাম, "না এখানেও না, চলুন।"

তারপর আমরা আরও শত শত সমাধি অতিক্রম ক'রে তৃতীয় পিরামিডের ছায়ায় দাঁড়ালাম। উহার সুন্দর অবয়বের দিকে ক্লিওপেট্রা আশ্চর্য হ'য়ে তাকালেন। এই পিরামিড হাজার হাজার বছর, রাতের পর রাত ধরে চাঁদের আলো আকাশের দিকে ও মূর্তিটির ইথিওপিয়ার কালো পাথর নির্মিত কটিবন্ধের উপরে প্রতিফলিত ক'রে আসছে। সমস্ত পিরামিডের মধ্যে এইটিই সবচেয়ে বেশী সুন্দর।

ক্লিওপেট্রা জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কি এই পিরামিডটির মধ্যে প্রবেশ করবো?"

আমি বললাম, "হাঁ।"

আমরা পিরামিডটির পাদদেশ ও স্বগীয় মহাত্মা মেঙকাউ-রা এর আরাধনালয়ের মধ্যবর্তী স্থান পরিক্রমণ ক'রে উত্তর পার্শ্বে উপস্থিত হলাম। এখানে ঠিক মাঝখানে সম্রাট মেঙকাউ-রা এর নাম খোদিত। নিজের সমাধির জন্য তিনি এই পিরামিড নির্মাণ করেছিলেন। আর এই পিরামিডের মধ্যেই তিনি মিশরের দুর্দিনের জন্য সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন।

আমি ক্লিওপেট্রাকে বললাম, "আমার প্রপিতামহ এই পিরামিডের যাজক ছিলেন। তাঁর সময়ে যে সম্পদ এখানে ছিল তা যদি এখনও থেকে থাকে তা'হলে তা এই পিরামিডের গহ্বরে অবস্থিত। তা বিনা বাধায় ও মানসিক ভীতি ছাড়া সংগ্রহ করা যাবে না। তোমাকেও অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হবে কারণ আবার তোমায় বিবেচনা ক'রতে হবে।"

ক্ষণিকের জন্য ক্লিওপেট্রা সাহস হারিয়ে ফেলে বললেন, "হারমাসিস, তুমি কি ঐ খোজাকে নিয়ে গিয়ে রত্নসমূহ এখানে তুলে আনতে পারো না ?"

আমি বললাম, "না, ক্লিওপেট্রা; তোমার জন্য, এমন কি মিশরের মঙ্গলের জন্যও আমি তা আনতে পারবো না কারণ সেটা হবে সবচেয়ে বড় পাপের কাজ কিন্তু আইনত আমি তা আনতে পারি। আমি উত্তরাধিকারসূত্রে এই গোপন তথ্যের যাজক হিসেবে প্রয়োজনের তাগিদে সমসাময়িক সম্রাটকে এরত্ন ও এখানে লিখিত সাবধান বাণী দেখাতে পারি। আর ঐ সতর্ক-বাণী পড়ে যদি সম্রাট মনে করেন যে, দেশের প্রয়োজন মৃতদের অভিশাপের চেয়েও ভয়ানক ও ন্যায়সঙ্গত, আর ঐ পাপের ভার তাঁর পক্ষে নেওয়া ন্যায়সঙ্গত, তাহলে তিনি এ সম্পদ হস্তগত করতে পারেন। পাপের বোঝাও তাঁকেই বহন করতে হবে। নথিপত্রে আমি পড়েছি যে তিনজন সম্রাট তাদের প্রয়োজনের সময় এখানে প্রবেশের সাহস করেছিলেন। তাঁরা হলেন স্বর্গত সম্রাজ্ঞী হাসেপসু, যাঁর অদ্ভুত গুণাবলী প্রভুদের কাছেই জ্ঞাত ছিল; তাঁর স্বর্গীয় ভ্রাতা তাহুতিমস মেনখেপার-রা এবং স্বর্গীয় র‍্যামেসিস মি'য়ামেন। কিন্তু এই তিন মহাত্মাই ঐ সাবধানবাণী পড়ার পরে রত্নসমূহ স্পর্শ করতেও সাহস পাননি। কারণ এই নিয়ম ভঙ্গ করার মত উৎকট প্রয়োজন তাঁদের কারোই ছিল না। তাই পাপের ভয়ে তাঁরা বিষণ্নমনে ফিরে গিয়েছিলেন।

ক্লিওপেট্রা কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। ধীরে ধীরে তাঁর ভয় কেটে গেল। তিনি বললেন, "যাই হোক, আমি স্বচক্ষে এসব দেখবো।"

আমি বললাম, "বেশ।"

তারপর পিরামিডের পাদদেশে দণ্ডায়মান খোজা আর আমি পাথর জমা

ক'রে মানুষের মাথা সমানের কিছু উঁচু স্তূপ ক'রে তার উপরে দাঁড়িয়ে পাতার আকৃতির সমান গুপ্ত চিহ্ন খুঁজতে লাগলাম। ইথিওপিয়ার পাথরে নির্মিত ঐ গুপ্ত চিহ্ন আবহাওয়ায় এবং উড়ন্ত বালুকার ঘষায় প্রায় বিলীন হয়ে গেছে। যথেষ্ট কষ্ট ক'রে আমি ঐ চিহ্ন উদঘাটন করলাম। তারপর একটা নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে আমার সর্বশক্তি দিয়ে চাপ প্রয়োগ করলাম। এত বৎসর অতীত হওয়া সত্ত্বেও পাথরটা সরে গিয়ে একটি সরু ও ক্ষুদ্র গহবর বের হ'ল। এর ভিতরে একজন লোক কোন প্রকারে প্রবেশ করতে পারে। পাথরটি সরে যাওয়ার সাথে সাথে একটি বিরাটকায় বাদুড় উড়ে বের হ'ল। সেটা চিলের মত এত বড় যে, জীবনে আমি কখনো এত বড় বাদুড় দেখি নাই। গায়ের রং সাদা এবং দেখেই আমার মনে হ'ল যে বাদুড়টির বয়স সহস্র বছরের কম নয়। বাদুরটা কিছু সময় ধরে ক্লিওপেট্রার মাথার উপরে ঘুরে আকাশে বিলীন হ'য়ে গেল। কিন্তু ক্লিওপেট্রা আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠলেন আর খোজাটি মাটিতে পড়ে গেল। তারা মনে ক'রেছিল যে ঐ বাদুরটাই এই পিরামিডের অধিকর্তা। আমি দাঁড়িয়ে থাকলেও আমারও ভয় লেগেছিল। আমার এখনও বিশ্বাস যে স্বগীয় হোরাঙ্কুর আত্মা বাদুরের আকৃতিতে তাঁর পবিত্র ঘর হ'তে বের হয়ে আমায় সাবধান করে দিয়ে গেছেন।

গহবরটির ভ্যাপসা গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। তারপর আমি তিনটি মোমবাতি ধরিয়ে গহবরটির মুখে রাখলাম। তারপর খোজাটির কাছে গিয়ে তাকে এক পার্শ্বে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করালাম যে, সে যা' কিছু দেখবে তার কিছুই যেন কোনদিন প্রকাশ না করে। সে এতই আতঙ্কিত হয়েছিল যে, সে কাঁপতে কাঁপতে প্রতিজ্ঞা করলো। এবং কোনদিনই সে এসব কথা প্রকাশ করেনি।

তারপর আমি কোমরে একটি রশি বেঁধে গহবরের ভিতরে প্রবেশ করলাম আর ক্লিওপেট্রাকেও নামতে বললাম। রশির সাথে তাঁর স্কার্ট আটকিয়ে ক্লিওপেট্রা নামলেন। আমি রশি ধ'রে তাঁকে এমনিভাবে নামালাম যে তিনি আমার পার্শ্বে গ্রানাইট পাথরের উপরে দাঁড়ালেন। তারপর খোজাটিও নেমে আমার পার্শ্বে দাঁড়ালো। আমি তখন আমার গোপনীয় নক্সা দেখলাম। নক্সাটি আমার পূর্ববর্তী ৪১ জন পূর্বপুরুষ অতিক্রম ক'রে স্বগীয় মেঙকাউ-রা-এর পিরামিডের যাজক হিসাবে আমার হস্তগত হয়েছিল। এর চিহ্নসমূহ দীক্ষিত লোক ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারে না। নক্সা দেখে অন্ধকারে নির্জন নীরব পথ ধ'রে আমরা সমাধির দিকে চললাম। খাড়া পথ ধ'রে

আমরা ঐ ক্ষীণ মোমের আলোকে বায়ুহীন উত্তপ্ত পথে চলতে লাগলাম। শীঘ্রই আমরা স্থাপত্যময় পথ অতিক্রম করে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম। এ পথ প্রায় কুড়ি পায়ের মত খাড়াভাবে নেমেছে। তারপর পথটি সমান্তরাল হ'ল এবং আমরা একটি সাদা কক্ষে পৌঁছলাম। উহা এত নিচু যে আমি নুইয়ে দাঁড়ালাম। কক্ষটি লম্বায় চার পায়ের মত আর চওড়া তিন পা'। চতুর্দেয়াল ভাস্কর্য খোদিত।

ক্লিওপেট্রা গরমে, ভয়ে ও ভ্যাপসা গন্ধে এতই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন যে তিনি ঐখানেই শুয়ে একটু বিশ্রাম নিলেন।

আমি বললাম, "ওঠো ক্লিওপেট্রা, এখানে দেরী করলে আমরা বেহুঁশ হ'য়ে পড়বো।"

তিনি উঠলেন। আমরা হাতে হাত ধরে ঐ কক্ষ ত্যাগ ক'রে গ্রানাইট নির্মিত বিশাল একটি দরজার কাছে পৌঁছলাম। উহার উপরে কাঠের একটি লম্বা খাত দেখা গেল। আমি আবার নক্সা দেখে একটা বিশেষ ভঙ্গীতে দরজাটিতে চাপ দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর কিভাবে জানি না দরজাটি একটি শব্দ ক'রে হাল্কাভাবে খুলে গেল। আমরা নিচে প্রবেশ ক'রে গ্রানাইট নির্মিত আর একটি দরজার কাছে উপনীত হলাম। দরজাটি আপনা থেকেই খুলে গেলে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। আবার আমরা আরও বড় একটি দরজার সামনে উপস্থিত হলাম। নক্সা অনুযায়ী আমি তাতেও পা দিয়ে চাপ দিলাম। মন্ত্রচালিতের মত দরজাটি ধীরে ধীরে মাটির মধ্যে বিলীন হ'য়ে গেল। আমরা ভিতরে প্রবেশ ক'রে আর একটি পথ পেলাম। প্রায় চৌদ্দ পা অতিক্রম করে একটি বড় কক্ষে আমরা উপনীত হলাম। কক্ষটি কালো পাথরে তৈরী এবং দৈর্ঘ্যে ৩০ হাত ও প্রস্থে ৯ হাত, উচ্চতায়ও ৯ হাত। প্রস্তর নির্মিত মেঝেতে একটি শবাধার রক্ষিত। তাতে স্বর্গীয় মেঙকাউ-রা-এর স্ত্রীর নাম-ধাম লিখিত ছিল। এই কক্ষে বিশুদ্ধ বাতাস পেলাম কিন্তু কি ভাবে এখানে বিশুদ্ধ বাতাস এলো তা আজও জানি না।

ক্লিওপেট্রা জিজ্ঞেস করলেন, "ধন-রত্ন কি এখানে ?"

আমি বললাম, "না, আমার সাথে এসো।"

তারপর আমি তাঁকে নিয়ে একটি সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করলাম। সুড়ঙ্গটি একটি পাথর নির্মিত দরজা দিয়ে বন্ধ থাকতো কিন্তু দরজাটি আমরা খোলা পেলাম। এই সুড়ঙ্গ পথে প্রায় দশ পায়ের মত হেঁটে সাত হাত নিচু একটি কুয়ার কাছে আমরা পৌঁছলাম। তারপর রশিটির একমাথা পাথরের

সাথে বেঁধে আমি মেঙকাউ-রা-এর সমাধিস্থলে নেমে দাঁড়ালাম। তারপর রশিটি উপরে তোলা হলে রাণীর কোমরে বেঁধে খোজাটি তাঁকে ঝুলিয়ে ধরলো। আমি ক্লিওপেট্রাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে নামালাম। আমি তখন খোজাটিকে আমাদের অপেক্ষায় সেখানে গর্তটির মুখে অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিলাম। সে এতই ভীত হ'য়ে পড়েছিল যে একা থাকতে ভয় পেলো। তবুও মতের বিরুদ্ধে হলেও তাকে সেখানে অপেক্ষা করতে হ'ল কারণ আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে তার যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

[মেঙ্কাউ-রা-এর সমাধি ; মেঙ্কাউ-রা-এর প্রতিকৃতির বক্ষে খোদিত লিখন, হারমাসিস ও ক্লিওপেট্রা কর্তৃক ধন-রত্ন উত্তোলন ; সমাধিতে অবস্থানকারী অতি-লৌকিক জীবসমূহ ; ও পবিত্র সমাধিস্থল থেকে ক্লিওপেট্রা ও হারমাসিসের প্রত্যাবর্তন।]

তারপর আমরা অর্ধ-বৃত্তাকারের একটি কক্ষে উপস্থিত হলাম। কক্ষ-টির মেঝে বড় বড় 'সিয়েমী' পাথরে সুন্দরভাবে সাজিয়ে বাঁধানো। আমা-দের সামনেই দেখতে পেলাম স্বর্গীয় মেংকাউ-রা-এর শবাধার। উহা একটা-বিশালাকৃতির কালো কঠিন পাথর কেটে কাঠের ঘরের আকৃতিতে তৈরী। নারীমুখ ও সিংহীর স্বর্ণ নির্মিত দেহ বিশিষ্ট একটা বিশাল মূর্তির উপরে এই শবাধারটি রক্ষিত।

আমাদের হৃদয় ভয়ে প্রকম্পিত হ'ল। আমরা একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কারণ মনে হ'ল যেন এই সমাধিকক্ষের নীরবতা ও গাম্ভীর্য আমাদের নিষ্পেষিত করবে। আমাদের মাথার উপরে বৃহদাকৃতির পিড়ামিড চূড়া আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। রাতের শীতল বায়ু চূড়া চুম্বন ক'রে যাচ্ছে। আর আমরা এরই গভীরতম গহবরে দাঁড়িয়ে আছি—শুধু আমরা দু'জন এই মৃতের সমাধি গহবরে। আর এই স্তব্ধতা আমরা ভাঙতে যাচ্ছি। কিন্তু বাতাসের মরমর শব্দ বা জীবনের কোন চিহ্নই এখানকার স্তব্ধতা ভঙ্গ করতে প্রবেশ করছে না। আমি শবাধারটির দিকে তাকালাম, উহার ঢাকনাটি সরানো অবস্থায় পার্শ্বে রক্ষিত। তারি উপরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে ভারী ধুলো জমে আছে।

রঙ্গিন চিত্রের মত অংকিত প্রাচীন পবিত্র সাংকেতিক লিখনের দিকে ইঙ্গিত ক'রে আমি ফিসফিস করে বললাম, "দেখো।"

ক্লিওপেট্রাও ফিসফিস ক'রে নিচু গলায় বললেন, "পড়ো হারমাসিস, আমি এ লেখা পড়তে পারি না।"

আমি তখন পড়তে লাগলাম, "আমি র‍্যামেসিস মি-আমেন। আমার রাজত্বকালে আমার প্রয়োজনের সময় আমি এখানে এসেছিলাম। আমার বুকে সাহস থাকা সত্ত্বেও এবং আমার অভাব অত্যন্ত প্রকট হওয়া সত্ত্বেও আমি

মেংকাউ-রা-এর অভিশাপ ধারণ ক'রে এই গুপ্ত ধনে হাত দিতে সাহস পাইনি। আমার পরে তোমরা যারা এখানে আসবে তাদের আত্মা যদি পবিত্র থাকে আর মিশর যদি সত্যিকারভাবে অভাবগ্রস্তা হয়ে থাকে তাহলে আমি যা' ফেলে গেলাম তা নিয়ে যেও।"

ক্লিওপেট্রা ফিসফিস ক'রে আবার বললেন, "তাহলে রত্ন কোথায়? ঐ মূর্তিটির মুখ কি স্বর্ণ নির্মিত?"

শবাধারটি দেখিয়ে আমি বললাম, "এমন কি ওটাও স্বর্ণ নির্মিত। কাছে গিয়ে দেখো।"

আমার হাত ধ'রে তিনি শবাধারটির দিকে অগ্রসর হলেন।

শবাধারটির ঢাকনা খোলা কিন্তু সম্রাটের রঙ্গিন মমি উহার অভ্যন্তরেই অবস্থিত। আমি মূর্তিটির উপরে দাঁড়িয়ে ফুঁদিয়ে উহার ধূলা পরিষ্কার করে শবাধারটির ঢাকনায় যা লিখিত ছিল তা পড়তে লাগলাম। সেখানে লিখিত ছিল :

'স্বর্গপুত্র সম্রাট মেংকাউ-রা
'রাজপুত সূর্যপুত্র সম্রাট মেংকাউ-রা
'সম্রাট মেংকাউ-রা যিনি মাটির বুকে বেঁচে ছিলেন
'মাতৃ-সদৃশ মাটিই তাঁর পবিত্র নামের আধারে
তোমায় ঢেকে রাখছেন
'তোমার মাতৃ-সদৃশ ধরিত্রীই স্বর্গের রহস্যের ধাত্রী
'তোমার মাতৃ-সদৃশ ধরিত্রীই তোমায় প্রভুদের সান্নিধ্যে
আনয়ন করে
'মাতৃসদৃশ এই ধরিত্রীই তোমার শত্রুদের সমূলে বিনাশ করে
'হে চিরঞ্জীব সম্রাট মেংকাউ-রা!'

ক্লিওপেট্রা আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে ধন-রত্ন কোথায়? স্বর্গীয় মেংকাউ-রা-এর শব দেহ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সম্রাটের দেহের মাংস তো আর স্বর্ণের তৈরী নয়, আর ঐ মূর্তির মুখ যদি স্বর্ণ নির্মিত হয়ও, তাহলেই বা ওটা কি ক'রে নেওয়া যাবে?"

উত্তরে আমি তাঁকে মূর্তিটির উপরে দাঁড়িয়ে শবাধারটির সম্মুখভাগ ধ'রে তুলতে ব'লে নিজে আমি উহার পায়ের দিক তুললাম। শবাধারটির ঢাকনা আটকানো ছিল না। কাজেই আমরা তা' তুলে মেঝেতে রাখলাম। আর তখন তার ভিতরে তিন সহস্র বছর আগে রক্ষিত সম্রাটের মমি দেহ

দেখতে পেলাম। দেহটি বিরাট আকারের ও কদর্যভাবে রক্ষিত। তাছাড়া বর্তমান কালের মত স্বর্ণের লেপ দিয়ে দেহটিকে অলংকৃত করা হয়নি। মুখটি এমন কাপড় দিয়ে আবৃত করা যা কালের সাথে সাথে পুরানো হ'য়ে হলদে রং ধারণ করেছে। কাপড়টি পীত বর্ণের ফিতা দিয়ে জড়ানো। তার ভিতরে পদ্মফুলের গুঁড়িও দেখতে পেলাম। বুকের উপরে পদ্মফুলের মালা। তারই মাঝখানে স্বর্ণের একখানি পাত। এই স্বর্ণপাতে পবিত্র সাংকেতাক্ষরে কিছু লেখা দেখতে পেলাম। আমি তা' আলোতে তুলে পড়তে শুরু করলাম। তাতে লেখা ছিল ঃ

"আমি স্বর্গীয় মেংকাউ-রা, এতদকালীন খেমদেশের সম্রাট; আমি আমার সময়ে ন্যায়নিষ্ঠভাবে জীবন যাপন ক'রেছি ও অদৃশ্য শক্তি কর্তৃক আমার জন্য নির্ধারিত পথেই চলেছি। সেই অদৃশ্য শক্তিই একাধারে প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি। যারা আমার সমাধিস্থলে এসে এক ঘণ্টার জন্যও বসবে তাদের সাথে আমি সমাধি হ'তে কথা বলি। দেখ, আমি স্বর্গীয় মেংকাউ-রা, একবার জীবদ্দশায় স্বপ্নে আমায় সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছিল যে, এমন এক সময় আসবে যখন খেমদেশ শত্রুকবলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, আর এদেশের শাসক ঐ বর্বর শত্রুদের বিতাড়িত করার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হ'য়ে টাকায় ঠেকে যাবে। তাই আমি স্বজ্ঞানে এই ধন-রত্ন এখানে লুকিয়ে রেখেছি। প্রভু আমায় প্রভূত সম্পদ দিয়েছিলেন—এমন কি, সম্রাট হোরাসের পরে আর কারও এত ধন-রত্ন ছিল না। আমার ছিল অসংখ্য পশু ও হাঁস-মুরগী, বহু গরু-বাছুর ও গাধা, স্তূপ-স্তূপ শস্য, পিণ্ড-পিণ্ড স্বর্ণ ও মুক্তা; আর আমি এসব হিসেব ক'রে খরচ করেছি। যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকতো তা আমি মূল্যবান পাথর এমন কি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় পান্নার টুকরার সাথে বদল ক'রে দেশের প্রয়োজনের সময়ের জন্য জমা করেছি। কিন্তু পৃথিবীতে অর্থলোভীর ও অমিতব্যয়ীর কোন দিনই অভাব নেই আর কখনো থাকবেও না। তারা লোভের বশবর্তী হ'য়ে আমার এই ধন-রত্ন হস্তগত করার চেষ্টা করতে পারে এবং অসৎ কাজে ব্যয়ও করতে পারে। তোমরা যারা এখনও জন্মগ্রহণ করনি এবং যারা আমার এই লিপি পাঠ করবে তারা দেখতে পাবে যে এমনকি আমার অস্থিতেও রত্ন রেখেছি। তাই, ওহে মাটির গর্ভে শায়িত ও এখনও জন্ম না নেওয়া লোকসকল, তোমাদের আমি বলছি, যদি সত্যিকারভাবে খেমদেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য তোমাদের অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে বিনা দ্বিধায় এবং বিনা দেরীতে আমার শবদেহ ছিন্ন ক'রো, আমায় শবাধার হ'তে বের ক'রো, আমার

আবরণ ছিন্ন ক'রে আমার বক্ষ হ'তে রত্ন বের ক'রো, তাহলে তোমাদের কোনই বিপদ থাকবে না। কেবলমাত্র এই কাজের জন্যই তোমাদের আমি আমার দেহ হ'তে হাড় বের করতে বলছি। আর যদি তোমাদের প্রয়োজন ততটা প্রকট না হয়, দৈনন্দিন প্রয়োজনের মত হয়, আর তোমাদের হৃদয়ে যদি কলুষ থাকে তাহলে মেংকাউ-রা-এর অভিশাপ তোমাদের উপর পড়বেই! যে আমার এই মৃতদেহ ভাঙ্গবে আমার অভিশাপ তাকে চাবুকাঘাত করবেই! বিশ্বাসঘাতকের মত তাকে শাস্তি পেতেই হবে, প্রভুদের গৌরব ম্লানকারীর মত তাকে শাস্তি পেতেই হবে! তাকে সারাজীবন অশান্তিতে বাস ক'রে রক্ত ও বিষাদের মাঝে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং তার পরেও মহাকাল ধ'রে তাকে নরকের আগুনে পুড়তে হবে! কারণ সেই দুরাত্মাকেও শেষ বিচারের দিনে আমার সামনা সামনি হ'তে হবে।"

"এই ধন-রত্ন লুকানোর কাজ শেষ হ'লে আমার এই সমাধির পূর্ব দিকে একটি আরাধনাগার তৈরী করিয়েছি। সময় সময় আমার এই সমাধি মন্দিরের উত্তরাধিকারী যাজককে এই গুপ্ত ধনের কথা জানানো হবে। এবং যে যাজক এই গুপ্ত ধনের কথা এদেশের সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রকাশ করবে সেও অভিশপ্ত হবে। আমি স্বর্গীয় মেংকাউ-রা এভাবে লিখে যাচ্ছি আর তোমরা যারা এখনও জন্ম না নিয়ে মাটির গর্ভে ঘুমিয়ে আছো এবং যারা জন্মের পরে আমার শবাধারের উপরে দাঁড়িয়ে এই লিপি পাঠ করবে তাদের আমি বলছি, তোমরা নিজেরাই বিচার ক'রো। আর তোমরা যদি দুর্বুদ্ধি করে বিচার করো তা'হলে তোমাদের উপরে পতিত হবে মেংকাউ-রা-এর অভিশাপ, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই। অভিনন্দন গ্রহণ করো। বিদায়!"

তারপর আমি গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, "ক্লিওপেট্রা, তুমি তো শুনলে, এবার তোমার মনকে প্রশ্ন করো, বিবেচনা কর, আর তোমার স্বীয় স্বার্থেই সুবিচার করো।"

তিনি চিন্তামগ্নভাবে মাথা নত করলেন। তারপর বললেন, "আমার এ কাজে ভয় লাগে, চলো যাই।"

আমি বললাম, "বেশ, তাই চলো।" আমার হৃদয় বেশ হাল্কা হ'ল। তাই আমি কাঠের ঢাকনাটি তোলার জন্য নত হলাম। আমি নিজেও এ রত্নে হাত দিতে সাহস পাচ্ছিলাম না।

ক্লিওপেট্রা আবার বললেন, "দাঁড়াওতো, মেংকাউ-রা-এর "লেখায় কি আছে? পান্না, তাই না? পান্না এখন অত্যন্ত বিরল, পাওয়াই যায় না।

আমি পান্না খুবই ভালবাসি, সব সময়ই ভালবাসি, কিন্তু কখনো ফাটল-বিহীন পান্না আমি পাইনি।"

আমি বললাম, "তুমি কি পছন্দ করো আর না করো এখন সেটা বড় কথা নয়, বরং খেমদেশের প্রয়োজন ও তোমার হৃদয়ের গোপন ভাবের প্রশ্নই বড় কথা। তা' তুমি নিজেই বিবেচনা করতে পারো।"

তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই, হারমাসিস, নিশ্চয়ই! আর খেমের প্রশ্ন কি বড় নয়? রাজকোষে স্বর্ণ নেই, তাই স্বর্ণ না থাকলে আমি কিভাবে রোমানদের হাত থেকে দেশ রক্ষা করবো? আর আমি কি প্রতিজ্ঞা করিনি যে, আমি তোমায় বিয়ে ক'রে রোমানদের বিতাড়িত করবো? আর তা-ছাড়া এখনও আমি আবার এই মৃত সম্রাটের বুকে হাত দিয়ে এ কথা প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি। স্বর্গীয় মেঙকাউ-রা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সে হয়তো এমনই। তুমি নিজেই জানো মিশরের প্রয়োজনের ও বিপদের সময় এখনই। কারণ তা' না হ'লে তো হাসেপসু বা র‍্যামেসিস অথবা অপর কোন সম্রাট এই ধন-সম্পদ তুলে নিতেন। কিন্তু তা' না ক'রে তাঁরা এসব এই মুহূর্তের জন্য রেখে দিয়েছেন। কারণ তাঁদের সময়ে প্রয়োজন আসেনি। এসব নিতেই হবে নইলে রোমানরা এদেশ দখল করবেই আর তখন এ-দেশে আর কোন সম্রাটই থাকবেন না যাঁর কাছে এই গুপ্ত ধনের কথা ব্যক্ত করা যাবে। তার চেয়ে বরং আমরা এসব নিয়ে কাজে লাগাই। তোমায় এত ভীত দেখাচ্ছে কেন? আমাদের অন্তর নির্মল, তাই আমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই হারমাসিস।"

আমি আবার বললাম, "তোমার যেমন ইচ্ছা। তুমি নিজেই বিচার করো কারণ ভুল সিদ্ধান্ত নিলে তোমার উপরেই আসবে অভিশাপ। আর তাহলে তোমার সে অভিসম্পাত থেকে রক্ষার কোন উপায়ই থাকবে না।"

ক্লিওপেট্রা বললেন, "সুতরাং তুমি সম্রাটের মাথা ধ'রে তোলো, আর আমি—ওহ্, কি ভয়ানক স্থান!" বলেই তিনি আমায় জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, "আমার মনে হ'ল আমি যেন ঐ অন্ধকারে একটা ছায়া দেখেছি, মনে হ'ল যেন ছায়াটা আমাদের দিকে আসতে আসতে মিলিয়ে গেল। চলো চলো আমরা ফিরে যাই। তুমি কি কিছুই দেখতে পাওনি?"

আমি বললাম, "আমি তো কিছুই দেখতে পাইনি, ক্লিওপেট্রা! ওটা হয়তোবা স্বর্গীয় মেঙকাউ-রা-এর আত্মা, কারণ আত্মা সব সময়ই মরদেহের কাছে কাছেই থাকে। তাহলে চলো আমরা যাই, ফিরে গেলেই বরং আমি স্বস্তি পাবো।"

তিনি ফিরে যাওয়ার ভান ক'রেও আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, "ছায়া-টায়া ওসব কিছু না। এরকম একটা ভূতুরে সমাধিতে মন যে দেহ দেখতে ভয় পায় সেই দেহই এসে দেখা দেয়। না, আমি পান্না দেখবই। এমন কি তাতে যদি আমি মরি তবুও আমি দেখবো। এসো কাজে লাগি।" তারপর তিনি নিজেই সেখানকার চারটি স্ফটিক কলসীর মধ্যকার একটি তুললেন। এসব কলসীর মুখ রক্ষাকারী প্রভুদের মাথার মূর্তি দিয়ে বন্ধ করা ছিল। কলসী কয়টিতে ছিল মেংকাউ-রা-এর হৃৎপিণ্ড, তাছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।

তারপর আমরা উভয়েই মূর্তিটির উপরে দাঁড়িয়ে বহু কষ্টে শবাধার হ'তে স্বর্গীয় সম্রাট মেংকাউ-রা-এর মমিদেহ তুলে মেঝেতে রাখলাম। তারপর ক্লিওপেট্রা আমার ছুরিকা নিয়ে শবাচ্ছাদানের কাপড়গুলি কেটে খুলে ফেলে দিলো। সাথে সাথে তিন হাজার বছর আগে সম্রাটের বক্ষে প্রিয়জনদের হাতে রক্ষিত পদ্মফুলের গুচ্ছ মেঝেতে পড়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বহিরাবরণের প্রান্তভাগ পেলাম যা গলার পেছন দিকে বাঁধা ও গালা দিয়ে আটকানো। আমরা উহা কেটে ফেললাম। তারপর আমরা মমিদেহটি সম্পূর্ণ অনাচ্ছাদিত করতে লাগলাম। আমি মেঝেতে বসে কফিনে হেলান দিয়ে হাঁটুতে ভর ক'রে দেহটি উল্টালাম। সাথে সাথে ক্লিওপেট্রা আচ্ছাদন বস্ত্রের প্যাঁচ খুলতে লাগলেন। একাজ অত্যন্ত কষ্টকর। আচ্ছাদন খুলতে খুলতে কি যেন একটা নিচে পড়ে গেল। তুলে দেখলাম সম্রাটের রাজদণ্ড। দণ্ডটি সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে তৈরী ও মাথায় পান্নার তৈরী একটি ডালিম।

ক্লিওপেট্রা দণ্ডটি তুলে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আবার আমরা আচ্ছাদন খোলার কাজে লেগে গেলাম। ভিতর থেকে বিভিন্ন প্রকারের অলংকার বের হতে লাগলো। এসব অলংকার তৎকালে সম্রাটদের পিরামিডে রাখার নিয়ম ছিল। যে সব অলংকার বে'র হল তার মধ্যে ছিল গলাবন্ধ, বাজুবন্ধ, সিংহাসনের প্রতিকৃতি, একখানি কুঠার, ওসিরিসের একখানি প্রতিকৃতি ও খেমদেশের একখানি মানচিত্র—সবই স্বর্ণ নির্মিত।

দেহটির বাইরের আচ্ছাদন খোলা হ'লে দেখলাম ভিতরে মোটা ও শনের তৈরী কাপড়ের আর একটা আবরণ। তিন হাজার বছর আগের লোক মমি করার কাজে বর্তমানের মত অভিজ্ঞ ও নিপুণ ছিল না। এই শনের কাপড়ের উপরে স্বর্ণের অক্ষরে লেখা ছিল 'সূর্যের পুত্র মেংকাউ-রা'। আমরা কোন ক্রমেই এই আবরণ খুলতে পারলাম না কারণ মনে হ'ল

যেন উহা দেহের সঙ্গে আটকে গেছে। তাছাড়া আমরা সেই নির্জন পবিত্র স্থানের অত্যধিক গরমে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, মমির ধুলায় ও গন্ধে শ্বাস রোধ হ'য়ে আসছিল। তদুপরি এই অসৎ কাজে আতঙ্কে আমাদের শরীর কাঁপছিল। তাই বেশী দেরী না ক'রে চাকুর সাহায্যে আমরা ঐ শেষ আবরণ ছিন্ন ক'রে ফেললাম। প্রথমে আমরা সম্রাটের মাথা অনাবৃত করলাম। ফলে তিন হাজার বছর ধ'রে যে মুখের দিকে কেউ তাকায়নি সেই মুখ আমাদের সামনে অনাবৃত হ'ল। তাঁর মুখমণ্ডল বৃহদাকৃতির, প্রশস্ত ললাট, তদুপরি রাজমুকুটধারী; মুকুটের নিচে কেশগুচ্ছ মমির মশলায় হলুদ রং ধারণ করেছে। এখন সে চুলের লম্বা গুচ্ছ মেঝেতে ছড়িয়ে পড়লো। মৃত্যুর শীতল হস্ত বা তিন হাজার বছরের দৈর্ঘ্য এই কুঞ্চিত মুখমণ্ডলের দীপ্তি বিলুপ্ত করতে পারেনি। আমরা একদৃষ্টে এই মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ ভয়ে অভিভূত হ'য়ে সম্রাটের সমস্ত দেহই অনাবৃত করলাম। আর আমাদের সামনে তখন একটি শক্ত, হলুদ রঙ্গের মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই রইল না। সে এক অতি ভয়ানক দৃশ্য। সম্রাটের বাম রানে আমরা কাটা চিহ্ন দেখতে পেলাম। মমি তৈরীকারীরা রান কেটে তাদের কাজ ক'রেছে কিন্তু এমন নিপুণ হাতে সেলাই ক'রে বুজিয়ে দিয়েছে যে, কাটা চিহ্ন খুঁজে পেতে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।

দেহটি খুব ভারী মনে হ'ল। তাই আমি বললাম, "রত্নগুলি এই দেহের ভিতরে। কাজেই তোমার সাহসে কুলালে সম্রাটের এই কাদার দেহের ভিতরে তোমার হাত দিতে হবে।"

তারপর ক্লিওপেট্রাকে আমার ছুরিটি দিলাম। এই ছুরিটিই পলাসের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল।

সুন্দর-সাদা মুখ আমার দিকে ফিরিয়ে ও সন্ত্রস্ত বিস্ফারিত নীল চোখ আমার চোখে রেখে ক্লিওপেট্রা বললেন, "সন্দেহ করার সময় চলে গেছে।" ছুরিটি হাতে নিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে তিন তিন হাজার বছর আগেকার সম্রাটের বক্ষে বসিয়ে দিলেন। ঠিক এই মুহূর্তেই যেখানে গর্তের মুখে খোজাটিকে রেখে এসেছি সেখান থেকে একটা আর্তনাদের শব্দ এলো। আমরা আতঙ্কিত হ'য়ে দাঁড়ালাম কিন্তু আর কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। গর্তের মুখ থেকে তখনও মোমের আলো আসছে।

আমি বললাম, "ও কিছুই না, তাড়াতাড়ি করো।"

তারপর আমরা অতি কষ্টে কেটে ছিঁড়ে দেহটির শক্ত মাংস তুলতে

লাগলাম। আর ছুরিটির মাথায় দেহের ভিতরে রক্ষিত মণিমুক্তার ঘর্ষণ লাগছিল।"

ক্লিওপেট্রা মৃত সম্রাটের বুকের মধ্যে হাত দিয়ে কি যেন তুলছিলেন। তিনি তা আলোর সামনে তুলে ধ'রে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। সম্রাটের বুকের ভিতরে অন্ধকারে এই বস্তুটি চক্‌চক ক'রে উঠেছিল। তাকিয়ে দেখলাম বস্তুটি এমন সুন্দর একটি পান্নার টুকরা যা কোন মানুষ কখনো দেখেনি। উত্তম রং, আকারে বেশ বড় এবং কোথাও কোন ফাটল নেই। উহার আকৃতি একটি গুবড়ে পোকার মত এবং নিচের দিকটা ডিম্বাকৃতির। তাতে আবার স্বর্গীয় 'সূর্যপুত্র' কেংকাউ-রা এর নাম খোদাই করা।

ক্লিওপেট্রা বারে বারে তাঁর হাত সম্রাটের বক্ষে ভিতরে ডুবিয়ে দিয়ে টুকরা টুকরা পান্না বের করতে লাগলেন। উহার কিছু কিছু অলংকৃত, বাকীগুলি শুধু টুকরা আকারের। কিন্তু সবগুলিই খাঁটি, উজ্জ্বল রংয়ের ফাটলবিহীন। কাজেই সেগুলি বহু মূল্যবান। এভাবে ক্লিওপেট্রা সবগুলি পান্নার টুকরাই বের করলেন। শেষ পর্যন্ত মোট ১৪৮টি টুকরা পাওয়া গেল। পৃথিবীর কেউ আর এতগুলি পান্নার কথা কলপনাও করতে পারেনি। শেষবারেব মত ক্লিওপেট্রা সম্রাটের বক্ষ থেকে যা বের করলেন তা পান্না নয়, বড় দু'টুকরা হীরক। বস্ত্রে আবৃত এমন সুন্দর হীরকখণ্ড আর কখনো কেউ দেখেনি। তারপর আরও বহু হীরক খণ্ড পাওয়া গেল।

হীরা পান্না সব বের করা হ'লে আমাদের সামনে উজ্জ্বল রত্নের এক টিলা দেখা গেল। তাছাড়া সুগন্ধি আবরণে আচ্ছাদিত অবস্থায় পাওয়া গেল সনাতন স্বর্গীয় প্রভু কেংকাউ-রা এর স্বর্ণ মুকুট। আর এসব রত্নের স্তূপের পার্শ্বে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে স্বর্গে অবস্থানকারী চিরঞ্জীব সম্রাট কেংকাউ-রা-এর মমি দেহ।

আমাদের এখন আর অনুসন্ধিৎসা রইল না, বরং উভয়ের মনেই একটা গভীর বিষাদ-ছায়া নেমে এলো। আমাদের আর যেন বাকশক্তি রইল না। শুধু দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি ক্লিওপেট্রাকে ইঙ্গিত ক'রে সম্রাটের মৃতদেহ মাথা ধ'রে তুললাম আর ক্লিওপেট্রা পায়ের দিকটা ধ'রে তুললেন। উভয়ে দেহটি এভাবে তুলে সেই সিংহীর দেহ ও নারী মস্তক বিশিষ্ট মূর্তির উপরে রক্ষিত শবাধারে স্থাপন করলাম। তারপর আমি ছিন্ন-ভিন্ন আবরণী বস্ত্রগুলি দেহটির উপরে রেখে শবাধারের ঢাকনা বন্ধ ক'রে দিলাম।

তারপর আমরা মণি-মুক্তা, হীরা-পান্না ও অন্যান্য অলংকারাদি যতদূর বহন করা সম্ভব তুলতে লাগলাম। আমার কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে আরও

যত সম্ভব লুকিয়ে নিলাম। যেগুলি বাকী রইল তা ক্লিওপেট্রা তাঁর বক্ষাবরণীর মধ্যে লুকিয়ে নিলেন। এই অমূল্য সম্পদের বোঝায় নত অবস্থায় আমরা শেষবারের মত ঐ পবিত্র সমাধিকক্ষের দিকে তাকালাম, শবাধারের দিকে, উহা যে মূর্তির উপরে ন্যস্ত সেদিকে তাকালাম। সম্রাট মেংকাউ-রা এর মমিকৃত মৃতদেহের প্রতি তাকালাম। তাঁর শান্ত শীতল বিজ্ঞ মুখ যেন আমাদের নীরবে বিদ্রূপ করলো। তারপর পিছন ফিরে আমরা ঐ কক্ষ পরিত্যাগ করলাম।

গুহামুখে পেঁছে আমরা খোজাকে ডাকলাম কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। আমার ডাক বিদ্রূপের মত প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরে এলো। আমি আর ডাকতে সাহস পেলাম না। দেরী করলে ক্লিওপেট্রা বেহুঁশ হ'য়ে পড়বে ভেবে নিজেই রশিটি বেয়ে উপরে উঠলাম। আমার গায়ে ছিল অত্যধিক শক্তি, শুধু এজন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। উপরে উঠে আমি মোম ধরলাম কিন্তু খোজাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। আমি ভাবলাম যে খোজাটি হয়ত একটু দূরে গিয়ে ঘুমুচ্ছে। সত্যি বলতে কি সে বাস্তবিকই ঘুমাচ্ছিল। আমি ক্লিওপেট্রাকে রশিটি তাঁর কোমরে বাঁধতে নির্দেশ দিলাম। তারপর তাঁকে টেনে উপরে তুললাম। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আমরা আবার খোজাকে খুঁজতে আরম্ভ করলাম।

ক্লিওপেট্রা বললেন, "খোজা অত্যন্ত ভয় পেয়েছিল, তাই হয়ত মোমবাতি রেখে পালিয়েছে। হে প্রভু! ওখানে কে ঐ বসে?"

আমি মোমটি আগিয়ে অন্ধকারের মধ্যে যা' দেখলাম তা' কল্পনা করতেও অন্তরাত্মা এখনও কেঁপে ওঠে। দেখলাম খোজা মৃত, তার কালো পিঠ পাথরের উপরে ন্যস্ত, দু'হাত মেঝেতে ছড়ানো, খোলা মুখ, বিস্ফারিত চোখ, গণ্ড আতঙ্কে কুঞ্চিত, তার পাতলা চুল যেন এখনও উড়ছে। তার চোখে মুখে এমন এক আতঙ্কের ছাপ লেগে আছে যা দেখেই দর্শকের আত্মা আতঙ্কে কেঁপে উঠবে। তার গলায় সেই সাদা রংয়ের বৃদ্ধ বাদুড়টি দু'পা দিয়ে খোজার শ্বাসনালী আঁকড়ে ধ'রে আছে। আমরা যখন প্রবেশ করছিলাম তখন বাদুড়টি উড়ে আকাশে বিলীন হয়েছিল কিন্তু আবার আমাদের পথ অনুসরণ ক'রে ফিরে এসেছিল। আর মাঝ পথে ঐ খোজাকে পেয়ে তার গলা আঁকড়ে ধ'রে তাকে হত্যা করেছে। আমরা বাদুড়টির ক্রুদ্ধ চাহনি দেখেই আতঙ্কিত হ'য়ে পড়লাম।

আতঙ্কে আমাদের চক্ষুস্থির হ'য়ে গেল, আমরা সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু হঠাৎ ক'রে বাদুড়টি ক্লিওপেট্রার মুখের কাছে উড়তে লাগলো।

তারপর হঠাৎ মেয়েলী গলার মত চিকন স্বরে বিরাট এক কর্কশ আওয়াজ তুলে বাদুড়টি সমাধিস্তম্ভের গহ্বরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আমি সে চিৎকার ধ্বনিতে আতঙ্কিত হ'য়ে দেয়ালের গায়ে ছিটকে পড়লাম। ক্লিওপেট্রা মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে দু'হাতে মাথা ঢেকে আর্তনাদ করতে লাগলেন। তাঁর চিৎকারধ্বনি ক্রমশ উচ্চতর হ'য়ে সমাধি গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

আমি চিৎকার ক'রে বললাম, "ওঠো, জলদি চলো। ঐ ভূত আবার এসে আমাদেরে ভয় দেখাবে। কিন্তু যদি শক্তি হারাও তাহলে এই সমাধি গহ্বরে চিরদিনের মতই হারিয়ে যাবে।

তিনি দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর মুখের ফ্যাকাশে এই ভাব ও উজ্জ্বল দু'চোখের বিস্ফারিত ও আতঙ্কিত এই চাহনী জীবনে কখনো ভুলতে পারবো না। অতি দ্রুতগতিতে মোমটি হাতে নিয়ে ক্লিওপেট্রাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে ঐ মৃত খোজার সামনে থেকে পালাতে লাগলাম। তারপর যেখানে মেংকাউ-রা-এর রাণীর মূর্তি অবস্থিত সে কক্ষে আমরা পেঁাছলাম। দ্রুতগতিতে আমরা এ কক্ষও অতিক্রম করলাম ও গহ্বর পথে পালাতে লাগলাম। সন্দেহ জাগলো সেই ভৌতিক ছায়া যদি গহ্বর-মুখ বন্ধ ক'রে দিয়ে থাকে তাহলে উপায়? কিন্তু না, দেখলাম দরজা খোলাই আর আমরাও দ্রুত গতিতে বের হ'য়ে পড়লাম। শুধু সাংকেতিক পদ্ধতিতে পাথর দিয়ে মুখ বন্ধ করার জন্য আমি একটু দাঁড়ালাম। পাথরটি নির্দিষ্ট একটা ভঙ্গীতে স্পর্শ করার সাথে সাথেই দরজাটি ঘুরে মৃত খোজার দৃশ্য ও ভয়ংকর এই সমাধিপথ বন্ধ ক'রে দিল। তখন আমরা সেই ভাস্কর্য-খচিত সাদা কক্ষে পেঁাছলাম। তারপরেই আমাদের সামনে খাড়া গর্ত। এই সুড়ঙ্গ পথ এতই খাড়া যে ক্লিওপেট্রা দু' দুবার মসৃণ মেঝেতে পিছলিয়ে পড়লেন। আমরা যখন মাঝপথে তখন দ্বিতীয়বারের মত তিনি পিছলিয়ে পড়লেন। প্রথমে তাঁর হাত থেকে মোমবাতিটি খসে পড়লো এবং আমি না ধরলে হয়ত তিনি গড়িয়ে একদম নিচে পড়ে যেতেন। কিন্তু তাঁকে ধরতে গিয়ে আমার হাতের মোমবাতিটিও পড়ে গেল। ফলে ঘন অন্ধকারেই আমাদের পথ চলতে হ'ল। আর সম্ভবত আঁধারে সেই ভয়ংকর বাদুরটি আমাদের মাথার উপরে উড়তে লাগলো কারণ কেমন যেন একটা হিসহিস শব্দ আমাদের কানে বাজতে লাগলো।

আমি চিৎকার ক'রে ক্লিওপেট্রাকে বললাম, "মনে বল রেখো প্রিয়তম, সাহস হারিয়ো না, তাহলে দুজনই এখানে চিরতরে হারিয়ে যাবো! পথ খাড়া হ'লেও খুব দীর্ঘ নয়, তাছাড়া অন্ধকার হ'লেও এ পথে আমাদের

কোন ভয় নেই। মণি-মুক্তার ভারে যদি হাঁটিতে অসুবিধা হয় তাহলে ওগুলি ফেলে দাও।"

কিন্তু রাণী বললেন, "না, না, আমি তা' সহ্য করতে পারবো না। মরতে হ'লেও আমি ওগুলি সাথে নিয়েই মরবো।"

এখানেই আমি তাঁর মনের মাহাত্ম্যের পরিচয় পেলাম কারণ যে ভয়ংকর পথ আমরা অতিক্রম করেছি ও যে খাড়া সুড়ঙ্গ পথে এখন আমরা চলছি তা ভুলে তিনি আমায় ধরে হাত ও পায়ের সাহায্যে হামাগুড়ি দিয়ে পথ চলতে লাগলেন। প্রকম্পিত বক্ষে হাতে হাত ধ'রে আমরা হামাগুড়ি দিয়ে পথ চলতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত প্রভুদের দোয়ায় না ক্রোধের ফলে জানি না, আমরা পিরামিডের সরু পথ দিয়ে চন্দ্রালোক দেখতে পেলাম। আর একটু কষ্ট ক'রে আমরা গুহার মুখে উপস্থিত হলাম। স্বর্গের বায়ুর মত রাতের নির্মল খোলা বাতাস আমাদের শরীরে আছড়ে পড়লো। আমি পাথর বেয়ে উপরে উঠে ক্লিওপেট্রাকে টেনে পাথরের স্তূপের উপরে তুললাম! তিনি মাটিতে অনড়ভাবে শুয়ে পড়লেন।

কম্পিত হস্তে আমি ঘূর্ণায়মান পাথরটি বিশেষ এক ভঙ্গিতে স্পর্শ করলে উহা ঘুরে পথটি এমনভাবে বন্ধ হ'য়ে গেল যে পিরামিডটিতে কোথাও গুপ্ত পথের কোন চিহ্নই রইল না।

তারপর আমি নত হ'য়ে ক্লিওপেট্রার পার্শ্ববর্তী পাথরের স্তূপ সরিয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি ইতিমধ্যেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন। তাঁর মুখের ধূলাবালি ও আতঙ্কের ছাপ ছাড়াও তাঁকে এমন ক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল যে, মনে হ'ল যেন তিনি মৃত। কিন্তু তাঁর বক্ষে হাত দিয়ে জীবনের স্পন্দন অনুভব করলাম। তখন ক্লান্তিবশতঃ পুনঃ শক্তি সঞ্চয়ের আশায় আমিও ক্লিওপেট্রার পার্শ্বে বালুর উপরে শুয়ে পড়লাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

[হারমাসিসের প্রত্যাবর্তন ঃ চারমিয়নের অভিনন্দন ঃ এবং মহাবীর এন্টনীর দূত কুইন্টাস ডেলিয়াসের প্রতি ক্লিওপেট্রার উত্তর।]

তারপর আমি উঠে বসে মিশর সম্রাজ্ঞীর মাথা আমার কোলে টেনে তুলে তাঁর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলাম। এই অসংবৃত অবস্থায়ও তাকে সাংঘাতিক রকমের সুন্দর দেখাচ্ছে। লম্বা ও ঢেউ-খেলানো কেশরাশি তার উন্নত ও শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে দোদুল্যমান বক্ষ যুগলের উপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে। এই ম্লান চন্দ্রালোকে তাঁকে ভয়ংকর রূপে সুন্দরী মনে হচ্ছে! আমি ভাবলাম এই সেই মহিলা যাঁর সৌন্দর্যের কাহিনী এই পিড়ামিডের কঠিন প্রস্তরের চেয়েও বেশী স্থায়ী হবে।

মূর্ছার ফলে তাঁর মুখের কৃত্রিম মালিন্য ও কপটতা দূর হ'য়ে মেয়ে-দের সবচেয়ে স্বর্গীয় সুন্দর রূপ ফুটে উঠেছে। রাতের আঁধারে তাঁর রূপের মাধুর্য আরও উজ্জ্বলতম হ'য়ে উঠেছে, আর মরার মত আচ্ছন্নতায় তা' আরও মহত্তর হ'য়ে উঠেছে।

তাঁর মুখের দিকে আমি যতই তাকিয়ে থাকলাম ততই তাঁর প্রতি ভালবাসায় আমার হৃদয় পূর্ণ হ'তে লাগলো। মনে হ'ল যেন আরও দু'টো কারণে তাঁকে আমি আরও বেশী ভালবাসতে শুরু ক'রেছি—প্রথমতঃ তাঁকে এই গুপ্ত ধনের সন্ধান দিয়ে আমি দেশদ্রোহিতার কাজ করেছি, দ্বিতীয়তঃ আমরা একত্রে এইমাত্র ভয়াবহ এক পরিস্থিতি থেকে বেঁচে এসেছি। এই ক্লান্ত দেহে ও ভয়-বিহ্বল মনে আর অপরাধের অনুশোচনায় তাঁকে আপন ক'রে পাওয়ার ইচ্ছা এখন আমার মনে প্রবল হ'য়ে জাগলো, মন বিশ্রাম কামনা করলো, কারণ মাত্র এখন ক্লিওপেট্রা এই নির্জন পরিবেশে একান্তভাবে আমারই কাছে। তদুপরি তিনি আমায় স্বামীত্বে বরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর এই যে ধন-রত্ন আমরা হস্তগত করেছি তার সাহায্যে আমরা মিশরকে শক্তিশালী ক'রে শত্রুমুক্ত করতে পারবো। তারপর সব বিপদই দূর হ'বে। আহ্, আমি সেই অনাগত কিন্তু সমাগত দৃশ্য মানসপটে দেখতে লাগলাম যেদিন ক্লিওপেট্রার মস্তক আবার আমার কোলে এইভাবে মৃতের মত রং নিয়ে অবস্থান করবে। সেদিনটি কখন

কোথায় বসে কিভাবে আসবে। আহ্! সত্যিই যদি সেই দৃশ্য আমি দেখতে পেতাম!

আমার হাতের মধ্যে তাঁর হাতে মৃদু চাপ দিতে লাগলাম। তারপর মাথা নত ক'রে তাঁর ঠোঁটে চুমো দিতে লাগলাম আর চুম্বনে চুম্বনে তাঁর হুঁশ ফিরে এলো। তাঁর দেহ যেন আতঙ্কে মৃদু কম্পিত হ'ল, শরীর শিউরে উঠলো। আর বিস্ফারিত নেত্রে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

তিনি বললেন, "তুমি হারমাসিস! আমি মূর্ছার মধ্যে মনে করেছিলাম ......তুমিই আমায় ঐ ভয়ংকর স্থান থেকে বাঁচিয়েছো। বলেই তিনি দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে আমার মুখ কাছে টেনে চুমো দিয়ে বললেন, "চলো প্রিয়তম, চলো যাই! ওহ্, আমি এত ক্লান্ত আর তৃষ্ণার্ত! বক্ষাবরণীর মধ্যে ঐ হীরা-মুক্তার টুকরোগুলিও আমার স্তনে সুরসুড়ি দিচ্ছে! কেউ কোন দিন এত কষ্ট ক'রে রত্ন আহরণ করেনি! চলো আমরা এই ভূতুরে জায়গা ত্যাগ করি। চেয়ে দেখো, রাতের বুক চিড়ে ঐ প্রভাতের ক্ষীণ রশ্মি দেখা যাচ্ছে। কত মনোমুগ্ধকর এ দৃশ্য, আর কত সুন্দর! ঐ চির অন্ধকার কক্ষে বসে আমি কখনো এ দৃশ্য দেখার কথা কল্পনাও করতে পারিনি। এখনও যেন সেই মৃত খোজার ভয়ানক দৃশ্য আমার চোখে ভাসছে। তুমি ভেবে দেখো, ওখানেই সে চিরদিনের জন্য ঐভাবে ব'সে থাকবে! চলো, চলো! কোথায় পানি পাওয়া যাবে? এখন এক পেয়ালা পানির পরিবর্তে আমি এক টুকরা হীরক দিতেও প্রস্তুত।"

আমি বললাম, "সামনে ঐ চাষ করা জমির অপর প্রান্তে হোরেঙ্কুর মন্দির আছে, তারই পাদদেশে পানি আছে। পথে কারো সাথে দেখা হ'লে বলবো যে আমরা তীর্থযাত্রী, রাতের আঁধারে আমরা পথ ভুলে গিয়েছি। কাজেই তুমি বোরখা পরো ক্লিওপেট্রা। আর কোন ক্রমেই যেন কেউ মণি-মুক্তা দেখতে না পায়।"

ক্লিওপেট্রা ভালভাবে বোরখা পরলে আমি তাঁকে সেই গাধাটির পিঠে তুলে দিলাম। গাধাটিকে অবশ্য গহ্বরের পার্শ্বেই বেঁধে রেখেছিলাম। তারপর আমরা মরুভূমি পার হ'য়ে প্রভু হোরাঙ্কুর নিদর্শনের কাছে পেঁছলাম। হোরাঙ্কুর এই নিদর্শন নারীমুখ ও সিংহীর দেহধারী একটি মূর্তি; আর এই মূর্তিকেই গ্রীকেরা 'হারমাচিস' বলে। উহার মাথায় মিশরীয় রাজমুকুট, চোখ দুটি সমভূমি পার হ'য়ে পূর্বদিকে নিবদ্ধ।

আমাদের পথ চলার মাঝেই ঝিরঝিরে হাওয়ার মধ্য দিয়ে বাদামী রংয়ের আকাশ ছিড়ে ভোরের প্রথম আলোকরশ্মি দেখা দিল। সে আলোক হোরেঙ্কুর

গম্ভীর মুখেও পতিত হ'ল। আর এই প্রভাতের দেবকে নবীন সূর্যালোক অভিনন্দন জানালো। তারপর ভোরের আলোকে তথাকার কুড়িটি পিরামিড উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। আর জড় থেকে জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজার হাজার দেবালয়ের চূড়ায় আলোক তার পরশ বুলিয়ে দিলো। সোনালী প্লাবনের মত সমস্ত মরুভূমি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। রাতের তমশাময় আকাশ ছিন্নভিন্ন ক'রে প্রভাতী কিরণ তীরের মত ছড়িয়ে পড়লো। বৃক্ষরাজির মাথা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। তারপর দিগন্ত ছেয়ে সূর্যদেব মাথা তুললেন। দিন হ'য়ে গেল।

হোরেংকুর সম্মানে খুফুর সময়ে গ্রানাইট পাথর ও স্ফটিক দিয়ে তৈরী মন্দির অতিক্রম ক'রে আবার আমরা খাড়াভূমি অতিক্রম ক'রে খালের পাড়ে পেঁছিলাম। সেখানে নদীর পানি পান করলাম আর মনে হ'ল যেন ঐ ঘোলা পানি আলেজান্দ্রিয়ার উৎকৃষ্টতম মদের চেয়েও মধুর। তারপর মমির ধুলো ধুয়ে হাত-পা পরিষ্কার করলাম। ক্লিওপেট্রা যখন অবনত হ'য়ে গলা ধৌত করছিলেন তখন তাঁর বক্ষ থেকে এক টুকরা পান্না পড়ে গেল। আমি অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে কাদার মধ্যে তা' পেলাম। তারপর আবার আমি ক্লিওপেট্রাকে গাধার পিঠে তুলে দিলাম। তখন নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হ'ল। তাই অতি ধীর গতিতে আমরা সিহর নদীর দিকে চললাম। আমাদের নৌকা সেখানে অপেক্ষা করছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা সেখানে উপস্থিত হ'লাম। পথে অবশ্য ক্ষেতে কাজের জন্য গমনকারী কয়েকজন কৃষক ছাড়া আর কারো সাথে আমাদের দেখা হয় নি। যাওয়ার সময় যেখানে গাধাটি পেয়েছিলাম সেখানেই ওটাকে ছেড়ে দিলাম। মাঝিমাল্লা এখনও ঘুমে। আমরা নৌকায় চড়ে তাদের জাগিয়ে নৌকা ছেড়ে দিতে নির্দেশ দিলাম। তাদেরে বললাম যে খোজাকে সেখানে কয়েকদিনের জন্য রেখে এসেছি, এবং তাইতো সত্যি। নৌকা তখন ছেড়ে দিল। আমরা হীরা-পান্না-মণি-মুক্তা যা' কিছু এনেছি তা' লুকিয়ে রাখলাম।

আলেকজান্দ্রিয়ায় পেঁছুতে আমাদের চার দিনেরও বেশী দেরী লাগল কারণ বেশীর ভাগ সময়ই বাতাস আমাদের প্রতিকূলে ছিল। কিন্তু দিনগুলি আমাদের অত্যন্ত আনন্দে কাটলো। প্রথম দিকে ক্লিওপেট্রা কিছুটা নীরব ও ভারভার ছিলেন কারণ পিরামিডের মধ্যে তিনি যা' কিছু দেখেছেন তাতে তাঁর মন বিশেষ খারাপ হ'য়ে পড়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাঁর রাজকীয় মনোভাব ফিরে পেলেন। মন থেকে তিনি বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আপন সত্তায় ফিরে এসে কখনো প্রফুল্ল, কখনো বিজ্ঞ, কখনো প্রেমিকা আবার কখনো নীরব, কখনো বা সম্রাজ্ঞীর মত মনোভাব গ্রহণ করতে লাগলেন। তিনি স্বগীয় সমীরণের

মত ক্ষণে নীরব, সাদাসিদা, সদা পরিবর্তনশীলা, সুন্দরী, আবার কখনো বা গম্ভীর ভাব ধ'রে ভাব-রাজ্যে নিখোঁজ হ'য়ে যেতে লাগলেন।

আর এই চারটি রাতই ছিল আমার জীবনের শেষ আনন্দঘন রাত। এই পূর্ণাঙ্গ চার রাত আমরা হাতে হাত রেখে নৌকার সামনে বসে নৌকা ও পানির আলিঙ্গন অনুভব করেছি, নীল নদের বুকে চন্দ্রোদয় ও তিরোধান অবলোকন করেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে প্রেমালাপ করেছি; আমাদের বিয়ের কথা, বিয়ের পরবর্তী সময়কার পরিকল্পনার কথা বিশদভাবে আলাপ করেছি। এখন রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সামর্থ্য আমাদের আছে, তাই যুদ্ধের পরিকল্পনাও নির্ধারণ করলাম। ক্লিওপেট্রাও সে সব মেনে নিলেন। তিনি শুধু বললেন যে, আমি যা কিছু ভাল মনে করবো, তিনি তাই সমর্থন করবেন। এইভাবে মনে হ'ল যেন অতি দ্রুত গতিতে আমাদের সময় অতিবাহিত হ'ল।

নীলনদের বুকে সেই রাতগুলি কি মধুরই না ছিল! আজও আমি সেই স্মৃতি ভুলতে পারিনি। আজও আমি স্বপ্নে দেখতে পাই সেই পানির মধ্যে চাঁদের প্রতিবিম্ব ভেঙ্গে প্রকম্পিত হচ্ছে, আর যেন শুনতে পাই ক্লিওপেট্রার মৃদুকণ্ঠের প্রেম নিবেদন পানির কলকল শব্দের সাথে ছন্দ মিলাচ্ছে। হায়, সেই মধুময় রাতগুলি আর ফিরে আসবে না! সে রাতগুলি যে চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হ'ত সে চাঁদও আর কখনও উদিত হবে না। যে বারিরাশি স্বীয় বক্ষে আমাদের দুলিয়েছিল তাও এখন সাগরের লোনা জলে গড়িয়ে গেছে। আর যে সব জায়গায় বসে আমরা একে অপরকে চুম্বন ক'রে পরস্পরকে আঁকড়িয়ে ধ'রেছি সেখানে হয়ত আজও কালের গহবরে ঘুমন্ত কত ঠোঁট চুম্বনে একত্রিত হবে, কিন্তু আমরা আর কখনো সে সব জায়গায় সে ভাবে ফিরে যাবো না। কত মধুময় ছিল সে সব দিনের প্রতিশ্রুতিসমূহ। কিন্তু সে সবই ফলবিহীন ফুলের মত নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। শুকিয়ে গেছে। ঝরে গেছে। কিন্তু সে সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হ'লে কত মধুর হ'ত। সব কিছুই ছাইয়ে পরিণত হ'য়ে আঁধারে বিলুপ্ত হয়, আর ভুলের মাঝে যার পত্তন তার ফলও হয় বিষাদময়। তবুও জন্ম জন্মান্তর ধরে আমি নীল নদের বক্ষের সেই রাত কটির কথা মনে রাখবো।

এইভাবে আবার আমরা রাজধানীর সেই কলুষিত রাজপ্রাসাদের চারি দেয়ালের মধ্যে উপস্থিত হলাম। সেই সাথেই আমার রঙ্গিন স্বপ্নও শেষ হ'ল।

প্রত্যাগমনের দিনই প্রাসাদে হঠাৎ চারমিয়নের সাথে দেখা হ'ল। সে

জিজ্ঞেস করলো, "ক্লিওপেট্রার সাথে কোথায় গিয়েছিলেন হারমাসিস? বিশ্বাসঘাতকতার কোন নতুন অভিযানে না প্রমোদ-বিহারে?"

আমি দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলাম, "ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে আমি সরকারী কোনও গোপন-কাজে গিয়েছিলাম।"

চারমিয়ন বললো, "তাইতো কথায় বলে 'যারা গোপন-কাজ করে, তারা বদ কাজই করে, আর অমঙ্গলসূচক পাখীরাই রাতের বেলায় ওড়ে।' কিন্তু হারমাসিস, আপনি বুদ্ধিমান হ'লে মিশরে প্রকাশ্যে মুখ দেখাতে লজ্জা পেতেন।"

তার কথায় আমার গা জ্বলে উঠলো, আর সহ্য করতে পারলাম না। তাই রুষ্ট স্বরেই বললাম, "হুল ছাড়া কি কথা বলতে জানোনা? শোনো তবে, যেখানে যেতে তুমি সাহস পাওনি আমি সেখানেই গিয়েছিলাম এণ্টনীর বিরুদ্ধে মিশরকে রক্ষা করার সম্বল আয়ত্ত করতে।"

চারমিয়ন খুব দ্রুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললো, "তাই বুঝি! নির্বোধ! আপনার এ পরিশ্রম নিষ্ফল কারণ এণ্টনী আপনাকে ছাড়াই মিশর দখল করবেন। মিশরে আপনার কি সম্বল আছে?"

আমি বললাম, "আমায় ছাড়াই এণ্টনী মিশর দখল করতে পারেন ঠিকই, কিন্তু ক্লিওপেট্রাকে ছাড়া তিনি কিছুতেই মিশর দখল করতে পারবেন না।"

বিরক্তির সাথে হেসে চারমিয়ন বললো, "ঠিকই, ক্লিওপেট্রার সাহায্যেই তিনি মিশর দখল করতে পারেন আর করবেনও তাই। রাণী যখন রাষ্ট্রীয় সফরে সিডনাস যাবেন তখন তিনি এণ্টনীকে জয় ক'রে এই আলেকজান্দ্রিয়ায় নিয়ে আসবেন, আর আপনারই মত এণ্টনীও ক্লিওপেট্রার দাসে পরিণত হবেন।"

আমি বললাম, "মিথ্যে কথা, আমি বলছি এসব মিথ্যে। ক্লিওপেট্রা টারসাস যাবেন না আর এণ্টনীও আলেকজান্দ্রিয়ায় আসবেন না, আর একান্তই যদি আসেন তাহলে আসতে হবে যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েই।"

মৃদু হেসে চারমিয়ন বললো, "আপনি এখনও এই স্বপ্ন দেখছেন! বেশ, এই স্বপ্ন দেখে আপনি যদি সুখী হন তাহলে কে নিষেধ করতে আসবে? তিন দিনের মধ্যেই দেখতে পাবেন। এত সহজেই আপনাকে ঠকানো যায় দেখে সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। আমি চললাম, যান, গিয়ে প্রমোদের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে থাকুন কারণ প্রেম সত্যিই মধুর!" বলেই সে চলে গেল, আমি ক্রুদ্ধ বিব্রত অবস্থায় তাকিয়ে রইলাম।

সেদিন আর ক্লিওপেট্রার সাথে আমার দেখা হ'ল না। কিন্তু পরদিন

আমিই তাঁর সাথে দেখা করলাম। তাঁকে খুবই ভারাক্রান্ত মনে বসে থাকতে দেখলাম আর, সত্যি বলতে কি, আমার সাথে তিনি ভদ্রোচিত ব্যবহারই করলেন না। আমি মিশরের রক্ষা ব্যবস্থার কথা তুললাম কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাতও করলেন না, বরং ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "বিরক্ত করছো কেন? দেখতে পাচ্ছো না যে আমি নানা বিপাকে বিব্রত। ডেলিয়াসকে উত্তর দিয়ে কাল আমরা সব ব্যাপারে আলাপ করবো।"

আমি বললাম, "হাঁ, ডেলিয়াসের বিদায়ের পরে, কিন্তু যে চারমিয়নকে সবাই সম্রাজ্ঞীর গোপনীয়তা রক্ষাকারিণী বলে জানে সে কি বলেছে জানো? মাত্র গতকাল সে শপথ ক'রে বলেছে যে, ডেলিয়াসের প্রতি তোমার উত্তর হ'বে—'শান্তিতে ফিরে যাও, আমি এণ্টনীর কাছে আসছি'।"

ক্রুদ্ধভাবে পদক্ষেপ ক'রে তিনি বললেন, "চারমিয়ন আমার মনের কথা কিছুই জানে না, আর সে যদি এতই খোলাখুলিভাবে কথা বলে তাহলে তাকে চাবুক মেরে প্রাসাদ থেকে মরুভূমিতে তাড়িয়ে দেবো।"

ক্লিওপেট্রা আরও বললেন, "আর সত্যি বলতে কি, তার ঐ ক্ষুদ্র মাথায় আমার সমস্ত পরিষদের চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধি আছে, আর সে জ্ঞানের ব্যবহারও সে জানে। তোমার জ্ঞাতার্থে বলছি, সেই মণি-মুক্তার কিছু আমি আলেকজান্দ্রিয়ার ধনী ইহুদীদের কাছে বিক্রি করেছি, অবশ্য খুব চড়া দামে, প্রতিটি টুকরা পাঁচ হাজার সেণ্টারসিয়া ক'রে (প্রতিটি ৭,৬০,০০০ টাকার সমান মূল্যে)। কিন্তু আর কয়েকটি পান্নার টুকরা তারা এখনও কিনতে সক্ষম হয়নি। সেগুলি তারা যখন দেখছিল তখন একটা দেখার মত দৃশ্য হয়েছিল বটে! তাদের চোখ লোলুপ দৃষ্টি ও আশ্চর্যে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু তুমি এখন চলে যাও হারমাসিস কারণ আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। সে রাতের ভয়ানক দৃশ্য মনে ক'রে আমার হৃদয় এখনও আঁতকে উঠছে।"

আমি মাথা নত ক'রে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েও দ্বিধাগ্রস্থের মত বললাম, "ক্ষমা করো ক্লিওপেট্রা, আমাদের বিয়ের ব্যাপারে কিছু বলতে চাই।"

তিনি বললেন, "আমাদের বিয়ে? কেন, আমাদের বিয়ে কি এখনও বাকী আছে নাকি?"

আমি বললাম, "না, কিন্তু বহির্জগতের কাছে নিশ্চয়ই বাকী আছে। তোমার প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখো।"

"হাঁ হারমাসিস, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর কাল যখন আমি এই ডেলিয়াসের হাত থেকে রেহাই পাবো তখনই আমার প্রতিজ্ঞা কার্যকরী করবো। রাজসভায়ই তোমায় আমার পতি হিসেবে ঘোষণা করবো আর

তোমায় যথোপযুক্ত স্থানে অভিষিক্ত করবো। এবারে সন্তুষ্ট হয়েছো তো? বলে রাণী চুম্বনের জন্য তাঁর হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, চোখে তাঁর এক অদ্ভুত হাসি, মনে হ'ল তাঁর মনে যেন অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে।

তাঁর হাত চুম্বন ক'রে আমি ফিরে এলাম। কিন্তু সেই রাতেই আবার তাঁর সাথে দেখা করার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হলাম কারণ প্রহরী বললো যে চারমিয়ন সম্রাজ্ঞীর সাথে কথা বলছেন, তাই আর কারও যাওয়া নিষেধ।

পরদিন দুপুরের এক ঘণ্টা পূর্বে সেই বিরাট কক্ষে দরবার বসলো। ডেলিয়াসের প্রতি ক্লিওপেট্রার উত্তর ও মিশর-সম্রাজ্ঞীর স্বামী হিসেবে আমার নাম ঘোষণা স্বকর্ণে শোনার জন্য আমি কম্পিত হৃদয়ে দরবারে হাজির হলাম। সভাকক্ষ পারিষদপূর্ণ ও বেশ জাঁকজমকপূর্ণ মনে হ'ল। উপদেষ্টা, প্রশাসক, সেনাধ্যক্ষ, খোজা, আর আদেশ তামিল করার জন্য অপেক্ষমান দাসী-বাঁদী সবাই উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে চারমিয়ন নেই। সময় বয়ে যাচ্ছে কিন্তু ক্লিওপেট্রা ও চারমিয়ন এলোনা। অবশেষে চারমিয়ন পার্শ্ববর্তী এক দরজা দিয়ে নীরবে দরবারে প্রবেশ ক'রে সিংহাসনের পার্শ্বে অপেক্ষারত মহিলাদের কাছে বসলো। বসতে বসতে সে আমার দিকে একটা তীর্যক কটাক্ষ নিক্ষেপ করলো। তার চোখে বিজয়ের দম্ভ, অবশ্য কিসের বিজয় তা' আমি অনুমান করতে পারলাম না। তখনও আমি বুঝতে পারিনি যে সে আমার ধ্বংস ও মিশরের ভাগ্য বিলুপ্তির খবর নিয়ে এসেছে।

তারপর শিঙ্গা বেজে উঠলো। সম্রাজ্ঞীর বেশে অভূতপূর্ব জাঁকজমকের সাথে ক্লিওপেট্রা দরবারে উপস্থিত হলেন। তাঁর মাথায় সেই রাজমুকুট, বক্ষে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ঝলমল করছে মেঙকাউ-রা-এর বক্ষ থেকে আনা সেই বিরাট পান্নার টুকরাটি। তাঁর পিছনে উত্তরাঞ্চলীয় একদল জোয়ান প্রহরী। তাঁর লাবন্যময়ী মুখমণ্ডল অন্ধকার, নিদ্রালু চোখদু'টি মেঘাচ্ছন্ন, দেখে তাঁর মনোভাব কিছুই বোঝা গেল না। সমস্ত সভাসদমণ্ডলী সাগ্রহে তাকিয়ে রইলেন। তিনি ধীরে ধীরে এমনিভাবে সিংহাসনে বসলেন যেন কেউ তাঁকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না। তারপর তিনি প্রধান ঘোষককে রোমান ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, "মহান এণ্টণীর দূত কি অপেক্ষা করছে?"

ঘোষক মাথা নত ক'রে সম্মতি জানালো।

"আমার উত্তর শোনার জন্য তাকে আসতে বলো।"

দরবারের দরজা খোলা হ'লে সোনার বর্ম ও বেগুনী রংয়ের ঢিলা জামা পরিহিত ডেলিয়াস প্রবেশ করলো। পিছু পিছু তার অনুচরের দল বিড়ালের মত ধীর পদক্ষেপে দরবার কক্ষে প্রবেশ করলো। সবাই সম্রাজ্ঞীর সামনে মাথা নত ক'রে সম্মান প্রদর্শন করলো।

ডেলিয়াস শান্ত ও গম্ভীর স্বরে বললো, "সুন্দরী মিশর সম্রাজ্ঞী, দাসকে অনুগ্রহপূর্বক আসতে আজ্ঞা করায় আমি মহান ও মহাবীর এণ্টনীর পত্রের উত্তরের জন্য উপস্থিত হয়েছি! তাঁর সাথে দেখা করার জন্য আমি কালই সিসিলিয়ার টারসাসে যাত্রা করবো। মহিয়সী সম্রাজ্ঞী, আমায় মার্জনা করলে আমি বলবো যে উত্তর দেওয়ার আগে ভেবে দেখুন যেন না বলার মত কথা আপনার ঐ মধুর ঠোঁট থেকে বের না হয়। এণ্টনীর কথা অমান্য করলে তিনি আপনাকে ধ্বংস ক'রে দেবেন। আর যদি আপনার মাতা আফ্রোদিতির মত সাইপ্রীয়ান তুফানের বক্ষ হ'তে এণ্টনীর কাছে চলে যান তাহলে তিনি ধ্বংসের পরিবর্তে আপনাকে মেয়েদের সবচেয়ে প্রিয় উপঢৌকন দেবেন, রাজ্য পাবেন, জাঁকজমক পাবেন, শহর-নগর আর প্রজা পাবেন, পাবেন ধন-দৌলত আর মান-সম্ভ্রম, সেই সঙ্গে আপনার সাম্রাজ্য হবে নির্ঝঞ্ঝাট। মনে রাখবেন, এণ্টনীর রণ-নিপুণ হাতের মুঠোয় এই পূর্ব-গোলার্ধ। এতদঞ্চলের রাজারা তাঁরই অনুকম্পায় রাজা আর তাঁরই কটাক্ষে তাঁরা রাজ্য হারায়।"

তারপর আবার সে মাথা নত ক'রে বক্ষে হাত দিয়ে উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণের জন্য ক্লিওপেট্রা কথা না বলে হোরেঙকুর নারীমস্তক ও সিংহীর দেহ বিশিষ্টা মূর্তির মত বোবা ও দুর্জ্ঞেয়ের মত বসে রইলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত তিনি সভাকক্ষের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর তিনি সঙ্গীতের মত মিষ্টি স্বরে কথা বলতে শুরু করলেন। আর আমি কম্পিত হৃদয়ে রোমের বিরুদ্ধে মিশরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা শুনতে লাগলাম।

সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা বললেন, "মহান ডেলিয়াস, আমাদের দরিদ্র রাজ্য মিশরের কাছে দেওয়া মহানুভব এণ্টনীর পত্র আমরা বিশেষভাবে বিবেচনা করেছি। আমরা অনেক চিন্তা করেছি, দৈব বক্তাদের কাছ থেকে প্রভুর বাণী শুনেছি, আমাদের শুভানুধ্যায়ীদের থেকে পরামর্শ নিয়েছি, আর আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও শিক্ষা নিয়েছি, নীড়ে বসা পাখীর মত আমাদের মন জনগণের মঙ্গলই কামনা করে। সাগরের অপর তীর থেকে যে পত্র

নিয়ে আপনি এসেছেন তা' অত্যন্ত তীক্ষ্ন। ওসব কথা মিশর সম্রাজ্ঞীর চেয়ে কোনও হীনমনা দেশীয়-রাজ্যের রাজাদের জন্য ভাল মানাতো। সুতরাং আমরা অশ্বারোহী সৈন্য সংখ্যা নিরূপণ করেছি, সাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য উভয় পার্শ্বে তিন সারি দাঁড়বিশিষ্ট যুদ্ধ জাহাজ এবং পাল ও দাঁড় চালিত ক্ষুদ্র জাহাজ ঠিক করেছি। আর এসব করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকাও আমরা যোগাড় করেছি। যদিও এণ্টনী বীর তথাপি আমরা জানি যে তাঁর বীরত্বে মিশরের ভীত হওয়ার কোনই কারণ নেই।"

তিনি থামলেন। তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ কথা দরবার কক্ষে ধ্বনিত হ'তে লাগলো। একমাত্র ডেলিয়াসই তার দু'হাত এমন ভাবে প্রসারিত করলো যেন সে রাণীর কথা ফিরিয়ে দিবে। কিন্তু তারপরেই বজ্রাঘাতের মত এলো শেষ কথা!

রাণী ক্লিওপেট্রা আবার বলতে শুরু করলেন, "মহান ডেলিয়াস, আমরা এখানেই কথা শেষ ক'রে পাথরের দুর্গে সবল হ'য়ে প্রত্যেকের হৃদয়ের দুর্গ দুর্ভেদ্য ক'রে অপেক্ষা করবো বলে প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু তথাপিও আপনি শুধু এই উত্তরই নিয়ে যাচ্ছেন না। মহান এণ্টনীর কানে আমাদের বিষয়ে যে অভিযোগ গিয়েছে আমরা তার কিছুই জানি না। তবুও তিনি সে কথা অতীব কর্কশ কণ্ঠে আমাদের শুনিয়েছেন। তাই আমরা সে সব কথার উত্তর দিতে সিসিলিয়ায় যাবো না।"

সভাকক্ষে আবার সপ্রশংস গুঞ্জরণ ধ্বনি উঠলো। আমার হৃদয় বিজয় গৌরবে দুরুদুরু করতে লাগলো।

রাণীর কথার ফাঁকে ডেলিয়াস আবার বললো, "মিশর সম্রাজ্ঞী, আমি কি তাহলে মহান এণ্টনীর কাছে যুদ্ধের সংবাদই নিয়ে যাবো?

রাণী বললেন, "না, আমাদের উত্তর হ'ল শান্তির। শুনুনঃ আমরা বলেছি যে, এই অভিযোগের উত্তর দিতে আমরা যাবো না। সত্যিই যাবো না। কিন্তু——" বলেই তিনি এই সভায় প্রথমবারের মত হাসলেন। তারপর বলতে লাগলেন, 'কিন্তু আমরা খুব শীঘ্রই সানন্দে আসবো, রাজবন্ধু হিসেবে, আমাদের বন্ধুত্বের খাতিরে, শান্তিপূর্ণ মৈত্রী স্থাপনের জন্য সিডানাসের সৈকতে আমরা যাবো।"

শুনে আমি হতভম্ব হ'য়ে পড়লাম, সন্দেহ জাগলো—আমি কি সত্যি কথা শুনছি? ক্লিওপেট্রা কি তাহলে এভাবেই তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন? বিবেচনা শূন্য অবস্থায় আমি উচ্চস্বরে চিৎকার ক'রে বললাম, "হে সম্রাজ্ঞী, স্মরণ করুন——!"

তিনি সিংহীর মত আমার দিকে তাকিয়ে তীব্র কটাক্ষ ক'রে মাথা নেড়ে বললেন, "প্রহরী, শান্তি বজায় রাখো। কোন্ অধিকারে তুমি আমাদের পরামর্শের মধ্যে নাক গলাচ্ছো ? জগতের ভাবনা রাজাদের উপর ছেড়ে দিয়ে তুমি নক্ষত্রের কথাই ভাবো !"

লজ্জায় অভিভূত হ'য়ে আমি বসে পড়লাম। আবার আমি চারমিয়নের মুখে বিজয়ের দীপ্তি দেখতে পেলাম। এবারে তার মুখে বিজয়ের দীপ্তির সাথে সাথে আমাদের পতনের জন্য করুণার চিহ্নও ফুটে উঠলো।

ডেলিয়াস আমার দিকে তার হীরকখচিত অঙ্গুলী তুলে বললো, "ঐ কলহপ্রিয় প্রতারক তিরস্কৃত হয়েছে, তাই আমি আর কিছুই বলতে চাই না। এবারে আমায় যাওয়ার অনুমতি দিন মিশর-সম্রাজ্ঞী। আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আপনার ভদ্রোক্তি নিয়ে বিদায় হই।"

ক্লিওপেট্রা ভ্রূকুটি ক'রে বললেন, "আপনার ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই, আর আমার ভৃত্যকেও আপনার ভর্ৎসনা করতে হবে না। আমরা কেবল এণ্টনীর মুখেই ধন্যবাদ গ্রহণ করবো। আপনি আপনার প্রভুর কাছেই ফিরে যান। আর তাঁকে গিয়ে বলেন যে, উপযুক্ত অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করার আগেই আমাদের নৌযান আপনার পিছু পিছু হাজির হবে। এখন তাই বিদায় ! আমাদের বদান্যতার প্রতীক হিসেবে কিছু উপঢৌকন আপনার নৌকায় পাঠানো হচ্ছে।"

ডেলিয়াস তিনবার মাথা নত ক'রে দরবার কক্ষ ত্যাগ করলো। সভাসদগণ রাণীর নির্দেশের অপেক্ষায় বসে রইলেন। রাণী এখনও তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন ক'রে আমায় তাঁর স্বামী হিসেবে ঘোষণা করবেন এই আশায় আমিও অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। তিনি তখনও ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে প্রহরীদের নিয়ে সিংহাসন ত্যাগ ক'রে স্ফটিক কক্ষে গমন করলেন। সভা শেষ হ'ল। প্রশাসকগণ ও অন্যান্য সভাসদবৃন্দ যাওয়ার সময় আমার দিকে বিদ্রূপের কটাক্ষ হেনে চলে গেলেন, কারণ রাণীর ও আমার মধ্যের সম্পর্কের কথা কেউ না জানলেও আমার প্রতি রাণীর করুণার জন্য সবাই আমায় ঈর্ষা করতো। কাজেই আমার এই অধঃপতনে সবাই খুশী হ'ল। আমি কিন্তু তাদের বিদ্রূপের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হ'ল যেন এই বিশাল পৃথিবীতে সব আশাই আমার শেষ হ'য়ে গেছে। পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যেতে লাগলো।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

[হারমাসিসের ভর্ৎসনা ঃ প্রহরীদের সাথে হারমাসিসের লড়াই ঃ ব্রুনাসের পতন এবং ক্লিওপেট্রার গোপন বাণী ।]

সবই শেষ। আমিও তাই সভা ছেড়ে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু একটি খোজা এসে আমার কাঁধে আঘাত ক'রে কর্কশ কণ্ঠে বললো যে, রাণী আমায় তাঁর কাছে যেতে আদেশ দিয়েছেন। এক ঘণ্টা আগেও এই খোজা আমার পদলেহন করতো, কিন্তু সব কিছু শুনে এখন সেও আমায় ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করেছে। এসব দাসদের স্বভাবই এই। এদেরই বা দোষ কি, সমস্ত পৃথিবীই তো অধঃপতিতদেরে এভাবে ঘৃণার চোখে দেখে। মহান লোকদের অধঃপতন ঘটলেই সমস্ত লজ্জাকর অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। তাই মহৎ লোকমাত্রই দুর্ভাগা কারণ তাদেরই পতনের সম্ভাবনা থাকে !

আমি ভয়ঙ্কর ভাবে খোজার দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে গর্জন ক'রে উঠলাম যে খোজা ভয়ে আঁতকে উঠে দূরে সরে গেল। তারপর আমি সেই স্ফটিক কক্ষে গেলাম। প্রহরীরা বাধা দিল না। দেখলাম কক্ষের মাঝখানের ঝর্ণার কাছে ক্লিওপেট্রা বসে আছেন। তাঁর সাথে চারমিয়ন ও গ্রীক সখী ইরাস। তাছাড়া মেরিরা ও অন্যান্য দাসীরাও দাঁড়িয়ে আছে।

ক্লিওপেট্রা বললেন, "তোমরা যাও। আমি আমার জ্যোতিষীর সাথে কথা বলবো।"

সবাই চলে গেল। আমি আর ক্লিওপেট্রা মুখোমুখী দাঁড়ালাম।

তিনি প্রথমবারের মত আমার দিকে চোখ তুলে বললেন, "ঐখানে দাঁড়াও, আমার কাছে এসো না হারমাসিস। আমি এখন আর তোমায় বিশ্বাস করি না। হয়ত তুমি আর একখানি ছুরি যোগাড় করেছো। বলো কি তোমার বলার আছে ? রোমানদের সাথে আমার কথার মাঝখানে তুমি কোন্ অধিকারে নাক গলাতে গেলে ?"

আমার মনে হ'ল আমার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন ঝড়ের বেগে প্রবাহিত হ'তে লাগলো। তিক্ততায় ও ক্রোধে আমার হৃদয় আকুল হ'য়ে উঠলো। আমি দৃঢ়স্বরে বললাম, "আমার কি বলার আছে ক্লিওপেট্রা ! সদা জাগ্রত

মেৎকাউ-রা-এর মৃতদেহের উপরে দাঁড়িয়ে তুমি কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে? রোমান এণ্টনীর সাথে কোথায় তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা? মিশরের দরবারে আমায় স্বামী হিসেবে গ্রহণের প্রতিজ্ঞা তোমার কোথায় গেলো?" ব'লে আমি ক্ষোভে দুঃখে কাঁপতে লাগলাম।

তিনিও তিক্তস্বরে বিদ্রূপ ক'রে বললেন, "তুমি আমায় প্রতিজ্ঞার কথা বলছো হারমাসিস? তোমায় তো কখনো শপথ ক'রে গ্রহণ করা হয়নি? তবুও বলছি, ওহে আইসিসের নির্মল উপাসক, এতদসত্ত্বেও তুমি অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু, বন্ধুর সাথে তুমি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করনি, আর তাছাড়া তুমি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক, অত্যন্ত সম্মানিত আর ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি; তোমার জন্মাধিকার, তোমার দেশ ও তোমার উদ্দেশ্য তুমি কখনো মেয়েদের ক্ষণিকের ভালবাসার কাছে বিকিয়ে দাওনি। কিন্তু কি ক'রে তুমি জানলে যে আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা?"

নিজেকে যথাসাধ্য সংযত ক'রে আমি বললাম, "ক্লিওপেট্রা, তোমার বিদ্রূপের উত্তর আমি দেব না কারণ এসব বিদ্রূপ আমার প্রাপ্য, অবশ্য তোমার কাছ থেকে নয়। আর তাই দিয়েই আমি বুঝেছি, তুমি এণ্টনীর কাছে যাচ্ছো, সেই রোমান মোসাহেবের ভাষায় 'তোমার সর্বোত্তম পোশাকে' তুমি যাচ্ছো। সেই এণ্টনীর সাথে একত্রে খেতে যাকে তোমার শকুনের সামনে নিক্ষেপ করার কথা ছিল। যে ধন-রত্ন তুমি মেৎকাউ-রা-এর সমাধি হ'তে অপহরণ করেছো তা সম্ভবতঃ অপব্যয় করতে যাচ্ছো। এই রত্ন-সম্ভার মিশরের দুঃসময়ের জন্য রাখা হয়েছিল। আর এখন এই ধন-রত্নই মিশরের চরম অবমাননা ষোলকলায় পূর্ণ করবে। এসব থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছো আর তোমায় ভালবেসেছিলাম বলেই তুমি আমার উপরে টেক্কা মেরেছো। মাত্র গত রাতেও আমায় বিয়ে করার প্রতিজ্ঞা ক'রেও আজ দরবারে ঐ রোমান চাটুকারের সামনে আমায় লজ্জায় ফেলেছো, তদুপরি এখন আবার বিদ্রূপ করছো। তাতেও কি বোঝা যাচ্ছে না যে তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছো?"

"তোমার সাথে বিয়ে? আর তাই বুঝি আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম? আচ্ছা, তবে বিয়েটা কি? এটা কি হৃদয়ের তেমন মিল যা' মাকড়সার জালের মত পাতলা আবরণীতে এক হৃদয়কে আর একের সাথে বাঁধে, যা' রাতের স্বপ্নালু ভাবাবেগ শেষে প্রত্যুষের শিশির বিন্দুর মত দিনের আলোকে মিলিয়ে যায়? অথবা এটা কি সেই জাতীয় অটুট লৌহবন্ধন যা' একজন ডুবলে অপর জনকেও অতলে ডুবিয়ে নেয়, বা একজন মরলে অপরকেও

সাথে সাথে মরতে হয় ?[১] বিয়ে ? আমি করবো বিয়ে ? ব্যক্তি স্বাধীনতা ত্যাগ ক'রে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী পুরুষের স্বার্থপর কামনার কাছে এমন দাসত্ব গ্রহণ করবো যা' চিরদিন একটা ঘৃণিত বিছানায় পরিসমাপ্ত হ'য়ে নারীকে বাধ্যবাধকতামূলক একটা দাসীতে পরিণত করে ? এটা হয়ত ভালবাসাও নির্মূল করতে পারে না। নারীর এই জন্মগত দাসত্ব আমিও যদি এড়াতে না পারবো তাহলে সম্রাজ্ঞী হ'য়ে আমার কি লাভ হ'ল ? দেখো হারমাসিস, মেয়ে হ'য়ে জন্মিলে মৃত্যু আর বিয়ে—এ দু'টো ভীতি থাকে, আর এ দু'টোর মধ্যে বিয়েই হচ্ছে নিকৃষ্টতম কারণ মৃত্যু আনে বিশ্রাম কিন্তু বিয়ে খারাপ হ'লে সে নারীর জন্য নরকই একমাত্র প্রাপ্য। না হারমাসিস, আমি এসব সাধারণ বিদ্রূপের বাইরে থেকে শুধু ভালই বাসতে চাই, বিয়ে করতে আমি পারবো না।"

আমি বললাম, "কিন্তু ক্লিওপেট্রা, মাত্র গতরাতেই না তুমি শপথ ক'রে বলেছিলে যে, আমায় স্বামীত্বে বরণ ক'রে মিশরের সামনে তোমার পার্শ্বে বসাবে ?"

ক্লিওপেট্রা বললেন, "আর কাল রাতেই চাঁদের চারিপার্শ্বে রক্তবলয় ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছিলো, কিন্তু তবুও আজকের দিনটি পরিষ্কার! তথাপি কে জানে কালই ঝড় উঠবে না ? কে বলতে পারে যে রোমানদের হাত থেকে মিশর রক্ষার জন্য আমি সহজতম পথ নেইনি ? আর, হারমাসিস, একথাই বা কে বলতে পারে যে এখনও আমায় তুমি স্ত্রী বলতে পারবে না ?"

তাঁর এই মিথ্যাচরণ আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। ক্লিওপেট্রা আমায় শুধু খেলার পাত্র হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। আমি তাই আমার মনের কথাই বললাম।

আমি চিৎকার ক'রে বললাম, "ক্লিওপেট্রা! তুমি মিশর রক্ষার প্রতিজ্ঞা করেছো, কিন্তু এখন তুমি মিশরকে রোমানদের কাছে বিক্রি করতে যাচ্ছো! আমি তোমায় যে রত্নের সন্ধান দিয়েছি তা, তুমি মিশরের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করার প্রতিজ্ঞা করেছিলে। আর তা' তুমি এখন মিশরের লজ্জা আনয়নে ব্যয় করতে যাচ্ছো, দেশের হাতের শৃঙ্খলরূপে ব্যবহার করতে যাচ্ছো! আমি তোমায় ভালবেসে আমার সবকিছু তোমায় দিয়েছি, আর তুমি আমায় বিয়ে করার প্রতিজ্ঞা ক'রেও আজ তা' ভঙ্গ ক'রে আমায় বিদ্রূপ করছো! তাই আমি বলছি—ভয়ংকর প্রভুদের ভাষায় বলছি—মেংকাউ-রা-এর অভিসম্পাত

---

১. রোমে প্রাচীন কালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন মরলে অন্যজনকেও মৃতের সাথে শিকল-বদ্ধ হ'য়ে ডুবে মরার যে প্রথা ছিল তারই প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তোমায় ভোগ করতেই হবে কারণ তুমি তাঁর সর্বস্ব হরণ করেছো। এবার আমার ভাগ্যান্বেষণে আমায় যেতে দাও। আমায় যেতে দাও হে সুন্দরী লজ্জাহীনা, জীবন্ত মিথ্যুক! তোমায় ভালবেসে আমি ডুবেছি, তুমিই এনেছো আমার পতনের অভিশাপ। আমি আত্মগোপন করবো এবং আর কোন দিনই তোমার মুখ দেখবো না।”

ক্লিওপেট্রা রাগে গড়গড় করতে করতে দাঁড়ালেন, তাঁকে অতি ভয়ংকর মনে হ'ল।

তিনি বললেন, “তোমায় যেতে দেবো আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের ক্ষেপিয়ে তুলতে? তা হয়না হারমাসিস, আমার সিংহাসনের বিরুদ্ধে নতুন ক'রে দল পাকাতে যেতে দেবোনা। তোমার প্রতি আমার নির্দেশ—তুমিও আমার সাথে সিসিলিয়ায় যাবে এণ্টনীর সাথে দেখা করতে, আর সেখানে বসে হয়তঃ তোমায় যেতে দেবো।”

আমার কিছু বলার আগেই তিনি নিকটবর্তী একটি রৌপ্য ঘণ্টায় আঘাত করলেন। ঘণ্টাধ্বনি বিলীন হওয়ার আগেই এক দরজা দিয়ে চারমিয়ন ও অন্যান্য অপেক্ষমান দাসীরদল প্রবেশ করলো আর অপর এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো একদল সশস্ত্র সৈন্য। চারজন সৈন্যের মাথায় লৌহশিরস্ত্রাণ, খুব জওয়ান, সবাই রাণীর দেহরক্ষী।

ক্লিওপেট্রা আমার দিকে অঙ্গুলি তুলে চিৎকার ক'রে বললেন, “বন্দী করো এই বিশ্বাসঘাতককে।”

ঐ দলের সেনাপতি ছিল ব্রুনাস। সে খোলা তরবারি উঁচু ক'রে আমার দিকে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু আমি তখন ক্রোধে উন্মাদের মত হ'য়ে পড়েছিলাম। আমার শির দ্বিখণ্ডিত হ'তে পারে একথা আমার মনেই হ'ল না। আমি সোজা তার দিকে ধাবিত হ'য়ে তার মাথায় এমন জোরে এক থাবা মারলাম যে বীর ব্রুনাসের মাথাটি মেঝেতে পড়ে গেল। তার হাতের তরবারিটিও ঝন ক'রে মার্বেল পাথরের মেঝেতে পড়ে গেল। তার পতনের সাথে সাথেই আমি তার তরবারিটি ও ঢাল তুললাম। সেই মুহূর্তে'ই অপর একটি সৈন্য আমার দিকে হুংকার ক'রে ধেয়ে এলো। তার আঘাত আমি ঢাল দিয়ে প্রতিহত ক'রে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তার গলায় আঘাত করলাম। শির দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় সে মেঝেতে পড়ে গেল। তারপর তৃতীয় সৈন্যটি আমায় আঘাত করার আগেই আমি তাকে আঘাত করলাম। সেও সাথে সাথেই মারা গেল।

শেষ সৈন্যটি তখন 'ভারানিস'[১] বলে চিৎকার ক'রে আমার দিকে অগ্রসর

১. রোমান ভাষায় একটা নিকৃষ্ট কদর্য গালি।

হ'ল। আমিও তার দিকে ধাবিত হলাম কারণ আমার রক্ত তখন টগবগ করছে। মেয়েরা সবাই চিৎকার ক'রে উঠলো। একমাত্র ক্লিওপেট্রাই এই অসম লড়াই নীরবে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

আমরা পরস্পরের সম্মুখীন হ'লে আমি এমন জোরে আঘাত করলাম যে, আমার তরবারিতে তার ঢাল চূর্ণ হ'য়ে গেল কিন্তু আমার তরবারিও দ্বিখণ্ড হ'য়ে গেল। ফলে আমি নিরস্ত্র হ'য়ে পড়লাম। বিজয়োল্লাসে সৈন্যটি তখন প্রবল বেগে আমায় আঘাত করলো আর আমি ঢাল দিয়ে তা' প্রতিহত করলাম। সে আবার আঘাত হানলো, আমি আবার তা' ফিরালাম কিন্তু বুঝলাম এতে কাজ হবে না। তাই সে যখন তৃতীয়বার আঘাত করতে উদ্যত হ'ল আমি তখন প্রবলবেগে ঢালটি তার গায়ে নিক্ষেপ করলাম। ঢালটি তার বক্ষে পড়লে সে চিৎ হ'য়ে পড়ে গেল। সে ওঠার আগেই আমি তার কোমড় জড়িয়ে ধরলাম।

মাত্র এক মিনিট ধস্তা-ধস্তির পরে আমি ঐ লম্বা সৈন্যটিকে শূন্যে তুলে ফেললাম। আমার গায়ে তখন ভয়ানক শক্তি ছিল। তাকে আমি এমন জোরে মেঝেতে আছাড় দিলাম যে তার সমস্ত হাড় চূর্ণ হ'য়ে গেল এবং সে কোন শব্দই করতে পারলো না। কিন্তু আমিও এমন ক্লান্ত হ'য়ে পড়লাম যে নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। আমিও পড়ে গেলাম।

যে ব্রুনাসকে আমি থাবা মেরে ধরাশায়ী করেছিলাম সে এতক্ষণে আবার জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। আমার পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে সে এক মৃত সৈন্যের তরবারি নিয়ে পিছন থেকে আমায় আঘাত করলো। আমি মেঝেতে শায়িত অবস্থায় থাকায় আঘাত খুব জোরে লাগেনি। তাছাড়া আমার মাথায় ছিল লম্বা ও ঘন চুল। তার উপরে আবার রত্নখচিত একটি টুপি ছিল মাথায়। তাই তরবারির আঘাতের গুরুত্ব কিছুটা প্রতিহত হয়েছিল। যদিও আমার প্রাণ রক্ষা হ'ল কিন্তু যুদ্ধ করার মত সামর্থ্য আর রইল না।

যে সব ভীরু খোজার দল যুদ্ধের শব্দে এতক্ষণ দরজার আড়ালে জমা হয়েছিল তারা এখন আমায় ধরাশায়ী দেখে তাদের ছুরি দিয়ে আমায় হত্যা করতে উদ্যত হ'ল। ধরাশায়ী ও মৃতপ্রায় দেখে ব্রুনাস আর আমায় দ্বিতীয়বার আঘাত না ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। ক্লিওপেট্রা স্বপ্ন-বিভোরের মত এক দৃষ্টে দেখছিলেন। তাই খোজারা যে আমায় হত্যা করবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই রইল না। আমার মাথা ইতিমধ্যেই জবাইয়ের জন্য টেনে সোজা করা হয়েছে। একটি খোজার চাকুও আমার গলা স্পর্শ

করেছে। তখন চারমিয়ন "কুকুরের দল" বলে চিৎকার ক'রে আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এমনিভাবে আমায় জড়িয়ে ধরলো যে খোজারা আর আমায় আঘাত করতেই পারলো না। আর সেই মুহূর্তে'ই ব্রুনাস দৃঢ় প্রতিজ্ঞের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রথম ও দ্বিতীয় খোজাকে বাহু ধরে দূরে নিক্ষেপ করলো।

তারপর ব্রুনাস তার কর্কশ ল্যাটিন ভাষায় বললো, "এর জীবন বাঁচান সম্রাজ্ঞী! বৃহস্পতির দোহাই, সে অতি বীর। আমি তার হাতে আহত হয়ে ষাড়ের মত ভূপতিত হয়েছি আর আমার তিন-তিনটে বীর সৈন্য তার হাতে নিহত হয়েছে। কিন্তু সে তো ছিল নিরস্ত্র, তদুপরি তাকে হঠাৎ আক্রমণ করা হয়েছে। এমন একজন বীরের হাতে তাদের মৃত্যুতে আমার কোন আক্ষেপই নেই। মহারাণী, আমার একটি মাত্র ভিক্ষা, তার জীবন রক্ষা ক'রে আমার হাতে দিন।"

চারমিয়নের মুখ সাদা হ'য়ে গিয়েছিল। কাঁপতে কাঁপতে সেও বললো। "হাঁ মহারাণী, তার জীবন ভিক্ষা দিন।"

ক্লিওপেট্রা কাছে এসে মৃত সৈন্যদের দিকে ও মুমূর্ষু সৈন্যটির দিকে তাকালেন। তারপর তিনি তাকালেন দুইদিন পূর্বের তাঁর ভালবাসার পাত্র আমার দিকে। আমার আহত শির তখন চারমিয়নের সাদা বস্ত্রের উপরে তারই কোলে।

ক্লিওপেট্রার সাথে আমার চোখাচোখি হ'ল, আমি বললাম, "না না, আমায় বাঁচিও না। হত্যা করো।" রাণীর মুখের ভাব পরিবর্তিত হ'ল। মনে হ'ল একটা লজ্জার ছাপ তাঁর মুখে ভেসে উঠলো।

মৃদু হেসে ক্লিওপেট্রা বললেন, "চারমিয়ন, তুমিও তাহলে তাকে ভালবাসো। তাই তুমি ঐসব ক্লীব বর্বরদের ছুরিকা ও হারমাসিসের মাঝে তোমার দেহ ন্যস্ত করেছো!" তিনি ঘৃণার চোখে খোজাদের দিকে তাকালেন।

চারমিয়ন বললো, "না, আমি তাকে ভালবাসি না, তবুও এমন একজন বীরকে ঐ কাপুরুষরা হত্যা করবে তা আমি সহ্য করতে পারিনি।"

ক্লিওপেট্রা বললেন, "হাঁ, সে বীর বটে! এবং বীরের মতই সে লড়াই করেছে! এমনকি রোমের মল্লযুদ্ধেও এমন সংঘর্ষ আমি দেখিনি। বেশ, আমি তার জীবন রক্ষা করছি, যদিও এটা আমার দুর্বলতা, মেয়েলী দুর্বলতা! তাকে তার নিজ কক্ষে নিয়ে যাও এবং যতদিনে সে বেঁচে ওঠে অথবা মরে যায় ততদিন তাকে প্রহরাধীন রাখো।"

তারপর আমার মাথা চক্কর দিল। আমি জ্ঞান হারালাম।

তারপর বিষাদ-সিন্ধুর মাঝে যেন বছরের পর বছর ধ'রে ভাসতে লাগলাম আর শুধু সদা পরিবর্তনীয় ও অন্তহীন স্বপ্নই দেখতে লাগলাম। এই স্বপ্নের মাঝে যেন ভ্রমর কালো নয়নবিশিষ্টা এক নারীর মুখ আর সাদা শ্মশ্রু বিশিষ্ট এক বৃদ্ধের করস্পর্শ আমায় সান্ত্বনা দিয়ে বিশ্রাম দিতে লাগলো। এই বিভীষিকার মধ্যে যেন এক রাজকীয় আকৃতি আবছা আবছা ভাবে দেখতে লাগলাম, যার সৌন্দর্য আমার প্রতি রন্ধ্রে গ্রথিত হ'য়ে সত্তার সাথে বিলীন হ'য়ে গেছে। কিন্তু তবুও তাকে আমি চিনতে পারলাম না। আরও দেখতে পেলাম আমার বাল্যকালের ঘটনাবলী একে একে মানসপটে ভেসে উঠতে লাগলো, আবুদিসের মন্দির-চূড়া আর সাদা দাড়ি বিশিষ্ট পিতা আমেনেমহাটকে, স্বর্গের সেই সনাতন ভয়াবহ কক্ষ, সেই বেদী, আর সেই সব অগ্নিশিখার পোশাক পরিহিত আত্মাসমূহ সবই আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠতে লাগলো। সেখানের সেই সীমাহীন শূন্যতার মাঝে যেন আমি স্বর্গত মাতাকে নিষ্ফলভাবে ডাকতে লাগলাম কিন্তু তাঁর স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে পারলাম না। কারণ সেই বেদীর উপরে মেঘ এলো না। শুধু যেন মাঝে মাঝে শুনতে পেলাম একটা গম্ভীর স্বর চিৎকার ক'রে বলছে, 'সনাতন মায়ের বইয়ের পাতা থেকে ধরার পুত্র হারমাসিসের নাম কেটে ফেলো, সে হারিয়ে গেছে।'

সাথে সাথে যেন আরও একটি স্বর শোনা গেল, 'না না, এখনও সময় হয়নি, তার অনুশোচনার সময় এসেছে। তাই এখনই তার নাম কেটে ফেলো না। দুর্ভোগের মাধ্যমে পাপ খণ্ডন হ'তে পারে।'

পরে আমার হুঁশ হ'ল! দেখলাম প্রাসাদের চূড়ায় আমার কক্ষে আমি শায়িত। শরীর আমার এমন দুর্বল হয়েছে যে হাতও নাড়ানোর শক্তি পেলাম না। মুমূর্ষু কবুতরের বক্ষ যেমন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে দুরু দুরু করে, আমার বক্ষও তেমনি দুরু দুরু করতে লাগলো। আমি মাথা নাড়াতে পারলাম না, উঠতেও পারলাম না।

তথাপি আমার কলঙ্কের স্মৃতি ও বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজনের কথা আমার মন থেকে দূর হয়নি। বাতিটির শিখায় আমার চোখ জ্বালা করতে লাগলো। তাই আমি চোখ বুজলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই সিঁড়িতে মেয়েলী পদশব্দ শুনতে পেলাম। এই হাল্কা ও দ্রুত পদক্ষেপ আমার বহুদিনের পরিচিত। পরিষ্কার বুঝলাম সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা আসছেন:

ক্লিওপেট্রা কক্ষে প্রবেশ ক'রে আমার কাছে এলেন। তাঁর এই আগমন আমার এই ক্ষীণ দেহের প্রতিটি শিরায় অনুভব করলাম। আমার প্রতিটি

শিরাই যেন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতিউত্তরে স্পন্দিত হ'তে লাগলো, আর ভালবাসা ও ঘৃণার স্মৃতি আমার এই মৃত্যুতুল্য নিদ্রার তমানিশা থেকে জাগরিত হ'য়ে হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী ছিন্ন-ভিন্ন করতে লাগলো।

ক্লিওপেট্রা আমার গায়ের উপরে ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর অমৃতবৎ নিশ্বাস আমার মুখমণ্ডলে পড়তে লাগলো। তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন আমি অনুভব করতে লাগলাম। তিনি আরও অবনমিত হলেন, শেষে তাঁর দু'ঠোঁট আমার ভ্রূ স্পর্শ করলো।

তাঁর মুখ থেকে নিশ্বারিত ফিস্ ফিস্ ধ্বনি আমার কানে বাজতে লাগলো। তিনি বলতে লাগলেন, "অভাগা! হায় দুর্বল আর মুমূর্ষু অভাগা! ভাগ্য তোমার সাথে চরম দুর্ব্যবহার করেছে! তুমি এমন সোজা মানুষ যে আমার মত মেয়ের হাতে চরম মার খেয়ে গেলে! কিন্তু আমায় তো দাবার চাল দিতেই হবে। আহ্ হারমাসিস! তোমারইতো সে দাবায় জেতার কথা ছিল! কিন্তু তোমায় সেই ষড়যন্ত্রকারী যাজকের দল খেলা শেখায়নি, শুধু জ্ঞানই দিয়েছে! তারা তোমায় প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শিক্ষা দেয়নি। আর তাই তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমায় ভাল-বেসেছিলে,—আহ, একথা আমি খুব ভাল ক'রেই জানি! কিন্তু পুরুষের মত তুমি সেই জলদস্যুর মশালের মত চোখকে ভালবাসলে যা তোমার জাহাজডুবির মত ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে তোমার চরম ধ্বংস আনলো! আর গভীর আবেগের সাথে তুমি সেই ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে থাকলে যা' মিথ্যার দ্বারা তোমার অন্তরকে বিষাক্ত করে শেষ পর্যন্ত তোমায় দাস বলে আখ্যায়িত করলো। কিন্তু তথাপি খেলাটা বেশ ভালভাবেই সাঙ্গ হয়েছে কারণ তুমি তো আমায় হত্যাই করতে! কিন্তু তবু আমার দুঃখ হচ্ছে। তাই কি এভাবেই তোমার অন্তিম সময় উপস্থিত হ'ল আর এই তোমার কাছ থেকে আমার শেষ বিদায়? তোমার সাথে এ জগতে হয়ত আমার আর দেখা হবে না। আর এটাই সম্ভবতঃ ভাল, কারণ তুমি বেঁচে উঠলে যে কোন সময় আমার মনের পরিবর্তন আসতে পারে; আর আমার মন থেকে তোমার প্রতি এই দুর্বলতা দূর হ'লে তোমার সাথে কেমন ব্যবহার করবো তা' কে জানে? সেই লম্বামুখো বিজ্ঞ গর্দভের দল বলে যে, তুমি মরে গেছো, কিন্তু তারা জানে না যে, তুমি মরে গেলে তাদেরে কি মূল্য দিতে হবে। আর আমার শেষ দান মরার পরে আবার কোথায় আমাদের দেখা হবে? সেই রাজ্যে যেখানে ওসিরিস রাজত্ব করেন, সেখানে তুমি আর আমি সমান হবো! অতি অল্প সময় পরে—মাত্র কয়েক বছর,

হয়তবা কালই—আবার আমরা একে অপরের সাথে মিলিত হবো। আমার সবকিছু জানার পরেও সেদিন তুমি কিভাবে আমায় গ্রহণ করবে? না, সেখানেও তুমি আমার পূজা করবে কারণ তোমার এই নির্মল ও অমর প্রেম আহত হ'তে পারে না। কেবলমাত্র ঘৃণাই এসিডের মত মহান হৃদয় হ'তে এই ভালবাসা দূর ক'রে নির্মম সত্য নির্লজ্জ ভাবে তুলে ধরতে পারে। তবুও তুমি আমায় আঁকড়ে ধ'রে থাকবে হারমাসিস, কারণ আমার শত পাপের মাঝেও আমি মহৎ এবং তোমার ঘৃণার বাইরে! আহ্! তুমি আমায় যেমন ভাল বেসেছো তেমনি ক'রে আমিও যদি তোমায় ভালবাসতে পারতাম! যখন তুমি আমার প্রহরীদেরে হত্যা করেছিলে সেই মুহূর্তে আমি তোমায় সত্যিই গভীরভাবে ভালবেসেছিলাম, কিন্তু তবুও তা' সম্পূর্ণ নয়।''

একটু থেমে ক্লিওপেট্রা আবার বলতে লাগলেন, ''হায়! কি দুর্ভেদ্য শহর আমার এই হৃদয়! এ হৃদয় দখল করার সাধ্য কারোই নেই, এমন কি, আমি নিজেও যখন হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেই তখন কেউ এর অন্তস্থলে পেঁছুতে পারে না! ওহ্, এই একাকীত্ব ভুলে যদি অপরের হৃদয়ের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারতাম—মাত্র এক বছরের জন্য, এক মাসের জন্য, এমনকি এক ঘণ্টার জন্যও যদি পারতাম! যদি পারতাম আমার রাজনীতি ভুলে, জনগণকে ভুলে ও রাজপ্রাসাদের জাঁকজমক ভুলে—সম্পূর্ণরূপে ভুলে—যদি পারতাম প্রেমিকা হ'তে! কিন্তু তা' আমার ভাগ্যে নেই, তাই বিদায় হার-মাসিস! যে জুলিয়াস সিজারকে তুমি মৃত্যুপুরী থেকে আমার সামনে হাজির ক'রেছিলে তাঁর কাছে আমার অভিনন্দন নিয়ে যাও! ওহ্ আমি তোমায় বোকা বানিয়েছি, আর সিজারকেও বোকা বানিয়েছিলাম—কিন্তু সব শেষ হওয়ার আগে অদৃষ্ট হয়ত আমায়ও ছাড়বে না এবং আমিও হয়ত নিজের কাছে বোকা বনবো! বিদায় হারমাসিস!''

ক্লিওপেট্রা উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তিনি প্রস্থানোদ্যত হ'তেই অপর এক মহিলার পদধ্বনি শুনতে পেলাম! আর তার ছায়াও আমার গায়ে পড়লো।

ক্লিওপেট্রা বললেন, ''আহ্। তুমি চারমিয়ন। কিন্তু তোমার এত যত্ন সত্ত্বেও তো লোকটি মরে যাচ্ছে!''

ধরা গলায় বিষাদের সাথে চারমিয়ন বললো, ''হ্যাঁ সাম্রাজ্ঞী, ডাক্তারও একথাই বলেছে। চল্লিশ ঘণ্টা ধ'রে সে এমন বেহুঁশ অবস্থায় ছিল যে তার এই শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন লক্ষণই দেখা যায়নি। তার বক্ষে কান পেতেও আমি তার হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করতে পারিনি। গত দশদিন ধ'রে দিনরাত তাকে আমি দেখে আসছি, আর মাঝে মাঝে ঘুমে আমি

অচেতনও হ'য়ে পড়েছি। কিন্তু এই কি আমার সেই সেবার ফল! কাপুরুষের মত ব্রুনাস যে আঘাত করেছে তারই ফলে হারমাসিস আজ মরে যাচ্ছে।"

ক্লিওপেট্রা বললেন, "চারমিয়ন, ভালবাসাতো শ্রমের হিসাব রাখে না, আর স্নেহের পরিমাপ তো বাজার দরে যাচাই করা যায় না! ভালবাসার ধর্ম'ই হ'ল দেয়া, আর যতই দেওয়া যায় ততই দেওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়। তাই তো হৃদয় নিংড়ে দিতে হয়! গত দশ রাতের তোমার পরিচর্যা তোমার কাছে অতি প্রিয়, আর তার চেয়েও করুণ হচ্ছে এই বীরকে দুর্বল হ'য়ে মাতৃ-বক্ষে ঝুলন্ত শিশুর মত তোমার বক্ষে ঝুলে থাকার দৃশ্য। কারণ—আমি জানি চারমিয়ন—তুমি তাকে ভালবাসো, কিন্তু সে তোমায় ভালবাসে না। কিন্তু এখন এই অসহায় লোকটির অন্ধকার ও নিষ্প্রভ মন থেকে তোমার স্নেহ ফিরিয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের তমশাচ্ছন্ন স্বপ্নের মোহে নিজেকে তুমি প্রলুব্ধ করতে পারো না।"

চারমিয়ন বললো, "আমি তাকে ভালবাসি না, সে প্রমাণ তো আপনার কাছেই আছে। আপনি আমার প্রিয় বোন, আপনাকে যে হত্যা করতে চেয়েছিলো তাকে আমি কি ক'রে ভালবাসি? আমি নেহায়েৎ দয়াপরবশ হয়েই এখন তার দেখাশুনা করছি।"

তার কথায় ক্লিওপেট্রা হেসে বললেন, "কিন্তু চারমিয়ন, দয়া তো প্রেমের জমজ ভাই! নারীর প্রেম নিতান্তই একগুঁয়ে ও ভবঘুরে। আমি জানি তুমি এ প্রমাণই অদ্ভুতভাবে দেখিয়েছো। কিন্তু ভালবাসা যতই গভীর ততই অতলে তার পতনের সম্ভাবনা। আর তারপর তা স্বর্গে গিয়েও আবার জাগে ঠিকই কিন্তু একই ভাবে পতনের জন্য। দুর্ভাগা মেয়েদের! তুমি তোমার আবেগের কাছে খেলার বস্তু মাত্র: কখনো স্নেহশীলা, কিন্তু আবার যখন ঈর্ষা জাগে তখন তুমি সমুদ্রের চেয়েও নিঠুর। কিন্তু এই স্বভাব নিয়েই নারীর জন্ম। এতশত পরিশ্রমের পরেও তোমার জন্য অশ্রু, হতাশা আর স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই থাকবেনা।"

এই কথা বলেই ক্লিওপেট্রা চলে গেলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

[চারমিয়নের সস্নেহ শুশ্রূষা ঃ হারমাসিসের আরোগ্য লাভ ঃ ক্লিওপেট্রার জলযানে সিসিলিয়া যাত্রা এবং হারমাসিসের প্রতি ব্রুনাসের উপদেশ।]

ক্লিওপেট্রার চলে যাওয়ার পরেও আমি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কথা বলার শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলাম। কিন্তু চারমিয়ন আমার কাছে এসে আমার গায়ের উপরে ঝুঁকে দাঁড়ালো। তারপর অনুভব করলাম বজ্রমেঘের বুক থেকে প্রথম বর্ষার ধারার মত তার চোখ থেকে অশ্রু আমার গায়ে ঝরতে লাগলো।

ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে স্বগতোক্তিতে চারমিয়ন বলতে লাগলো, "তুমি যাচ্ছো হারমাসিস, কিন্তু এমন স্থানে যাচ্ছো যেখানে আমার যাবার সাধ্য নেই। কিন্তু ওহে হারমাসিস, তোমার জীবনের বিনিময়ে কত সহাস্যবদনে আমার জীবন দিতে আমি প্রস্তুত!"

শেষ পর্যন্ত আমি, চোখ খুলে যতদূর সম্ভব স্পষ্ট ক'রে বললাম, "কেঁদো না বন্ধু, আমি এখনও বেঁচে আছি। সত্যি বলতে কি, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন নতুন জীবন লাভ করেছি।"

চারমিয়ন আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠলো। তার ক্রন্দনরত মুখে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এলো, এই মুহূর্তে তার মুখ যত উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল ততটা আর কখনো দেখিনি। মনে হ'ল যেন রাতের পাণ্ডুর ও বিষাদময় আকাশের বুকে প্রত্যয়ের নবীন সূর্যরশ্মি ঝিলিক মেরে গেল। তার লাবণ্যময়ী মুখ গোলাপী আভায় দীপ্ত হ'য়ে উঠলো আর সমুদ্রবক্ষে পূর্ণচন্দ্র উদয়ের সময়কার মত অশ্রুসিক্ত মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

আমার চৌকির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে সে আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার ক'রে বলে উঠলো, "তুমি বেঁচে যাচ্ছো। কি আনন্দ! কি আনন্দ! আর আমি কিনা ভেবে অস্থির যে তুমি মরে যাচ্ছো! তুমি আমার বুকেই ফিরে এসেছো! ছি ছি, কি বলছি! মেয়েদের মন কত নির্বোধ! অনেকদিন ধরে দেখার ফল এটা। না হারমাসিস, তুমি ঘুমাও, বিশ্রাম নাও। কেন কথা বলছো হারমাসিস? আমি সোজা আদেশ দিচ্ছি—আর একটি কথাও নয়। ঐ লম্বা দাড়িওয়ালা কাপুরুষটা কোথায় আঘাত করেছিল? না, তোমার কোন আঘাতের চিহ্নই থাকবে না। তুমি ঘুমাও হারমাসিস। ঘুমাও।

তারপর সে আমার পার্শ্বে বসে আমার গায়ে তার কোমল শীতল হাত বুলাতে বুলাতে বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলো, "ঘুমাও, ঘুমাও।" ক্লান্ত দেহ আমার ধীরে ধীরে ঘুমে অবশ হ'য়ে পড়লো।

আর ঘুম যখন ভাঙ্গলো তখন দেখলাম চারমিয়ন আমার পার্শ্বে—তার এক হাত আমার কপালের উপরে, আর অন্য হাত তার মাথার নিচে, সেও গভীর ঘুমে মগ্ন। তার কাপড়-চোপড় বিশৃংখল অবস্থায়, দেহ কুঞ্চিত জানালার ফাঁক থেকে ভোরের আলোক দেখা যাচ্ছে।

আমি ফিস্ ফিস্ ক'রে জিজ্ঞেস করলাম, "চারমিয়ন, আমি কি ঘুমিয়েছিলাম ?"

সাথে সাথে সে লাফ দিয়ে উঠে বসে আমার দিকে স্নেহশীলা নয়নে তাকিয়ে উত্তর দিলো, "হাঁ, তুমি ঘুমিয়েছিলে হারমাসিস !"

"তা হ'লে কতক্ষণ ঘুমেয়েছি ?"

"নয় ঘণ্টা।"

"আর তুমিও এই দীর্ঘ নয় ঘণ্টা ধ'রে এভাবেই এখানে ছিলে ?"

"হাঁ, কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না কারণ আমিও ঘুমিয়েছি। আর উঠলে তোমার ঘুম ভাঙ্গতে পারে তাই আমি উঠিনি।"

আমি বললাম, "যাও, এখন গিয়ে বিশ্রাম নাও। একথা ভাবতেও আমার লজ্জা লাগে। যাও চারমিয়ন, গিয়ে বিশ্রাম নাও।"

চারমিয়ন বললো, "দেখো, অত চিন্তা ক'রো না। তোমায় দেখার জন্য আমি ভৃত্য রেখে যাচ্ছি। আমার দরকার হ'লে ডাকতে পাঠিও। আমি বাইরের কক্ষে ঘুমুবো। শান্ত হও, আমি যাচ্ছি।" বলেই সে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু নয় ঘণ্টা একই ভাবে থাকার জন্য তার পায়ে খিল ধ'রে গিয়েছিল। তাই সে সোজা মেঝেতে পড়ে গেল।"

তার এই পতনের দৃশ্য দেখে আমি যে কতদূর লজ্জিত হয়েছিলাম তা' ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। হায়, তাকে ধরে তোলার মত ক্ষমতাও আমার নেই।

কিন্তু চারমিয়ন হেসে বললো, "কিছুনা, কিছুনা, তুমি ওঠার চেষ্টা কর না। আমার পায়ে খিল ধরেছিল।"

সে ওঠার চেষ্টা ক'রেই আবার পড়ে গেল। তখন বিরক্ত কণ্ঠে সে বললো, "ধিক্ আমার দুর্বলতাকে। আমি এখন ঘুমাবো, তোমার কাছে ভৃত্য পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

তারপর সে মাতালের মত টলতে টলতে চলে গেল।

আর তারপর আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম কারণ আমার শরীর এমন দুর্বল হয়েছিল যে ঘুম আর তন্দ্রা আমার চোখে লেগেই ছিল। বিকেল বেলা আবার আমার ঘুম ভাঙ্গলো। তখন আমি অত্যন্ত ক্ষুধা অনুভব করলাম। আর তখনই চারমিয়ন আমার খাবার হাতে নিয়ে উপস্থিত হ'ল।

খাওয়ার পরে আমি বললাম, "তাহলে আমি বেঁচে যাচ্ছি চারমিয়ন ?"

মাথা নেড়ে চারমিয়ন বললো, "হাঁ, তুমি বাঁচবে। সত্যি বলতে কি, আমি তোমার প্রতি সহানুভূতির অপব্যয় ক'রেছি।"

আমার সব কথা মনে পড়লো। তাই ক্ষীণস্বরে আমি বললাম, ''কিন্তু তোমার সহানুভূতিই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।"

অলসভাবে সে বললো, 'তাতে কিছুই এসে যায় না। তুমি তো আমার ফুফাতো ভাই। তাছাড়া আমি সেবা করতে পছন্দ করি। এটা মেয়েদের পেশা। যে কোন ক্রীতদাসের জন্যও আমি এরকম করতাম। এখন তোমার বিপদ কেটে গেছে, তাই আমি এবার বিদায় নিচ্ছি।"

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে আমি বললাম, ''কিন্তু চারমিয়ন, তুমি আমায় না বাঁচালেই ভাল হ'ত। আমার জীবন তো এখন শুধু লজ্জাকরই হবে। আচ্ছা, ক্লিওপেট্রা কবে সিসিলিয়ায় যাচ্ছেন ?"

''কুড়িদিন পরে। আর এমন জাঁকজমকের সাথে যাচ্ছেন যা' কোনদিন মিশরের কেউ দেখেনি। সত্যি বলতে কি, আমি বুঝতে পারছি না তিনি কিভাবে এত ধন-দৌলত হাত করলেন। মনে হচ্ছে তিনি যেন চাষীর মত সোনার ফসল প্রাসাদে তুলেছেন।"

কোত্থেকে এই ধনরত্ন এসেছে তা' আমি জানতাম। তাই কোন উত্তর না দিয়ে তিক্ততায় আমি গোঙড়িয়ে উঠলাম।

তারপর চারমিয়নকে বললাম, "তুমিও সাথে যাচ্ছো ?"

"হাঁ, আমি—আর সমস্ত পরিষদ। এমনকি তুমিও।"

"আমিও ? কিন্তু কেন ?"

''কারণ তুমি ক্লিওপেট্রার ভৃত্য। তাই তুমিও শিকলবদ্ধ অবস্থায় তাঁর রথের পিছু পিছু হাঁটবে। কারণ তিনি তোমায় মিশরে রেখে যেতে ভয় পান। কারণ—এটা তাঁর ইচ্ছা, আর সব কিছুরই একটা শেষ আছে।"

''চারমিয়ন, আমি কি পালাতে পারিনা !"

"তুমি পালাবে ? হায় রোগা হতভাগা। না, কি ক'রে তুমি পালাবে ?

এমনকি এখনও তোমায় যথেষ্ট কড়া প্রহরায় রাখা হচ্ছে। আর, তাছাড়া পালাতে পারলেই বা তুমি যাবে কোথায় ? মিশরে এমন কোন লোক নেই যে ঘৃণায় তোমার মুখে থুথু দেবে না ।”

আবার আমি আর্তনাদ ক'রে উঠলাম। আর আমার গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো।

চারমিয়ন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত বললো, “কেঁদো না, বীরের মত এই বিপদ খণ্ডন ক'রে মানুষ হও। তোমার পাপের ফল তোমায় ভোগ করতেই হবে। জমির ফসল তোলার পরে প্লাবন এলে যেমন ক্ষেতের সব আগাছা মুছে নিয়ে যায়, তেমনি প্রায়শ্চিত্তের পরে আর কিছুই থাকে না। তখন আবার ফসল বোনার সময় আসে, হয়তবা সিসিলিয়ায় বসে তোমার পালাবার সুযোগ আসবে, অবশ্য তখন তোমার শরীর সুস্থ হ'লে হয়, আর যদি তুমি ক্লিওপেট্রার হাসিমাখা মুখ ভুলতে পারো ! তখন হয়ত তুমি কোনও দূর দেশে থাকতে পারবে আর সেই সুযোগে মিশরবাসীরা এসব কথা ভুলে যাবে। আমার কাজ শেষ হয়েছে হারমাসিস। তাই এখন আমি বিদায় নিচ্ছি। সময় সময় এসে আমি খোঁজ নেবো তোমার কিছু লাগে কিনা।”

চারমিয়ন চলে গেলে একজন ডাক্তার ও দু'জন দাসী আমার শুশ্রূষা করতে লাগলো। তারা বেশ যত্নের সাথে আমার দেখাশুনা করতে লাগলো। আর আমার ঘাও ধীরে ধীরে শুকাতে লাগলো এবং শরীরে বলও ফিরে আসতে লাগলো। তারপর চারদিনের মধ্যেই আমি বিছানা ছাড়তে সক্ষম হলাম। তার তিনদিন পরে আমি কক্ষ ত্যাগ ক'রে প্রাসাদের পাচিলের ভিতরে বাগানে রোজ ঘণ্টাখানেকের জন্য হাঁটতে শুরু করলাম। আরও সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই আমি পড়তে ও চিন্তা করতে সক্ষম হলাম। কিন্তু তবুও আর আমি দরবারে যেতাম না।

শেষে একদিন চারমিয়ন এসে আমায় প্রস্তুত হ'তে বললো, কারণ আর দু'দিন পরেই ক্লিওপেট্রার নৌবহর যাত্রা করবে। তাঁর নৌবহর প্রথমে সিরিয়ায় যাবে এবং সেখান থেকে যিশাস উপসাগর হ'য়ে সিসিলিয়ায় যাবে।

তারপর আমি লৌকিকতা ও শিষ্টাচার বজায় রেখে ক্লিওপেট্রার কাছে অনেক অনুরোধ-উপরোধ পাঠালাম যাতে আমার শারীরিক দুর্বলতার জন্য আমি এই ভ্রমণের হাত থেকে রেহাই পাই। কিন্তু আমার কাছে উত্তর এলো— আমায় যেতেই হবে।

তাই নির্দিষ্ট দিনে আমায় একটি পালকীতে ক'রে ঘাটে নেওয়া হ'ল। আমার সাথে ছিল ব্রুনাস ! এই ব্রুনাসই আমায় আঘাত করেছিল। সে ছাড়াও

ছিল আরও বেশ কয়েকজন সৈনিক আর এ কথা বুঝতে আমার দেরী লাগলো না যে এসব সৈন্যের কাজ ছিল আমায় পাহারায় রাখা। পোতাশ্রয়ে অনেক জলযান প্রস্তুত ছিল। তারই একটিতে আমায় তোলা হ'ল।

ক্লিওপেট্রার এই প্রস্তুতি দেখে মনে হ'ল যেন তিনি বহু জাঁকজমকের সাথে যুদ্ধযাত্রা করছেন। তাঁর জাহাজটি রাজপ্রাসাদের মত সুন্দর ও হলুদ রংয়ের কাঠ দিয়ে ঘেরা। তা' এমন মূল্যবান ও সুন্দর যেন এমনটা কেউ আর কখনো দেখেনি। কিন্তু আমি সে জাহাজে গেলাম না, আর তাই সিডনাস নদীতে পেঁছার আগে ক্লিওপেট্রা বা চারমিয়নের সাথে আমার দেখা হ'ল না!

নির্দেশ পাওয়া মাত্র জাহাজ ছাড়লো। বায়ু অনুকূলে থাকায় দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় আমরা জোপপা নামক স্থানে পেঁছলাম। তারপর প্রতিকূল বাতাসে ধীর গতিতে সিরিয়ার উপকূল ধ'রে আমরা চলতে লাগলাম। তারপর আমাদের জাহাজসমূহ সিজারিয়া, টলেমাইস, তাইরস, বেরিতাস আর লেবাননের উপকূলের হরিৎ বর্ণের বনমালা ও সাদা পর্বতমালা ছাড়িয়ে চললাম। শেষে আমরা হিরাক্লিয়াস পাহাড় ছাড়িয়ে যিশাস উপসাগর হ'য়ে সিডনাসে পেঁছলাম। পথে সমুদ্রের নির্মল হাওয়ায় আমার শরীর বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত মাথায় আঘাতের স্থানে একটা সাদা দাগ ছাড়া আমি একেবারে আগের মতই হ'য়ে উঠলাম।

আমরা তখন সিডনাসের কাছাকাছি। একরাতে আমি আর ব্রুনাস জাহাজের ছাদে বসেছিলাম। আমার মাথার সেই আঘাতের দাগের দিকে তার নজর পড়তেই সে তার অজানা প্রভুদের নামে দোহাই দিয়ে বললো "তুমি তো মরেই গিয়েছিলে বালক। তোমার আঘাত পেয়ে আমারও মনে হয়েছিলো যে আমিও আর কখনো মাথা খাড়া করতে পারবো না। আহ্, কি কাপুরুষের মত আমি তোমায় আঘাত করেছিলাম, সে কথা ভাবতেও আমার লজ্জায় মাথা কাটা যায়; তুমি ছিলে মেঝেতে প'ড়ে আমার দিকে পিছন ফিরে, আর সে অবস্থায়ই আমি কিনা তোমায় আঘাত করেছিলাম, ছি ছি! কিন্তু তুমি হয়ত জান না যে তোমার মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় আমি রোজ গিয়ে তোমার খবর নিতাম। তাছাড়া আমি প্রভুর নামে শপথ করেছিলাম যে তুমি যদি মরে যাও তাহলে আমি ঐ প্রাসাদ ত্যাগ ক'রে চলে যাবো সোজা স্বদেশে।"

আমি বললাম, "দুঃখ ক'র না ব্রুনাস, ওসব কথা ভেবে কি লাভ। তুমি তোমার কর্তব্য করেছো।"

'হ'তে পারে। কিন্তু এমন অনেক কাজ আছে যা' বীরদের করা উচিত না—এমন কি মিশর সম্রাজ্ঞীর আদেশেও না। তোমার ঘুষি খেয়ে আমি

অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলাম, নইলে তোমায় আমি কিছুতেই আঘাত করতাম না! কিন্তু ব্যাপারটা কি বালক? রাণীর সাথে কি তোমার কোন গোলমাল হয়েছে? এই প্রমোদ বিহারে তোমায় কেন বন্দী হিসেবে নেওয়া হচ্ছে? জানো, আমাদেরে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, তুমি পালালে আমাদের গর্দান যাবে।"

আমি বললাম, "হাঁ বন্ধু, খুব গোলমাল হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে আমায় আর প্রশ্ন ক'রনা।"

"তোমার যে বয়স তাতে গোলমালের কারণ নিশ্চয়ই মেয়ে ঘটিত; আমি মূর্খ ও কর্কশভাষী হ'লেও প্রতিজ্ঞা ক'রে বলতে পারি আমি ঠিকই ধ'রেছি। তুমি কি বলবে বালক। ক্লিওপেট্রার চাকরি ক'রে আর এই গরম দেশে থেকে আমি অতিষ্ট হ'য়ে উঠেছি। এই জাঁকজমকপূর্ণ মরুদেশে মানুষের শক্তি সামর্থ্য নিঃশেষ হ'য়ে যায়। আমার মত আরও লোক আছে, তাদের আমি চিনি। আমি যদি বলি যে চলো আমরা এই ছত্রভঙ্গ জাহাজের একটি নিয়ে উত্তর দিকে যাই তাহলে তুমি কি বলবে? মিশরের চেয়ে ভাল এক দেশে আমি তোমায় নিয়ে যাবো যেখানে পাহাড়, জঙ্গল, হ্রদ ও সুগন্ধি পাইন বৃক্ষ আছে। আর হাঁ, সেখানে তোমার উপযুক্ত একটি মেয়েও দেবো তোমায়, তোমার স্ত্রী হিসাবে তাকে বেশ মানাবে—সে আমারই ভাগ্নি..সবল, লম্বা, বিশাল ও নীল নয়ন বিশিষ্টা। তার সবল বাহুতে সে ইচ্ছা করলে তোমার পাজর চূর্ণ করতে পারে। চলো যাই। অতীত ভুলে গিয়ে চলো আমরা সেই সুদূর উত্তরে যাই, আর তুমি আমার ভাগ্নিজামাই হও, কি বলো?"

মুহূর্তের জন্য চিন্তা ক'রে আমি মাথা নাড়ালাম। আমার মন পালাই পালাই করলেও আমি জানতাম যে মিশরেই আমার ভাগ্য নিহিত। তাই অদৃষ্টের লিখন পালিয়ে এড়ানো যায় না।

আমি বললাম, "তা' হয় না ব্রুনাস। যেতে পারলে আমি অতি সুখী হ'তাম কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞার শিকলে আবদ্ধ। তা আমি ভাঙ্গতে পারি না। আমার বাঁচা-মরা মিশরেই।"

বৃদ্ধ যোদ্ধা ব্রুনাস বললো, "বেশ, তোমার যা' মর্জি তাই হবে বালক। তোমায় আমাদের মাঝে জামাই হিসেবে পেলে আমরা সুখীই হ'তাম। কিন্তু তথাপি মনে রেখো, আমি এখানে থাকলেও তুমি আমায় বন্ধু হিসেবেই পাবে। আর একটা কথাঃ এই সুন্দরী রাণী ক্লিওপেট্রার খপ্পর থেকে সাবধানে থেকো কারণ, প্রভু না করুন, হয়ত এমন সময়

আসতে পারে যখন তিনি ভাববেন যে তুমি খুব বেশী জানো, আর তখন……” বলেই সে হাত দিয়ে গলা কাটার ইঙ্গিত করলো। তারপর আবার বলতে লাগলো, “এখন বিদায়, তারপর এক পাত্র মদ, তারপর ঘুম, কারণ কাল আবার সেই—

(এখানে পাপিরাসপত্র এমন বিকৃত হ'য়ে গেছে
যে কোন প্রকারেই পাঠোদ্ধার করা গেল না।
অনুমান করা হচ্ছে যে বিকৃত পৃষ্ঠাগুলিতে ক্লিওপেট্রার
সিডনাস পর্যন্ত গমনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ ছিল।)

…আর এই ভ্রমণের দৃশ্য উপভোগের মত মানসিক অবস্থা যাদের আছে তারা জীবনে এই দৃশ্য ভুলতে পারবে না। সবগুলি জাহাজেরই পশ্চাদ্ভাগ স্বর্ণের পাতে আবৃত আর জাহাজের পালগুলি রক্তরাঙা কাপড়ে তৈরী রৌপ্যনির্মিত দাঁড়সমূহ পানিতে যেন সঙ্গীত ধ্বনি তুলছে। আর এরমক একটি জাহাজে ঝলমল স্বর্ণনির্মিত একটি কক্ষে শায়িত অবস্থায় ক্লিওপেট্রা। তাঁদ পোশাক রোমান প্রেম-দেবীর মত (কিন্তু রোমান প্রেম-দেবী ভেনাস নিশ্চয়ই ক্লিওপেট্রার মত এত সুন্দরী ছিলেন না)। সর্বোত্তম সাদা সিল্কের পোশাক পরিহিতা ক্লিওপেট্রার স্তনযুগলের মাঝখানে বক্ষবন্ধনীর উপরে সুদৃশ্য একটি স্বর্ণনির্মিত রিং লাগানো। রাণীর চতুষ্পার্শ্বে সুদর্শন ছোট ছোট ছেলেরে দল, সবাই উলঙ্গ, তাদের কাঁধে সরু চামড়ার দোয়ালে কোমল পাখা জড়ানো। সেগুলি প্রেম-দেবের পাখার মত নত হ'য়ে কাঁপছে। রোমের পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে প্রেমদেবী হচ্ছেন ভেনাস ও প্রেমদেব হচ্ছেন মার্সের পুত্র। মার্সের পুত্রের নিদর্শন হচ্ছে কাঁধে কোমল পক্ষ যা সব সময়ই শিহরিত হয়। ক্লিওপেট্রা প্রেমদেবের মত সাজিয়ে কিছু সংখ্যক সুদর্শন শিশুকে সঙ্গে নিয়েছেন। এই বালকদল রাণীকে কোমল পালকের পাখা দিয়ে বাতাস করছে। তাঁর জাহাজটির ডেকে পাল ও রশি নিয়ন্ত্রণের কাজ কোন মাঝি করছিল না বরং একদল সুন্দরী মহিলা এ কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। তাদের কাপড়-চোপড় লোভনীয়—ভেনাসের দাসী গ্রেসেসের পোশাকে তিনজন, নেরেইডের পোশাকে আরও কয়েকজন—বিভিন্ন লোভনীয় পোশাকে এসব সুন্দরী মহিলাদের দিক থেকে চোখ ফিরানো যায় না। তারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সুমধুর কণ্ঠে গান গাচ্ছে। আর ক্লিওপেট্রার গদির পিছনেই উন্মুক্ত তরবারি হাতে দাঁড়ানো ব্রুনাস। তার পোশাকও চমকপ্রদ। সোনার বর্ম

তার বক্ষে, সোনার ঢাল তার হাতে। মাথায় সুন্দর পক্ষ সজ্জিত টুপি। তার পিছনে দাঁড়ানো আরও অনেকে, আমিও তাদের মধ্যে একজন। সবার পরণেই সম্ভ্রান্ত পোশাক, কিন্তু তথাপি আমার মনে হ'ল আমি যেন ভৃত্য মাত্র। উপরে পাটাতনে সুন্দর ঝালর বাতি জ্বলছে, তাথেকে সুগন্ধ নিঃসারিত হচ্ছে আর তার ধোঁয়া আমাদের মাথার উপরে মেঘের মত কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।

এই বিলাস-স্বপ্নের মধ্যে বহুসংখ্যক জাহাজ নিয়ে আমরা তাউরাসের ঢাল, বনভূমির নিকটবর্তী হ'তে লাগলাম। এখানেই প্রাচীন তারসিস শহর অবস্থিত। সেখানে আমাদের উপস্থিতির সাথে সাথে তথাকার লোকজন তীরে উপস্থিত হ'ল এবং নানারূপ ধ্বনি দিতে লাগলো। তারা সবাই সমস্বরে চিৎকার ক'রে বলতে লাগলো, "সাগর থেকে ভেনাস[১] উঠে এসেছে বাচ্চাসকে[২] দেখতে।"

আমাদের জাহাজসমূহ শহরের দিকে অগ্রসর হ'ল। আর সাথে সাথে সমস্ত লোকজন দৌড়িয়ে জেটিতে উপস্থিত হ'ল। এমন কি, যারা হাঁটতে অক্ষম তাদেরেও মাথায় ও কাঁধে ক'রে আনা হ'ল। তাদের সংখ্যা হবে কয়েক হাজার। এসব লোকজনের সাথে সাথে এণ্টনীর বিশাল সৈন্যদলও উপস্থিত হ'ল। মনে হ'ল যেন মহাবীর এণ্টনী তাঁর বিচারকের আসনে একাই রয়ে গেছেন। আর সবাই আমাদের দেখতে এসেছে।

চাটুকার ডেলিয়াসও তার তোষামোদ-বাক্য আওড়াতে আওড়াতে এবং মাথা নত করতে করতে এসে উপস্থিত হ'ল। সে এণ্টনীর নামে 'সুন্দরী সম্রাজ্ঞী' ক্লিওপেট্রাকে অভিনন্দন জানালো। সে জানালো যে এণ্টনী সম্রাজ্ঞীর জন্য ভোজের আয়োজন ক'রে সম্রাজ্ঞীকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু ক্লিওপেট্রা দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন, "এণ্টনীকেই প্রথমে আমাদের এখানে আনা উচিৎ। আমাদের সাধারণ খাবারের টেবিলেই মহান এণ্টনীকে আসতে বলো, নইলে আমরা নিজেরাই খেয়ে নেবো।"

ডেলিয়াস মাটি পর্যন্ত মাথা ঠেকিয়ে চলে গেল। খাবার প্রস্তুত হ'ল আর তারপর শেষ পর্যন্ত এণ্টনী এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর গায়ে বেগুনী রংয়ের পোশাক। মহান ও সম্ভ্রান্ত আকৃতির এই লোকটিকে দেখতে বেশ চমৎকার। যুবক বয়সী, বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল নীল চোখ, ঢেউ তোলা চুল, দেহ যেন সৃষ্টিকর্তার নিজ হাতে গড়া কারণ তার

১. প্রেমদেবী।
২. জুপিটারের পুত্র প্রেমদেব।

আকৃতি বলিষ্ট ও রাজকীয়, মুখে তাঁর হাসি লেগেই আছে। তবুও তাঁর কপালে চিন্তার রেখা স্পষ্টই দেখা যায়। তার একমাত্র খুঁৎ— ভ্রূযুগল বেমানান।

এণ্টনীর সাথে এলো তাঁর সেনাধ্যক্ষেরাও। ক্লিওপেট্রার আসনের কাছে গিয়ে তিনি অভিভূতের মত বিস্ফারিত নেত্রে ক্লিওপেট্রার দিকে তাকিয়ে রইলেন। রাণীও বিশেষ একাগ্রতার সাথে তাকালেন এণ্টনীর দিকে। আমি স্পষ্টই অনুভব করলাম যে ক্লিওপেট্রার কোমল ও সাদা চামড়ার নিচে লোহিত রক্ত দৌড়াচ্ছে। আর সাথে সাথে আমার মনে প্রবল ঈর্ষা জাগলো। চরিমিয়নও এসব দেখে আনত নয়নে মৃদুভাবে হাসলো কিন্তু ক্লিওপেট্রা কোন কথা না বলে চুম্বনের জন্য শুধু হাত তুলে ধরলেন এণ্টনীর দিকে। এণ্টনীও কোন কথা না বলে রাণীর হাত চুম্বন করলেন।

তারপর ক্লিওপেট্রা তাঁর সঙ্গীতের মত কণ্ঠে বললেন, "মহান এণ্টনী আপনি আমায় ডেকেছেন, তাই আমি উপস্থিত হয়েছি।"

এণ্টনী তখনও রাণীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, "ভেনাস—ভেনাস এসেছে, আমি ডেকেছিলাম এক মহিলাকে, কিন্তু এখন দেখছি এক বেদী উঠে এসেছে গভীর সমুদ্রতলা থেকে।"

"শুধু তীরে অপেক্ষমান এক দেবতার সাথে দেখা করতে।" বলেই রাণী রসিকের মত হাসলেন। তিনি আবার বললেন, "চমৎকার আপনার সম্ভাষণ, কিন্তু মহান এণ্টনী, ভেনাসও পৃথিবীতে এলে তার ক্ষুধা পায়। সুতরাং মহান এণ্টনী, আপনার হাত—"

নাকাড়া বেজে উঠলো। অবনত মস্তকে দাঁড়ানো লোকদের মাঝে দিয়ে ক্লিওপেট্রা এণ্টনীর হাত ধ'রে খাবারের টেবিলের দিকে চললেন, তাঁদের পিছু পিছু চললো অনুচরবর্গ।

(এখানে আবার কতখানি পাপিরাস পত্র বিকৃত।
উহার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

[ক্লিওপেট্রার ভোজ : তাঁর মুক্তাভস্ম ভক্ষণ ঃ হারমাসিসের বাণী ঃ ক্লিওপেট্রার প্রতিজ্ঞা।]

তৃতীয় রাতে আবার ভোজসভা বসলো। এবারে আয়োজন করা হ'ল ক্লিওপেট্রার ব্যবহারের জন্য নির্দ্ধারিত বিরাট হ'ল ঘরটিতে। আজকে ভোজের আয়োজন আগের সব ভোজের চেয়ে বেশী জাঁকজমকপূর্ণ মনে হ'ল। খাবারের টেবিলে বারটি চেয়ার বসানো হয়েছে। প্রত্যেকটি চেয়ারে স্বর্ণের বুটি দেওয়া। যে দুটি চেয়ার ক্লিওপেট্রা ও এণ্টনীর জন্য নির্দিষ্ট তা সম্পূর্ণ স্বর্ণ নির্মিত এবং হিরা-পান্না খোদিত! ডিসগুলিও স্বর্ণ-নির্মিত ও রত্ন খোদিত। দেয়ালে স্বর্ণখচিত বেগুনী রংয়ের পর্দা! মেঝেতে স্বর্ণ-নির্মিত এক-প্রকারের জালে হাঁটু পর্যন্ত সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ ছড়ানো। সেই পুষ্পরাশি থেকে ভৃত্যদের হাঁটার সাথে সাথে মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে।

ভোজকক্ষে আবার আমায় চারমিয়ন, ইরাস ও মেরিরার সাথে ক্লিও-পেট্রার পিছনে দাঁড়িয়ে সময় ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হ'ল। সেখানে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মত আমি মনে মনে জ্বলতে লাগলাম। তবুও আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে এই-ই আমার শেষ রাত্রি কারণ আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। চারমিয়ন বলেছিল যে ক্লিওপেট্রা এণ্টনীর প্রেমে পড়েছে, কিন্তু আমার তা বিশ্বাস হয়নি। তবুও এসব দেখার জন্যও আর দেরী করতে ইচ্ছা হ'ল না কারণ এই অন্যায় অসম্মান ও অত্যাচার আমার সহ্যের সীমার বাইরে চলে গেছে। ক্লিওপেট্রা আমার সাথে ভৃত্যের মত ব্যবহার করেছেন। আর তাতে যেন তাঁর কলঙ্কিত মন আনন্দ পেতো।

খেমের অভিষিক্ত সম্রাট আমি আজ অবস্থাগতিকে খোজা ও পরিচারিকাদের সাথে ভোজসভায় মিশর সম্রাজ্ঞীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে আছি, আর সবাই পরম তৃপ্তির সাথে খাচ্ছে, মদের পূর্ণপাত্র হাত বদল করছে। এণ্টনী ক্লিওপেট্রার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে কিছু কিছু খাচ্ছেন, মাঝে মাঝে রাণীর চোখে তার চোখ নিবদ্ধ হচ্ছে। তিনি ইনিয়ে বিনিয়ে রাণীকে তাঁর বিভিন্ন যুদ্ধ-বিজয়ের কাহিনী বলে যাচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে এমন সব প্রেম-কৌতুক বাক্য আওড়াচ্ছেন যা' কোন মেয়ে কোনদিন শোনেনি। কিন্তু রাণী এণ্টনীর কোন কথায়ই কোন দোষ না ধ'রে বরং তাঁর কৌতুকে

যোগ দিয়ে নিজেও বেশ কৌতুক বাক্য বলে যাচ্ছেন। রাণীর কৌতুক-বাক্যও সৌজন্য বিবর্জিত ছিল।

শেষ পর্যন্ত ভোজন পর্ব শেষ হ'ল। তারপর এণ্টনী পারিপার্শ্বিক জাঁক-জমকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

এণ্টনী বললেন, "মহিয়সী মিশর-সম্রাজ্ঞী, নীলনদের বালু কি গিনি সোনার তৈরী যে আপনি এত সম্পদ প্রতি সন্ধ্যায় ভোজে খরচ করছেন? বলুন তো কোথায় আপনি এত ধন-সম্পদ পেয়েছেন?"

মেংকাউ-রা-এর সমাধির কথা আমার মনে পড়লো। ভাবলাম সেই সমাধিগহ্বরে মহৎ কাজের জন্য রক্ষিত রত্নরাশির এই শোচনীয় গতি হচ্ছে। আমি তাই ক্লিওপেট্রার মুখের দিকে তাকালাম কিন্তু তিনি নিষ্ঠুর এক কটাক্ষ হেনে চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

তিনি বললেন, "কেন মহান এণ্টনী, এ তো কিছুই না! মিশরে আমাদের গুপ্তধন আছে, আর আমি জানি কখন কিভাবে তা' হাত করতে হয়। বলুন তো আমাদের এসব আসবাবপত্র, মাংস-মদ ইত্যাদির দাম কি হ'তে পারে?"

এণ্টনী চতুর্দিকে তাকিয়ে মোটামুটি একটা অনুমান ক'রে বললেন, "হয়ত এক হাজার সেষ্টারসিয়া[১]।"

ক্লিওপেট্রা বললেন, আসল খরচের মাত্র অর্ধেকটা বলেছেন মহান এণ্টনী। কিন্তু এসব আসবাবপত্র ও আপনার সাথে যা আছে (স্বর্ণ-নির্মিত চেয়ার) তা' আমি আপনাকে বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ উপহার দিচ্ছি, আর আমি নিজে এখন দশ সহস্র সেষ্টরসিয়া[২] মূল্যের পানীয় পান করবো। আরও অনেক কিছু আপনি দেখতে পাবেন।"

এণ্টনী আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তা হ'তে পারে না মহিয়সী সম্রাজ্ঞী।"

একথায় রাণী হেসে ভৃত্যকে গ্লাসে ক'রে তাঁর সাদা সিরকা আনতে আদেশ দিলেন। গ্লাসটি আনা হ'লে তা সামনে রেখে রাণী আবার হাসলেন। আর এণ্টনী তার চেয়ার ছেড়ে রাণীর পার্শ্বে এসে বসলেন। অন্যান্য সবাই গ্লাসটির দিকে ঝুঁকে দেখতে লাগলো। রাণী তাঁর কান থেকে বড় আকারের একখণ্ড মুক্তা খুললেন। এটি মেংকাউ-রা-এর বুকের ভিতর থেকে আনা হয়েছিল, দেখেই আমি চিনতে পারলাম। রাণী মুক্তাখণ্ডটি গ্লাসের ভিতরে ছেড়ে দিলেন। সবাই এক দৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। আর সেই নির্ভেজাল মুক্তা খণ্ডটি ধীরে ধীরে ঐ এসিডে গলে গেল। রাণী গ্লাসটি হাতে নিয়ে নেড়ে নেড়ে শেষ বিন্দু পর্যন্ত পান করলেন।

১. প্রায় ১,৫২,০০০ টাকার সমান।
২. প্রায় ১১,৫২,০০০ টাকার সমান।

রাণী আবার চীৎকার ক'রে বললেন, "ভৃত্য, আরও সিরকা লও। আমার তৃষ্ণা মাত্র অর্ধেক মিটেছে।" বলেই তিনি আর একটি মুক্তাখণ্ড তুললেন।

সাথে সাথেই আর এক গ্লাস সিরকা আনা হ'ল। রাণীও গ্লাসটি হাতে নিলেন।

এণ্টনী তখন রাণীর হাতের দিকে থাবা দিয়ে বললেন, "দোহাই আপনার, আর নয়, আমি যথেষ্ট দেখেছি।"

আর সেই মুহূর্তেই কেন জানি না আমি অভিভূতের মত চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলাম, "সময় উপস্থিত মহারাণী, মেঙকাউ-রা-এর অভিশাপের সময় এসে গেছে!"

সাথে সাথে ক্লিওপেট্রার মুখ ছাইয়ের মত হ'য়ে গেল। তিনি আমার দিকে কটমট ক'রে তাকালেন। অন্যান্য সবাইও আমার কথার কিছুই বুঝতে না পেরে আমার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইল।

ক্লিওপেট্রা চিৎকার ক'রে বললেন, "অলক্ষুণে ভৃত্য কোথাকার। ফের এসব কথা বলবে তো আমি তোমায় রড দিয়ে পিটিয়ে সোজা ক'রে দেবো। হাঁ, কুকমর্রি মত সোজা প্রহার করবো হারমাসিস, একথা আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি।"

এণ্টনী বললেন, "দুরাত্মা জ্যোতিষ কি বলছে রে? হারে, তোর কথা পরিষ্কার ক'রে বলনা, কারণ অভিশাপ নিয়ে ব্যবসা যাদের তাদের, নিশ্চিত ক'রে কথা বলতে হয়!"

আমি সবিনয়ে বললাম, "মহান এণ্টনী, আমি প্রভুদের সেবকমাত্র, প্রভু আমার মনে যা' জাগান আমি শুধু তা-ই প্রকাশ করি, আমি তার অর্থ জানি না।"

"ওহো হো, তুই তাহলে প্রভুদের সেবা করিস্? তাই তো, তাই তো তুই বহুরূপী ও রহস্যময়।" একথা তিনি আমার সম্ভ্রান্ত ও মূল্যবান পোশাকের দিকে তাকিয়ে বললেন। তিনি আবার বললেন, "বেশতো, আমিও তো দেবীদের সেবা করি—অবশ্য এটা একটা কোমলতর ভক্তি। আমাদের মধ্যে তাহলে এ ব্যাপারে মিল একটা আছে। আমার মনেও তারা যা জাগান আমিও তাই বলি, কিন্তু আমিও তার অর্থ বুঝি না।" বলে তিনি প্রশ্নবোধক নেত্রে ক্লিওপেট্রার দিকে তাকালেন।

রাণী কিন্তু অধৈর্যের মত বললেন, "কালই এই দুরাত্মার হাত থেকে রেহাই পেতে হবে। দূর হ।"

আমি মাথানত ক'রে প্রস্থান করলাম। যেতে যেতে শুনতে পেলাম এণ্টনী বলছেন, "সকলের মত সেও দুরাত্মা হ'তে পারে, কিন্তু আপনার

এই জ্যোতিষীর একটা রাজকীয় ভঙ্গি ও চাহনী আছো, আর হাঁ, তাতে জ্ঞানের মহিমাও প্রদীপ্ত।"

দরজার বাইরে আমি দাঁড়ালাম কারণ দুঃখে লজ্জায় আমি এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে কি করবো ভেবেই পাচ্ছিলাম না। আর আমার দাঁড়াবার সাথে সাথেই কে যেন আমার হাত স্পর্শ করলো।

চেয়ে দেখি চারমিয়ন। সে অতিথিদের প্রস্থানের সময় এক ফাঁকে উঠে আমার পিছনে পিছনে এসেছো কারণ দুর্দিনে সব সময়ই চারমিয়ন আমার পাশে থেকেছে।

সে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো, "তোমার বিপদ এসেছে। আমার সাথে চলো।"

আমি তার পিছু পিছু গেলাম—আর যাবোই বা না কেন?

শেষে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় যাচ্ছ?"

চারমিয়ন বললো, "আমার কক্ষে। ভয় নেই, ক্লিওপেট্রার নগণ্য দাসীদের হারাবার মত সম্ভ্রম কিছুই নেই। কেউ ঘটনাক্রমে যদি দেখেই বসে তাহলে ভাববে যে এটা প্রেমিক প্রেমিকার মিলনস্থান। এটাই নিয়ম।"

লোকজনের চোখ এড়িয়ে আমরা পাশের একটা সিঁড়ির কাছে পেঁছে সিঁড়ি অতিক্রম করলাম, তারপর একটা পথ ধ'রে বামদিকের একটা দরজা পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালাম। চারমিয়ন নীরবে ভিতরে প্রবেশ করলো, আর আমিও তার পিছনে পিছনে অন্ধকারে ভিতরে প্রবেশ করলাম। সে দরজা বন্ধ ক'রে একটি বাতি জ্বালালো। আমি চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলাম কক্ষটি ক্ষুদ্র, মাত্র একটি জানালা, তাও আবার বন্ধ করা। আসবাবপত্র সাধারণ, সাদা দেয়াল, অলংকারের ড্রয়ার, পুরানো একটি চেয়ার, সেটাকে আয়না-চিরুনী ও মেয়েদের অন্যান্য প্রসাধনী দ্রব্য রাখার টেবিল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। একটি চৌকি, তাতে সাদা বিছানা ও একটি মশারী।

চেয়ারটির দিকে নির্দেশ ক'রে চারমিয়ন বললো, "বসো হারমাসিস।"

আমি চেয়ারে বসলে চারমিয়ন মশারীটি সরিয়ে আমার সামনে বিছানায় বসলো। তারপর বললো, "জানো তোমার চলে আসার সময় রাণী কি বলেছেন?"

"না, জানি না।"

"তিনি তোমার দিকে তাকিয়েছিলেন, আর আমি যখন তাঁর কাছে একটা পাত্র নিয়ে গেলাম তখন তিনি বিড়বিড় ক'রে বলছিলেন 'সেরাপিসের দোহাই, ঝামেলা শেষ করে দেবো, আর অপেক্ষা নয়, কালই তার গলা টিপে হত্যা করাতে হবে।"

আমি বললাম, "তাই বুঝি! তা' হতে পারে, অবশ্য এতসব ঘটনার পরে আর একথা অবিশ্বাস করার অবকাশ নেই যে তিনি আমায় হত্যা করাতে পারেন।"

"তুমি নরাধম, তাই একথা বিশ্বাস করতে তোমার সন্দেহ হচ্ছে! সেই স্ফটিক কক্ষে কিভাবে তুমি নিহত হ'তে চলেছিলে মনে নেই? তখন খোজাদের ছুরিকা থেকে কে তোমার জীবন রক্ষা করেছিলেন? ক্লিওপেট্রা না আমি আর ব্রুনাস? শোনো, বলছি! তুমি একথা এখনও বিশ্বাস করতে পারছো না কারণ তুমি বোকার মত ভাবছো যে, যে মহিলা মাত্র কালও তোমর স্ত্রীর মত ছিলেন। তিনি এত অলপ সময়ের মধ্যে এতটা বদলিয়ে তোমায় হত্যা করাতে পারেন কি ভাবে। তোমায় আমার কথার উত্তর দিতে হবে না। আমি সবই জানি। তাই তোমায় বলছি—ক্লিওপেট্রার কুমতলবের গভীরতা তুমি বুঝতে পারোনি। আর তাঁর দুষ্ট হৃদয়ের কালিমার কথাও তুমি কলপনা করতে পারবেনা। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় বসে তোমায় নিশ্চয়ই হত্যা করতেন কিন্তু একথা বাইরে ছড়ালে গন্ডগোল হ'তে পারে, তাই তিনি তা' করেননি। তাই-ই তিনি তোমায় এখানে নিয়ে এসেছেন গোপনে হত্যা করার জন্য। কারণ তুমি তাঁকে আর কি দিতে পারো? তোমার সব তো নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। তিনি তোমার মনের ভালবাসা পেয়েছেন সত্যি কিন্তু তবুও তিনি তোমার সৌন্দর্য, শক্তি ও সামর্থ্যে ব্যতিব্যস্ত। তিনি তোমার রাজকীয় জন্মাধিকার কেড়ে নিয়ে তোমায় পিছনে অপেক্ষমান দাসীদের সাড়িতে দাঁড়াতে বাধ্য করে-ছেন, তিনি তোমার কাছ থেকে ঐ বিরাট রত্ন-সম্ভারের খোঁজ নিয়েছেন, তাই এখন আর তোমার কাছে তাঁর কিছুরই প্রয়োজন নেই।"

"আহ্, তুমি একথাও জানো?"

"হাঁ, আমি সবই জানি। আর আজ তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছো খেমের প্রয়োজনে রক্ষিত ধন কিভাবে খেমের মেসিডোনিয়ান রাণীর যদৃচ্ছা অপব্যবহারের সামগ্রী হিসেবে ব্যয়িত হচ্ছে। তুমি দেখতে পাচ্ছো কি-ভাবে তিনি তোমায় সসম্মানে বিয়ে করার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন। হারমাসিস, এত সবের পরেও তোমার চোখ খুলছে না?"

আমি বললাম, "হাঁ চারমিয়ন, আমি দিবালোকের মত স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। তথাপি তিনি একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—তিনি আমায় ভাল-বাসেন, আর, ধিক্ আমায়, আমি বোকার মত কিনা তাই বিশ্বাস করছিলাম।"

চারমিয়ন তার রুক্ষ চোখ তুলে বললো, "তিনি প্রতিজ্ঞা ক'রে বলেছিলেন

—তিনি তোমায় ভালবাসেন! তোমায় আমি দেখাচ্ছি তিনি কিভাবে তোমায় ভালবাসেন! এটা কার বাড়ী ছিল জানো? এটা ছিল পুরোহিত-দের শিক্ষাকেন্দ্র। তুমি জানো পুরোহিতদেরও নিজস্ব জীবন আছে। কিছুদিন আগ পর্যন্তও এই ক্ষুদ্র কক্ষটি ছিল প্রধান পুরোহিতের, আর পার্শ্ববর্তী নিচের বড় কক্ষটিতে অন্যান্য পুরোহিতরা এসে জমা হতেন। এই বাড়ীর পুরোনো চাকরাণীটি আমায় এসব কথা বলেছে, আর আমি এখন তোমায় যা কিছু দেখাবো তাও তার কাছ থেকে শুনেছি। এখন ঠিক মরার মত চুপিচুপি আমার সাথে চলো।"

তারপর চারমিয়ন বাতিটি নিভিয়ে বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে আগত সামান্য আলোকে আমার হাত ধরে আমায় কক্ষটির অপর প্রান্তে নিয়ে গেল। সে চাপ দিয়ে অপর একটি দরজা একটু ফাঁক ক'রে আমায় নিয়ে অন্য একটি কক্ষে গেল। পিছনে দরজাটি আবার সে বন্ধ ক'রে দিল। এই কক্ষটি মাত্র পাঁচ হাত লম্বা ও চারহাত চওড়া। কোত্থেকে যেন সামান্য আলোক ও কথাবার্তার শব্দ আসছে। আমার হাত ছেড়ে চারমিয়ন পার্শ্ববর্তী দেয়ালের কাছে গিয়ে তাকাতে লাগলো। তারপর আমার কাছে এসে আমায় নীরবতা বজায় রেখে তার সাথে দেয়ালের কাছে যেতে বললো। আমি দেখলাম যে খোদিত দেয়ালে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। তাথেকে পার্শ্ববর্তী কক্ষের সবকিছুই দেখা যায় ও কাথাবার্তাও শোনা যায়। আমি একটি ছিদ্র দিয়ে দেখলাম যে প্রায় দু'-হাত নিচে আর একটি কক্ষের মেঝে অবস্থিত। সেখানে ঝকঝকে আলোক, কক্ষটি খুব সুন্দর আসবাবে পূর্ণ। এটি ক্লিওপেট্রার শয়ন কক্ষ। প্রায় দশহাত দূরে ক্লিওপেট্রা একটি অতীব সুন্দর চেয়ারে উপবিষ্ট। আর তাঁর পার্শ্বে এণ্টনী।

কক্ষটি এমনভাবে তৈরী যে আমি যেখানে দাঁড়ানো সেখানে বসে সব কথাবার্তাই শোনা যায়। ক্লিওপেট্রা ফিস্ ফিস্ করে বললেন, "বলুন মহান এণ্টনী, আমার সামান্য খাবারে কি আপনি তুষ্ট হয়েছেন?"

এণ্টনী সৈনিকের মত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "নিশ্চয়ই মহিয়সী মিশর-সম্রাজ্ঞী, আমি অনেক ভোজ দিয়েছি আর অনেক ভোজে অংশও নিয়েছি, কিন্তু আপনার দেওয়া ভোজের মত এমনটা আর কখনো কোথাও দেখিনি। কিন্তু তবুও আমি বলছি—অবশ্য মেয়েদের প্রিয় বাক্য বলতে আমি অভ্যস্ত নই, আর আমার স্বরও কর্কশ—তবুও বলছি, এসব কিছুরই মধ্যে আপনি ছিলেন উজ্জ্বলতম রত্ন! আপনার রাঙ্গা ঠোঁট ঐ লোহিত মদকেও হার

মানায়। গোলাপের গন্ধকেও হার মানায় আপনার চুলের ঘ্রাণ, আপনার সাগরের মত নয়ন যুগল যে কোন মণির চেয়েও উজ্জ্বলতর।"

"কি! এণ্টনীর মুখে নারীর রূপের প্রশংসা? যাঁর লেখা এত কর্কশ তাঁর কথা এত মধুর? আপনার মুখের প্রশংসা—প্রশংসাই বটে!"

এণ্টনী বলেই চলেছেন, "হাঁ, ভোজের মত ভোজ হয়েছে বটে। অবশ্য অত বড় হীরকখণ্ডটি নষ্ট করার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। আচ্ছা, আপনার ঐ সময়-ঘোষক জ্যোতিষ, সেই অলক্ষুণে ভৃত্য কোন্ মেংকাউ-রা-এর অভিশাপের কথা বলেছিল।"

রাণীর মুখে মনে হ'ল যেন কালিমা ছড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন, "জানি না, কিছুদিন আগে একটা খণ্ডযুদ্ধে সে জখম হয়েছিল। আমার মনে হচ্ছে সেই থেকে তার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।"

"মাথা খারাপের মত তো তাকে মনে হয়নি, বরং তার স্বরে এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে যা এখনও আমার মনে কোনও দৈব বাণীর মত বাজছে। সে আপনার দিকে এমন হিংস্র নয়নে তাকিয়েছিল, মনে হ'ল যেন সে দৃষ্টি ভালবাসা ও ঘৃণার দৃষ্টি।"

"সে এক অদ্ভুত লোক, মহান এণ্টনী, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। তাছাড়া সে অতীব বিজ্ঞ লোক। সে প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে এত বিজ্ঞ যে সময় সময় তাকে আমি ভয় পাই। জানেন সে রাজবংশজাত এবং একবার সে আমায় হত্যার চেষ্টা করেছিল? কিন্তু আমি জয়ী হয়েও তাকে হত্যা করিনি কারণ সে যেসব গোপন তথ্য জানে তা' জানার জন্য আমি ছিলাম বিশেষ ব্যাগ্র। সত্যি বলতে কি আমি তার জ্ঞানের জন্য তাকে ভালোও বাসতাম, আর তার মুখে সেসব গোপন তত্ত্বের কথা শুনতাম মনোযোগের সাথে।"

এণ্টনী বললেন, "প্রভুর দোহাই, ঐ দুরাত্মার জন্য আমার ঈর্ষা হচ্ছে। কিন্তু এখন কি, মিশর-সম্রাজ্ঞী?"

"আমি তার সব কিছুই আহরণ করেছি। তাই এখন আর তাকে ভয়ের কোনই কারণ নেই। দেখেন নি আমি আজ তিনরাত ধরে তাকে ভৃত্যদের সাড়িতে দাঁড়িয়ে আমার পিছনে ভৃত্যের মত থাকতে বাধ্য করেছি? আর তাকে সময় ঘোষণা করতে বাধ্য করেছি? কোন পরাজিত রাজাও আপনার রোমে এসে এই মিশরীয় রাজপুত্রের মত এত লজ্জা কোনদিনও পায়নি।"

এই সময় চারমিয়ন দুঃখে বিহ্বল হ'য়ে আমার মুখে তার হাত বুলিয়ে দিল।

ক্লিওপেট্রা বলেই চললেন, "কিন্তু তাকে আর অমঙ্গলের বাণী দিয়ে আমায় বিব্রত করতে হবে না। কাল প্রত্যুষেই তাকে মরতে হবে। গোপনে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হবে। আর তার কোন খবরই কেউ পাবে না। এ বিষয়ে আমি মনস্থির ক'রে ফেলেছি। এমন কি, এখনও তার ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। ইচ্ছা হচ্ছে এখনই তাকে হত্যার ব্যবস্থা ক'রে ফেলি কারণ তার মরার আগ পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই।"

কথা শেষ না করতেই তিনি ওঠার চেষ্টা করলেন কিন্তু এণ্টনী তাঁর হাত ধরে বাধা দিয়ে বললেন, "কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন কারণ এখন সৈন্যরা মদ পানে ব্যস্ত। তাই এখনই আদেশ দিলে কাজ সুসম্পন্ন হবে না। তাছাড়া কাজটাও খারাপ হবে। ঘুমের মধ্যে কাউকে মারাটা আমি পছন্দ করি না।"

ব্যতিব্যস্তভাবে রাণী বললেন, "ভোরে হয়ত দেখবো পাখী উড়ে গেছে। এই হারমাসিসের কান অতি তীক্ষ্ণ, তাছাড়া সে নিজের সাহায্যের জন্য অপার্থিব ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন আত্মা উপস্থিত করতে পারে। এমন কি, এখনই হয়ত সে অলৌকিকভাবে আমার কথা শুনতে পাচ্ছে। সত্যি বলতে কি, আমি যেন তার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারছি, তার শ্বাস ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আমি আপনাকে বলতে পারতাম, কিন্তু তা' থাক্‌গে, তাকে কালই মরতে হবে। মহান এণ্টনী আমায় একটু সাহায্য করবেন, আমার এই মুকুটটি আমার মাথা থেকে একটু সরিয়ে দিন, আমার মাথায় যন্ত্রণা করছে। আস্তে তুলে নিন, ব্যথা দেবেন না।"

এণ্টনী আস্তে মুকুটটি তুললেন। রাণী তাঁর ঝাঁকালো চুলের গুচ্ছ ছেড়ে দিলেন। চুলগুলি অলঙ্কারের মত তাঁর গলায় ও পিঠে ছড়িয়ে পড়লো।

এণ্টনী ধীরস্বরে বললেন, "মহিয়সী মিশর-সম্রাজ্ঞী, আপনার মুকুট নিন, আমি এ মুকুট আপনার শির থেকে কেড়ে নিতে চাই না। বরং আমি আপনার ঐ সুন্দর মাথায় এ মুকুট আরও দৃঢ়ভাবে পরাতে চাই।"

রাণী হেসে এণ্টনীর চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বললেন, "প্রভু কি বলছেন ?"

"আমি কি বলছি? কেন, আমি বলছি যে আপনি এখানে এসেছেন আমার আদেশে রাজনৈতিক কতগুলি অভিযোগের কৈফিয়ত দিতে। আপনি জানেন না যে আপনি ছাড়া আর কেউ হ'লে সম্রাজ্ঞীগিরি করতে আর সেই নীল-নদের দেশে ফিরে যেতে হ'ত না। কারণ আমি জানি আপনার বিরুদ্ধের সব অভিযোগই সত্যি। কিন্তু আপনি সুন্দরী শ্রেষ্ঠা। প্রভুর

শিল্প-নৈপুণ্যের সম্পূর্ণটাই যেন আপনি পেয়েছেন। তাই আপনার সব অপরাধই আমি ভুলে যাচ্ছি। আর তাই আপনার প্রতি এমন ক্ষমা দেখাচ্ছি যা কোনদিন জ্ঞানীদের প্রতি দেখাইনি, দেশপ্রেমিকদের প্রতিও নয়; এমন কি বার্ধক্যের ঔদার্যের প্রতিও নয়! তাই—দেখতে পাচ্ছেন নারীর সৌন্দর্য ও মোহিনী শক্তি কত শক্তিশালী, যা সম্রাটদের কর্তব্য বিচ্যুতি ঘটায়, যেখানে নারী তরবারি তোলে সেখানেও রাজারা অন্ধ বিচারে ক্ষমা করেন। তাই, মহিয়সী মিশর-সম্রাজ্ঞী, নিন আপনার মুকুট, এটা খুব ভারী হলেও এখন থেকে আমি দেখবো যাতে এ মুকুট আপনাকে পীড়া না দেয়।"

রাণী বললেন, "এসবই রাজার উপযুক্ত কথা মহান এণ্টনী, এসবই আপনার মত বিশ্ববিজয়ী বীরের উপযুক্ত—আপনার মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। আমি যদি সত্যিই অপরাধ ক'রে থাকি, তবুও তা' অতীতের কুকর্ম, আর তখন তো আমি এণ্টনীকে চিনতাম না। এণ্টনীকে চেনার পরেও কেউ কি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে? আর এমন কোন্ মেয়ে আছে যে এণ্টনীর বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করতে পারে, যে এণ্টনীকে দেখা মাত্র সব মেয়েরাই দেবতার মত পূজা করে, যেমন ক'রে সূর্য সব ফুলেরই কর্তৃত্ব অর্জন করে? আমি আর কি বলতে পারি! আমি কি আর আমার শালীনতার বন্ধন অতিক্রম না ক'রে পারি? কেন, মহান এণ্টনী, আপনি নিজ হাতেই কেন এ মুকুট আমায় পরিয়ে দিন না? আমি এ মুকুটকে আপনার দান হিসেবে গ্রহণ করবো কারণ আপনার হাত থেকে নিয়ে যাওয়া আমার কাছে এর দাম দ্বিগুণ হবে, আর আপনার জন্যই সযত্নে তা' রক্ষা করবো। তাহলে আমি আপনার প্রজাস্বত্বে রাণী হবো আর আমার মাধ্যমেই প্রাচীন মিশর আপনার—মহান এণ্টনীর —বশ্যতা স্বীকার করবে। আপনি হবেন একাধারে রোমের একচ্ছত্র অধিপতি আর মিশর-সম্রাট।"

এণ্টনী তখন ক্লিওপেট্রার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়ে একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রাণীর সৌন্দর্যের সান্নিধ্য ও তাঁর তপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাসে এণ্টনী উত্তেজিত হ'য়ে রাণীকে দু'বাহুতে বেষ্টন ক'রে দ্রুত-গতিতে তিনবার চুমো দিলেন। তারপর বললেন, "ক্লিওপেট্রা, মধুর ক্লিওপেট্রা, আমি তোমায় এত ভালবাসি যে জীবনে এমন ভাল আর কাউকেই বাসিনি।"

রাণী মৃদু হেসে এণ্টনীর বাহুমুক্ত হ'য়ে পিছনে সরলেন। অসাবধানতার জন্যে রাণীর ভ্রূতে পরিহিত স্বর্ণ-নির্মিত সর্পের প্রতিকৃতিটি মেঝেতে পড়ে অন্ধকারে গড়িয়ে গেল। আমি এই কুলক্ষণ দেখতে পেলাম

এবং মনের এই তিক্ত মুহূর্তেও আমি এর কুফল পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। কিন্তু তাঁরা এসবের কিছুই লক্ষ্য করলেন না।

রাণী সুমধুর কণ্ঠে বললেন, "তুমি আমায় ভালবাস? কিন্তু কি ক'রে আমি জানবো যে তুমি আমায় ভালবাস? আমার বিশ্বাস তুমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী ফুলভিয়াকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাস।"

এণ্টনী বললেন "না, ফুলভিয়া নয়, তুমিই ক্লিওপেট্রা, আমি একমাত্র তোমায়ই ভালবাসি। ছোট বেলা থেকে অনেক মেয়েকেই আমার প্রতি আগ্রহী দেখেছি কিন্তু তোমার প্রতি আমার যে মোহ তেমনটা কারো প্রতিই অনুভব করিনি। তুমি বিশ্বের বিস্ময়। তোমার মত এত সুন্দরী মহিলা কোনদিনই জন্মায়নি। ক্লিওপেট্রা, তুমি কি আমায় ভালবাসতে পারো না? তুমি কি আমার প্রতি বিশ্বাস আনতে পারো না? আমার গৌরব বা ক্ষমতার জন্য নয়, অথবা আমি যা দিতে বা নিতে পারি সেজন্যও নয়, অথবা আমার সৈন্যবাহিনীর বিজয় নিনাদের জন্য বা আমার ভাগ্য-নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যের জন্যও নয়, শুধু আমার জন্য, শুধু তাঁবুতে তাঁবুতে থেকে বুড়িয়ে যাওয়া এণ্টনীর জন্য; হাঁ—শুধু প্রমোদী এণ্টনীর জন্য—সেই শঠ ও অদৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিন্তু যে কোন দিনও বন্ধুকে পরিত্যাগ করেনি অথবা শত্রুকে অসতর্ক মুহূর্তে আঘাত হানেনি—সেই এণ্টনীর জন্য? বলো মহিয়সী মিশর-সম্রাজ্ঞী, তুমি কি আমায় ভালবাসতে পারো না? ওহ্, তুমি যদি আমায় ভালবাসতে তাহলে আজ রোমের রাজধানীতে বসে যদি আমায় সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত করা হ'ত তার চেয়েও বেশী সুখী হতাম!"

এণ্টনীর কথার মাঝে ক্লিওপেট্রা তাঁর মুখের দিকে এমন অদ্ভুত নয়নে তাকালেন যা আমার কাছে সত্যিই অপূর্ব মনে হ'ল।

রাণী বললেন, "তোমার কথা অতি সহজ, আর তা' আমার কর্ণে মধুবর্ষণ করছে। তোমার কথা অন্য রকম হলেও অবশ্য তা' আমার কানে মধু বর্ষণ করতো কারণ এমন কোন্ মেয়ে আছে যে পৃথিবীর অধীশ্বরকে তার পদতলে দেখলে সুখী না হ'য়ে পারে? আর তুমি যা' বলছো এণ্টনী, তার চেয়ে মধুর কথা আর কি হ'তে পারে? ঝড়ঝঞ্ঝায় পতিত নাবিকের কাছে পোতাশ্রয়ের চেয়ে মধুর আশ্রয় আর কি হ'তে পারে? কঠোর তাপস যাজকের কাজে উৎসর্গের বেদীতে স্বর্গের আশীর্বাদের স্বপ্নইতো মধুর স্বপ্ন। এই বাস্তব জগতে তার পথে গোলাপী

আভাময় উষার আগমন নিশ্চয়ই মধুর। কিন্তু, আহ্! এসব আনন্দমুখর বিষয়ের চাইতে তোমার মধুর বাণী আমার কাছে আরও মধুর ওহে এণ্টনী। কারণ, তুমি জানো না, আর জানতেও পারবেনা যে আমার এত প্রিয় জীবন কত নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছিল এতদিন, কারণ শুধুমাত্র ভালবাসাই মেয়েদের নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারে, যা থেকে আমি এতদিন ছিলাম বঞ্চিত! আমি কখনোই ভালবাসার স্বাদ আস্বাদন করিনি, কখনো ভাল-বাসতে পারিনি—আজকের এই আনন্দময় রাত ছাড়া! আহ্, আমায় তোমার বাহুতে ধারণ করো এণ্টনী; এসো আমরা ভালবাসার এক মহান প্রতিজ্ঞায় মিলিত হই—এমন প্রতিজ্ঞা যা' জীবন থাকতে ভাঙ্গবে না! শোনো এণ্টনী, এই মুহূর্তে এবং সর্বকালের জন্য তোমার প্রতি আমার একান্ত আনুগত্য প্রতিজ্ঞার সাথে নিবেদন করছি। এখন এবং সর্বকালের জন্য আমি তোমার—একমাত্র তোমারই।"

চারমিয়ন তখন আমার হাত ধ'রে সেখান থেকে নিয়ে গেল। আমরা যখন পুনরায় চারমিয়নের কক্ষে উপস্থিত হলাম তখন সে বললো, "তুমি যথেষ্ট দেখেছো, নয় কি?"

আমি বললাম, "হাঁ, আমার চোখ খুলেছে।"

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

[চারমিয়নের পরিকল্পনা ; তার স্বীকারোক্তি এবং হারমাসিসের উত্তর ।]

কিছুক্ষণের জন্য আমি মাথা নত ক'রে বসে রইলাম। এইমাত্র যা' দেখলাম তাতে ও সর্বশেষ তিক্ততার লজ্জায় আমার অন্তর দগ্ধ হ'তে লাগলো। ভাবলাম এই বুঝি সবকিছুর শেষ, এজন্যই আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলাম, এজন্যই তাহলে আমি পিরামিডের ঐ গুপ্তধনের কথা প্রকাশ করেছিলাম, আর এই পরিণতির জন্যই আমি আমার মুকুট হারিয়েছি। আমার মান-সম্ভ্রমও শেষপর্যন্ত হারিয়েছি, আর সেই সঙ্গে সম্ভবতঃ স্বর্গের আশাও আমি হারিয়েছি! সে রাতে আমি যে লজ্জা অনুভব করেছি তেমনটা বোধ হয় আর কারো কোনদিন ভোগ করার মত দুর্ভাগ্য হয়নি। হাঁ, নিশ্চয়ই কারো এমন দুর্ভাগ্য হয়নি। আমি এখন কোথায় যাবো? কি করবো? আমার এই ক্ষত-বিক্ষত দগ্ধ হৃদয়ে এই মুহূর্তেও প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। মন যেন চিৎকার করে উঠলো কারণ এই মেয়ে-লোকটিকে আমি ভালবাসতাম, তাঁকে আমার জীবনের সবকিছুই দিয়েছি। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি কোথায়? এণ্টনীর বাহুবন্ধনে সেই নিভৃত কক্ষে। হায় দুর্ভাগ্য! একথা আমি ভাবতেও পারি না। তাই এই বিষাদমগ্ন মুহূর্তে আমার দু'নয়ন বেয়ে সমুদ্রের ধারা প্রবাহিত হ'ল। কিন্তু কেঁদেও আমি কোন কূল পেলাম না।

চারমিয়ন আমার কাছে এলো। দেখলাম সেও কাঁদছে। আমার পার্শ্বে নতজানু হ'য়ে চারমিয়ন বললো, "কেঁদো না হারমাসিস। তোমার কান্না আমি সহ্য করতে পারছিনা। হায়, তুমিতো আমার সাবধানবাণী শোনো নাই! শুনলে তুমি আজ সুখী হ'তে পারতে, বর্তমান অবস্থায় পড়তে না। শোনো হারমাসিস, ঐ উগ্র বাঘিনীর কথা তুমিতো শুনেছো—কাল তিনি তোমায় জল্লাদের হাতে তুলে দেবেনই!"

আমি বললাম, "বেশ হবে।"

"না, বেশ হবে না। তোমার উপরে তাঁকে শেষবারের মত বিজয়িনী হ'তে দিও না। তুমি শুধু প্রাণটা ছাড়া আর সবই হারিয়েছো, কিন্তু যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ আশাও আছে, আর সেই সাথে আছে প্রতিশোধ নেবার সম্ভাবনাও।"

আমি উত্তেজনায় দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, "তাইতো, তাইতো, আমি একথা চিন্তাও করিনি। প্রতিশোধের সুযোগ! প্রতিশোধ নিতে পারলে চমৎকার হবে।"

চারমিয়ন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'হাঁ, হারমাসিস! প্রতিশোধ নিতে পারলে চমৎকার হবে। কিন্তু প্রতিহিংসা এমন একটা তীর যা' বারবার ছুঁড়লেও নিজেকেই বিদ্ধ করে। আমি নিজেই একথা ভালভাবে জানি! কিন্তু বিলাপ করা বা আলোচনা করা আপাততঃ স্থগিত রাখতে হবে, আগত ভয়ানক দিনগুলিতে আমরা দু'জনে কথা বলার মত সুযোগ না পেলেও বিলাপ করার মত যথেষ্ট সময় পাবো। কিন্তু তোমায় এখন পালাতেই হবে—প্রভাতের আগেই তোমায় পালাতে হবে। একটা উপায় দেখতে পাচ্ছি। গতকাল ফল নিয়ে একখানি জাহাজ আলেকজান্দ্রিয়া থেকে এখানে এসেছে, তা' এই রাতেই আবার আলেকজান্দ্রিয়া যাত্রা করবে। এই জাহাজের নাবিক আমার পরিচিত কিন্তু সে তোমায় চেনে না। সিরিয়ার ব্যবসায়ীর পোশাক যোগাড় ক'রে তোমায় একজন ব্যবসায়ীর মত সাজিয়ে একখানি চিঠি নিয়ে নাবিকের কাছে পাঠাবো। সে তোমায় আলেকজান্দ্রিয়ায় নিয়ে যাবে। সে শুধু একথাই জানবে যে তুমি একজন ব্যবসায়ী. আর ব্যবসার জন্যই আলেকজান্দ্রিয়ায় যাচ্ছো। তাছাড়া আজ রাতের মত প্রহরীদের প্রধান হিসেবে ব্রুনাস কাজ করছে। সে তোমার ও আমার উভয়েরই বন্ধু। সে হয়ত কিছু বুঝতে পারবে, হয়ত বা কিছু বুঝতেই পারবে না, কিন্তু তথাপি সিরিয়ার ব্যবসায়ী নিরাপদেই প্রহরীদের বেষ্টনী অতিক্রম করতে পারবে। তোমার কি মত?"

আমি বললাম, "উত্তম, কিন্তু ব্যাপারটা আমার যেন তেমন আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে না।"

"তুমি তাহলে এখানে বিশ্রাম করো, আমি ততক্ষণে সবকিছু প্রস্তুত করি। কিন্তু হারমাসিস, অতো দুঃখ ক'রো না কারণ তোমার চেয়েও বেশী দুঃখ পাওয়ার লোক আছে।" বলেই চারমিয়ন চলে গেল। আর এই বিষাদময় মুহূর্তে আমি একা সেখানে পড়ে থাকলাম। মানসিক যন্ত্রণায় আমার হৃদয় দগ্ধ হ'তে লাগলো। প্রতিহিংসার উগ্র কামনা তমানিশার সমুদ্রে বিদ্যুৎ ঝলকের মত আমার বিদীর্ণ মনে জাগতে লাগলো। তা' নাহলে হয়ত সেই রাতেই আমার বিবেচনা শক্তি লোপ পেতো।

শেষে চারমিয়নের পদশব্দ শুনতে পেলাম। তার হাতে কাপড়-চোপড়ের একটা বোঝা, আর তারই ভারে সে হাপাচ্ছে।

চারমিয়ন বললো, "সব কিছুই ঠিক আছে। এই নাও পোশাক। সাথে আছে অতিরিক্ত নাইলনের কাপড়, লেখার আসবাবপত্র, মোটকথা প্রয়োজনীয় সবকিছুই আছে। আমি ব্রুনাসের সাথেও দেখা ক'রে বলেছি যে প্রত্যুষের এক ঘণ্টা আগে সিরিয়ার একজন ব্যবসায়ী প্রহরীদের বেষ্টনী অতিক্রম করবে। যদিও সে ঘুমের ভান করেছিল, কিন্তু তবুও আমার মনে হয় সে বুঝতে পেরেছে, কারণ হাই তুলে সে বলেছে যে "এণ্টনী" সংকেত বাক্য উচ্চারণ করলে একজন কেন পঞ্চাশজন সিরিয়ান ব্যবসায়ীও তাদের ন্যায়সঙ্গত ব্যবসায়ে যেতে পারবে। এই নাও নাবিকের কাছে লিখিত পত্র। জাহাজটি চিনতে তোমার ভুল হবে না কারণ ঘাটের ডাইন মাথায় ভিড়ানো ছোট্ট একটি জাহাজ, কালো রং। তাছাড়া উহার নাবিকেরা এখন যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি, তুমি চট ক'রে কাপড় বদলিয়ে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নাও।"

চারমিয়নের প্রস্থানের সাথে সাথে আমি গায়ের দামী কাপড়-চোপড় ছিড়ে থুথু ফেলে লাথি দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলাম। তারপর ব্যবসায়ীর সাদাসিদা পোশাক পড়ে ঝুলি গায়ে জড়িয়ে কোমরে ছুরি ঝুলিয়ে নিলাম। আমার পোশাক পরা শেষ হ'লে চারমিয়ন ফিরে এসে আমার দিকে তাকালো।

শেষে চারমিয়ন বললো, "এখনও তোমায় রাজার মত দেখাচ্ছে হারমাসিস। তোমার চেহারাও বদলাতে হবে।"

সে তার টেবিল থেকে একটি কাঁচি হাতে নিয়ে আমায় বসতে বলে আমার মাথার লম্বা চুল খাট করতে লাগলো। শেষে আবার চুল ক্লিপ ক'রে দিল। তারপর সে কাজল নিয়ে আমার মুখে ও হাতে নিপুণভাবে মেখে দিল। মাথার যেখানে ব্রুনাসের আঘাতে সাদা হ'য়ে গিয়েছিল সেখানেও সে সুন্দরভাবে কাজল দিয়ে দিল।

তারপর কাষ্ঠহেসে চারমিয়ন বললো, "এখন তবু কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে—মন্দের ভালো, হারমাসিস। তোমায় আমি এভাবে না চিনলে হয়ত আমি নিজেও হঠাৎ দেখলে তোমায় চিনতে পারতাম না। কিন্তু এখনও আর একটা কাজ বাকী।" বলে সে কাপড়-চোপড় রাখার একটি বাক্স খুলে স্বর্ণপূর্ণ একটি ভারী থলি বের করলো।

সে বললো, "এটা তুমি নাও হারমাসিস। তোমার টাকার প্রয়োজন হবে।"

"আমি তোমার স্বর্ণ নিতে পারিনা চারমিয়ন।"

"হাঁ নাও, এসবই সেপা মামা আমাদের কাজের জন্য দিয়েছিলেন। সুতরাং এগুলি তোমার ব্যবহারের যোগ্য। তাছাড়া আমার যদি টাকার

প্রয়োজন হয় তাহলে এণ্টনীর কাছ থেকেই নিতে পারবো কারণ এখন থেকে তিনিই আমার মনিব। তদুপরি তিনি আমার কথা সবই জানেন! সামান্য বিষয় নিয়ে অযথা মূল্যবান সময় নষ্ট ক'র না, তুমি এখনও পুরোপুরি ব্যবসায়ীর রূপ ধারণ করতে পারনি হারমাসিস।" বলেই সে আমার কাঁধে ঝুলানো চামড়ার থলিতে স্বর্ণের টুকরাগুলি ঢেলে দিল। তারপর বিশেষ নিপুণতার সাথে সে বাকী অলঙ্কারগুলি আলাদা একটি থলিতে বেঁধে তাতে রংপূর্ণ একটি স্ফটিক পাত্র রাখলো। পথে এই রং দিয়ে আমার ছদ্মবেশ ধারণের কাজ চল্‌বে। তারপর যেসব মূল্যবান কাপড়-চোপড় আমি নিক্ষেপ করেছিলাম সেসব লুকিয়ে রাখলো। এভাবে সবকিছুই প্রস্তুত হ'ল।

আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, "আমার যাওয়ার সময় কি হয়েছে?"

"এখনও কিছু সময় বাকী আছে। একটু ধৈর্য ধরো হারমাসিস। আর একটু সময়ের জন্য আমার উপস্থিত তোমায় সহ্য করতেই হবে। তার-পর হয়ত চিরদিনের জন্য বিদায়।"

এখন তিক্ত কথার সময় নয় এমন ভাব ক'রে আমি তার দিকে তাকালাম।

চারমিয়ন বললো, "আমার কটু জিহ্বার জন্য আমায় ক্ষমা ক'রো। কিন্তু লবণাক্ত স্থানে তিক্ত পানির ঝর্ণাই হয়। বসো হারমাসিস। তোমার বিদায়ের আগে আমার আরও বিষাদময় কিছু কাহিনী আছে।"

আমি বললাম, "বলো, যত কটু বা অপ্রিয় কথাই হোকনা কেন কোন কিছুতেই আমি আর বিচলিত হবো না।"

চারমিয়ন হাত জোড় ক'রে আমার সামনে দাঁড়ালো। প্রদীপের ক্ষীণ আলোক তার সুন্দর মুখে পড়লো। অলসভাবে তার পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে তার দু'চোখের পাশে গভীর কালো দাগ লক্ষ্য করলাম। সে দু'দু'বার মুখ তুলে কথা বলার চেষ্টা করলো কিন্তু কিছুই বলতে পারলো না।

শেষ পর্যন্ত সে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো, "সত্যি কথা তোমায় না বলে আমি তোমায় যেতে দিতে পারি না—না না, কিছুতেই যেতে দিতে পারি না! হারমাসিস, আমিই তোমায় প্রতারণা করেছিলাম।"

আমি দুর্ভেদ্য এক অভিশাপ উচ্চারণ করতে করতে দাঁড়ালাম, কিন্তু চারমিয়ন আমার হাত ধরে থামিয়ে দিলো।

সে বললো, "ওহ্‌ হারমাসিস, বসো বসো, একটু বসো, আমার কথা শোনো। আমার কথা শুনে যা খুশী তা-ই ক'রো। শোনো, দ্বিতীয়বার

যখন আমি সেপা মামার সামনে বসে তোমায় দেখেছি, সেই কুক্ষণেই আমি তোমায় ভালবেসেছি। আমার সে ভালবাসা যে কত গভীর তা' তুমি বুঝবে না। ক্লিওপেট্রার প্রতি তোমার যে ভালবাসা তাকে দ্বিগুণ করো, তা' আবার দ্বিগুণ করো, তাহলে হয়ত তুমি আমার ভালবাসার গভীরতার নিকটবর্তী হ'তে পারবে। সেদিন থেকেই তোমায় আমি ভালবাসতে লাগলাম, দিন দিন আমার সে ভালবাসা গভীর থেকে গভীরতর হ'তে লাগলো। আর শেষ পর্যন্ত আমি শুধু তোমার জন্যই বেঁচে থাকতে লাগলাম। কিন্তু তুমি অনড় থাকলে, পাথরের চেয়েও বেশী নিশ্চল থাকলে! তুমি আমার সাথে রক্ত-মাংসের মেয়ের মত ব্যবহার না ক'রে উদ্দেশ্য সাধনের একটা হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করতে লাগলে। তোমার সৌভাগ্য অর্জনের হাতিয়ার রূপেই ব্যবহার করতে লাগলে। আর তারই মাঝে দেখতে পেলাম, এমন কি তুমি নিজে জানার আগেই আমি বুঝতে পারলাম যে তোমার হৃদয়ের জোয়ার সেই ধ্বংসাত্মক উপকূলের দিকে ধাবিত হয়ে যাচ্ছে যেখানে আজ তোমার ভরাডুবি হ'ল। আর তারই মাঝে সেই দুর্ভাগ্যজনক রাত এলো যে রাতে আমি তোমারই কক্ষে লুকিয়ে থেকে দেখলাম তুমি আমার রূমালটি বাইরে নিক্ষেপ ক'রে আমার রাজকীয় প্রতিযোগিনী সেই ক্লিও-পেট্রার দেওয়া গোলাপের মালাটি—গভীর আগ্রহভরে ধারণ করলে। আর, তুমি বুঝবে না হারমাসিস, আমার সেই গভীর বিষাদের ফলে আমি সব গোপন কথাই ব্যক্ত ক'রে দেই। কারণ তুমি আমায় নিয়ে কৌতুক করেছিলে হারমাসিস। ওহ্, কি লজ্জার কথা, তুমি নির্বোধের মত আমায় ব্যঙ্গ করেছিলে, আর আমি তখন সেখান থেকে চলে গিয়েছিলাম। আমার অন্তরে তখন এমন ঝড় বয়ে যাচ্ছিল যা যে কোন নারীর হৃদয় বিদীর্ণ করতে পারতো কারণ আমি স্পষ্টই বুঝেছিলাম যে তুমি ক্লিওপেট্রাকে ভালবেসে ফেলেছো! আর হাঁ আমি তখন এমনই উন্মাদের মত হয়েছিলাম যে ভাবলাম সেই মুহূর্তেই তোমার সব গোপন কথা বলে দেবো, কিন্তু আবার ভাবলাম এখন না, এখন না, হয়তবা কাল তোমার সুমতি হ'তে পারে। পরের দিন আমাদের চক্রান্তের চরম দিন এলো, যে চক্রান্তের সাফল্যের উপরে নির্ভর করতো তোমার সম্রাট হওয়া! সব কিছুই প্রস্তুত ছিল, আর তুমি জানো, আমিও এলাম। আমি যখন উপদেশের ছলে কথা বলেছিলাম তখন আবার তুমি আমায় হাল্কাভাবে প্রত্যাখ্যান করলে! তুমি এমন ভাব দেখালে যে আমি অতি নগণ্য, এমনি নিঃস্ব যে দু'এক মুহূর্তের জন্যও তুমি আমায় সহ্য করতে পারলে না। তুমি একথা না জানলেও আমি জানতাম যে, যাকে

তুমি একটু পরেই হত্যা করতে যাবে তাকেই তুমি ভালবেসেছো। তাই আমি উন্মাদিনীর মত হ'য়ে পড়লাম, আর দুষ্ট বুদ্ধি আমার মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো! শেষে এমন হ'ল যে আমি আপন সত্তা হারিয়ে ফেললাম। নিজেকে আমি আর আয়ত্তে রাখতে পারলাম না, আর যেহেতু তুমি আমায় নির্মমভাবে অবজ্ঞা করেছো, আমিও আমার চিরদিনের অসম্মান ও লজ্জার কাজ ক'রে বসলাম। আমি তখন ক্লিওপেট্রার কাছে গিয়ে তোমার ও তোমার সঙ্গীদের প্রতারিত করলাম, আমাদের মহান ব্রত নিষ্ফল ক'রে দিলাম। ক্লিওপেট্রাকে আমি বললাম যে তোমার একখানি চিঠি আমি কুড়িয়ে পেয়েছি এবং তাতে এসব কথা পড়েছি।"

আমি শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় নীরবে শুনতে লাগলাম। আর বিষাদক্লীষ্ট নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে চারমিয়ন আবার বলতে লাগলো, "ক্লিওপেট্রা যখন বুঝতে পারলেন যে এটা একটা বিরাট চক্রান্ত, আর এর শিকড় খুবই গভীর, তখন তিনি অতিশয় বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। প্রথমে তিনি সিয়াসে পালানোর বা জাহাজে ক'রে সাইপ্রাসে যাওয়ার মতলব করলেন। কিন্তু আমি বললাম যে সেসব পথ বন্ধ। তখন তিনি বললেন যে তিনি তোমায় ঐ কক্ষেই হত্যা করাবেন। আমি এই বিশ্বাস নিয়েই তাঁর কক্ষ ত্যাগ করলাম কারণ আমি তখন তোমার মৃত্যুই কামনা করেছি, এমন কি, যদি আমায় তোমার কবরে কাঁদতে কাঁদতে মরতেও হয় তবুও তোমার মৃত্যুই ছিল আমার একান্ত কাম্য। তাই হারমাসিস, এই মাত্র আমি কি বললাম—'প্রতিহিংসা এমন একটা তীর যা' বারে বারে ফিরে এসে নিক্ষেপকারীকেই বিদ্ধ করে।' আমার বেলায়ও তাই-ই হয়েছে। কারণ আমার প্রস্থান ও তোমার গমনের মধ্যেই ক্লিওপেট্রা আরও গভীর এক ফন্দী আটেন। তোমায় হত্যা করানোর মানেই হবে আরও বড় রকমেই বিদ্রোহের সূচনা করা, একথা ক্লিওপেট্রা বুঝতে পারলেন। তিনি তখন ভাবলেন যে তাঁর হাতের মুঠায় তোমায় রেখে যতদিন তিনি তোমার লোকজনদেরে দেখাতে পারবেন যে তুমিই বিশ্বাসঘাতক ততদিন সব বিদ্রোহই শান্ত থাকবে, আর আসন্ন বিপদ থেকেও তিনি রক্ষা পাবেন। এতবড় চক্রান্ত যখন তাঁর বিরুদ্ধে হয়েছে তখন তার সন্দেহযুক্ত ফলের ঝুঁকি তিনি নিলেন, কিন্তু আমার কি আরও বলার প্রয়োজন আছে? বাকী সবকিছুই তুমি জানো হারমাসিস! কিভাবে তিনি জয়ী হলেন সেকথাও তুমি জানো। আর এভাবেই আমারই নিক্ষিপ্ত প্রতিহিংসার তীরের ফলা আমারই বক্ষে বিদ্ধ হ'ল, কারণ পরের দিনই আমি বুঝতে পারলাম যে বিনা কারণেই আমি পাপ করেছি আর আমার প্রতিহিংসার বোঝা পলাসের

ঘাড়ে চেপেছে। যে কাজের জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সে কাজ আমি ধ্বংস করে আমারই প্রিয়তমকে নিজ হাতে আমি ঐ স্বেচ্ছাচারিণীর হাতে তুলে দিয়েছি।"

সে মাথা নত করলো। আমি কোন কথাই বললাম না। তাই সে আবার বলতে শুরু করলো, "আমার সব পাপের কথাই বলতে দাও হারমাসিস। এবং তার পরে বিচার করো। শোনো তার পরের কথা। ক্লিওপেট্রা মনে মনে তোমায় কিছুটা ভালোবাসলেন আর তোমায় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার কথাও ভাবলেন কারণ তাহলে তিনি তোমার ও তোমার লোকজনদের সহায়তা পাবেন এবং তাদের সাহায্যে মিশরবাসীদের মন জয় করতে পারবেন। তিনি জানতেন যে মিশরীয়রা তাঁকে বা টলেমীর গোষ্ঠীর কাউকেই চায় না। আর এভাবেই তিনি আবার তোমায় একটা চাল দিলেন। তুমিও বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তাঁর কাছে মিশরের গুপ্ত সম্পদের কথা প্রকাশ ক'রে দিলে, যা' আজ তিনি এণ্টনীর জৌলুষের কাছে ব্যয় ক'রে চলেছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তখনও পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রে তোমায় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন ডেলিয়াস উত্তরের জন্য এলো সেদিন ভোরেই রাণী আমায় ডেকে আমার মত চাইলেন কারণ আমার জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর ভাল ধারণা ছিল। আমার পরামর্শকে তিনি বেশ মূল্য দিতেন। তিনি এণ্টনীকে অগ্রাহ্য ক'রে তোমায় স্বামীত্বে বরণ করবেন, না বিয়ের চিন্তা বাদ দিয়ে এণ্টনীর কাছে আসবেন এ ব্যাপারে তিনি আমার পরামর্শ চাইলেন। কিন্তু হারমাসিস, আমার পাপের পরিধি লক্ষ্য করো। তীব্র প্রতি হিংসার জ্বালায় আমি তাঁকে পরামর্শ দিলাম। নিশ্চয়ই তাঁর এণ্টনীর কাছে চলে আসা উচিৎ কারণ তোমায় তাঁর স্বামী ও তাঁকে তোমার স্ত্রী হিসাবে দেখবো একথা আমি সহ্যই করতে পারলাম না। তাছাড়া ডেলিয়াসের সাথে কথা বলে একথা আমি স্পষ্টই জানতে পেরেছিলাম যে দুর্বলহৃদয় এণ্টনী ক্লিওপেট্রাকে দেখামাত্র মাকাল ফলের মত তাঁর পদতলে আত্মাহুতি দিবেন। আর আজ দেখতে পাচ্ছো তাই-ই হয়েছে। এইমাত্র তুমি নিজ চোখেই আমার অনুমানের সত্যতা দেখেছো। এণ্টনী ক্লিওপেট্রাকে ভালবাসেন আর ক্লিওপেট্রাও এণ্টনীকে ভালবাসেন। মাঝখান দিয়ে তুমিই হয়েছো সর্বহারা, আর আমার সব কিছুই হ'ল বিফল। আর আজ এই রাতে মনে হচ্ছে যে এ জগতে আমিই সবচেয়ে বেশী পাপীষ্ঠ নারী। কারণ একটু আগে তোমার মনের যে বিলাপ আমি শুনেছি তাতে আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে আর তাই আমি আমার সব পাপের কথা তোমায় বলে শাস্তি নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি।"

একটু থেমে চারমিয়ন আবার বলতে শুরু করলো, "আমার আর কিছুই বলার নেই হারমাসিস। শুধু আমার কথা ধৈর্যসহকারে শোনার জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর শুধু একটি কথাই বলবো—আমার অন্ধ ভালবাসার মোহে আমি আমরণ তোমার সাথে শত্রুতাই করেছি! আমিই তোমায় ধ্বংস করেছি, তাই মৃত্যু আমায় পুরস্কৃত করুক! আমায় তুমি হত্যা করো হারমাসিস! আমি সন্তুষ্ট চিত্তে তোমার তরবারির আঘাতে মরতে প্রস্তুত, আর হাঁ, তুমি ঐ তরবারির ফলা চুম্বন করো হারমাসিস! আমায় তুমি হত্যা ক'রে চলে যাও কিন্তু তুমি যদি আমায় হত্যা না করো তাহলে আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করবো।"

চারমিয়ন আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার পায়রা বক্ষ তুলে ধরলো যাতে ছুরি দিয়ে আমি তার বক্ষ বিদ্ধ করতে পারি। আমি সেই তীব্র ক্ষোভের মুহূর্তে তাকে হত্যা করতে চাইলাম কারণ, এই নারীই আমার ধ্বংসের কারণ, এই নারীই আমার লাঞ্ছনার কারণ, তারই প্রতিহিংসার কশাঘাতে আমি জর্জরিত হয়েছি। কিন্তু কোনও সুন্দরী নারীকে হত্যা করা খুবই কঠিন কাজ আর, এমন কি, আমি যখন তরবারি তুললাম তখনও মনে পড়লো যে এই নারীই আবার দু'বার আমার জীবন রক্ষা করেছে।

আমি বললাম, "নারী! নির্লজ্জ নারী! দাঁড়াও! আমি তোমায় হত্যা করবো না! আমার নিজের এত পাপ নিয়ে তোমার পাপের বিচার করার অধিকার আমার নেই।"

সে আর্তনাদ ক'রে উঠলো। "আমায় হত্যা করো, দোহাই তোমার হারমাসিস, আমায় হত্যা করো, নইলে আমিই আত্মহত্যা করবো। এত পাপের বোঝা আর আমি বহন করতে পারছি না হারমাসিস। অমন মরার মতো নিশ্চল হ'য়ো না, আমায় অভিসম্পাত দিয়ে হত্যা করো!"

আমি বললাম, "এইমাত্র তুমিই তো বলেছো যে, যেমন কাজ তুমি করেছো তেমন ফল তোমায় পেতেই হবে! আর আমিও তো তোমার সমান পাপী এবং তোমায় দিয়েই আমি পাপ করেছি। তাই তোমায় হত্যা করাও আমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত নয়। চারমিয়ন, তুমি যেমন কাজ করেছো তেমন ফল তোমায় পেতেই হবে। ইতর নারী! তোমারই নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা আমার ও সমগ্র মিশরের সর্বনাশের কারণ! বেঁচে থাকো এবং যুগযুগ ধ'রে তোমারই স্বহস্তে রোপিত বিষবৃক্ষের ফল আস্বাদন করো! ক্রুদ্ধ প্রভুদের বিভীষিকায় তোমার নিদ্রা ব্যাহত হোক! ঐ ক্রুদ্ধ প্রভুদের নির্মম প্রতিশোধ তোমার ও আমার উভয়ের জন্য সেই নির্লিপ্ত শেষ বিচারের দিনের

জন্য অপেক্ষা করছে! তোমার দুর্দম প্রেমের ফলে যার হ'ল অকথ্য লাঞ্ছনা ও ধ্বংস, তার বিভীষীকায় প্রতিটি দিন কণ্টকিত হোক, আর তুমি মিশরীয়দের দৃষ্টিতে অতৃপ্ত ক্লিওপেট্রার শিকারে পরিণত হ'য়ে রোমান এণ্টনীর দাসীতে পরিণত হও।”

ভয়ে আঁতকে উঠে চারমিয়ন বললো, “ওহ হারমাসিস! এত নিঠুর হ'য়ো না! এমন কঠোরের মত ব'লো না। তোমার কথা যে কোন তরবারির চেয়ে তীক্ষ্ন। আর এখন না হ'লেও তোমার কথাই আমায় ধীরে ধীরে হত্যা করবে।”

তারপর আমার জামা ধ'রে সে আবার বললো, “শোনো হারমাসিস! তুমি যখন মহান ছিলে এবং সমস্ত শক্তি যখন তোমার হাতের মুঠোয় ছিল তখন আমায় তুমি প্রত্যাখ্যান করেছো। এখন ক্লিওপেট্রা তোমার পরিত্যাগ করেছেন, তুমি এখন নিঃস্ব ও লাঞ্ছিত, তোমার মাথার নিচে এখন বালিশ নেই। এখনও কি তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করবে? আমি এখনও সুন্দরী, এখনও আমি তোমারই উপাসনা করি। আমিও তোমার সাথে পালাই, আর সারা জীবনের ভালবাসা দিয়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। কিন্তু তা যদি খুব অসম্ভব বলে মনে করো তাহলেও আমায় তোমার বোনের মত মনে করো, তোমার চাকরাণীর মত গ্রহণ করো, শুধু দাসীর মত গ্রহণ করো যাতে আমি শুধু তোমার মুখ দর্শন করতে পারি, আর তোমার বিপদের সঙ্গী হ'য়ে তোমার সাহায্যকারিণী হিসেবে থাকতে পারি। ওহে হারমাসিস, আমায় শুধু তোমার সঙ্গে নাও, আমি সব ঝুঁকি নিয়ে সব কিছুই সহ্য করবো, আর মৃত্যু ছাড়া কোন কিছুই আমায় তোমার কাছ থেকে দূরে সরাতে পারবে না। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, যে ভালবাসা তোমার সাথে জড়িয়ে আমায় এত নীচে নামিয়েছে সেই ভালবাসাই তোমায় সহ আমায় আবার সমউচ্চে তুলতে পারে!”

আমি বললাম, “আমায় কি নতুন পাপের পথে প্রলুব্ধ করছো নারী? তুমি কি মনে করো যে আমি যে সব গুহায় লুকিয়ে থাকবো সেখানে বসে দিনের পর দিন তোমার ঐ সুন্দর মুখ দেখবো আর দেখে দেখে মনে করবো যে ঐ তোমার রক্তিম দু'টি ঠোঁটই আমায় প্রতারিত করেছে? এত সহজে তোমার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। একথা আমি এই মুহূর্তেই বলে দিতে পারি যে বহুদিন ধ'রে এবং খুব নির্মম ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় তোমায় তোমার পাপের ফল ভোগ করতে হবে। এমন কি, প্রতিশোধ নেওয়ারও সময় আসতে পারে, আর হয়ত সেদিনও তোমার অংশ গ্রহণের জন্য তুমি বেঁচে

থাকতে পারো। তোমায় এখনও ক্লিওপেট্রার দরবারে থাকতে হবে, আর আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে তথায় তোমার থাকাকালীন সময়ে তোমায় খবর দেওয়ার পথ পাবো। হয়ত এমনও দিন আসতে পারে যেদিন তোমারই সহায়তা আমার প্রয়োজন হবে। তাই এখন প্রতিজ্ঞা করো যে তখন তুমি দ্বিতীয়বার আমায় বঞ্চনা করবে না।"

"আমি প্রতিজ্ঞা করছি হারমাসিস, আমি প্রতিজ্ঞা করছি। আমি যদি আবার তোমায় নামেমাত্র প্রতারণা করি তাহলে আমার দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা যেন চিরস্থায়ী হয় আর তা যেন অত্যধিক অসহ্য হয়, যেন আমার বর্তমান দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণার চেয়েও বহুগণ বেশী শাস্তি আমায় ভোগ করতে হয়।"

আমি বললাম, "বেশ বেশ। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করো, যেন দ্বিতীয়-বার আমরা প্রতারিত না হই। আমি এখন আমার ভাগ্যান্বেষণে যাচ্ছি, আর তুমিও তোমার ভাগ্যান্বেষণে থাকো। হয়ত বা আমাদের ভিন্নমুখী সূত্র মাকড়সার জালের মত একত্রীভূত হ'য়ে উঠবে। অবাঞ্ছিতভাবে তুমি আমায় ভালবেসে সেই প্রেমের মোহে প্রতারণা ক'রে আমার ধ্বংস এনেছো। বিদায় চারমিয়ন। বিদায়।"

সে আমার দিকে হিংস্রভাবে তাকিয়ে দু'বাহু এমন ভাবে আমার দিকে প্রসারিত করলো যেন আমায় বক্ষে ধারণ করবে। কিন্তু অদম্য ক্ষোভে সে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

আমি কাপড়ের থলি ও অন্যান্য জিনিসপত্র হাতে নিয়ে দরজার দিকে চললাম, আর দরজা অতিক্রম করতে করতে শেষবারের মত তার দিকে তাকালাম। দেখলাম সে মাটিতে লুটিয়ে আছে, দু'হাত প্রসারিত, হাত দু'খানি তার কাপড়ের চেয়েও সাদা, কালো চুলের গুচ্ছ মেঝেতে ছড়ানো আর তার সুন্দর ভ্রূ যুগল ধূলায় লুণ্ঠিত।

এইভাবে আমি তাকে ত্যাগ ক'রে চলে এলাম। সুদীর্ঘ নয়টি বছর এসে চলে গেলো। কিন্তু এর মধ্যে কখনো আর দ্বিতীয়বার তাকে দেখি নাই।

(এখানেই পাপিরাসের দ্বিতীয় ও সবচেয়ে বড় গুচ্ছটি শেষ হ'ল।)

ক্লিওপেট্রা

তৃতীয় খণ্ড

হারমাখিসের প্রতিশোধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

[টারসাস থেকে হারমাসিসের পলায়ন ; সমুদ্র দেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ হিসেবে হারমাসিসকে সমুদ্রে নিক্ষেপ ; তার সাইপ্রাস দ্বীপে উপস্থিতি ; তার আবুদিসে প্রত্যাবর্তন ও আমেনেমহাটের পরলোক গমন।]

সিঁড়ি বেয়ে আমি নিরাপদে নিম্নে অবতরণ করলাম এবং বিরাট এই বাড়ীর আঙ্গিনায় দাঁড়ালাম। ভোর হ'তে এখনও এক ঘণ্টা বাকী, তাই এখনও কেউই জাগে নাই। সব মাতালের দলই মদ পান ক'রে তন্দ্রাভিভূত হয়েছে। নর্তকীরা নাচ বন্ধ করেছে। সমস্ত শহরই এখন শান্ত। আমি ফটকের কাছে পেঁছতেই মোটা চাদর পরিহিত এক প্রহরীর সামনে পড়লাম। সে প্রশ্ন করলো, "কে যাচ্ছে ?"

গলার স্বরে বুঝলাম ব্রুনাস। তাই গলার স্বর পরিবর্তন ক'রে আমি বললাম, "আশা করি মহাশয় জ্ঞাত আছেন যে আমি একজন ব্যবসায়ী। আমি রাণীর পরিবারের এক মহিলার জন্য আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কিছু উপঢৌকন নিয়ে এসেছিলাম। ভদ্র মহিলা আমায় পানাহারে পরিতুষ্ট ক'রে বিদায় দিয়েছেন। এখন আমি আমার কাজে ফিরে যাচ্ছি।"

সে বিড়বিড় ক'রে বললো, "হুঃ, রাণীর পরিবারের মেয়েরা তাদের অতিথিদেরে বড় বিলম্বে বিদায় করে। তা' বেশ—এটা আবার উৎসবের সময়। কিন্তু দোকানদার মহাশয় দয়া ক'রে সংকেতবাক্যটি বলবেন কি ? বলতে না পারলে কিন্তু আপনাকে ফিরে গিয়ে আবার ঐ ভদ্রমহিলার অতিথিপরায়ণতা উপভোগ করতে হবে।"

আমি বললাম, "এণ্টনী মহাশয়, সংকেত বাক্যটি যথেষ্ট সময়োপযোগী বটে। আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি কিন্তু কোথাও এমন ভাল মানুষ বা এত বড় সেনাধ্যক্ষ দেখি নাই। জানেন মহাশয়, আমি অনেক ভ্রমণ করেছি আর বহু সেনাধ্যক্ষও দেখেছি।"

সে বললো, "হাঁ, হাঁ, 'এণ্টনীই' সংকেতবাক্য বটে। আর তিনি একজন উত্তম সেনাধ্যক্ষও বটেন, অবশ্য তাঁর নিজের পদ্ধতিতে এবং তিনি ভাল সেনাধ্যক্ষও ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত কোন নারীর পিছনে লাগার সুযোগ তিনি না পান। এণ্টনীর সাথে আমি কাজ করেছি, তাঁর পক্ষে

এবং বিপক্ষেও, তুমি একথা জেনে যাও। আর ঠিক এই মুহূর্তে এক নারী তাঁর বাহু বন্ধনে আবদ্ধ।”

এভাবে যতক্ষণ ধ'রে অন্যান্য প্রহরীরা ফটকের সামনে ঘুরছিল ততক্ষণ ব্রুনাস আমায় কথার মাধ্যমে দেরী করাচ্ছিল। কিন্তু তাদের চলে যাওয়ার সাথে সাথেই ডানে সরে গিয়ে পথ খালি ক'রে সামনে ঝুঁকে খুব দ্রুত ফিস্ ফিস্ ক'রে ব্রুনাস বললো, “বিদায় হারমাসিস! শীঘ্র চলে যাও, থেমো না! আর যে ব্রুনাস তোমার জীবন বাঁচানোর জন্য স্বীয় জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে তার কথা মাঝে মাঝে মনে করো। বিদায় বালক, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সমুদ্রপথ থেকে আমাদের উত্তর দিকে ভাগাই ভাল ছিল।” এই কথা বলেই সে আমার দিকে পিছন ফিরে গান ধরলো।

আমি “বিদায় মহানুভব ব্রুনাস” বলেই প্রস্থান করলাম। অনেক দিন পরে অবশ্য শুনেছি যে পরের দিন প্রত্যুষে ঘাতকের দল আমায় কোথাও খুঁজে না পেয়ে চিৎকার করেছিল। ব্রুনাস অন্যভাবে তখন আমার যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। সে অনেক রকমের প্রতিজ্ঞা ক'রে বলেছিল যে, রাত একটার সময় সে যখন পাহারায় রত ছিল তখন সে আমায় দালানের ছাদে উঠে পরিধেয় কাপড় ছড়িয়ে দিতে দেখেছে। অল্প সময়ের মধ্যে ঐ কাপড় পাখায় পরিণত হয়েছে এবং ঐ পাখায় ভর ক'রে উড়ে আমি স্বর্গে আরোহণ করেছি, আর সে হতভম্ব হ'য়ে সেই দৃশ্য দেখেছে। উপস্থিত সবাই আমার যাদুবিদ্যার কথা জানতো। আর তাই সবাই ব্রুনাসের এই বানানো কথায় বিশ্বাস করেছিল। এই অলৌকিক ঘটনার সুফল-কুফল নিয়ে সবাই নানা জল্পনা-কল্পনা করেছিল। এই কাহিনী মিশরেও পৌঁছেছিল। ফলে যাদেরে আমি প্রতারণা করেছিলাম তাদের মধ্যে আমার সুনাম আবার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। তাদের মধ্যের কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা মনে করলো যে আমি স্বেচ্ছায় এ কাজ করি নাই, বরং প্রভুদের কঠোর নির্দেশেই করেছি এবং প্রভুরাই হয়তবা কোনও বিশেষ কাজে আমায় স্বর্গে তুলে নিয়েছেন। তাই সেদিন থেকে সবাইর মুখেই শোনা যায় যে আমি আবার যেদিন মর্তে প্রত্যাবর্তন করবো সেদিনই মিশর স্বাধীন হবে। কিন্তু হায়। হারমাসিস আর মর্তে ফিরে আসেনি।

ক্লিওপেট্রা এই কাহিনীতে ভয় পেলেও সওদাগরের ঐ জাহাজ তল্লাশীর জন্য একদল সশস্ত্র সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তারা আর সেই সওদাগরের জাহাজ খুঁজে পায়নি। এসব ঘটনা পরে বলা হচ্ছে।

চারমিয়ন যে জাহাজের কথা বলেছিল সে জাহাজে আমি যখন পেঁছলাম

তখন তা' ছাড়ে ছাড়ে। আমি চারমিয়নের লিখিত চিঠি কাপ্তেনের হাতে দিলাম। সে চিঠিখানি পড়ে আমার দিকে সন্দিগ্ধ নয়নে তাকালো, কিন্তু মুখে কিছুই বললো না।

আমি তাই জাহাজে উঠে স্থান নিলাম। সাথে সাথে জাহাজ ছেড়ে স্রোতে দ্রুতগতিতে নদীর মোহনা পর্যন্ত বিনা বাধায় পোঁছলো। পথে অবশ্য অনেক জাহাজই আমাদের সামনে পড়েছিল। সাগরে পড়েও আমরা প্রবল অনুকূল বায়ু পেলাম। এই বায়ু পূর্বরাতে একটা মাঝারী ধরনের ঝড়ের মত ছিল। নাবিকরা অবশ্য এই প্রবল বাতাসে খুবই ভয় পেয়ে নদীর মধ্যে আবার ফিরে যেতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু বাতাসের প্রতিকূলে যাওয়া সম্ভব হ'ল না। সারারাত ভয়ানক ঝড় হ'ল এবং ভোরের দিকে আমাদের জাহাজের মাস্তুল উড়ে গেল। তাই অসহায়ভাবে আমাদের জাহাজ উত্তাল তরঙ্গে আবর্তিত হ'তে লাগলো। আমি কিন্তু এসবে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলাম। আমি যে মোটেই ভয় পাচ্ছিলাম না তাতে নাবিকদের মনে দৃঢ় ধারণা হ'ল যে আমি একজন যাদুকর এবং তারা আমায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে চাইল। কিন্তু কাপ্তেন তাদের কথায় রাজী হ'ল না। সকালের দিকে ঝড়ের বেগ কিছুটা কমলো কিন্তু দুপুরের পরেই আবার প্রবল বেগে ঝড় শুরু হ'ল। বিকেলে সাইপ্রাসের পার্বত্য উপকূলের 'ডিনারেটাম' নামক স্থান দেখা গেল। সেখানে ওলিম্পাস নামক পর্বতমালা অবস্থিত, আর সেদিকে আমাদের জাহাজ দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্ছে। তারপর নাবিকগণ দেখলো যে বিশাল পর্বতসম ঢেউ ঐ পর্বমালার উপরে আছড়ে পড়ে বিশাল ফণা হ'য়ে বিরাট আওয়াজ তুলছে। এ দৃশ্যে তারা আবার হিংস্র হ'য়ে উঠে চিৎকার করতে লাগলো। আমি এখনো নির্ভয়ে বসে আছি দেখে তারা ঘোষণা করলো যে, আমি নিঃসন্দেহে একজন যাদুকর এবং আমায় তারা জোর ক'রে সমুদ্রদেবের পূজা স্বরূপ সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে উদ্ধত হ'ল। এবারে কেউ আর কাপ্তেনের কথায় কর্ণপাত করলো না। আর তাই সেও কিছুই বললো না। তারা আমার কাছে এলে আমি তাদের অভিযোগ অস্বীকার ক'রে দাঁড়িয়ে বললাম, "তোমাদের ইচ্ছা হ'লে আমায় ফেলে দাও, কিন্তু জেনে রেখো, আমায় নিক্ষেপ করলে তোমরাও নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে।"

আমি কিন্তু তাদের কথায় তেমন তোয়াক্কাই করি নাই। আসলে আমার আর বেঁচে থাকার ইচ্ছাই ছিল না, বরং মৃত্যুর প্রতি আমার একটা ঝোঁক ছিল। অবশ্য পবিত্র মাতা আইসিসের সামনে যেতে আমার যথেষ্ট ভয়

ছিল। কিন্তু ক্লান্তি ও দুর্ভাগ্যের তিক্ততা আমার সে ভয়কেও অতিক্রম করেছিল। তাই নাবিকগণ আমায় যখন তুলে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো তখনও আমি কোন কথাই বলিনি। শুধু মাতা আইসিসের কাছে একটুমাত্র প্রার্থনা ক'রে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলাম।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এমন যে, আমার মৃত্যু হ'ল না। আমি যখন পানিতে ভেসে উঠলাম তখনই দেখলাম কাছেই একটা কাষ্ঠখণ্ড ভাসছে। আমি সাঁতরে গিয়ে কাষ্ঠখণ্ডটি ধরে ভাসতে লাগলাম। তখন বিশালাকারের একটা ঢেউ এসে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে চললো। ছোটবেলায় নীলনদে তক্তার উপরে ভেসে যেভাবে খেলা করতাম ঠিক তেমনিভাবে অতি দ্রুতগতিতে আমি জাহাজটি অতিক্রম ক'রে চললাম। নাবিকরা সেখানেই আমার মৃত্যু কামনা করেছিল। সমুদ্রের লোনা জলে আমার গায়ের ও মুখের কালি ধুয়ে গিয়েছিল এবং নাবিকরা আমার চেহারার পরিবর্তন ও এত দ্রুতগতিতে চলতে দেখে বিস্ময়াভিভূত ও আতংকগ্রস্ত হ'য়ে জাহাজের ডেকে পড়ে গেল। আমি যখন পার্বত্য উপকূলের নিকটে পেঁছলাম তখন দেখতে পেলাম যে একটি বিরাট ঢেউ জাহাজটির ভিতরে প্রবেশ ক'রে জাহাজটিকে অতলে ডুবিয়ে নিল। জাহাজটিকে ভাসতে দেখা গেল না। তাই সমস্ত নাবিকদেরে নিয়েই জাহাজটির সলিল সমাধি ঘটলো। আর সেই একই ঝড়ে আরও একখানি জাহাজও ডুবেছিল। ঐ জাহাজে ক্লিওপেট্রার একদল সশস্ত্র সৈন্য ছিল যারা সিরিয়ার ব্যবসায়ীর খোঁজে প্রথমোক্ত জাহাজটির পিছু নিয়ে-ছিল। এভাবে আমি পরিচিত জগত থেকে সম্পূর্ণ নিখোঁজ হ'য়ে গেলাম। ফলে ক্লিওপেট্রা নিশ্চিত হলেন যে, আমি মারা গেছি।

আমি কিন্তু উপকূলের দিকে ভেসে চললাম। দমকা হাওয়ায় লোনা জলের ঝাপটা আমার মুখে যেন চাবুক মারতে লাগলো। সামুদ্রিক পাখীর দল আমার মাথার উপরে উড়তে উড়তে চেঁচামেচি করতে লাগলো। এভাবে আমি তুফানের ধাক্কায় দ্রুতগতিতে তীরের দিকে ধাবিত হলাম। আমার কিন্তু কোন প্রকারের ভয়ই হলো না বরং হৃদয় যেন এক বন্য উৎসাহে আন্দোলিত হ'তে লাগলো, আর এই কষ্ট ও আসন্ন বিপদের মুখে আমার বাঁচার স্পৃহা আবার প্রবল হয়ে দেখা দিল। বারবার আমি উচ্চে মেঘের কাছাকাছি নিক্ষিপ্ত হ'তে লাগলাম, আবার অতলে তলাতে লাগলাম। শীঘ্রই পার্বত্য তীরভূমি আমার নজরে পড়লো। সেখানে বিকট গর্জনের সাথে তুফান আছড়িয়ে পড়ছিল। আমি তাকিয়ে দেখতে লাগলাম এক একবার

ঐ পার্বত্য তীরভূমি জেগে উঠছে আবার ডুবে যাচ্ছে। প্রায় পঞ্চাশ হাত উচ্চে তুফানরূপী বালিশের উপরে আমি, নিচে বিকট গর্জনশীল পানির স্তর, আর মাথার উপরে নীল আকাশ। কিন্তু হঠাৎ সবই শেষ হয়ে গেল। তুফানের আঘাতে আমি কাষ্ঠখণ্ডটি হারালাম এবং সোনার থলি ও অলঙ্কার আর কাপড়-চোপড়ের ভারে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেকে আর ভাসমান রাখতে পারলাম না। আমি ডুবে গেলাম।

আমি এবারে পানির নিচে। একবার ঝিলিকের মত একটা সবুজ আলোকরশ্মি দেখতে পেলাম কিন্তু পর মুহূর্তেই সব কিছু অন্ধকার হ'য়ে গেল। আর এই অন্ধকারে যেন আমার অতীত জীবনের স্মৃতি ছবির মত দেখতে লাগলাম। একের পর এক ছবি আসতে লাগলো। তাতে আমার সমস্ত অতীত কীর্তিই ফুটে উঠলো। তারপর আমার কানে যেন বুলবুলির সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি বাজতে লাগলো। ক্লিওপেট্রার বিজয়ের অট্টহাসি, গ্রীষ্মের সমুদ্রের মরমর ধ্বনি ইত্যাদি সবই ধীরে ধীরে আমার কানে বাজতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে আমি নিদ্রাভিভূত হ'তে লাগলাম আর সাথে সাথে ঐসব ধ্বনিও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'তে লাগলো।

পরে আমার হুঁশ ফিরে এলো। সাথে সাথে নিজেকে খুবই দুর্বল মনে হ'ল এবং সমস্ত গায়ে ভয়ানক বেদনা অনুভব করতে লাগলাম। চোখ খুলে দেখলাম আমার চতুর্দিকে বহু লোক আমার উপরে ঝুঁকে সদয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখ ফিরিয়ে দেখলাম আমি একটি দালানের কোঠায় শায়িত।

ক্ষীণ স্বরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমি এখানে কেন ?"

অমার্জিত গ্রীক ভাষায় কর্কশ কণ্ঠে একজন লোক বললো, "সত্যি বলতে কি আগন্তুক, তোমায় পসাইডন[১] এখানে এনেছে। সমুদ্র তীরে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় তোমায় আমরা মরা তিমির মত পেয়ে আমাদের গৃহে নিয়ে এসেছি। আমরা জেলে। আমার মনে হচ্ছে তোমায় এখানে আরও কিছুদিন থাকতে হবে কারণ তুফানের ধাক্কায় তোমার বাম পা ভেঙ্গে গেছে।"

আমি বাম পা নাড়াতে চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। হাটুর উপর থেকে হাড় সত্যিই ভেঙ্গে গেছে।

বৃদ্ধ দাড়ি বিশিষ্ট এক মাঝি আমায় জিজ্ঞেস করলো, "তোমার নাম কি ? তুমি কে ?"

---

১. রোমান পুরাণ মতে পসাইডন হচ্ছে সমুদ্র দেবতা।

আমি বললাম "আমি একজন মিশরীয় ভ্রমণকারী। আমার জাহাজ সমুদ্রে ঝড়ে ডুবে গেছে। আমার নাম ওলিম্পাস।"

জাহাজে বসে আমরা যে পাহাড়টি দেখছি তা' এদের কাছে ওলিম্পাস বলে খ্যাত। আমি তাই অন্য কোন নাম না পেয়ে বললাম আমার নাম ওলিম্পাস। তখন থেকে ঐ জেলেরা আমায় অলিম্পাস বলেই ডাকতো।

এখানে এই অশিক্ষিত জেলেদের সাথে আমি প্রায় ছ'মাস থাকলাম। আমার সাথে যে সামান্য পরিমাণের স্বর্ণ ছিল তাথেকে জেলেদের কিছু কিছু দিতাম। আমার পায়ের ভাঙ্গা হাড়ে জোড়া লাগতে বেশ দেরী লাগলো এবং জোড়া লাগার পরেও আমি প্রায় খোঁড়ার মত হলাম। আমি আগে ছিলাম লম্বা, সোজা ও খুব শক্তিশালী কিন্তু আজ আমি খুঁড়িয়ে হাঁটি, তদুপরি আমার বাম পা ডান পায়ের চেয়ে কিছুটা খাটো। পায়ে জোড়া লাগার পরেও আমি সেখানেই থাকতে লাগলাম এবং জেলেদের সাথে মাছের ব্যবসায়ে যোগ দিতে লাগলাম। আমি কোথায় যাবো আর কি করবো ভেবে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ভাবলাম যে, জেলে ও চাষী হিসেবে কাজ ক'রে আমার ক্লান্ত বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবো। তাছাড়া এখানকার জেলেরা আমায় বেশ ভালই জানতো। কিন্তু তবুও তারা আমায় ভয়ও পেতো কারণ সমুদ্র আমায় সেখানে নিয়েছে বলে তারা আমায় যাদুকর ভাবতো। জীবনের বিষাদ আমার চোখে-মুখে এমন অদ্ভুত এক ছাপ রেখেছে যাতে করে সবাই ভয়ে ভয়ে ভাবতো যে আমার এই নীরবতার পিছনে রহস্যময় কি যেন আছে।

সেখানে থাকাকালীন এক রাতে এমন অবস্থা হ'ল যে শুয়ে শুয়েও আমি কোন রকমেই ঘুমাতে পারলাম না। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অশান্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। আবার মিশর দেখার একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা জাগলো। জানি না এ ইচ্ছা সহজাত না প্রভুরাই আমার মনে এ ভাব জাগিয়েছেন। আমার এ ইচ্ছা এতই প্রবল হ'ল যে, ভোরের আগেই আমার খড়ের বিছানা ছেড়ে জেলের পোশাক পরলাম। জেলেদের কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। তাই কাউকে কিছু না বলেই আশ্রয়দানকারীদের থেকে বিদায় নিলাম। প্রথমতঃ আমি সুন্দর একটি কাঠের পাত্রে কিছু স্বর্ণের টুকরা রেখে উপরে কিছু ময়দা রেখে তাতে লিখলাম 'মিশরীয় ওলিম্পাসের কাছ থেকে এই উপহার। আমি সমুদ্রেই ফিরে যাচ্ছি।"

তারপর আমি যাত্রা করলাম। তৃতীয় দিনে আমি সমুদ্র তীরে অবস্থিত সালানিস নামক এক বড় শহরে উপস্থিত হলাম। সেখানের জেলে পাড়ায় আমি আশ্রয় নিয়ে বাস করতে লাগলাম। অবশেষে একখানি জাহাজ

আলেকজান্দ্রিয়ায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'ল আর আমি উহার প্যাফোসবাসী কাপ্তেনকে ধ'রে খালাসীর কাজ নিলাম। অনুকূল বাতাস পেয়ে পাঁচ দিনের দিন আবার আমি সেই কুখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়ায় উপস্থিত হলাম। আবার উহার চূড়ার উজ্জ্বল আলোকমালা আমার চোখে পড়লো।

কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ায় আমার থাকা সম্ভব নয়। তাই আবার আমি এক জাহাজে খালাসীর কাজ নিয়ে নীলনদের পথে যাত্রা করলাম। পথে নাবিকদের কথায় জানতে পারলাম যে কিওপেট্রা এণ্টনীকে সাথে নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে এসেছেন এবং খুব জাঁকজমকের সাথে লোছিয়াসের প্রাসাদে বাস করছেন। মাল্লারা ক্লিওপেট্রা ও এণ্টনীর বিষয়ে কদর্য এক সঙ্গীত রচে কাজের মাঝে সবাই মিলে সেই গান গাচ্ছে। এসব মাল্লাদের কাছেই আমি শুনলাম কিভাবে সিরিয়ার ব্যবসায়ীকে খোঁজ করার জন্য প্রেরিত রাণীর সমস্ত সৈন্য জাহাজ-ডুবিতে মারা গেছে এবং কিভাবে রাণীর জ্যোতিষী স্বর্গে উড়ে গিয়েছে। আমি যে শুধু কাজই করে যাচ্ছি এবং সবাইর মত রাণীর কদর্য প্রেমের গান গাচ্ছি না তাতে মাল্লারা সবাই আশ্চর্য হ'য়ে গেল। এভাবে তারাও আমায় সন্দেহ করতে লাগলো এবং নিজেদের মধ্যে আমার বিষয়ে ফিস ফিস করতে লাগলো। আমি তখন পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে আমি এতই অভিশপ্ত যে কারো সাথে আমার মেশার সাধ্য নাই। কেউই আমায় সহ্য করতে পারবে না।

ষষ্ঠ দিনে আমরা আবুদিসের নিকটবর্তী হ'য়ে আমি জাহাজ ত্যাগ করলাম। মাল্লারা আমার প্রস্থানে সন্তুষ্ট হ'ল। ভগ্নহৃদয়ে আমি উর্বরা মাঠের মধ্য দিয়ে চললাম আর সব চেনা মুখ দেখতে পেলাম। কিন্তু আমার এই অদ্ভুত পোশাকে এবং খোঁড়া অবস্থায় কেউই আমায় চিনতে পারলো না।

শেষ পর্যন্ত বেলা শেষে আমি সেই বিরাট মন্দিরের বহির্দ্বারে উপস্থিত হলাম। সেখানের একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত গৃহে আমি শুয়ে পড়লাম। কেন এখানে এসেছি আর কি করছি সেদিকে আমার কোন খেয়ালই নেই। পথহারা ষাঁড়ের মত আমার জন্মভূমির মাটিতে কিসের টানে এই বহুদূর থেকে এসেছি তাও জানি না। এখনও যদি আমার বাবা আমেনেমহাট বেঁচে থেকে থাকেন তাহলেও তিনি যে আমায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেন তাতেও আমার কোনই সন্দেহ নেই। তাই আমি বাবার সামনে যেতে সাহস পাচ্ছি না। আর তাই আমি ভাঙ্গা কাঠের আড়ালে লুকিয়ে ফটকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে আশা, যদি কোন চেনা লোক এ পথে আসে। দরজা খোলাই ছিল। কিন্তু কেউই এপথে এলো না।

আমি লক্ষ্য করলাম যে দেয়ালের পাথরের ফাঁকে ফাঁকে উদ্ভিদ জন্মেছে।

কিন্তু আগে কখনো এমনটা হ'তে পারতো না। এর কারণ কি? তবে কি এখানে কেউ থাকে না? না, তা হ'তে পারে না। যে সব সনাতন প্রভুদের উপাসনা এই মন্দিরে হাজার হাজার বছর ধ'রে দিনের পর দিন চলে এসেছে তা কি ক'রে বন্ধ হয়? তা হ'লে বাবা কি জীবিত নেই? হয়তবা তাই। কিন্তু তাহলেই বা এই নীরবতা কেন? পুরোহিতগণ কোথায়? প্রার্থনাকারী-রাই বা কোথায়?

এই সন্দেহের বোঝা আর সহ্য হ'ল না। তাই সূর্য ডোবার সাথে সাথে আমি তাড়া খাওয়া শৃগালের মত খোলা দরজা দিয়ে প্রবেশ ক'রে প্রথম স্তম্ভ দেওয়া বিরাট কক্ষটিতে উপস্থিত হলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে আমি চতুর্দিকে তাকালাম। কিন্তু কোথাও কোন শব্দও শুনলাম না বা কাউকে দেখতেও পেলাম না। আমার বুক কাঁপতে লাগলো। কম্পিত পদে আমি দ্বিতীয় দালানে গেলাম। তাতে ৬৬টি কক্ষ আছে। এখানেই সম্রাট হিসেবে আমার অভিষেক হয়েছিল। কিন্তু এখানেও কোন সাড়াশব্দ পেলাম না।

ঐ নির্জন-নিঃশব্দ পুরীতে স্বীয় পদশব্দেই আমি ভয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে সেখান থেকে সরুপথ ধ'রে বাবার কক্ষের দিকে চললাম। দরজায় এখনও পর্দা ঝুলছে, কিন্তু তার অভ্যন্তরে কি আছে? সেখানেও কি কেউ নেই? পর্দা সরিয়ে আমি নিঃশব্দে ভিতরে প্রবেশ করলাম, আর দেখতে পেলাম পুরো-হিতের বেশে বাবা সেই বাঁকানো চেয়ারে বসে আছেন, তাঁর দাড়ি টেবিলের উপরে ছড়ানো। তিনি এমন নিশ্চল অবস্থায় বসে আছেন যে, প্রথমে তাঁকে মৃত বলেই আমার সন্দেহ হ'ল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মাথা নাড়লেন। আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম যে তাঁর চোখ দুটি সাদা ও অন্ধ। তিনি অন্ধ হ'য়ে গেছেন। তাঁর মুখ মৃতের মত শুকনো আর বার্ধক্য ও দুঃখের ভারে বিষাদক্লীষ্ট।

-আমি নিশ্চলভাবে দাঁড়ালাম। মনে হ'ল যেন বাবার অন্ধ চোখ দু'টি আমার মুখে নিবদ্ধ। আমি কথা বলতে পারলাম না, সাহসই হ'ল না। ভাবলাম চলে গিয়ে আবার আত্মগোপন করবো। তাই আমি পিছন ফিরে পর্দা তুলে যেতে উদ্যত হলাম। কিন্তু হঠাৎ বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, "এদিকে এসো বিশ্বাসঘাতক নরাধম, তুমি আর আমার পুত্র নও হারমাসিস। হায়! তোমারই উপরে মিশরের আশা-ভরসা সবই ন্যস্ত ছিল। তাহলে বৃথাই তোমায় অত দূর থেকে টেনে আনিনি, আর বৃথাই তোমার পদ-শব্দ এই পবিত্র প্রাঙ্গণে না পড়া পর্যন্ত আমি জীবন ধারণ করিনি।"

আমি আশ্চর্য হ'য়ে বললাম, "ওহ বাবা, আপনি ত অন্ধ, তাহলে আমায় চিনলেন কি ক'রে?"

"কি ক'রে তোমায় চিনেছি? আমাদের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সবকিছু জেনেও তুমি একথা জিজ্ঞেস করছো? বেশ তবে শোনো। তোমার সব কিছুই আমি জানি আর আমিই তোমায় এখানে এনেছি! তাহ'লে বলো হারমাসিস, তোমায় কি আমি চিনি না? 'নউট' দেবীর গর্ভ হ'তে তোমায় আনার পর থেকেই আমি অদৃশ্য শক্তি কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছি। আর তোমায় লালন-পালনও করেছি শুধু অভিশপ্ত হ'তে। আর মিশরের অন্তিম দুঃখের কারণ হতেই তুমি জন্মেছিলে।"

আমি আর্তস্বরে চিৎকার ক'রে বললাম, "ওহ বাবা এভাবে বলবেন না, আমার বোঝা কি সামর্থ্যের চেয়ে বেশী হ'য়ে যায়নি? আমি নিজেও কি প্রতারিত ও বিতাড়িত হইনি? আমায় ক্ষমা করুন বাবা!"

"ক্ষমা করবো? তুমি নিজে এত বড় দয়া দেখিয়েছো, আবার তোমায় আমি দয়া দেখাবো? তোমার দয়ার ফলেই মহান সেপাকে ঘাতকের হাতে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে!"

আমি চিৎকার ক'রে বললাম, "ওহ্, বাবা! তা' নয়, তা' নয়!"

"হাঁ বিশ্বাসঘাতক, তাই-ই! দৈহিক দুঃসহ যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়েও সেই মহান সাধু ও নির্দোষ সেপা তোমার নাম করতে করতে মারা গেছেন। তুমিই তাঁর খুনী। যে মিশরের সমস্ত ধনসম্পদ এই স্বৈরিণীর বাহুবেষ্টনীর মূল্য হিসেবে দিয়ে দিয়েছে তাকে করবো ক্ষমা? হারমাসিস, তুমি কি মনে করো যে ঐ মরুভূমির অন্ধকার খনিতে যারা কাজ করে তারা তোমায় ক্ষমা করবে? যার জন্য আবুদিসের এই পবিত্র মন্দির ছারখার হয়েছে, এর জমাজমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, এর পুরোহিতগণ বিতাড়িত হয়েছে আর শুধু বার্ধক্য হেতু আমার জীবন রক্ষা ক'রে শুধু এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অবলোকন করার জন্য রাখা হয়েছে, তাকে করবো ক্ষমা? যে মেংকাউ-রা-এর ধন-সম্পদ তার প্রণয়িনীর কোলে ঢেলে দিয়েছে, যে প্রভুদেরে ত্যাগ করেছে, তার দেশ, জন্মাধিকার ও স্বীয় সত্তা ত্যাগ করেছে, সেই নরাধম তোমায় করবো ক্ষমা? হাঁ, আমি এতই দয়ালু! আমারই রক্ত-মাংসের সন্তান, তুমি অভিশপ্ত হও! তোমার ভাগ্যে শুধু লাঞ্ছনাই হোক এবং বিষাদই হোক তোমার পরিণতি। আর পরিশেষে নরকই হোক তোমার অন্তিম প্রাপ্য! তুমি কোথায়? সত্যি ঘটনা যখন আমি শুনলাম তখন আমি কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেলাম। অবশ্য সবাই-ই আমার কাছ থেকে এসব ঘটনা গোপন করতে চেয়েছিল। ওরে ধর্মত্যাগী, ওরে গোত্র-ত্যাগী, ওরে সমাজত্যাগী, কাছে আয়, আমি তোর মুখে থুথু দেবো।"

আর তিনি তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার দিকে জীবন্ত অভিশাপের মত কাঁপতে কাঁপতে আসতে আসতে তাঁর দণ্ডটি নাড়াতে লাগলেন। এইভাবে কাঁপতে কাঁপতে তিনি তাঁর অন্তিম মুহূর্তে পেঁাছলেন। তিনি প্রসারিত বাহু নিয়ে ঐ বীভৎসরূপে হাঁটতে হাঁটতে একটা চিৎকার দিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ দিয়ে লাল রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো। আমি দৌড়িয়ে কাছে গিয়ে তাঁর মাথা তুলে ধরলাম। তিনি মরতে মরতেও বললেন, "সে আমারই সন্তান ছিল, উজ্জ্বল নয়ন-বিশিষ্ট সুদর্শন বালক, বসন্তের মত উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়; আর এখন? এখন! ওহ্! এর চেয়ে এই পরিণতির আগে কেন সে মরলো না।"

তিনি একটু থামলেন। গলায় শ্বাস ঘড় ঘড় করতে লাগলো। তারপর আবার তিনি বললেন, "তুমি কোথায় হারমাসিস?"

"এখানে বাবা।"

"হারমাসিস, প্রায়শ্চিত্ত করো, প্রায়শ্চিত্ত করো। এখনও প্রতিশোধ নেওয়া যেতে পারে, আর তারই মাধ্যমে এখনও ক্ষমা পাওয়া যেতে পারে। আরও স্বর্ণ আছে—আমি লুকিয়ে রেখেছি, আতোয়া তোমায় তার সন্ধান দেবে। ওহ্! কি যন্ত্রণা। বিদায় হারমাসিস।"

শ্বাস টানার বৃথা চেষ্টা ক'রে তিনি আমার কোলে লুটিয়ে পড়লেন।

এইভাবে শেষবারের মত বাবার সাথে আমার সাক্ষাত হ'লো, আর শেষবারের মত তিনি আমার কাছ থেকে বিদায়ও নিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[হারমাসিসের অন্তিম দুর্ভোগ ; ভীতির বাক্য দিয়ে আইসিসকে আহ্বান ; আইসিসের প্রতিজ্ঞা ; আতোয়ার আগমন ও তার বাণী।]

বাবার মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আমি মেঝেতে বসে রইলাম। আমি অভিশপ্ত, তাই তিনি আমায় অভিশাপ দেয়ার জন্যই এতদিন বেঁচে ছিলেন, আমি ভাবলাম।

ধীরে ধীরে কক্ষটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল। ঐ নিকষ আঁধারে আমি এবং বাবার মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই রইল না। এই মুহূর্তের বিষাদের কাহিনী আমি কি ক'রে প্রকাশ করবো? একথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না, ভাষায়ও ব্যক্ত করতে পারে না। আর এই বিষাদময় মুহূর্তে আমি আবার মরার কথা ভাবলাম। আমার কোমরে একখানি ছুরি আছে; তাই দিয়ে আমি এই বিষাদসূত্র ছিন্ন ক'রে আমার আত্মাকে মুক্ত করতে পারি। কিন্তু আত্মা মুক্ত হবে কি? না উড়ে গিয়ে পবিত্র প্রভুদের প্রতিশোধের কোপানলে পতিত হবে? হায়! হায়! মরতেও এখন আমি ভয় পাচ্ছি! অভিশপ্তদের জন্য সেই অন্ধকার নরকপুরীতে যে ভয়াবহ ও অচিন্তনীয় দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে, সোজা তারই সামনে না গিয়ে এ জগতের দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করা অনেক ভাল ব'লে মনে হ'ল!

আমি মেঝেতে উপুড় হ'য়ে আমার অপরিবর্তনীয় হারানো অতীতের জন্য অনেক কাঁদলাম…কেঁদে কেঁদে শেষ বিন্দু পর্যন্ত অশ্রু বিসর্জন দিলাম, কিন্তু নিথর নীরবতার মধ্য দিয়ে কোন উত্তরই এলো না। শুধু আমার বিলাপ প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরে এলো। এক বিন্দুও আশার আলোক দেখতে পেলাম না। আমার পারিপার্শ্বস্থ আঁধারের চেয়েও গভীর আঁধারে আমার মন ডুবে গেল। প্রভুরা আমায় পরিত্যাগ করেছেন, আর মানুষের সমাজ থেকেও আমায় বহিষ্কার করা হয়েছে।

এই ভয়াবহ মৃত্যুপুরীর অন্ধকারে জড়সড়ো হ'য়ে ব'সে ব'সে আমার হৃদয় আতঙ্কে প্রকম্পিত হ'ল। সেখান থেকে পালানোর জন্য আমি উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে আমি কোথায় পালাবো? এই আঁধারে এতশত স্তম্ভের মাঝ দিয়ে পথ পাবো কি ক'রে? আমার তো

কোথাও স্থান নেই, কোথায়ই বা যাবো? তাই আবার আমি মেঝেতে উপুড় হ'য়ে পড়লাম। আবার আমার হৃদয় আতঙ্কিত হ'ল, ভয়ে আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে শীতল একটা শিহরণ জাগলো। আমি নিশ্চল হ'য়ে গেলাম। আবার এই নৈরাশ্যের মাঝে শেষবারের মত চিৎকার ক'রে আমি আইসিসের কাছে প্রার্থনা শুরু করলাম। তাঁর আরাধনা করতে অনেক দিন পর্যন্ত আমি সাহসই পাইনি।

আমি চিৎকার ক'রে আইসিসকে উদ্দেশ্য ক'রে বললাম, "হে আইসিস, পবিত্র মাতা, তোমার অভিশম্পাত ফিরিয়ে নাও! ওহে সর্বোত্তম দয়াশীলা! ওহে অফুরন্ত অনুকম্পাশীলা! আর একদা যে ছিল তোমার সন্তান ও দাস, যে স্বীয় দুষ্কর্মের ফলে তোমার কৃপাদৃষ্টি হ'তে বঞ্চিত হয়েছে তার বিষাদ-কাহিনী শোন! ওহে গৌরব-জগতের অধিষ্ঠাত্রী, তুমিই সব কিছু, তুমি সব কিছুই জানো, সব দুঃখই বোঝো; আমার পাপের পাল্লার অপর প্রান্তে তোমার অনুকম্পা প্রদান ক'রে সাম্য আনো! আমার বিষাদ অনুধাবন করো, পরিমাপ করো, তারপর আমার অনুশোচনারও পরিমাপ করো, আমার হৃদয় প্লাবিত ক'রে যে বিষাদ সমুদ্র প্রবাহিত হচ্ছে তাও অবলোকন করো। ওহে পবিত্র মাতা! তুমি তো একদা আমায় সামনা-সামনি দেখা দিয়েছিলে, সেই সময়কার অভিব্যক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়ে এখনও আমি তোমায় স্মরণ করছি। তোমার অফুরন্ত দয়ার মাঝে এসো, আমায় রক্ষা করো, আর আমায় যদি সহ্য করতে না পারো তাহলে যমদূতীর মত এসে আমায় সংহার করো।"

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত সামনে প্রসারিত ক'রে মৃত্যুর জন্য চিৎকার ক'রে আমি আকুল আবেদন জানালাম।

কিন্তু এবারে খুব তাড়াতাড়ি উত্তর এলো। সেই নীরবতার মধ্যে আমি মহান আইসিসের আগমন ধ্বনি শুনতে পেলাম। তারপর কক্ষটির অপর প্রান্তে শিংধারী চাঁদের প্রতীক ভেসে উঠলো। ধীরে ধীরে আঁধার দূর হ'ল। সোনালী দুই শিংয়ের মাঝে ক্ষুদ্রাকৃতির কালো মেঘ জমা হ'ল। তার মধ্যে সেই ভয়ানক আকারের সর্প বেয়ে উঠতে লাগলো। আমার হাঁটু কাঁপতে লাগলো। শেষে আমি মেঝেতে বসে পড়লাম।

তারপর মেঘের মধ্য থেকে নিচু গলায় মিষ্টি স্বরে আইসিস বললেন, "হারমাসিস! তুমি একদা ছিলে আমার পুত্র ও দাস! তাই আমি তোমার প্রার্থনা শুনেছি। তোমায় আমি স্নেহ করতাম। তাই যে প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করতে তুমি সাহস পেয়েছো তাতে আমি চির নিরাকার

থেকে না এসে পারলাম না। কিন্তু হারমাসিস! স্বীয় কর্মের দ্বারা তুমি আমায় দূরে ক'রে দিয়েছো। তাই স্বর্গীয় প্রীতিবন্ধনে আমরা আর এক হ'তে পারব না। তাই অনেক দিনের নীরবতার পরে আতঙ্কের পরিধানে প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আমি তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি হারমাসিস। কারণ আইসিসকে কেউ এত সহজে তাঁর স্বর্গীয় সিংহাসন থেকে হাজির করতে পারে না।"

আমি উত্তর দিলাম, "চাবুক মারুন দেবী, আমায় চাবুক মারুন। তারপর আমায় নরকের যমদূতদের হাতে সমর্পণ করুন। তারা প্রতিশোধ নেবার জন্য আমায় খণ্ড খণ্ড করুক। আমি এই দুঃখের বোঝা আর সহ্য করতে পারছি না।"

মিষ্টি স্বরে আবার উত্তর এলো, "কিন্তু এ জগতেই যদি তুমি তোমার দুঃখের বোঝা বহন করতে না পারো তা হলে প্রায়শ্চিত্ত না ক'রে পরলোকে এসে বহুগুণ বেশী কষ্ট করবে কি ক'রে? না হারমাসিস, আমি চাবুকাঘাত করবো না কারণ তোমার ঐ প্রার্থনা বাক্যে আমি রোষান্বিত হ'য়ে এখানে আসিনি। শোনো হারামসিস, আমি প্রশংসাও করছি না, নিন্দাও করছি না। কারণ আমি পুরস্কার ও শাস্তি দেই এবং নির্দেশ পালন করি। আর আমি যা' কিছু করি তা' নীরবেই করি। চাবুকাঘাত করলেও আমি তা' নীরবেই করি। তাই আমার ভারী ভারী কথায় তোমার দুঃখের বোঝা আর বাড়াবো না। অবশ্য তোমারই কুকর্মের ফলে অতি শীঘ্রই আমি মিশর থেকে বিদায় নেবো। এখানে রহস্যময়ী মাতা হিসেবে আমার শুধু স্মৃতিই থাকবে। তুমি অনেক পাপ করেছো, আর তাই তোমার শাস্তিও হবে সাংঘাতিক। আমি আগেই তোমায় সাবধান করে দিয়েছি যে তোমার পাপের শাস্তি এ জগতে দৈহিকভাবেও হবে আর নরকেও হবে। তবুও তোমায় আমি বলছি যে অনুশোচনা ও প্রায়শ্চিত্তের পথ এখনও খোলা আছে এবং তুমি নিশ্চয়ই সে পথে পা বাড়িয়েছো। আর সে পথেই তোমায় নম্রভাবে পাপের ফলভোগ করতে করতে যতদিন তোমার পরিণতি নির্ধারিত না হয় ততদিন চলতে হবে।"

"ওহে পরমেশ্বরী, আমার কি তা হলে কোন উপায়ই নেই?"

"যা ঘটেছে তা' অতীত হ'য়ে গেছে, ওসব তো আর বদলানো যাবে না হারমাসিস। সব মন্দির যতদিনে লয়প্রাপ্ত হয়ে মরু বালুতে বিলীন না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত মিশর আর মুক্ত হবে না। যুগে যুগে এদেশে বিদেশী জাতি আসবে, এদেশকে শৃংখলিত করবে, নতুন নতুন ধর্মের আবির্ভাব হ'য়ে

এসব পিরামিডের অভ্যন্তরে লয়প্রাপ্ত হবে। সমগ্র বিশ্বে জাতি এবং প্রভুর আকৃতি-স্বরূপ কালের পরিবর্তন ঘটে। এই হ'ল তোমার পাপের বিষবৃক্ষ, তোমার ও তোমায় যারা পাপে প্রলুব্ধ করেছে তাদের পাপের বিষবৃক্ষ, হারমাসিস।"

আমি চিৎকার ক'রে বললাম, "হায় হায়, আমি উচ্ছন্নে গেছি!"

"হাঁ, তুমি উচ্ছন্নেই গেছো তথাপি তোমায় এক ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে: তোমার ধ্বংসকারীকেও তুমি ধ্বংস করতে পারবে কারণ আমার বিচারে তাই সাব্যস্ত হয়েছে। তাই নির্দেশ এলেই তুমি ক্লিওপেট্রার কাছে গিয়ে নির্দেশিত পথে নারকীয় প্রতিশোধ নেবে। আর শেষবারের মত তোমায় একটি কথা বলছি—তোমার পাপের শেষ ফলটি পর্যন্ত যুগ-যুগান্তরের পরে পৃথিবী হ'তে বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি আর তোমার সামনে আসবো না কারণ তুমিই আমায় বিসর্জন দিয়েছো। তথাপি তুমি সেসব অসংখ্য যুগ ধরে মনে রেখো যে স্বর্গীয় প্রেম অমর, সে প্রেম নির্বাপিত হয় না, অবশ্য এই সনাতন প্রেম সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে। অনুশোচনা করো বৎস! আর যে সময়টুকু তোমার হাতে আছে অনুশোচনার সাথে তার সদ্ব্যবহার করো। তাহ'লে হয়ত আবার তোমার শেষ বয়সে তোমায় আমার কাছে টেনে নিতে পারবো। তুমি হয়ত আমায় দেখতে পাবে না, তুমি আজ যে নাম ধরে আমায় ডাক্‌ছো তোমার পরবর্তী লোকদের কাছে সে নাম রহস্যময়ী হ'য়ে থাক্‌বে, কিন্তু তথাপি আমি কথা দিচ্ছি, আমি তোমার সাথেই থাকবো। আমি চিরঞ্জিব, আমি এরকম বহু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম দেখেছি, ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়ে বিলীনও হ'তে দেখেছি, আবার কালের সদাপ্রবাহমান স্রোতে জন্ম নিতেও দেখেছি। তুমি যেখানেই যাও না কেন আর যে কোন রূপেই নাও না কেন, আমি তোমার সাথেই থাকবো। তুমি যদি দূরতম নক্ষত্রে ভেসে যাও, যদি স্বর্গের নিম্নতম স্তরে কবরস্থ হও, তোমার জীবনে, মরণে, নিদ্রায়, জাগরণে, কল্পনায়, বিস্মৃতিতে বহির্বিশ্বের যে কোনও রূপেই হোক না কেন, যদি তুমি দ্বিতীয়বার আমায় ভুলে না যাও, আমি তোমার মুক্তির অপেক্ষায় তোমারই সাথে থাকবো। এটাই স্বর্গীয় প্রেমের স্বরূপ। এই স্বর্গীয় প্রেমে যে একবার ভাগ্যবান হয়েছে সে চিরদিন স্বর্গীয় বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। তাই ভেবে দেখো হারমাসিস, ধূলির সৃষ্টি এক নারীর প্রেমে এই স্বর্গীয় প্রীতি ভুলে যাওয়া কি তোমার উচিত হয়েছে? তাই তোমার প্রায়শ্চিত্ত না হওয়া পর্যন্ত আর এই স্বর্গীয় প্রেমের নাম নিও না। হারমাসিস, তাই তোমায় এবারের মত বিদায় জানাচ্ছি।"

তাঁর মধুর স্বরের শেষ রেশটুকু মিলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সেই ভয়ংকর সাপটি মেঘের মধ্যে বিলীন হ'য়ে গেল। তারপর আলোকরূপী শিং দু'টির মধ্যস্থলের মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে কৃষ্ণাকার ধারণ করলো। অর্ধচন্দ্রের আকৃতি ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়ে বিলীন হ'য়ে গেল। আর প্রভুমাতার বিদায়ের সাথে সাথে আবার সেই ভয়ংকর বীণা ধ্বনি বেজে উঠলো এবং পরিশেষে সবকিছুই নীরব হ'য়ে গেল।

আমি গায়ের বস্ত্র দিয়ে চোখ ঢাকলাম। যে বাবা আমায় অভিশাপ দিতে দিতে মারা গেছেন, হাত বাড়ালেই তার মৃতদেহ স্পর্শিত হয়। তথাপি আমি মনে আবার আশা ফিরে পেলাম, আমি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইনি বা যে আইসিসকে আমি অবজ্ঞার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছি তিনি আমায় এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেননি। আমিও মনে মনে এখনও তাঁকে ভালবাসি। এসময়ে আমি এতই অবসাদগ্রস্ত হয়েছিলাম যে আর হুঁশ রাখতে পারলামনা, বেহুঁশের মত তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে থাকলাম।

তন্দ্রা যখন ভাঙ্গলো তখন ছাদের ফাঁক দিয়ে আবছা আলোক কক্ষে প্রবেশ করেছে। তা ভৌতিক রশ্মির মত দেয়ালের কারুকার্যের উপরে ঝলমল করে উঠেছে, আরও ভয়ংকররূপে ওসিরিসপ্রাপ্ত বাবার দেহে, তাঁর সাদা দাঁড়িতে পড়েছে। ধীরে ধীরে সব কথা আমার মনে পড়লো। আমি কি করবো ভেবে না পেয়ে উঠে দাঁড়াতে শুরু করলাম। মুহূর্তেই কার যেন পদশব্দ ভেসে এলো। ধীরে ধীরে সে শব্দ এই কক্ষের দিকেই আসতে লাগলো।

পর মুহূর্তে চিরপরিচিত আতোয়ার কণ্ঠস্বরে শুনতে পেলাম, "লা-লা-লা! কক্ষটি মৃত্যুপুরীর মত অন্ধকার কেন? যেসব পুণ্যাত্মা এ মন্দির তৈরী করেছিলেন, তাঁরা সূর্যের যতই পূজা করুন না কেন আসলে তাঁরা সূর্যকে পছন্দই করতেন না। দরজার পর্দাটা গেল কোথায়?

পর্দা ঠেলে আতোয়া কক্ষে প্রবেশ করলো। তার এক হাতে একখানি লাঠি ও অপর হাতে একটি ঝুড়ি। আগের চেয়ে তাঁর মুখ আরও সাদা ও কুঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু আর সবদিক দিয়েই সে ঠিক আগের মতই আছে। দাঁড়িয়ে সে এক মুহূর্ত এদিক ওদিক তাকালো, যেন আলোক থেকে হঠাৎ অন্ধকারে প্রবেশ ক'রে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

আতোয়া বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলো, "তিনি কোথায়? কি সর্বনাশ, অন্ধ লোকটি আবার বাইরে গেলেন নাকি? হায়, আমি কেন আরও আগে এলাম না? হায়! হায়! আবুদিসের বংশগত প্রধান পুরোহিত ও প্রশাসককে

বৃদ্ধ বয়সে এমন অন্ধভাবে বাঁচার মত দুরাবস্থায় পড়তে হয়েছে! হায় হতভাগা হারমাসিস! তুমিই আমাদের সংসারে আগুন ধরিয়েছো। একি! তিনি কি মেঝেতেই ঘুমিয়ে আছেন? নিশ্চয়ই না। তবে কি তিনি—প্রভু! সম্রাট! মহান পিতা! তুমি একাকী এমনিভাবে মরে পড়ে আছো!" এইভাবে সে বিলাপ করতে করতে নীরব কক্ষটি কাঁপিয়ে তুললো।

আমি অন্ধকার হ'তে বেরিয়ে এসে বললাম, "চুপ করো, শান্ত হও।"

ঝুড়িটি ফেলে দিয়ে সে চিৎকার ক'রে বললো, "তুমি কি করেছো নরাধম! তুমি তা'হলে মিশরের এই একমাত্র পুণ্যাত্মাকেও হত্যা করেছো? নিশ্চয়ই তোমার উপরে অভিসম্পাত পতিত হবে। আমাদের এই চরম পরীক্ষার সময় প্রভুগণ আমাদেরে পরিত্যাগ করলেও তাঁদের বিশ্ববিস্তৃত ক্ষমতায় তাঁদের প্রিয়পাত্রের খুনীকে নিশ্চয়ই শাস্তি দেবেন।"

আমি চিৎকার ক'রে বললাম, "আমার দিকে তাকাও আতোয়া।"

"তাকাবো? নরাধম ভরঘুরে। তুমিই এই অমানুষিক কাজ করেছো, আবার বলছো আমার দিকে তাকাও? হাঁ, আমি তাকিয়েছি! হারমাসিস, তুমি তো বিশ্বাসঘাতক, তুমি তো অতলে তলিয়ে গেছো। তোমার পুণ্যাত্মা পিতা খুন হয়েছেন! আমি এখন সম্পূর্ণ একাকিনী। আর কোন আত্মীয়-স্বজনই আমার নেই। তোমারই জন্য আমি আমার সব আত্মীয়-পরিজন হারিয়েছি। তোমার মত বিশ্বাসঘাতককে বাঁচানোর জন্যই আমি সবাইকে হারিয়েছি। এবারে আমায়ও শেষ ক'রে দিয়ে তোমার হাড় ঠাণ্ডা করো।"

আমি তার দিকে এক পা অগ্রসর হ'তেই সে ভাবলো যে আমি তাকেও মারার জন্যই অগ্রসর হচ্ছি। তাই সে চিৎকার ক'রে বললো, "না না, সুবোধ বালক! আমায় মেরো না। আগামী বর্ষায় আমার বয়স চারকুড়ি দু' হবে। ওসিরিস তাঁর সেবাদাসীর প্রতি সদয় হ'লেও এত সকালে আমার মরার ইচ্ছা নেই। আমার কাছে এসো না, বাঁচাও বাচাও।"

আমি বললাম, "শান্ত হও নির্বোধ! তুমি কি আমায় চেনো না?"

"তোমায় চিনি না? অবশ্য তোমার এই নতুন চেহারা, ঐ আঘাতের দাগ, আর তোমার ঐ খোঁড়ানো রোগ, এসব অদ্ভুত হলেও তুমি তো সেই হারমাসিস, তোমায় চিনবো না বৎস? তাহলে তুমি এই বৃদ্ধার নয়ন জুড়াতে ফিরে এসেছো? আমি মনে করেছিলাম বুঝিবা তুমি মরে গেছো। এসো তোমায় চুমু দেই। না না না, আমি ভুলেই গেছি, হারমাসিস বিশ্বাসঘাতক আর খুনী! বিশ্বাসঘাতক হারমাসিস কর্তৃক নিহত আমেনেমহাটের মৃতদেহ এই! তুমি দূর হও। বিশ্বাসঘাতক ও পিতৃহন্তায় আমার কোনও প্রয়োজন নেই।

চলে যাও তোমার ভবঘুরে জীবনে। যাকে আমি আদর-যত্নে বড় করেছি সে তুমি নও!"

আমি বললাম, "শান্ত হও, শান্ত হও! আমি বাবাকে হত্যা করিনি, বরং তিনি আপনা আপনিই মরে গেছেন। হায়! তিনি আমারই কোলে মারা গেছেন!"

"নিশ্চয়ই তিনি তোমায় অভিশাপ দিতে দিতে মারা গেছেন। তোমায় যিনি জীবন দিয়েছেন তাঁকেই তুমি মেরেছো। লা-লা-লা! আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, আর এই বয়সে আমি যথেষ্ট বিপদের সম্মুখীনও হয়েছি, কিন্তু এত বড় বিপদে আমি কখনোই পড়িনি। আমি কখনো মমি দেখিনি কিন্তু এই মুহূর্তে আমি মমি হলেই ভাল হ'ত! তোমায় আমি অনুনয় করছি, তুমি চলে যাও।"

আমি বললাম, "বৃদ্ধা, আমায় অযথা তিরস্কার ক'রোনা, আমার দুঃখ কি কম?"

"ওহ, তাই তো তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার দোষটা কি? অতীতেও মেয়েলোক যেমন পুরুষের সর্বনাশ করেছে আর ভবিষ্যতেও যেমন করবে, তেমনি এক নারীই তোমার সর্বনাশের কারণ হয়েছিল! আর সে কি যেন তেন মেয়ে! লা-লা-লা। আমি তাঁকে দেখেছি। তিনি তো অপূর্ব এক সৌন্দর্যের আধার। স্বয়ং শনিই তাঁকে অনর্থের জন্য জন্ম দিয়েছে। আর তুমি? তোমায় যত অবাস্তব শিক্ষা দিয়ে পুরোহিতের মত লালন-পালন করা হয়েছে। তাই তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে অসম এবং তাই ঐ নারীই যে তোমার উপরে প্রভুত্ব করবেন তাতে আশ্চর্যের কি আছে। এসো হারমাসিস, তোমায় চুমো দেই। আমারই জাতের একজনকে তুমি ভালবেসেছো বলে তো আর তোমার প্রতি আমি এত নির্দয় হ'তে পারি না। কেন, এতে দোষের কি আছে? বরং এটাই তো স্বাভাবিক। স্বভাব তার স্বীয় কর্ম করবেই, অবশ্য প্রকৃতি যদি ব্যতিক্রম না ঘটায়। কিন্তু এখানে একটা অঘটন ঘটেছে। তুমি কি জানো যে ঐ মেসিডোনিয়ার সম্রাজ্ঞী এসব উপাসনাগার ও জমাজমি বাজেয়াপ্ত ক'রে খাজনা নিচ্ছেন? আর শুধু আমেনেমহাটকে ছাড়া আর সব পুরোহিতদেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন? তাকে কেন বাদ দিয়েছেন জানি না। সেই থেকে এই চতুর্দেয়ালের ভিতরে কোন উপাসনাই হচ্ছে-না। আর আজ সেই আমেনেমহাটও বিদায় নিলেন। বেশ হয়েছে। তিনি চলে গেলেন, ভালই হয়েছে, কারণ পরলোকে তিনি ভালই থাকবেন। এ জীবন তাঁর বোঝায় পরিণত হয়েছিল। আর শোনো হারমাসিস:

তিনি তোমায় নিঃসম্বল ক'রে রেখে যাননি, যে মুহূর্তে আমাদের ষড়যন্ত্র বিফল হ'ল সেই মুহূর্তেই তিনি তাঁর সব ধন-রত্ন জমা করে রেখেছেন, কোথায় তা' আমি তোমায় দেখাবো কারণ সেই বিপুল ধনসম্পদের তুমিই একমাত্র অধিকারী।"

আমি বললাম, "আতোয়া, আর ধন-রত্নের কথা আমায় ব'লনো। বলতে পারো কোথায় গিয়ে আমি আমার লাঞ্ছনা গোপন করবো ?"

"হাঁ, সত্যিই তো, সত্যিই তো ! এখানে তোমার আর থাকা চলবে না। এখানে তোমায় তারা পেলে নির্মমভাবে হত্যা করবে। না, তা' হ'তে দেবো না। আমি তোমায় লুকিয়ে রাখবো। তারপর আমেনেমহাটের শবদেহ সমাধিস্থ ক'রে আমি তোমায় নিয়ে পালাবো। তোমার এই অপরাধের কাহিনী যতদিনে বিস্মৃত না হবে ততদিন তোমায় গোপন ক'রে রাখবো। লা-লা-লা ! নীল-নদের মাটি যেমন গুবরে পোকায় ভরা তেমনি এ জগতটাও অশান্তিতে ভর্তি। এসো হারমাসিস, এসো।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[পণ্ডিত ওলিম্পাস নামধারী লোকটির কাহিনী ঃ থিব্‌সে ওলিম্পাসের অবস্থান ঃ ক্লিওপেট্রার প্রতি ওলিম্পাসের পরামর্শ ঃ চারমিয়ন কর্তৃক প্রেরিত বার্তা ও ওলিম্পাসের আলেকজান্দ্রিয়া গমন।]

বৃদ্ধা আতোয়ার তত্ত্বাবধানে আমি গোপনে আশি দিন কাটালাম। ইতিমধ্যে মমি তৈরীর কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ লোক দিয়ে বাবার দেহ মমি ক'রে সমাহিত করার জন্য প্রস্তুত করা হ'ল। সবকিছু ঠিক হ'লে আমি আমার লুকিয়ে থাকার জায়গা থেকে বাইরে এসে বাবার আত্মার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ক'রে তাঁর মমিকৃত দেহের উপরে পদ্ম ফুল স্থাপন করে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবার আমি সেই নির্দিষ্ট স্থানে লুকালাম। পরের দিন আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলাম যে ওসিরিস ও আইসিসের মন্দির থেকে দলে দলে পুরোহিত এসে বাবার মমি সুন্দর রঙ্গীন কফিনে ক'রে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে পবিত্র হ্রদের কাছে উৎসর্গীকৃত নৌকায় নিয়ে যাচ্ছে। তারা মৃতের শেষ বিচারের অনুষ্ঠানপর্ব শেষ ক'রে বাবাকে মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম মহামানব ব'লে ঘোষণা করলো। তারপর তারা আবার বাবার মমি নিয়ে মায়ের শবাধারের পার্শ্বে সশ্রদ্ধভাবে সমাধিস্থ করলো। ওসিরিসের সমাধির পাশে পাহাড় কেটে বাবাই এই সমাধিস্থান তৈরী করেছিলেন। আজ মা ও বাবা দুজনই সেখানে সমাধিস্থ হলেন। শত পাপ সত্ত্বেও আমায়ও সেখানেই সমাহিত করা হবে। বাবাকে সমাধিস্থ ক'রে পিরামিডের দ্বার বন্ধ করার পরে আমি বাবার বাকী ধন-রত্ন বের করে নিলাম। তারপর ছদ্মবেশ ধ'রে আমি বৃদ্ধা আতোয়াকে নিয়ে থিব্‌স শহরে উপস্থিত হলাম আর নিজেকে লুকিয়ে রাখার মত একটা জায়গা ক'রে নিলাম।

থিব্‌স শহরের উত্তরে অবস্থিত ধূসর বর্ণের পর্বতমালার অভ্যন্তরে গর্ত ক'রে আমার পূর্বপুরুষ সম্রাটদেরে সমাহিত করা হয়েছিল। এই নিভৃত গহ্বরে এমন কৌশলের সাথে সমাধিগহ্বর তৈরী করা হয়েছিল যে এখন আর সেগুলি চোখেই পড়ে না। কিন্তু কয়েকটি সমাধির দ্বার বর্তমানে খোলা অবস্থায় রয়েছে কারণ কিছু সংখ্যক পারশী চোর ওগুলি ভেঙ্গে ধন-রত্ন অপহরণ করেছে। আমি গা ঢাকা দিয়ে শুধু রাতের বেলায়ই

চলাফেরা করতাম, আর এক রাত্রে উক্ত পর্বতমালায় ঘুরতে ঘুরতে আমি স্বর্গীয় সম্রাট র‍্যামেসিসের সমাধিগহ্বরের দ্বারে উপস্থিত হলাম। বিরাট বিরাট পাহাড়ের আড়ালে এক উপত্যকায় অবস্থিত এই সমাধিটি ছিল বিশাল আকৃতির। ঊষার প্রথম আলোকে আমি দেখতে পেলাম যে সমাধি মন্দিরটির অভ্যন্তরে বেশ কয়েকটি কক্ষ আছে।

আমি তাই পরের দিনই সন্ধ্যায় আতোয়াকে নিয়ে সেই সমাধি কক্ষে চলে এলাম। সাথে আনলাম কয়েকটি মোমবাতি আর সামান্য কিছু সামগ্রী। ছোটবেলায় আতোয়া যেভাবে আমার সেবা করতো এখনও সে সাথে থেকে থেকে সেভাবেই আমার সেবা করতে লাগলো। আমরা এই বিশালাকৃতির সমাধি গহ্বরটিতে ঘুরতে ঘুরতে প্রস্তর নির্মিত শবাধারটির কাছে পৌঁছলাম। এরই মধ্যে স্বর্গীয় সম্রাট র‍্যামেসিসের মমিকৃত দেহ অবস্থান করছে। কক্ষটির চতুর্দিকের দেয়ালে বিভিন্ন ধরনের সাঙ্কেতিক লিখন, সাপের ও গুবরে পোকার চিত্র, 'নউট' এর উপরে অবস্থানরত 'রা' এর প্রতিকৃতি, মস্তকবিহীন মানুষের ছবি, এবং আরও অনেক কিছু দেখতে পেলাম। আমি এসবের অর্থোদ্ধার করতে পারলাম কারণ আমার দীক্ষা নেওয়া ছিল।

সুদীর্ঘ অবতরণ পথের উভয় দিকে খুব মনোরম চিত্র ও অন্যান্য কারুকার্য চোখে পড়লো। প্রত্যেকটি কক্ষের নিচেই সেই কক্ষের মালিকের সমাধি অবস্থিত, আর দেয়ালের চিত্রসমূহ সেই কাহিনীই ব্যক্ত করে। এরা সবাই স্বর্গীয় সম্রাট র‍্যামেসিসের কর্মচারী ছিল। প্রস্তর নির্মিত শবাধারটির সামনে অবস্থিত শেষ প্রান্তের কক্ষটির বাম পার্শ্বে বিশেষ সুন্দর এক ধরনের চিত্র অঙ্কিত ছিল। তার মধ্যে দু'জন অন্ধ বীণাবাদিকার চিত্র ছিল, ছবিতে তারা প্রভু 'মউ' এর সামনে বীণা বাজাচ্ছে। আর এই কক্ষের নিচে অবস্থিত সমাধিতে এই বীণাবাদিকাদের নিশ্চল দেহ দু'টি মমিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। এই অন্ধকার সমাধিকক্ষেই আমি স্থান ক'রে নিলাম। আর এই কক্ষেই সুদীর্ঘ আট বছর ধ'রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আরাধনা ক'রে কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু আতোয়া অন্ধকার কক্ষ পছন্দ করতো না। তাই সে শবাধারের সামনে অবতরণ পথের পাশেই অবস্থান করতো।

এইভাবে আমার জীবন কাটতে লাগলো। একদিন পর একদিন আতোয়া বাইরে গিয়ে চর্বির তৈরী মোমবাতি ও কোন রকম বেঁচে থাকার মত খাবার ও পানীয় সংগ্রহ করে আনতো। আমার শরীর যাতে ভেঙ্গে না পড়ে ও দৃষ্টিশক্তি যাতে না হারাই সেজন্য আমি সকালে ও বিকেলে

একঘণ্টা ক'রে উপত্যকায় পদচারণ করতাম। আর মাঝে মাঝে আমি নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য রাতে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতাম। তা' ছাড়া বাকী সব সময়ই আমি আরাধনা ক'রে, ধ্যান ক'রে ও ঘুমিয়ে কাটাতাম। এভাবে ধীরে ধীরে আমার পাপের বোঝা কমে এলে আবার আমি প্রভুদের নিকটবর্তী হলাম। কিন্তু মাতা আইসিসের সাথে আর আমি কথা বলতে সক্ষম হলাম না। এই আট বছরের ধ্যান ও চিন্তার ফলে আমার জ্ঞানের পরিধি বহুগুণ প্রসারিত হ'ল। সংযম ও নিরানন্দ নির্জনতার ফলে আমার মেদ কমে গিয়ে অন্তদৃষ্টি খুলে গেল। ফলে আমি যে-কোন জিনিসের অভ্যন্তরে তাকাবার মত দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করলাম। এইভাবে ধীরে ধীরে শিশির বিন্দুর মত আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

এই সময়ে চতুর্দিকে একথা ছড়িয়ে পড়লো যে ওলিম্পাস নামক এক মহান সাধু ব্যক্তি ঐ পর্বতাভ্যন্তরের মৃতপুরীর মত নির্জন উপত্যকায় বাস করছেন। ফলে বহু রোগী আরগ্যের আশায় আমার কাছে আসতে শুরু করলো। তাই আমি টোটকা ওষুধের দিকে মনোনিবেশ করলাম। আতোয়াও এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিল, আর সেও আমায় সাহায্য করতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে টোটকা ঔষধে আমার বেশ হাত হ'ল। বহু রোগী আমার হাতে আরোগ্য লাভ করলো। ফলে চতুর্দিকেই আমার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। একথাও ছড়িয়ে পড়লো যে আমি যাদুবিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শী ও আমি মৃত লোকদের আত্মার সাথে কথা বলতে পারি। আমার পক্ষে একথা বলা নিষিদ্ধ হ'লেও বলছি যে সত্যিই আমি মৃত আত্মার সাথে কথা বলতাম।

এইভাবে শেষে আর খাদ্য ও পানীয়ের জন্য আতোয়াকে বাইরে যেতে হ'ত না কারণ বিভিন্ন লোকজনই আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসতো। আর এসব দ্রব্যের পরিমাণও ছিলো আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। আমি কোন ফি নিতাম না, তাই লোকে এসব আনতো।

হারমাসিস বলে আমায় কেউ চিনে ফেলতে পারে ভেবে প্রথমে আমি ঐ অন্ধকার কক্ষে ছাড়া কোথাও কারো সাথে দেখা করতাম না। কিন্তু ধীরে ধীরে জানতে পারলাম যে এদেশের সবাইরই বদ্ধমূল ধারণা যে হারমাসিস অনেক আগেই মারা গেছে। তাই আমি গহ্বর দ্বারে গিয়ে রোগীদের চিকিৎসা শুরু করলাম। বড় লোকদের ভাগ্যও আবার গণনা শুরু করলাম। কাজেই আমার সুনাম চতুর্দিকে এতই ছড়ালো যে শেষে মেমফিস ও আলেকজান্দ্রিয়া হ'তেও আমার কাছে লোক আসতে শুরু করলো। আর

এসব লোকদের কাছ থেকেই আমি জানতাম কিভাবে এণ্টনী সাময়িকভাবে ক্লিওপেট্রাকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন এবং স্ত্রী ফুলভিয়ার মৃত্যুর পরে তিনি আমার সিজারের বোন অকটাভিয়াকে বিয়ে করেছেন এবং আর অনেক কিছু।

পরের বছর আমি আতোয়াকে টোটকা ওষুধ বিক্রেতার ছদ্মবেশে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠালাম। তাকে দু'টি কাজ দিলাম: চারমিয়নকে খুঁজে বের করা আর চারমিয়নকে এখনও আমাদের প্রতি অনুগত মনে হ'লে তাকে আমাদের সম্বন্ধে সবকিছু বলা। পাঁচ মাস পরে আতোয়া চারমিয়নের অভিনন্দন পত্র ও প্রতীক নিয়ে ফিরে এলো। আতোয়া আমায় বললো যে সে চারমিয়নকে খুঁজে পেয়ে আমার মৃত্যুর কথা তোলায় চারমিয়ন বিষাদে অভিভূত হ'য়ে কেঁদে উঠেছিল। আতোয়া যথেষ্ট বুদ্ধি রাখতো। সে সহজেই চারমিয়নের মনোভাব বুঝতে পেরে আমার সব কথাই তার কাছে ব্যক্ত করে বলেছিল যে হারমাসিস তাকে অভিনন্দন পাঠিয়েছে। তাতে চারমিয়ন আনন্দে আত্মহারা হয়ে আরও অশ্রুপাত করতে লাগলো। তারপর সে আতোয়াকে চুমো দিয়ে তাকে অনেক উপহার দিয়ে বললো যে সে আমারই অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছে, আমি যেদিন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় যাবো সেই দিনটিরই জন্য সে অপেক্ষা করছে আর সে এখনও দেশের প্রতি ও আমার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করছে। এই ভাবে আতোয়া অনেক গোপন খবর নিয়ে আবার থিব্‌সে ফিরে এলো।

পরের বছরই ক্লিওপেট্রার কাছ থেকে নানাবিধ উপঢৌকন, গুটানো পত্র ও সীলমোহর নিয়ে দূত এসে উপস্থিত হ'ল। আমি পত্র খুললাম। তাতে লেখা ছিল ঃ

'ক্লিওপেট্রার কাছ থেকে থিব্‌সের মৃতপুরীতে অবস্থানরত মহাবিদ্বান মিশরীয় ওলিম্পাসের প্রতি…

"হে মহাজ্ঞানী ওলিম্পাস, আপনার যশ ও সুখ্যাতির কথা আমাদের কানে এসেছে। মহান এণ্টনী বর্তমানে নষ্টা মেয়ে অকটাভিয়ার হাতে পড়ে আমাদের থেকে নিজেকে দূরে রাখছেন। তাঁর ভালবাসা আবার আমি কিভাবে ফিরে পেতে পারি সে পরামর্শ যদি আপনি দিতে পারেন তাহলে আপনি আরও মান ও সম্পদের অধিকারী হবেন।"

এই পত্রে আমি চারমিয়নের গোপন হস্ত অনুভব করলাম। সে-ই আমার যশের কথা ক্লিওপেট্রার কানে নিয়েছে।

সমস্ত রাত ধ'রে আমি এই পত্রের উত্তরের কথা ভাবলাম। ক্লিওপেট্রা ও

এণ্টনীর পতনের উদ্দেশ্যে আমি এক মতলব আঁটলাম। সেমতে আমি নিম্নরূপ উত্তর লিখলাম ঃ

"মিশরীয় ওলিম্পাসের কাছ থেকে সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার কাছে—
"আপনি একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গী নিয়ে সিরিয়ায় চলে যান। তাহলেই এণ্টনী আবার আপনার বাহুতে ধরা দেবেন! আর সেই সাথে আপনি অপরিসীম উপঢৌকনও পাবেন।"

এই পত্র দিয়ে আমি সম্রাজ্ঞীর দূত পাঠিয়ে দিলাম। ক্লিওপেট্রা যে-সব উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন তাও ঐ দূতদেরে বিলিয়ে দিলাম। তারা আশ্চর্য হ'য়ে বিদায় নিল।

আমার এই পরামর্শ ক্লিওপেট্রার মনের কথা। তাই তিনি এই পত্র পাওয়া মাত্রই ফণ্টিয়াস কেপিটোকে নিয়ে সোজা সিরিয়ায় যাত্রা করলেন। আমার ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল। ক্লিওপেট্রা আবার এণ্টনীর মন জয় করলেন। তার সাথে তিনি উপঢৌকন হিসেবে পেলেন আরবের নেবাথিয়ার উপকূল ভাগ, সুগন্ধি বৃক্ষ উৎপাদনকারী জুদিয়া প্রদেশ, আর ফিনিসিয়া, কোলি-সিরিয়া ও সমৃদ্ধ সাইপ্রাস দ্বীপ। তৎসঙ্গে তিনি আরও পেলেন পারগামাসের সকল লাইব্রেরী। তাছাড়া ক্লিওপেট্রার গর্ভে এণ্টনীর যে দুই পুত্র জন্মেছিল তাদেরে তিনি অধার্মিকের মত 'রাজপুত' ও ক্লিওপেট্রাকে 'চন্দ্র' ব'লে আখ্যায়িত করেন। এসবই ঘটলো সিরিয়ায় বসে।

ক্লিওপেট্রা আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে এসে আমায় বহুবিধ উপঢৌকন পাঠালেন। আমি কিন্তু তার কিছুই গ্রহণ করলাম না। সেই সাথে রাণী আবার আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতেও আমায় অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তখনও সেখানে যাওয়ার সময় আমার হয়নি। এর পরেও বহুবার ক্লিওপেট্রা ও এণ্টনী আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছেন আর আমিও তাঁদের পতনের পরামর্শ দিয়েছি। আমার কোন পরামর্শই বৃথা যায়নি।

বছরের পর বছর ধ'রে বৈরাগীর বেশে ওলিম্পাস নাম নিয়ে আমি ঐ নিভৃত পর্বতগহ্বরের সমাধি মন্দিরে বাস করতে লাগলাম। শুধু রুটিই ছিল আমার খাদ্য আর কূয়ার পানিই ছিল পানীয়। তবুও প্রতিশোধ গ্রহণকারী প্রভুর দেওয়া শক্তির বলে আমি খেমদেশে আরও অধিক যশের অধিকারী হলাম। দৈহিক কামনা ও মনের বাসনা পদদলিত ক'রে প্রায়ই ধ্যানে মগ্ন থাকায় আমার জ্ঞান শতগুণে বৃদ্ধি পেলো।

আর এমনি ক'রেই সুদীর্ঘ আটটি বছর কেটে গেলো। এই সময়ের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছেঃ পার্থিয়ানদের সাথে যুদ্ধ বেধে শেষ হয়েছে আর আর্মেনিয়ার রাজা আর্তাভাসতে বিজয়ীর বেশে আলেকজান্দ্রিয়ার রাজপথ প্রদক্ষিণ করেছেন, ক্লিওপেট্রা সেমোস ও এথেন্স ভ্রমণ করেছেন, তাঁরই পরামর্শে এণ্টনীর প্রাসাদ থেকে অকটাভিয়াকে পরিত্যক্ত বেশ্যার মত বিতাড়িত করা হয়েছে। এভাবে এণ্টনীর বোকামীর মাত্রা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই অর্ধবিশ্বের অধীশ্বর আজ বিবেচনাবুদ্ধি বিবর্জিত হ'য়ে ক্লিওপেট্রার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন, ঠিক যেমন কয়েক বছর আগে আমিও হাবুডুবু খেয়েছি। এমতাবস্থায় উপায়ান্তর না দেখে অকটাভিয়া এণ্টনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

সেই সময়ে একদিন আমি প্রাচীন মিশরীয় সম্রাট র‍্যামেসিসের এই সমাধির অভ্যন্তরে ঘুমের মধ্যে এক অদ্ভুদ স্বপ্ন দেখলাম। বাবা আমেনেমহাট যেন এসে পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আমার ঘুমন্ত গায়ের উপরে ঝুকে বললেন "সামনে তাকাও বৎস।" চেয়ে দেখলাম পার্বত্য উপকূলে সমুদ্ধ বক্ষে দু'দল যুদ্ধ জাহাজ প্রবল যুদ্ধে লিপ্ত। একদল জাহাজে অকটাভিয়ানের পতাকা ও অন্যদল জাহাজে রাণী ক্লিওপেট্রা ও এণ্টনীর পাতাকা উড়ছে। ক্লিওপেট্রা ও এণ্টনীর জাহাজসমূহ অকটাভিয়ার জাহাজগুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই এণ্টনীর বিজয় সুনিশ্চিত দেখা যাচ্ছে।

আমি আবার তাকালাম। দেখলাম একটা জাহাজের অগ্রভাগে স্বর্ণনির্মিত আসনে বসে ক্লিওপেট্রা বিশেষ আগ্রহের সাথে যুদ্ধ অবলোকন করছেন। আমি তখন অলৌকিক শক্তিবলে ক্লিওপেট্রার অন্তরে আমার প্রভাব বিস্তার করলাম। ফলে রাণীর কর্ণে মৃত হারমাসিসের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হ'ল, "পালাও ক্লিওপেট্রা, পালাও, নইলে ধ্বংস অনিবার্য।"

রাণী হিংস্র নয়নে চতুর্দিকে তাকালেন। কিন্তু আবার তিনি 'মৃত' হারমাসিসের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, "পালাও, নইলে রসাতলে যাবে।" তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। তাই তিনি চিৎকার ক'রে তাঁর নাবিকদেরে পাল তুলে শীঘ্র পালানোর জন্য প্রস্তুত হ'তে নির্দেশ দিলেন। নাবিকরা আশ্চর্য হলো কিন্তু বিরক্ত না হ'য়ে বরং মুহূর্তের মধ্যে পলায়ন করলো। সাথে সাথে শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষ থেকে রব উঠলো, "ক্লিওপেট্রা পালাচ্ছেন, ক্লিওপেট্রা পালাচ্ছেন।" তারপর দেখলাম এণ্টনীর জাহাজসমূহ একের পর এক ডুবে যাচ্ছে আর সমুদ্রের লোনা নীল জল এণ্টনীর সৈন্যদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে। সাথে সাথে আমার ঘুমও ভেঙ্গে গেল।

কয়েকদিন পরে আবার একবার বাবা স্বপ্নে দেখা দিলেন। তিনি আমায় বললেন, "ওঠো বৎস! প্রতিশোধের সময় এসেছে। তোমার পরিকল্পনা বৃথা যায়নি। তোমার প্রার্থনাও গৃহীত হয়েছে। ক্লিওপেট্রা যখন সমুদ্রে যুদ্ধরত জাহাজগুলি অবলোকন করছিলেন তখন প্রভুদের ইচ্ছার তিনি তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন 'পালাও; নইলে ধ্বংস অনিবার্য।' ফলে তাঁর মন আতঙ্কে প্রকম্পিত হ'ল আর তিনি তাঁর সমস্ত জাহাজ নিয়ে পলায়ন করলেন। এণ্টনীর শক্তি মুহূর্তে ভেঙ্গে গেল।—তুমি এবারে চলে যাও আর যা' ভাল মনে করো তাই করো।"

ভোরে উঠে আমি চিন্তিত মনে পর্বতগহ্বরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখলাম ক্লিওপেট্রার দূত ও একজন সশস্ত্র রোমান সৈন্য এদিকে আসছে। আমি বিরক্তভাবে কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, "কি চাও তোমরা?"

এখন সবাই আমায় ভয় পায়। তাই সৈন্যটি সভয়ে কুর্নিশ ক'রে বললো, "রাণী ও মহান এণ্টনীর নির্দেশে আমরা এসেছি। রাণী আপনাকে আলেকজান্দ্রিয়ায় যেতে বলেছেন। তিনি অনেকবারই আপনাকে আলেক-জান্দ্রিয়ায় যেতে বলেছেন কিন্তু আপনি যেতে রাজী হননি। এবারে তিনি আপনাকে এই নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথেই যেতে বলেছেন। আপনার পরামর্শের তাঁর বিশেষ প্রয়োজন।"

"আর আমি যদি বলি যাবো না, তাহলে?"

"মহান ওলিম্পাস, সম্রাজ্ঞীর নির্দেশমত তাহলে আপনাকে জোরপূর্বক নিয়ে যেতে হবে।"

আমি জোরে হেসে বললাম, "জোর ক'রে নিয়ে যাবে, নির্বোধ! এসব কথা আবার উচ্চারণ করলে যেখানে দাঁড়িয়ে আছো ওখানেই স্তব্ধ ক'রে দেবো। জেনে রেখো, আমি যেমন বাঁচাতে পারি, ঠিক তেমনিভাবে মারতেও পারি।"

সৈন্যটি ভয়ে আঁতকে উঠে বললো, "ক্ষমা করুন, আপনার পায়ে পড়ি! আমি শুধু সম্রাজ্ঞীর নির্দেশের কথাই বলেছি।"

"আমি তা' জানি সেনাপতি! ভয় নেই, আমি যাবো।"

সেদিন আমি বৃদ্ধা আতোয়াকে নিয়ে যাত্রা করলাম। যেভাবে লুকিয়ে আমি একদিন এই সমাধি মন্দিরে এসেছিলাম তেমনি লুকিয়েই যাত্রা করলাম। স্বর্গীয় র‍্যামেসিসের সমাধি আমার কথা আর মনে রাখেনি। আমরা বাবার সমস্ত রক্ষিত রত্নসম্ভার সাথে নিলাম কারণ আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে কারো দয়ার উপরে নির্ভর না ক'রে বরং সম্ভ্রান্ত ধনীর মতই থাকার ইচ্ছা

হ'ল। পথে জানতে পারলাম যে জলযুদ্ধ ছেড়ে ক্লিওপেট্রার পালানোর পরে এন্টনীও পালিয়েছিলেন। তাই আমার মনে হ'ল যে অন্তিম পরিণতি অতি নিকটে! এসবই আমি থিব্সে বসে ভেবেছি আর দিব্যচোখেও দেখেছি।

শেষ পর্যন্ত আমরা আলেকজান্দ্রিয়ায় পেঁছে প্রাসাদের গেটের সামনে আমার জন্য নির্দিষ্ট একটি গৃহে উঠলাম।

আর সেই রাতেই চারমিয়ন আমার কাছে এলো—সেই চারমিয়ন যাকে আমি সুদীর্ঘ নয় বছর দেখি নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[পণ্ডিত ওলিম্পাসের সাথে হারমিয়ুনের সাক্ষাৎ, তাদের কথোপকথন, ক্লিওপেট্রার সামনে ওলিম্পাস, ক্লিওপেট্রার নির্দেশ।]

আমার জন্য নির্দিষ্ট ক'রে রাখা ঘরের বৈঠকখানায় আমি সাধারণ কালো পোশাক পরিহিত অবস্থায় বসে রইলাম। চেয়ারটির পায়াগুলি ছিল সিংহের পায়ের মত খোদিত। উপরে ঝালরে সুগন্ধি তেলপূর্ণ বাতি জ্বলছে। দেয়াল ঢাকা পর্দাগুলি খুব সুন্দর ছবিতে পূর্ণ। মেঝেতে খুব দামী সিরিয়ান কার্পেট। এসব জাঁকজমক দেখে আমার গত নয় মাসের নির্জনে থিব্‌সের সেই সমাধি গহ্বরে থেকে আমার প্রস্তুতি নেওয়ার কথা মনে পড়লো। আমি ঐ চেয়ারে বসে, আর আতোয়া আমার সামনে মেঝেতে বসে অপেক্ষা করছে। কারো মুখে কথা নেই। আতোয়ার চুলগুলি বরফের মত সাদা। প্রৌঢ়ত্বের ভারে তার মুখের চামড়ায় বহু ভাঁজ পড়েছে। কিন্তু তবু সে আমার সব অমার্জনীয় পাপের কথা ভুলে গিয়ে অন্যান্য সবাইর মত আমায় ত্যাগ না ক'রে আমায় আঁকড়িয়ে রয়েছে।

নয়টি বছর! হাঁ, সুদীর্ঘ নয়টি বছর পরে আবার আমি আলেকজান্দ্রিয়ায় পদার্পণ করেছি! এবার দ্বিতীয়বারের মত আমার জন্য নির্দিষ্ট কাজ হাসিলের জন্য সুদীর্ঘ কাল ধ'রে নির্জনে প্রস্তুতি নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় এসেছি। ক্লিওপেট্রার ভাগ্য নির্ধারণ করতে এসেছি। কিন্তু এবারে আর অকৃতকার্য হবার জন্য আসিনি!

কিন্তু তবুও আজ কত পরিবর্তন এসেছে! কাহিনীর মধ্যে আজ আর আমি কেউ নই। বিচারকের হাতের তরবারির মতই আজ আমার অভিনয়। আজ আর আমি মিশর মুক্ত ক'রে আমার প্রাপ্য সিংহাসনে বসার আশা হয়ত করতে পারি না। খেমদেশ আজ অতলে তলিয়ে গেছে, আর আমি হারমাসিস আরও গভীরতম গহ্বরে হারিয়ে গেছি। ঘটনা প্রবাহে আমায় কেন্দ্র ক'রে যে চক্রান্ত প্রায় চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল তাও আজ মানুষের বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। সেই ষড়যন্ত্রের কথা আজ আর কারো মনে নেই। আমার প্রাচীন বংশের উপরে অমানিশার কালো ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। এমন কি, প্রভুরা পর্যন্ত এই বংশের পতনে টলমল করছে।

আমি যেন রোমান চিলের পাখার ঝাপটা ও বিজয়োল্লাস পূর্বাকাশে অনুভব করতে পারছি।

ভাবান্বিত মনে আমি চেয়ারে ঘুরে বসে আতোয়াকে একখানি আয়না আনতে বললাম যাতে আমার মুখশ্রী দেখতে পারি। কিন্তু আয়নায় কি দেখলাম! একখানি পাণ্ডুর ও কুঞ্চিত মুখ, তাতে আর সেই মিষ্টি হাসির রেখাটি নেই। কামানো মাথার তলায় বৃহদাকারের দু'টি ক্ষীণ ও ফ্যাকাশে চোখ যেন অমানিশার ইঙ্গিত দিচ্ছে। মনে হ'ল যেন মাথার খুলির নিচে দু'টি খালি আঁখি-গহ্বর—সর্বপ্রকারের আরাম-আয়েশ বিবর্জিত অবস্থায় বিষাদক্লিষ্ট মনে বহুদিন ধ'রে শুধু উপাসনায় কাটানো একটি শুষ্ক দেহ! মুখে তাম্রবর্ণের দীর্ঘ দাড়ি, শীর্ণ ও নীল রঙের শিরাবিশিষ্ট দু'টি হাত যেন শুষ্ক শাখার মত কাঁপছে। সেই বিশাল ও সোজা মেরুদণ্ড আজ বাঁকা হ'য়ে গেছে। সত্যিই কালের আবর্তন ও বিষাদ এই ছাপ রেখে গেছে। আজ আমারই সন্দেহ হচ্ছে যে আমিই হারমাসিস, আমি যেদিন যৌবনের প্রারম্ভে বাহুবলের আতিশয্যে ও স্বীয় দৈহিক সৌন্দর্যের গর্বে প্রথম আমায় ধ্বংসকারিণী ঐ নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলাম, সেদিন আমায় কেমন দেখাতো! সে মুখের সাথে আজকের আমার এই মুখের কোনই মিল পেলাম না। কিন্তু হৃদয়ে আমার আজও সেই একই অগ্নি দাউদাউ ক'রে জ্বলছে। সেখানে আজও আমার কোন পরিবর্তনই ঘটেনি। কারণ কালের প্রবাহ বা বিষাদের বোঝা অমর আত্মাকে স্পর্শও করতে পারে না। ঋতু এসে চলে যেতে পারে; আকাঙ্ক্ষা পাখীর মত পক্ষ বিস্তার ক'রে যদৃচ্ছা চলে যেতে পারে; ভাগ্যের লৌহকঠিন বেড়াজালে ভাবাবেগের পক্ষ ছিন্ন-ভিন্ন হ'তে পারে; সূর্যাস্তের সময়কার খণ্ড মেঘের মত স্বপ্ন খণ্ড-বিখণ্ড হ'তে পারে; ধর্মীয় বিশ্বাস প্রবাহমান বারিধারার মত আমাদের পদতল দিয়ে গড়িয়ে যেতে পারে; সীমাহীন মরুবালুকার মত নির্জনতা আমাদের জড়িয়ে থাকতে পারে; এমন সময় আসতে পারে যখন বয়সের বার্ধক্য ও লজ্জায় মাথা নুইয়ে যেতে পারে—হায় অদৃষ্ট! তোমার পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ কতনা স্বাদ গ্রহণ ক'রে থাকে!—কখনো রাজা, আবার কখনো ভৃত্য, কখনো পায় ভালবাসা, আবার কখনো ঘৃণা, কখনো উন্নতি লাভ করে, আবার কখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এতশত পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের মাঝেও আমরা একই থেকে যাই, আমাদের আত্মা অপরিবর্তনীয় থেকে যায়, কারণ এ জগতটাই একাত্মতার চরম উদাহরণ।

মনের দুঃখে আমি এসব কথা ভাবছি। হঠাৎ কে যেন কড়া নাড়লো। আমি আতোয়াকে দরজা খুলতে বললাম।

আতোয়া দরজা খুললে গ্রীক পোশাক পরিহিতা এক মহিলা কক্ষে প্রবেশ করলো। চিনতে ভুল হ'ল না, এ সেই চারমিয়ন—এখনও সেই আগের মতই সুন্দরী, কিন্তু মুখ যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। তার অবনত চোখে যেন একটা চাপা কামনার বহ্নি জ্বলছে।

সে একাকী কক্ষে প্রবেশ করলো, মুখে কোন কথা নেই। আতোয়া অঙ্গুলী নির্দেশে আমায় দেখিয়ে দিয়ে কক্ষান্তরে চলে গেল।

আমার দিকে তাকিয়ে চারমিয়ন বললো, "বৃদ্ধ, আমায় ওলিম্পাসের কাছে নিয়ে যাও। আমি রাণীর কাজে তাঁর কাছে এসেছি।"

আমি দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকালাম।

সে আমাকে ভাল ক'রে দেখে চিৎকার ক'রে উঠলো, চতুর্দিকে তাকিয়ে সে ফিসফিস ক'রে বলে উঠলো, "না না, তুমি সে লোক—" বলেই সে হঠাৎ থেমে গেল।

আমি বললাম, "হাঁ, সেই হারমাসিস, যাকে একদিন তোমার অবুঝ মন ভালবেসেছিল, চারমিয়ন। তোমার সামনে এখন যাকে দেখতে পাচ্ছো সে-ই সেই হারমাসিস, সুন্দরী চারমিয়ন! কিন্তু তুমি যে হারমাসিসকে ভালবাসতে সে আজ মৃত, আর তোমার সামনে যাকে দেখছো সে হচ্ছে পণ্ডিত ওলিম্পাস।"

সে বললো, "থামো, অতীত সম্বন্ধে শুধু আর একটি কথাই বলবো, তারপর সব অতীত যেন কালের অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়। কেন হারমাসিস, বিশ্বাস না করলেও কি একটি নারীর মন তুমি বুঝতে পারো না? তোমার তো অসীম জ্ঞান, বাহ্যিক পরিবর্তনের সাথে সাথে যদি মনেরও পরিবর্তন ঘটতো, তাহলে কোন ভালবাসাই স্থায়ী হ'ত না। অন্তিম পরিবর্তনের ধাপ সেই সমাধি পর্যন্ত পেঁছাতে পারতো না। জেনো রাখো বিজ্ঞ ডাক্তার, আমি সেই রকম মেয়ে যে একবার যাকে ভালবাসে তাকে সে চিরদিনই ভালবাসে, তাতে যদি তাকে চিরকুমারীও থাকতে হয় তবুও সে দ্বিতীয়বার ভালবাসে না।"

চারমিয়ন থামলো। তার কথার উত্তরে বলার মত আমার কোন কথাই মনে এলো না। তাই আমি শুধু মাথা নত করলাম। আমি কিছুই বলতে পারলাম না। যদিও এই মেয়ের নির্বোধ আবেগের জন্যই আমাদের এত বড় সর্বনাশ হয়েছে, তবুও সত্যি বলতে গেলে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। সে-ই একমাত্র মানুষ যে এই বিশাল জগতে আমার জন্য দুঃখ করেছে, এই সুদীর্ঘ কাল ধ'রে আমার মত হতচ্ছাড়া ভবঘুরের প্রতি তার অটুট

ভালবাসা বিনা প্রতিদানে বর্ষণ করেছে, আর প্রতিদানে সে শুধু অবজ্ঞাই পেয়েছে। আর আমার সৌভাগ্য যখন এতদিন পরে এক ছদ্মবেশে ফিরে এসেছে সেই এখনও সে আমায় সমানভাবে ভালবেসেই যাচ্ছে। জগতে এমন কে আছে যে মেয়েদের এমন ভালবাসার মূল্য না দিয়ে পারে? এমন খাঁটী প্রেম তো আর স্বর্ণের দামে কেনা যায় না!

সে বললো, "উত্তর না দেয়ার জন্য তোমায় ধন্যবাদ কারণ টার্সাসের সেই বহু পুরানো স্মৃতি আমার মনে আছে। তখন যে তিক্ত শব্দবাণে আমায় জর্জরিত ক'রেছিলে, তা' আমার মনে আছে, এখনও তার বিষাক্ত হুল আমার হৃদয়ে বিঁধছে। গত নয় বছর নির্জনবাসের ফলে তোমার কথা আরও তীব্র হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু হৃদয় আমার এখন জর্জরিত, তাই ওসব কথা সহ্য করা এখন আর আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই ওসব কথা ছেড়ে দাও। আর আমার মনের সব ভাবাবেগই আমি বিসর্জন দিচ্ছি।"

বলেই সে তার হাত সামনে প্রসারিত করলো, যেন কিছু একটা দূরে ঠেলে দিল। তারপর আবার বলতে শুরু করলো, "সে সব আবেগ আমি দূর ক'রে দিচ্ছি, অবশ্য সে স্মৃতি আমি ভুলতে পারবো না। সব কিছুই শেষ হ'য়ে গেছে হারমাসিস। আমার প্রেম আর তোমায় বিব্রত করবে না। আমার চোখ অন্ধ হ'য়ে যাওয়ার আগে তোমায় আবার দেখতে পেয়েছি, এই-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তোমার কি মনে আছে যে আমায় হত্যা করার জন্য তোমায় আমি অনুরোধ করেছিলাম, আর তুমি আমায় বেঁচে থেকে আমার পাপের ফল ভোগ করতে, আমার কুকীর্তির জন্য অভিশপ্ত হ'তে এবং যে তোমায় আমি ধ্বংস করেছি সেই তোমার স্মৃতির তীব্রতা অনুভব করতে বলেছিলে?"

"হাঁ চারমিয়ন, খুব স্পষ্টভাবেই সেকথা আমার মনে আছে।"

"আমার শাস্তির পাত্র নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ হয়েছে। ওহ, হারমাসিস, তুমি যদি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত অতীত ইতিহাস পড়তে পারতে তাহলে বুঝতে কত দুর্ভোগ আমি সহ্য করেছি—হাসিমুখে সবই সহ্য করেছি—তাহলে তোমার বিচারে এখন তোমার মন পরিতুষ্ট হতো।"

আমি বললাম, "কিন্তু চারমিয়ন, আমি যা' শুনেছি তা যদি সত্যি হয় তাহলে তুমিই প্রাসাদে সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাশালিনী আর প্রিয়পাত্রী। আর অকটাভিয়েনাস কি একথা ঘোষণা করেনি যে সে এণ্টনীর সাথে, এমন কি তার মনিব ক্লিওপেট্রার সাথেও যুদ্ধ করেনি, বরং চারমিয়ন আর ইরাসের সাথেই যুদ্ধ করেছে।"

"হাঁ হারমাসিস, আর একথাও ভেবে দেখো যে এ ব্যাপারটা আমার কাছে কতদূর মর্মান্তিক। তবুও তোমার কাছে আমার প্রতিজ্ঞার জন্যই আমায় এটা করতে হচ্ছে। যাকে আমি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করি, তারই রুটী খেয়ে আমায় তারই কাজ করতে হচ্ছে। যে আমার কাছ থেকে তোমায় কেড়ে নিয়েছে, যে আমারই সংকীর্ণ প্রতিহিংসাবৃত্তির সুযোগ নিয়ে আমায় এই শোচনীয় পর্যায়ে নিয়ে এসেছে, আর তোমার লাঞ্ছনার শেষ ধাপে নিয়ে গিয়ে সারা মিশরের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে, আমি তারই রুটী খেয়ে তারই কাজ করছি! হায় অদৃষ্ট! আমি তো নীচমনা বাসন-মাজা দাসীর চেয়েও হতভাগিনী! কিন্তু ধন-দৌলত বা রাজপুত ও অমাত্যদের চাটুবাক্য কি আমার মত নারীর হৃদয়ে শান্তি আনতে পারে? ওহ্, আমি কত কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হওয়ার উপক্রম করেছি, কিন্তু তবুও আমায় উঠে গিয়ে হাসিমুখে সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা ও ভারিক্কী হালের এণ্টনীর নির্দেশ পালন করতে হয়েছে! প্রভু যেন তাদের দুর্জনারই মৃতদেহ আমায় দেখান। শুধুমাত্র তাদের মৃতদেহ দেখার পরেই আমি মরে শান্তি পাবো। তোমার অদৃষ্ট যথেষ্ট রূঢ় হারমাসিস, কিন্তু তবুও তো তুমি মুক্ত। তাই তো মাঝে মাঝে তোমার ঐ নির্জন গহ্বরে বাস আমার কাছে লোভনীয় মনে হয়েছে।"

আমি বললাম, "আমি বুঝতে পারছি—তোমার প্রতিজ্ঞায় তুমি অটল আছো চারমিয়ন। ভালই হয়েছে, কারণ প্রতিশোধের সময় অতি সন্নিকটে।"

চারমিয়ন বললো, "আমার প্রতিজ্ঞায় আমি অটল থেকে সব সময়ই গোপনে তোমার জন্য কাজ করেছি—তোমার জন্য আর ক্লিওপেট্রা ও সমস্ত রোমানদের নিশ্চিত ধ্বংসের জন্য কাজ করেছি। আমি এণ্টনীর মনে আবেগ আর রাণীর মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তুলেছি। রাণীর মনে আমি দুষ্টামী ঢুকিয়েছি আর এণ্টনীকে ভুলের পথে প্রণোদিত করেছি। এসব কিছুর খবরই আমি গোপনে সিজারের কানে পৌঁছিয়েছি। সে কাহিনী তোমার শোনা প্রয়োজন, শোনো ঃ তুমি তো জানো কিভাবে একসিয়ামে যুদ্ধ হয়েছে। এণ্টনীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্লিওপেট্রা তাঁর নৌবহর নিয়ে এণ্টনীর সাথে গিয়েছিলেন। আর আমি তোমারই প্রেরিত পরামর্শ অনুসারে কেঁদে কেঁদে এণ্টনীকে বুঝিয়েছি যে ক্লিওপেট্রাকে ফেলে রেখে যুদ্ধে গেলে রাণী কেঁদে কেঁদে মরে যাবেন। আর নির্বোধ এণ্টনী আমার কথায় বিশ্বাস এনে রাণীকে নিয়েই যুদ্ধে গেলেন। আর কেন জানি না, হয়তবা তুমি জানতে পারো, তুমুল যুদ্ধের মাঝে হঠাৎ ক'রে ক্লিওপেট্রা তাঁর সমস্ত নৌবহর নিয়ে

পেলোপনেসাসের দিকে পালিয়ে গেলেন। আর এর পরিণতি কি ঘটলো শোনো : এণ্টনী যখন দেখলেন যে রাণী ক্লিওপেট্রা পালিয়ে যাচ্ছেন তখন তিনিও তাঁর নৌবহর ছেড়ে ছোট্ট একখানি জাহাজ নিয়ে রাণীর নৌবহরের পিছনে পিছনে তীরবেগে ছুটলেন। এদিকে যুদ্ধের বিশৃঙ্খলার জন্য তাঁর সমস্ত নৌবহর ধ্বংস হ'য়ে গেল। অপর দিকে গ্রীসে তাঁর এক লক্ষ বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও বারো হাজার ঘোড়া নেতা বা নেতৃত্ব ছাড়াই পড়ে থাকলো। কিন্তু এই দিগ্বিজয়ী এণ্টনী যে লাঞ্ছনার এমন গভীর অতলে তলিয়ে গেছেন একথা কেউই বিশ্বাস করতে পারলো না। প্রথমে গ্রীসের সৈন্যদল আক্রমণ প্রতিহত করেছিল, কিন্তু আজ রাতে সেনাপতি কেনিডিয়াস খবর নিয়ে এসেছে যে সৈন্যদল যখন বুঝতে পারলো যে এণ্টনী তাদেরে পরিত্যাগ করেছেন, তখন তারা সবাই সিজারের বশ্যতা স্বীকার করেছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে এণ্টনী এখন কোথায় ?"

"তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার ঐ বিশাল পোতাশ্রয়ের একটি ছোট দ্বীপে ঘর বেঁধেছেন। সে বাড়ীর নাম দিয়েছেন তিনি 'তিমোনিয়াম,' আর 'তিমো-নে'র মত তিনি এখন বারবার চিৎকার ক'রে মানব জাতির কৃতজ্ঞতার জন্য বিলাপ করছেন। তাঁর মতে মানবজাতির অকৃতজ্ঞতার জন্যই তাঁর আজ এই দশা হয়েছে। সেখানে তিনি দারুণ মানসিক অশান্তিতে আছেন। আর ক্লিওপেট্রার ইচ্ছা যে তুমি কাল ভোরেই সেখানে যাবে—তাঁকে রোগ-মুক্ত ক'রে আবার তুমি রাণীর বাহুবন্ধনে ফিরিয়ে এনে দেবে। কারণ এণ্টনী প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি আর কখনো ক্লিওপেট্রার মুখ দর্শন করবেন না। অবশ্য তিনি তাঁর এই দুর্গতির কারণ জানেন না। কিন্তু প্রথমে তোমায় সম্রাজ্ঞীর কাছে যেতে হবে, তিনি এ বিষয়ে তোমার সাথে পরামর্শ করবেন।"

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে আমি বললাম, "চলো, আমায় নিয়ে চলো।"

প্রাসাদের গেট পেরিয়ে স্ফটিক কক্ষ অতিক্রম ক'রে আবার আমি রাণীর কক্ষের সামনে দাঁড়ালাম, আর চারমিয়ন আবার আমায় আগমন বার্তা জানাতে ভিতরে চলে গেল।

তারপর চারমিয়ন ফিরে এসে বললো, "মনে বল রেখো হারমাসিস, যেন নিজেকে আবার প্রতারণা না করো কারণ ক্লিওপেট্রার চোখ এখনও খুব প্রখরই আছে। চলো।"

আমি বললাম, "তাঁর দু'চোখ নিশ্চয়ই পণ্ডিত ওলিম্পাসের মধ্যে হারমাসিসকে খুঁজে বেড়াবে। কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে তুমিও আমায় চিনতে পারতে না চারমিয়ন।"

তারপর আর একবার আমি আমার বহু পরিচিত কক্ষে প্রবেশ করলাম। ঝর্ণার কলকল ধ্বনি, নাইটিঙ্গেলের সুমধুর সঙ্গীত আর গ্রীষ্মের সমুদ্রের কলকল ধ্বনি আবার কানে বাজতে লাগলো। অবনত মস্তকে ধীর পদক্ষেপে শেষ পর্যন্ত আমি সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার সামনে দাঁড়ালাম। আজও তিনি সেই স্বর্ণ নির্মিত পালঙ্কে উপবিষ্ট, ঠিক যেখানে বসে এক রাতে তিনি আমায় পরাভূত করেছিলেন। মনে শক্তি সঞ্চয় ক'রে আমি তাঁর দিকে তাকালাম। দেখলাম আমার সামনে কিছুটা নিষ্প্রভ অবস্থায় সেই প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা। কিন্তু টার্সাসে যেদিন এণ্টনীর দু'বাহু বেষ্টনীতে তাঁকে নিষ্পেষিত হ'তে দেখেছি, সেই ক্লিওপেট্রা আর আজকের এই ক্লিওপেট্রার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ! তাঁর অপরূপ রূপ-লাবন্য এখনও তাঁকে অলংকৃত ক'রে আছে, তাঁর দু'চোখ এখনও অতল সমুদ্রের নীল জলের মত গভীরই আছে, মুখের সেই অতুলনীয় মোহিনী শক্তি ও হৃদয়হরা লাবন্য এখনও বিদ্যমান। তথাপি মনে হচ্ছে যেন সবকিছুই পরিবর্তিত হয়েছে। কালের বিবর্তন তাঁর রূপ লাবন্য কমাতে না পারলেও তাঁর মুখে এমন এক বিষাদ-ছায়া এঁকে দিয়েছে যা' ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাঁর কঠিন হৃদয়ে অবরুদ্ধ আবেগ ডানা ঝাপটিয়ে মরছে, আর সে ছায়া তাঁর ভ্রূ যুগলে অঙ্কিত হ'য়ে আছে, আর তাঁর চোখে জ্বলছে বিষাদের ক্ষীণ রশ্মি।

এই মহিয়সী সম্রাজ্ঞীর সামনে দাঁড়িয়ে আমি মাথা নত ক'রে তাঁকে অভিবাদন জানালাম, একদিন যদিও তিনি ছিলেন আমার প্রেয়সী আর আমার অধঃপতনের কারণ, কিন্তু আজ তো আর তিনি আমায় চিনতে পারেন নি।

ক্লান্তিভরা দু'নয়ন তুলে তিনি আমার দিকে তাকালেন। তারপর সেই ধীর গম্ভীর মধুর কণ্ঠে বললেন, "তুমি তাহলে শেষ পর্যন্ত এসেছো ডাক্তার। কি নাম তোমার? ওলিম্পাস? তোমার নামে নিশ্চয়ই একটা প্রতিশ্রুতির ছোঁয়াচ আছে। মিশরের প্রভুরা আমাদেরে পরিত্যাগ ক'রেছেন। তাই এখন ওলিম্পাসের সহায়তা আমাদের একান্ত কাম্য। তোমার চেহারায় একটা বিজ্ঞতার ছাপ আছে। পাণ্ডিত্য কখনো সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করে না। তোমার চেহারায় এমন একটা অদ্ভুত কিছু আছে যা' আমি ঠিক ধরতে পারছি না। বলো ওলিম্পাস, তোমায় এর আগে কি আমি কখনো দেখেছি?"

কম্পিত স্বরে আমি বললাম, "কখনো না সম্রাজ্ঞী। ব্যক্তিগতভাবে কখনো আমি আপনাকে দেখিনি। আমার সেই নিভৃতবাস থেকে এই মুহূর্তে আপনার আদেশে চিকিৎসার জন্য আপনার সামনে আসার আগে পর্যন্ত কখনো আপনাকে দেখিনি।"

কি আশ্চর্য! এমনকি, গলার স্বর পর্যন্ত—হু! কিন্তু সে এমন একটা বিস্মৃত স্মৃতি যা' আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। তুমি বলেছো ব্যক্তিগতভাবে আমায় দেখোনি। তাহলে নিশ্চয়ই তোমায় আমি স্বপ্নে দেখেছি!"

"তাই হবে হয়ত সম্রাজ্ঞী। স্বপ্নেই আমাদের দেখা হ'য়ে থাকবে।"

তুমি একটি অদ্ভুদ লোক, তুমি যা' বলছো তা' যদি আমি সত্যিই শুনে থাকি তাহলে নিশ্চয়ই তুমি একজন বিজ্ঞ লোক। আমার মনে আছে তোমার পরামর্শেই আমি সিরিয়ায় এণ্টনীর কাছে গিয়েছিলাম, আর তোমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই সবকিছু হয়েছিল। জন্ম-তত্ত্ব ও গণনার ব্যাপারে নিশ্চয়ই তোমার হাত আছে বলতে হবে। কিন্তু এসব ব্যাপারে এই নির্বোধ আলেকজান্দ্রিয়াবাসীদের কোন জ্ঞানই নেই। এক সময় তোমার মত একজন বিজ্ঞ লোককে আমি জানতাম, সে হ'ল হারমাসিস।"

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাণী আবার বললেন, "কিন্তু সে অনেক-দিন আগে মারা গেছে। আজ মনে হচ্ছে আমারও মারা যাওয়াই ভাল ছিল। মাঝে মাঝে তার জন্য আমার দুঃখ হয়।"

রাণী থামলেন। আমি অবনত মস্তকে নিশ্চল নির্বাক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

রাণী আবার বলতে শুরু করলেন, "ওলিম্পাস, যে ঘটনা তোমায় এখন আমি বলবো তার তত্ত্ব বলে দাও। সেই একসিয়ামের যুদ্ধ যখন তীব্র আকার ধারণ করলো, আর আমাদের সুনিশ্চিত জয়ের লক্ষণ যখন দেখা গেল, ঠিক তখনই আমার হৃদয়ে প্রবল ভীতি প্রবেশ করলো, দৃষ্টি শক্তি রহিত হ'য়ে চতুর্দিক যেন অন্ধকার হ'য়ে গেল। আর আমার কর্ণে যেন সেই বহুদিন আগে মৃত হারমাসিসের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হ'ল 'পালাও, পালাও, নইলে ধ্বংস অনিবার্য।' আর সাথে সাথেই আমি পালালাম। কিন্তু আমার মন থেকে এণ্টনীর মনেও ভীতি সংক্রামিত হ'ল। ফলে তিনিও আমার পিছু পিছু ছুটলেন। আর এমনি ক'রেই সে যুদ্ধে আমরা হেরে গেলাম। এবারে বল অলিম্পাস, কি উদ্দেশ্যে প্রভু এমনটা করালেন।"

আমি বললাম, "না সম্রাজ্ঞী, এটা প্রভুর কাজ নয়। কারণ আপনিতো কখনো মিশরীয় প্রভুদের ক্রুদ্ধ করেন নি? আপনি কি কখনো প্রভুদের বিশ্বাসের মন্দির লুট করেছেন? আপনি কি কখনো মিশরীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন? এসবের কোনটাই না করলে মিশরীয় প্রভুরা কেন আপনার প্রতি রুষ্ট হবেন? ভয় পাবেন না। ওসব আপনার মনের

কোনও অন্ধকার বাষ্প ছাড়া আর কিছুই না। ওসব আপনার কোমল হৃদয়কে অভিভূত করেছিল, আর যুদ্ধের দামামা ও হত্যাকাণ্ড আপনার মনকে বিব্রত করেছিল। তাছাড়া এণ্টনীর কথা যা বলতেন তা হ'ল, আপনি যেখানে গেছেন সেখানে তিনি তো যাবেনই।''

আমার কথার সাথে সাথে ক্লিওপেট্রার মুখ সাদা হ'য়ে গেল। তিনি কাঁপতে লাগলেন। আমার কথার অর্থ বোঝার জন্য তিনি একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু আমি তো জানতাম যে প্রভুদের হাতের পুতুল আমায় দিয়ে প্রভুগণই একাজ করিয়েছেন।

আমার প্রশ্নগুলির উত্তর না দিয়ে ক্লিওপেট্রা বললেন, "পণ্ডিত ওলিম্পাস, প্রভু এণ্টনী অসুস্থ। তদুপরি দুঃখে তিনি পাগলের মত। তিনি হতভাগ্য বিতাড়িত ভৃত্যের মত ঐ সাগরের মোহনায় ক্ষুদ্র একটি দ্বীপে পালিয়ে আছেন। কাউকেই তিনি দেখতে পারেন না। এমনকি আমায়ও দেখতে পারেন না। আমি তার জন্য কত কষ্টই না করেছি, কিন্তু হায় অদৃষ্ট! আজ কিনা তিনি আমায়ও দেখতে পারেন না। তাই তোমার প্রতি এই আমার নির্দেশ ঃ কাল সূর্য ওঠার সাথে সাথে আমার দাসী চারমিয়নকে নিয়ে নৌকাযোগে তুমি এণ্টনীর কাছে সেই দ্বীপে যাবে। তাঁকে বলবে যে তুমি তাঁর সৈন্যদের কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছো, তাহলেই তিনি তোমাদের ভিতরে যেতে অনুমতি দেবেন। আর তখন চারমিয়ন কেনিডিয়াসের আনা সংবাদ তাঁকে বলবে কারণ কেনিডিয়াসকে স্বশরীরে সেখানে পাঠাতে আমার সাহস হচ্ছে না। তারপর তার শোকের ভার একটু প্রশমিত হ'লে তুমি ওলিম্পাস তোমার মূল্যবান ওষুধ দিয়ে তাঁর রুগ্ন দেহ চাঙ্গা ক'রে তুলবে। তোমার মিষ্টি কথায় তাঁকে শান্ত করবে। তারপর তাঁকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। তাহলে এখনও সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। এ কাজে তুমি কৃতকার্য হ'লে তোমায় আমি এমন পুরস্কার দেবো যা তুমি কল্পনাও করতে পারো না কারণ এখনও আমিই মিশর সম্রাজ্ঞী। আর যারা আমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারে তাদেরে প্রতিদান করতেও আমি জানি।"

"চিন্তা নেই সম্রাজ্ঞী, এ কাজ আমি পারবো, আর এজন্য আমি কোন পুরস্কারই চাইবো না। আমি শুধু আপনার নির্দেশ পালন করতেই এখানে এসেছি।''

তারপর কুর্নিশ ক'রে আমি বিদায় নিলাম। আর ঘরে এসে আতোয়াকে নিয়ে আমি একটা ওষুধ তৈরী করলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[টিমোনিয়াম থেকে এণ্টনীকে ক্লিওপেট্রার কাছে ফিরিয়ে আনয়ন ঃ ক্লিওপেট্রার দেওয়া ভোজ এবং পরিবেশনকারী ইউডিসিয়াসের মৃত্যু।]

ভোর না হ'তেই চারমিয়ন আবার আমার কক্ষে উপস্থিত হ'ল। তারপর আমরা দু'জনে হাঁটিতে হাঁটতে প্রাসাদাভ্যন্তরস্থ রাণীর ব্যক্তিগত পোতাশ্রয়ে উপস্থিত হ'লাম। সেখান থেকে নৌকায় চড়ে আমরা যে দ্বীপে ছোট, গোলাকৃতির, বিশেষ মজবুত ও গম্বুজ বিশিষ্ট টিমোনিয়াম অবস্থিত সেই দ্বীপের উপকূলের দিকে চললাম। টিমোনিয়ামে এসে আমরা দরজার কড়া নাড়লাম। সাথে সাথে দরজার একটি ছোট খিড়কি খুলে গেল। একজন বৃদ্ধ খোঁজা বিশেষ কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করলো—আমাদের কি প্রয়োজন।

চারমিয়ন বললো, "মহান এণ্টনীর সাথে আমাদের প্রয়োজন।"

"তা'হলে সেটা প্রয়োজনই না কারণ প্রভু এণ্টনী মেয়ে পুরুষ কাউকেই প্রশ্রয় দেন না।"

আমি বললাম, "তথাপি তিনি আমাদের সাথে দেখা করবেন কারণ আমরা খবর নিয়ে এসেছি। তাঁকে গিয়ে বলো যে চারমিয়ন সৈন্যদের কাছ থেকে সংবাদ দিয়ে এসেছে।"

লোকটি চলে গিয়ে আবার ফিরে এলো। সে বললো, "প্রভু এণ্টনী জানতে চেয়েছেন যে আপনারা সুখবর না অশুভ খবর নিয়ে এসেছেন। দুঃসংবাদ হলে তিনি তা' শুনবেন না কারণ দুঃসংবাদ শুনতে শুনতে তিনি অতিষ্ট হ'য়ে পড়েছেন।"

চারমিয়ন বললো, "কেন, কেন, আমাদের সংবাদ ভালও, মন্দও। দরজা খোলো ভৃত্য, আমরাই তাঁকে বলবো।" বলতে বলতে চারমিয়ন স্বর্ণের একটি থলি খিড়কি দিয়ে খোজাটির হাতে দিল।

থলিটি হাতে নিতে নিতে সে বললো, "বেশ বেশ, সময় যা' এসেছে তা' বড়ই কঠিন এবং আরও কঠিন হওয়ারই সম্ভাবনা কারণ সিংহ যখন বিপদে পড়ে তখন শৃগালকে খাওয়াবে কে? আপনাদের সংবাদ আপনারাই

দিন, তাতে যদি এণ্টনী গর্জন ক'রে এই কক্ষ থেকে বের হন তো ভালই। আমি দরজা খুলেই দিলাম। সামনেই অভ্যর্থনা কক্ষ।"

দরজা অতিক্রম ক'রে আমরা একটি সরু পথ ধরে চললাম। খোজা তখন দরজা বন্ধ করতে ব্যস্ত। শেষে আমরা একটি পর্দার সামনে উপস্থিত হ'লাম ও পর্দা ঠেলে কক্ষে প্রবেশ করলাম। কক্ষটি প্রায় অন্ধকার। এক প্রান্তে কম্বল পাতা একটি খাট। তাতে শায়িত দেখলাম একটি লোক, মুখ কম্বলে আবৃত।

কাছে অগ্রসর হ'য়ে চারমিয়ন বললো, "মহান এণ্টনী, মুখ তুলে আমার কথা শুনুন। আমি আপনার জন্য খবর নিয়ে এসেছি।"

এণ্টনী মুখ তুললেন। বিষাদক্লিষ্ট তাঁর মুখাবয়ব, চুল এলোমেলো, তা বয়সের আধিক্যে ধূসর বর্ণ ধারণ ক'রে কোঠরাগত চোখের উপরে ছড়িয়ে পড়েছে। মুখে সাদা-কালো খোচা খোচা দাড়ি। কাপড়-চোপড় মলিন এবং এমন বিশ্রী যে প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষমান ভিখারীদের কাপড়ের চেয়েও খারাপ। আর ক্লিওপেট্রার ভালবাসাই অর্ধবিশ্বের প্রভু মহান এণ্টনীকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে, আমি ভাবলাম।

তিনি বললেন, "যে লোক এখানে নির্জনে ধুকে ধুকে লয়প্রাপ্ত হবে তার কাছে তোমার কি প্রয়োজন বলো নারী। আর তোমার সাথে কে ঐ লোকটি যে হতভাগ্য এণ্টনীকে দেখতে এসেছে?"

চারমিয়ন বললো, "ইনি হচ্ছেন ওলিম্পাস, সেই বিজ্ঞ ডাক্তার, গণনার কাজে বিশেষ পারদর্শী, তাঁর কথা আপনি অনেক শুনেছেন। যাঁকে আপনি ঘৃণা করেন সেই সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা তাকে পরামর্শের জন্য আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।"

"কিন্তু তোমার এই চিকিৎসক আমার এই মানসিক দুরবস্থার মধ্যে কি মন্ত্রণা দেবে? তার ওষুধ কি আমার হারানো নৌবহর, আমার মান-সম্ভ্রম ও শান্তি ফিরিয়ে দিতে পারবে? না, সুতরাং দূর হও তোমার চিকিৎসক নিয়ে! দূর হও! কিন্তু কি খবর নিয়ে এলে তা তো বললে না! —জলদি বলো। আর জলদি ব'লে বিদায় হও। বলো কেনিডিয়াস কি তাহলে সিজারকে পরাজিত করেছে? এ খবর আমায় দিতে পারলে তোমায় আমি আস্ত একটা প্রদেশই দিয়ে দেবো পুরস্কার স্বরূপ। আর হাঁ, অকটাভিয়েনাস যদি মরে গিয়ে থাকে তাহলে সে খবরের জন্য দেবো কুড়ি হাজার সেস্টার্তিয়ন পুরস্কার। বলো বলো—না, বলো না। তোমার ঐ দু'ঠোঁট উন্মুক্ত করাটাকে আমি জীবনের সবচেয়ে বেশী ভয় পাই। নিশ্চয়ই

ভাগ্যচক্র ঘুরে গেছে, আর কেনিডিয়াস বিজয়ী হয়েছে, তাই না? না, তোমার সংবাদ নিয়ে তুমি চলে যাও। আমার আর কিছুই সহ্য হচ্ছে না।"

চারমিয়ন বললো, "মহান এণ্টনী, যা' আমায় বলতেই হবে তা' শোনার জন্য আপনার মনকে শান্ত করুন। কেনিডিয়াস আলেকজান্দ্রিয়ায় এসেছে। সে দূর দূরান্তরে পালিয়ে পালিয়ে শেষ পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়ায় এসেছে। এই হ'ল সংবাদ: সাতদিন ধ'রে আপনার অশ্বারোহী সৈন্যদল আপনার আগমনের আশায় অপেক্ষা করেছে, তারা ভেবেছিল যে আপনি গিয়ে তাদেরে নেতৃত্ব দিয়ে বিজয়ের পথে নিয়ে যাবেন। সেই সাতদিন ধরে তারা সিজারের দূতদের প্রস্তাব অমান্য ক'রে আপনার জন্য অপেক্ষা করেছে। কিন্তু আপনি যাননি। আর তখন এক খবর ছড়ালো যে আপনি ক্লিওপেট্রার আকর্ষণে 'টিনেরাসে' পালিয়ে গেছেন। যে ব্যক্তি প্রথমে এই খবর নিয়ে আপনার অশ্বারোহী সৈন্যদের তাঁবুতে গিয়েছিল তাকে তারা অপমান ক'রে প্রহার করতে করতে মেরেই ফেলেছে। কিন্তু তার মৃত্যুতে কাহিনী শেষ হ'ল না, বরং একথা চতুর্দিক থেকেই শোনা যেতে লাগলো। তখন আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকলো না। আর তখন, হায়! হায়! আপনার সেনাধ্যক্ষরা একে একে সিজারের পক্ষ নিতে লাগলো। সেনাধ্যক্ষ যেদিকে যায় সৈন্যরাও সেদিকেই যায়। তাই আজ আপনার সমস্ত অশ্বারোহী সৈন্যই সিজারের তাঁবুতে। কিন্তু এখানেই কাহিনীর শেষ নয়! কারণ আপনার মিত্র আফ্রিকার বক্কাস, সিলিসিয়ার তারকন্দিমোতাস, কোমাজিনের মিথ্রিডেটস, থেস্রের এডালাস, পাফ্‌লেগোনিয়ার ফিলাডেলফাস, কেপাডোসিয়ার আরকেলস, জুডিয়ার হেরড, গেলাসিয়ার আমিণ্টাস, পণ্টাসের পোলেমন আর আরবের মালকাস, সবাই-ই পালিয়ে গেছে অথবা তাদের সেনাধ্যক্ষরা যে যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছে। বর্তমানে তাদের দূতেরা সিজারের দয়া ভিক্ষা করছে।"

হতভম্ব এণ্টনী দু'হাতের ফাঁক দিয়ে মুখ তুলে প্রকম্পিত স্বরে চিৎকার ক'রে বললেন, "ময়ূরের পালক পরিহিতা দাঁড়কাক, তোমার ঘ্যান ঘ্যানানি কি শেষ হয়েছে না আরও বাকী আছে? আরো বলো! বলো যে মিশর সম্রাজ্ঞী তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে আজ মৃত! বলো যে মৃত সিসেরোর নেতৃত্বে নরকের সব যমদূতেরা একত্রে চিৎকার ক'রে এণ্টনীর পতনের কথা ঘোষণা করছে। আর জগতের সমস্ত অমঙ্গল বার্তা একত্র করো যাতে জগতের এককালীন সর্বোত্তম ব্যক্তিত্বও হতভম্ব হয়ে যায়, আর যাঁকে আজও তুমি নেহায়েত ভদ্রতার খাতিরে 'মহান এণ্টনী' বলে অভিহিত করছো তারও যেন মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে।"

"না প্রভু, আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে।"

"আর আমারও শেষ হয়েছে। শেষ—পুরাপুরি শেষ! আমার সবই শেষ হ'য়ে গেছে; তাই এখানেই আমি অন্তিম সমাপ্তি টেনে দিচ্ছি।" বলেই তিনি পালঙ্ক থেকে একখানি তরবারি তুলে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হ'লেন। কিন্তু আমি তড়িৎগতিতে সামনে গিয়ে তাঁর হাত ধ'রে ফেললাম। তিনি এত সকালেই আত্মহত্যা ক'রে বাঁচেন এটা আমার কাম্য ছিল না। এই মুহূর্তে এণ্টনী মারা গেলে ক্লিওপেট্রা আবার সিজারের সাথে সন্ধি ক'রে শান্তি স্থাপন করবেন একথা আমি জানতাম। সিজারও অবশ্য তাই-ই চাচ্ছেন। তিনি মিশরের ধ্বংসের চেয়ে এণ্টনীর পতনই কামনা করেন।

চারমিয়ন চিৎকার ক'রে বললো, "আপনি কি পাগল হয়েছেন, এণ্টনী? আপনি কি এতই ভীরু যে আপনার সাথীকে একাকিনী এই বিষাদসিন্ধুতে ভাসিয়ে নিজে একাকী বেঁচে যেতে চাচ্ছেন?"

"না কেন নারী? যাবো না কেন? তিনি তো বেশীদিন একাকী থাকবেন না! তাঁকে সাহচর্য দিতে তো সিজার আছেন! অকটাভিয়েনাস নীরবে সুন্দরী-দেরে ভালবাসেন, আর ক্লিওপেট্রা তো এখনও সুন্দরীই আছেন। শোনো ওলিম্পাস, তুমি তো আমায় মরতে দিলে না—এবার তোমার উপদেশ বর্ষণ করো দেখি। এতদিন ছিলাম আমি রোমান 'ট্রায়ামভারেট'দের অন্যতম, দু'দু'বার আমি রোমের কন্সাল হয়েছি, আর এই সেদিনও ছিলাম আমি সমগ্র প্রাচ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। আর আজ কি আমি সিজারের বশ্যতা স্বীকার ক'রে যে পথে আমি বিজয়ীর বেশে গমন করেছি সেপথে অনুগৃহীতের মত যাবো?"

আমি বললাম, "না মহাত্মা। বশ্যতা স্বীকার করলে আপনি নিপাত যাবেন। গতরাতে-সারারাত ধ'রে আমি ভাগ্যদেবকে আপনার বিষয়ে প্রশ্ন করেছি, আর যা' জানতে পেরেছি তা হচ্ছে : আপনার ভাগ্যনক্ষত্র যখন সিজারের ভাগ্যনক্ষত্রের নিকটবর্তী হয়েছে তখনই আপনার নক্ষত্র মলিন হয়েছে, আর সিজারের নক্ষত্র আপনার নক্ষত্রকে গ্রাস করে উজ্জ্বলতর হয়েছে। আর আপনার নক্ষত্র যখনই দূরে চলে গেছে তখন তা' সিজারের নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হ'য়ে বিরাজ ক'রেছে। আপনার সব আশা শেষ হ'য়ে যায়নি। আপনার সাম্রাজ্যের কিছু অংশ যতক্ষণ হয়ত সবকিছুই পাওয়ার আশা আছে। এখনও মিশর রক্ষা করা যেতে পারে, আর আবার সৈন্য সংগ্রহ করাও যেতে পারে। সিজার সৈন্য প্রত্যাহার করেছেন, তিনি এখনও আলেক-জান্দ্রিয়ার কাছাকাছি আসেননি, হয়ত বা আসবেনও না মানসিক ক্লান্তি আপ-নার দেহকে দুর্বল ক'রে ফেলেছে, তাই আপনি কিছুই এখন ঠিকমত

ভাবতে পারছেন না। দেখুন না, আমার এই ওষুধ আপনাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য ক'রে তুলবে, আমি এ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী।" বলে আমি এক বোতল ওষুধ তাঁর সামনে তুলে ধরলাম।"

তিনি চিৎকার ক'রে বললেন, "ওষুধ! তুমি কি বলছো নির্বোধ! এটা নিশ্চয়ই বিষ, আর তুমি হচ্ছো মিশরের সেই শয়তানী প্রেরিত খুনী! সে তো আমার হাত থেকে রেহাই পেলেই বাঁচে কারণ আমাকে দিয়ে এখন আর তার কোন কাজই হবে না। যার জন্য আজ আমি সর্বহারা, সেই ক্লিওপেট্রা আজ আমার শির পাঠিয়ে সিজারের সাথে শান্তি চুক্তি করবে! দাও, তোমার ওষুধ আমায় দাও! প্রভুর দোহাই, তোমার ওষুধ বিষ হ'লেও আমি তা' সেবন করবো।"

"না না মহান এণ্টনী, এটা বিষ নয়, আর আমিও খুনী নই। দেখুন না, আমি নিজেই খেয়ে নিচ্ছি। অবশ্য আপনি যদি অনুমতি করেন।" আমি ওষুধের বোতল তাঁর সামনে তুলে ধরলাম। এই ওষুধ মানুষের শিরায় অগ্নিপ্রবাহ বইয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

এণ্টনী বললেন, "আমায় দাও ডাক্তার। উন্মাদেরা সাহসীই হ'য়ে থাকে। তাই তো, তাই তো! এটা কি। তোমার এ ওষুধ যেন অমৃত। দখিনা বাতাস যে রকম বজ্রধারী মেঘ বিদূরীত করে, এ অমৃত যেন তেমনি-ভাবে আমার বিষাদপুঞ্জকে কাটিয়ে দিচ্ছে আর আশার নব-রশ্মি যেন আমার হৃদয়ে ঝিলিক মেরে যাচ্ছে! আবার যেন আমি এণ্টনীতে পরিণত হচ্ছি! আবার আমি দেখতে পাচ্ছি আমার অশ্বারোহী সৈন্যদের বর্শার ঝিলিক যেন বিজলীর মত সূর্যের বুকে প্রতিফলিত হচ্ছে। কানে যেন বাজছে অভি-নন্দন ধ্বনি—এণ্টনী। প্রিয় এণ্টনী! এণ্টনী যেন জাঁকজমকের সাথে আবার তাঁর বিজয়ী সৈন্যদলের ব্যূহের সামনে দিয়ে সদর্পে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছেন! তাই তো, তাই তো এখনো আশা আছে—আশা আছে! যে সিজার কোনদিনও নীতি ছাড়া আর কোথাও ভুল করেন না, তাঁকে যেন দেখতে পাচ্ছি সবকিছু হারিয়ে ধূলির মুকুট ধারণ ক'রে লজ্জায় বিমূঢ় হ'য়ে শান্ত নয়নে চেয়ে আছেন, তাই তো এখনো আশা আছে ডাক্তার, এখনো আশা আছে।"

চারমিয়ন চিৎকার ক'রে বললো, "হাঁ হাঁ, নিশ্চয়ই এখনও আশা আছে, অবশ্য আবার যদি আপনি পুরুষের মত আচরণ করেন! হে প্রভু, আপনি আমাদের সাথে চলুন, স্নেহময়ী ক্লিওপেট্রার বাহুতে আবার ফিরে চলুন। সারারাত তিনি সোনার পালঙ্কে শুয়েও 'এণ্টনী, এণ্টনী' বলে

আর্তনাদে আঁধার রাতের বুক ফাটিয়ে তোলেন। কিন্তু এণ্টনী তো আজ স্বীয় দুঃখে তাঁর প্রেমের কথা ভুলে গেছেন।"

"আমি যাবো, আমি যাবো! ধিক্ আমার কারণ আমি তাঁকে সন্দেহ করেছিলাম। ভৃত্য, পানি আনো, আর আমায় ভালো পোশাক দাও। আমি এই বেশে ক্লিওপেট্রার কাছে যেতে পারি না। আমি এক্ষুণি যাবো।"

এইভাবে আমরা এণ্টনীকে ক্লিওপেট্রার কাছে নিয়ে এলাম। পেছনে আমার একটিই উদ্দেশ্য—দু'জনেরই একসাথে পতন নিশ্চিত করা।

এণ্টনীকে নিয়ে আমরা স্ফটিক কক্ষ অতিক্রম ক'রে ক্লিওপেট্রার কক্ষে পেঁছিলাম। রাণী ছিলেন তখন শায়িত অবস্থায়। তাঁর এলো চুলগুলি বক্ষে ও মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে ছিল। দু'নয়ন বেয়ে ঝরছিল অজস্র অশ্রুধারা।"

এণ্টনী চিৎকার ক'রে বললেন, "মহিয়সী মিশর সম্রাজ্ঞী, তোমার পদতলে আমায় আশ্রয় দাও।"

রাণী বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন আর বিড়বিড় ক'রে বললেন, "তুমি এসেছো প্রিয়তম। তাহলে আবার সবকিছু ঠিক হ'য়ে যাবে! কাছে এসো, আর এই বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে তোমার সব দুঃখ ভুলে যাও। আমার বিষাদকে আনন্দে রূপান্তরিত করো। ওহ্ এণ্টনী! যতক্ষণ আমাদের প্রেম আছে ততক্ষণ আমাদের আশাও আছে।" বলেই রাণী এণ্টনীর বক্ষে ঝাপিয়ে প'ড়ে তাঁকে উন্মাদিনীর মত চুম্বন করতে লাগলেন।

সেই দিনই চারমিয়ন আমার কাছে এসে আমায় একটা তীব্র বিষ তৈরী করতে বললো। প্রথমে আমার ভয় হ'ল যে ক্লিওপেট্রা হয়ত উপযুক্ত সময়ের আগেই এণ্টনীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করবেন। কিন্তু চারমিয়ন বললো যে এ কাজের জন্য সে বিষ তৈরী করতে বলেনি। সাথে সাথে কারণটাও সে আমায় বললো। কাজেই আমি আতোয়াকে ডেকে সারা বিকেল ধরে দু'জনে বিষ তৈরী করলাম। আতোয়া গাছ-গাছড়া দিয়ে বিষ তৈরী করতে বিশেষ পটু ছিল। বিষ প্রস্তুত হ'লে চারমিয়ন কতগুলি সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপ নিয়ে এসে সেগুলি সেই বিষে ভিজাতে বললো। আমিও তাই করলাম।"

সেদিন সন্ধ্যায় ক্লিওপেট্রার বিশেষ জাঁকজমকপূর্ণ ভোজে আমি এণ্টনীর পার্শ্বে বসলাম। তাঁর অপর পার্শ্বে বসেছিলেন ক্লিওপেট্রা, তাঁর গলায় সেই বিষাক্ত গোলাপের মালা। খাবারের সাথে সাথে চললো মদ্যপান। শেষে মদের মাদকতায় এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা প্রফুল্ল হ'য়ে উঠলেন। রাণী এণ্টনীকে তাঁর পরিকল্পনার কথা বললেন, কিভাবে তাঁর যুদ্ধ জাহাজগুলি তখনও বুবাস্তিস থেকে পেলুসিয়াম পর্যন্ত প্রবাহিত নীলনদের শাখা দিয়ে

হিরুপোলিস উপসাগরের পথে নেওয়া হচ্ছিল, ইত্যাদি সবই বললেন। তিনি আরও বললেন যে, সিজার যদি আক্রমণ করেন তাহলে তিনি এণ্টনীকে ও তাঁদের ধন-রত্ন নিয়ে আরব সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতের কোথাও আশ্রয় নেবেন কারণ সেসব জায়গায় যাওয়ার মত নৌযান সিজারের ছিল না। তাই সেখানে রাণীর কোন শত্রু যেতে পারবে না। অবশ্য রাণীর এ পরিকল্পনা কার্যকর হয়নি কারণ পেট্রা নামক স্থানের আরবরা তাঁর সেই জাহাজসমূহ পুড়িয়ে দিয়েছিল। আরবদেরে ইহুদীরা রাণীর বিরুদ্ধে লাগিয়েছিল কারণ রাণী ইহুদীদেরে ঘৃণা করতেন আর তাঁরাও রাণীকে ঘৃণা করতো। আর এর পেছনেও ছিল আমার গোপন হস্ত। যা' কিছু ঘটতো সবই আমি ইহুদীদেরে বলে দিতাম।

এসব পরিকল্পনার কথা বলা হ'লে রাণী তাঁর পরিকল্পনার সাফল্য কামনা ক'রে তাঁর সাথে একপাত্র মদ পান করতে এণ্টনীকে আহবান জানালেন। রাণী তাঁর গলার মালা থেকে গোলাপ ফুল ঐ মদের মধ্যে ভিজিয়ে মদ আরও মধুর করতে অনুরোধ করলেন। এণ্টনী রাণীর কথামত গোলাপ নিয়ে মদের পাত্রে ভিজিয়ে পাত্র তুলে রাণীর পরিকল্পনার সাফল্য কামনা ক'রে যেমনি পান করতে উদ্যত হয়েছেন, অমনি রাণী এণ্টনীর হাত ধরে 'থামুন' বলে পান হ'তে বিরত করলেন। এণ্টনী আশ্চর্য হ'য়ে থামলেন।

ক্লিওপেট্রার ভৃত্যদের মধ্যে ইউডোসিয়াস নামক এক পরিচারক ছিল। ক্লিওপেট্রার পতনের সময় ঘনিয়ে এসেছে দেখে সে অন্যান্য দু'এক জনের মত যথাসাধ্য ধন-রত্ন চুরি ক'রে সেই রাতেই পালিয়ে সিজারের কাছে যাওয়ার মতলব করেছিল। কিন্তু একথা প্রকাশ হ'য়ে যাওয়ায় রাণী তাকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সে নিকটেই দাঁড়িয়েছিল। রাণী চিৎকার ক'রে ডাক দিলেন, "ইউডোসিয়াস, তুমি অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য। এদিকে এসো। এই ভৃত্যটিকে দেখতে পাচ্ছো মহান এণ্টনী? আমাদের এই বিপদের দিনেও সে আমাদের সাথে থেকে আমাদেরে আনন্দ দিচ্ছে। কাজেই তাকে উপযুক্ত প্রতিদান দিতে হবে, আর তা' দিতে হবে তোমারই স্বহস্তে। এই স্বর্ণের পাত্রের মদ তাকে দাও, সে তোমার পাত্রে মদ পান ক'রে আমাদের পরিকল্পনার সাফল্য কামনা করুক। তদুপরি এই স্বর্ণনির্মিত পাত্রটিও হবে তার পুরস্কার।"

এণ্টনী আরও আশ্চর্য হ'য়ে তাঁর হাতের পাত্র ভৃত্যটিকে দিলেন। লোকটির অপরাধী মন বিশেষ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলে, আর পাত্র নিয়ে সে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো। কিন্তু মদ সে পান করলো না।

ক্লিওপেট্রা তাঁর চেয়ার ছেড়ে আধাআধি দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে বললেন, "পান করো ভৃত্য, পান করো!"

রাণীর চোখে যেন আগুন জ্বলছে। তিনি আবার বললেন, "পান করো, মহান এণ্টনীকে অপমান করলে রোমের রাজধানীতে যেমন নিশ্চয়ই আমি আবার বসবো তেমনি নিশ্চয়তার সাথে আমি চাবকে তোমার হাড় পর্যন্ত ভেঙ্গে দেবো, আর এই রক্তলাল মদ তোমার ক্ষতে ঢেলে দিয়ে তোমার জ্বালা প্রশমিত করবো। আহ, শেষ পর্যন্ত তাহলে তুমি পান করছো, সুসন্তান ইউডোসিয়াস! কেন, এটা কি? তুমি কি কষ্ট বোধ করছো? তাহলে এ মদ নিশ্চয়ই সেই ইহুদীদের পানীয় যা' পাপীদের প্রাণ সংহার করে ও পুণ্যাত্মাদেরে আনন্দ দেয়। কে আছো, এই ভৃত্যের কক্ষ অনুসন্ধান করো। আমার বিশ্বাস সে নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতক!"

এরই মধ্যে লোকটি মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়ালো, তারপর কাঁপতে শুরু করলো, তারপর আর্তনাদ করে মেঝেতে পড়ে গেল। একটু পরেই আবার সে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালো, মনে হ'ল যেন সে তার পেটের অগ্নি ছিড়ে বের করবে। এবারে সে কাঁপতে লাগলো, তার হাত-পা বাঁকা হ'তে শুরু করলো, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে লাগলো, আর ক্লিওপেট্রা বসে বসে হিংস্রভাবে হাসতে লাগলেন।

রাণী বললেন, "এই তোমার পুরস্কার হে বিশ্বাসঘাতক। দেখো তো মৃত্যু কত মধুর!"

ভৃত্যটি তখন "শয়তানী, তুমি আমায় বিষ খাইয়েছো, কিন্তু তোমায়ও এই ভাবেই মরতে হবে" বলেই সে রাণীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু রাণী তার মতলব বুঝতে পেরে চট ক'রে একপাশে সরে গেলেন। লোকটি তাই শুধু রাণীর রাজ-পোশাকই ধরতে পারলো। একটানে সে কাপড়খানি টেনে নিয়ে ছিড়তে শুরু করলো। রাণীর পরিধানে রইল শুধু আণ্ডার-ওয়ার ও বক্ষবন্ধনী। এই অবস্থায় দূরে দাঁড়িয়ে রাণী দেখতে লাগলেন। ভৃত্যটি কিন্তু আবার মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো ও হাত-পা ছড়িয়ে দিল। একবার গড়াগড়ি দিয়েই সে নিশ্চল হ'য়ে গেল, বিস্ফোরিত দু'চোখ তার শূন্যে নিবদ্ধ।

রাণী বিকট অট্টহাসির সাথে বললেন, "আহ্, ভৃত্যটা অদ্ভুত কঠিন ভাবে মরে গেছে! ধরতে পারলে সে হয়ত আমায়ও মেরে ফেলতো। কিন্তু দেখো, কাফনের জন্য সে আমারই কাপড় ধার নিয়েছে। ওকে ঐ কাপড় দিয়েই কবরস্থ করো।"

প্রহরীরা মৃতদেহটি টেনে নিয়ে গেলে এণ্টনী জিজ্ঞেস করলেন, "এর মানে কি ক্লিওপেট্রা? লোকটি আমারই মদ পান করলো, এই দুর্ভাগ্যজনক কৌতুকের মানেটা কি?"

"এর দু'টো মানে আছে, মহান এণ্টনী! আজ রাতেই সে আমাদের সব ধন-রত্ন নিয়ে অকটাভিয়েনাসের কাছে পালিয়ে যেতো, এটা ভালই হয়েছে যে আমি তাকে পাখা প্রদান করেছি কারণ মৃতেরা দ্রুততর গতিতে পালাতে পারে; তাছাড়া অন্য মানেটা হচ্ছেঃ তুমি আমায় সন্দেহ করতে যে আমি তোমায় বিষ প্রয়োগে হত্যা করবো, আর তোমার এ সন্দেহের কথা আমি জানি প্রভু। এবারে ভেবে দেখো তোমায় হত্যা করা আমার পক্ষে কত সহজ ছিল। শুধু ইচ্ছা থাকলেই তোমায় হত্যা করতে পারতাম। আমার মালা থেকে যে গোলাপ তুমি মদে ডুবিয়েছিলে তাতে মারাত্মক বিষ মেশানো ছিল। তোমায় মারার ইচ্ছা আমার থাকলে হাত ধরে তোমায় মদপান থেকে বিরত করতাম না। তাই বলছি মহান এণ্টনী, এখন থেকে আমায় তুমি বিশ্বাস ক'রো। আমার প্রিয়তমের একগাছি চুলেরও ক্ষতি হওয়ার আগে আমি নিজেই আত্মদান করবো! দেখো আমার দূত আসছে। বলো তোমরা ওর ঘরে কি পেলে।"

'মহিয়সী মিশর-সাম্রাজ্ঞী, আমরা যা' দেখতে পেয়েছি তাতে একথা পরিষ্কার যে ইউডোসিয়াস আজ রাতেই পালানোর জন্য তার কক্ষে সবকিছুই প্রস্তুত করেছিল। তার থলি ভর্তি প্রাসাদের বহু ধন-রত্ন।"

রাণী বক্র হেসে বললেন, "তোমরা সবাই শুনেছো ভৃত্যের দল! ভেবে দেখো ক্লিওপেট্রার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা কত কঠিন। এই রোমান ভৃত্যের পরিণতি দেখে তোমরা সাবধান হও।"

সবাইর মনেই একটা আতঙ্কের ছায়া নেমে এলো। এণ্টনীও নির্বাক অবস্থায় বসে রইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[মেমফিসে পণ্ডিত ওলিম্পাসের বিভিন্ন কাজ ঃ ক্লিওপেট্রাকে বিষ প্রদান ঃ সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে এণ্টনীর বক্তৃতা ঃ মিশরের উপর দিয়ে আইসিসের গমন ।]

আমার বক্তব্য যত দ্রুত সম্ভব শেষ করতে হবে কারণ আমায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাই আমার কাহিনী শেষ হ'লেও অনেক কিছুই না বলা থেকে যাবে।

এণ্টনীকে টিমোনিয়াম থেকে রাজপ্রাসাদে আনার পরে আলেকজান্দ্রিয়ায় আবার স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। এ' নীরবতা ঝড়ের পূর্বলক্ষণ। এণ্টনী আর ক্লিওপেট্রা আবার আরাম আয়েশে গা' ভাসিয়ে দিলেন। প্রতি রাতেই বিশেষ জাঁকজমকের সাথে ভোজ চলতে লাগলো। তাঁরা সিজারের কাছে একের পর এক দূত পাঠাতে লাগলেন, কিন্তু সিজার তাদের কাউকেই গ্রহণ করেন নি। এদিক দিয়ে শান্তির আশা বিফল হ'ল। তাই তাঁরা আলেকজান্দ্রিয়া রক্ষার জন্য সচেষ্ট হলেন। সৈন্যদল গঠন করা শুরু হ'ল, জাহাজ তৈরীর কাজ চললো, আর এভাবেই সিজারের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বিরাট এক বাহিনী গড়ে তোলা হ'ল।

ইতিমধ্যেই আমি চারমিয়নের সহায়তায় ঘৃণা ও প্রতিশোধের কাজ শুরু ক'রে দিয়েছি। প্রাসাদের সবকিছু গোপনীয়তা আমি আয়ত্ত ক'রে কুপরামর্শ দিয়ে সবাইকেই ধ্বংসের পথে প্রলুব্ধ করতে লাগলাম। এণ্টনীকে সব সময় আমোদ-প্রমোদে রাখার জন্য রাণীকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, বলেছিলাম তা' না হ'লে তিনি আবার দুঃখে ও লজ্জায় বিমর্ষ হ'য়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে পারেন। তাই রাণী এণ্টনীকে মদ ও প্রেমালাপের মধ্যে রেখে তাঁর জীবনী শক্তি ধীরে ধীরে নিঃশেষ করছিলেন। আমার ওষুধ এণ্টনীর দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে তাঁকে প্রমোদ ও স্বপ্নালুতায় বিভোর ক'রে তুললো। তাই তিনি সব সময়ই ক্ষমতা ও প্রেমের স্বপ্নই দেখতেন। এভাবেই তিনি আরও গভীর দুঃখ ও লাঞ্ছনার দিকে ধাবিত হ'তে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আমার ওষুধে তাঁর এমন নেশা হ'ল যে ওষুধ ছাড়া তিনি আর ঘুমাতেই পারতেন না। আর এভাবে সব সময় কাছে কাছে থেকে তাঁর মন আয়ত্ত করতে সক্ষম হলাম। আমি মঙ্গলবাণী না বললে তিনি কিছুই করতেন না। গোপনে

আমি ক্লিওপেট্রার কাছে বহু ভবিষ্যদ্বাণী করতাম। তাই রাণীও ধীরে ধীরে বিশেষভাবে কুসংস্কারে বিশ্বাসী হ'য়ে আমার উপরে নির্ভরশীলা হ'য়ে পড়েন।

তা'ছাড়া অন্যদিক দিয়েও আমি চক্রান্তের জাল ছড়াচ্ছিলাম। থিবসে সুদীর্ঘকাল ধ'রে থাকাকালে চতুর্দিকে আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন মিশরের সর্বত্র আমার সুনাম সর্বজনবিদিত। তাই চিকিৎসা ও রাণী ও এণ্টনীর খবর নেওয়ার জন্য বহু লোক আমার কাছে আসতে লাগলো। সবাই জানতো যে ক্লিওপেট্রা ও এণ্টনী উভয়ের উপরেই আমার যথেষ্ট আধিপত্য আছে। এই বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সবাই আসল খবরের জন্য বিশেষভাবে উৎসুক ছিল। আমি এসব লোকের সাথে উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাষায় কথা বলে আনুগত্য অর্জন করতে থাকি। আবার অনেককেই আমি দূরে সরে থাকতে বাধ্য করি। তথাপি কেউই আমার কোন প্রকারের দুর্নাম সহ্য করতে পারতো না। তাছাড়া একবার ক্লিওপেট্রা আমায় মেমফিসে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য আমি সেখানকার পুরোহিত ও প্রশাসকদেরে বুঝিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া রক্ষার্থে সৈন্য সংগ্রহ করতে প্রেরণা দেই। সেখানে আমি এমন বিজ্ঞ ও দ্বিমুখী অর্থবোধক কথাবার্তা বলি যে সবাই বিশ্বাস করলো যে আমি গোপন-রহস্য জগতে অধিষ্ঠিত কোনও এক মহাপুরুষ। কিন্তু আমি—ডাক্তার ওলিম্পাস—কিভাবে এসব রহস্য আহরণ করেছি তা' কেউই জানতে পারলো না। তারপর তারা সবাই গোপনে আমার সাথে দেখা করতে শুরু করলো। আর আমিও তাদেরে ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন দিতে লাগলাম। তাদেরে উপদেশ দিলাম তারা যেন কেউই ক্লিওপেট্রার সাহায্যার্থে সৈন্য না পাঠায় এবং আমি কে তাও যেন জানতে না চায়! তদুপরি তাদেরে উপদেশ দিলাম যে তারা যেন সিজারের সাথে শান্তি স্থাপন করে কারণ একমাত্র তাহলেই মিশরে আবার প্রভুদেরে অধিষ্ঠিত করা সম্ভব। কাজেই প্রকাশ্যে তারা সবাই মহান এপিসের নামে শপথ ক'রে ক্লিওপেট্রাকে সাহায্য না করার প্রতিশ্রুতি দিল। আর গোপনে তারা সিজারের কাছে দূত পাঠালো।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে মেসিডোনিয়ার এই ঘৃণিত রাণী ক্লিওপেট্রাকে মিশরবাসীরা অতি নগণ্যই সাহায্য দিলো। এভাবে আমি আবার আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে এসে রাণীর কাছে আশাপ্রদ খবর দিলাম। অপরদিকে আবার আমি গোপনে জনগণের মধ্যে রাণীর প্রতি ঘৃণা ছড়াতে শুরু করলাম। আর—সত্যি বলতে কি—আলেকজান্দ্রিয়াবাসীদেরে রাণী সহজে উৎসাহী করতে পারলেন না। তারা বাজারে বাজারে ব'লে বেড়াতে লাগলো—'গাধা শুধু তার বোঝার খবরই রাখে, মনিব পরিবর্তনে তার কিছুই এসে যায়

না।' ক্লিওপেট্রা দেশবাসীকে এতই অত্যাচার করতেন যে তারা বরং রোমানদের আগমন আনন্দের সাথেই প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

এইভাবে দিন যেতে লাগলো, আর প্রতিদিনই ক্লিওপেট্রার বন্ধু-বান্ধব অগ্নির সামনে তুষারের মত বিলীন হ'তে থাকে। তবুও তিনি কিন্তু এণ্টনীকে ছাড়তে রাজী নন। তাঁকে তিনি এখনও ভালবাসেন। অবশ্য আমি জানতাম যে, সিজার তার দূত আইরিয়াসকে দিয়ে ক্লিওপেট্রাকে খবর পাঠিয়েছেন যে রাণী যদি ধোকা দিয়ে এণ্টনীকে বেঁধে তাঁর হাতে সমর্পণ করেন, তাহলে তিনি মিশর সম্রাজ্ঞী হিসেবে থাকতে পারবেন—ঠিক সর্বপ্রথম সিজার যেমন তাঁকে রাণী করেছিলেন। কিন্তু শত হলেও ক্লিওপেট্রার নারী হৃদয়ে তখনও মায়া মমতা ছিল। তাই এ কাজে তাঁর মন সায় দিল না। তায় আবার ছিল আমার গোপন হস্ত, আমি তাঁকে এ কাজ না করতে পরামর্শ দিলাম। এণ্টনীকে রাণীর কাছে ধ'রে রাখার দরকার ছিলঃ এণ্টনী চলে গেলে অথবা তাঁকে হত্যা করলে রাণী আবার বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারবেন। আর তাহলেই তিনি যা' আছেন তাই থেকে যাবেন। তাছাড়া এণ্টনী সম্বন্ধে ওসব কথা ভাবতেও আমার দুঃখ লাগতো কারণ বর্তমানে নিঃসহায় হ'লেও তিনি অতি সাহসী ব্যক্তি। উপরন্তু আমার নিজের পরিণতির কথা মনে ক'রেও তাঁর জন্য আমার দুঃখ হ'ত, তাঁর ব্যথা আমি বুঝতে পারতাম কারণ অন্ততঃ দুর্ভাগ্যের দিক দিয়ে আমরা দু'জন একই—দু'জনই তো স্বজন হারিয়েছি, এমনকি, সম্ভ্রমও হারিয়েছি। কিন্তু রাজনীতিতে দয়ার স্থান নেই। প্রতিশোধ আমায় নিতেই হবে, কোনরকম অনুকম্পা আমার প্রতিজ্ঞা নস্যাৎ করতে পারবে না। প্রতিশোধ আমায় নিতেই হবে—এ' আমার পবিত্র দায়িত্ব।

সিজার সসৈন্যে উপস্থিত হ'লেন। পেলিউসিয়াম তাঁর আয়ত্তে চলে গেল। অন্তিম পরিণতি অতি সন্নিকটস্থ হ'ল। এ খবর নিয়ে চারমিয়ন এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রার কাছে এলো। আমিও তার সাথে গেলাম।

গরমের দিন। তাই এণ্টনী ও রাণী একত্রে মধ্যাহ্ন ভোজের পরে আরামে ঘুমিয়েছেন।

চারমিয়ন চিৎকার ক'রে বললো, "উঠুন মহারাণী, এটা ঘুমের সময় নয়, সেলুকস সিজারের হাতে পেলিউসিয়াম ছেড়ে দিয়েছে, আর সিজার এবারে দ্রুত আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে আসছেন।"

সাথে সাথে দৃঢ় এক শপথবাক্য উচ্চারণ ক'রে এণ্টনী ক্লিওপেট্রাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বললেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি আমায় ঠকিয়েছো ক্লিওপেট্রা, একথা আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বলতে পারি। তাই তোমায়

এর মূল্য দিতে হবে।" বলেই তিনি এক লাফে উঠে তরবারি হাতে নিয়ে রাণীর দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন।

রাণী চিৎকার ক'রে বললেন, "থামো এণ্টনী, থামো। এসবের কিছুই আমি জানতাম না। তোমার ধারণা ভুল।" বলেই রাণী ঝাঁপ দিয়ে এণ্টনীর গলা জড়িয়ে ধরলেন। তারপর কাঁদতে কাঁদতে আবার বললেন, "আমি কিছুই জানি না প্রভু। সেলুকসের স্ত্রী ও সন্তানদেরে জামিন স্বরূপ আমি এখানে রেখেছি। তুমি তাদের উপরে প্রতিশোধ নাও। আমার এণ্টনী, এণ্টনী আমার, কেন তুমি আমায় অবিশ্বাস করো প্রিয়তম?"

এণ্টনী তরবারি মেঝেতে নিক্ষেপ ক'রে সোফায় বসে প'ড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করতে লাগলেন।

এদিকে চারমিয়ন কিন্তু মুখ লুকিয়ে হাসতে লাগলো। কারণ এসবই তার চক্রান্তের ফলে হয়েছে। সে-ই গোপনে তার বন্ধু সেলুকসের কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে সাথে সাথে আত্মসমর্পণ করতে উপদেশ দিয়েছে, আর জানিয়েছে যে সিজারকে আলেকজান্দ্রিয়ায় বাধা দেওয়া হবে না, তাই সেখানে কোন যুদ্ধই হবে না।

সেই রাতেই ক্লিওপেট্রা তাঁর সমস্ত ধন-রত্ন তুলে নিলেন। মেংকাউ-রা-এর সমাধিতে প্রাপ্ত সেই অমূল্য রত্ন—মুক্তা, হীরক, পান্না, চুনী, জহরৎ—সবকিছু নিয়ে তিনি যে পর্বতে আইসিসের মন্দির অবস্থিত সেখানে শণবনের স্তূপের মধ্যে রাখলেন। তাঁর মতলব ছিল এই যে অন্য কোন উপায় না থাকলে আগুন জ্বালিয়ে সবকিছু পুড়ে ছাই ক'রে দেবেন যাতে এইসব ধনরত্ন অর্থলোভী অকটাভিয়েনাসের হাতে না যায়। তারপর সারারাত ধ'রে তিনি এই স্থানে ঘুমাতে শুরু করলেন। সমস্ত দিন অবশ্য তিনি এণ্টনীর কাছে প্রাসাদেই থাকতেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই সিজার সসৈন্যে নীলনদের ক্যানোপিক মোহনা অতিক্রম ক'রে আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটবর্তী হলেন। এই সময়ে একদিন ক্লিওপেট্রা আমায় ডাকায় আমি প্রাসাদে গেলাম। স্ফটিক কক্ষে তাঁকে দেখতে পেলাম। তিনি রাজ-পোশাকে সজ্জিতা, চোখে একটা হিংস্র চাহনী। তাঁর সাথে ইরাস ও চারমিয়ন এবং সামনে প্রহরীর দল। মেঝেতে কয়েকটি মৃতদেহ ইতস্ততঃ ছড়ানো। তার মধ্যে একটি লোক তখনও জীবিত—মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

আমাকে দেখে রাণী চিৎকার ক'রে বললেন, "সুপ্রভাত ওলিম্পাস। ডাক্তারের জন্য এ' একটা মানানসই দৃশ্য—মৃত ও মুমূর্ষু লোকের দৃশ্য!"

আমি আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, "একি করছেন সম্রাজ্ঞী?"

"কি করেছি? এই বিশ্বাসঘাতকদের বিচার করেছি! আর তার সাথে সাথে আমিও মৃত্যুর পথ চিনে নিচ্ছি! এই ছয়টা ভৃত্য দিয়ে আমি ছয় প্রকারের বিষ পরীক্ষা করেছি! আর তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমি সেই বিষের ক্রিয়া অবলোকন করেছি! ঐ যে নিউবিয়ান ভৃত্যকে দেখছো, সে বিষের ক্রিয়ার পাগল হ'য়ে গিয়ে স্বীয় মাতৃভূমি ও মাকে গালাগালি করেছে, আবার নিজেকে শিশু মনে ক'রে নির্বোধ অভাগার মত মায়ের কোল খোঁজ ক'রে স্তনের কাছে গিয়ে তাকে অন্তিম তমশার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আকুল আবেদন জানিয়েছিল। আর ঐ রোমান ভৃত্য, সে আর্তনাদ করতে করতে মারা গেছে। আর এই ভৃত্যটা সে করুণা ভিক্ষা করতে করতে অবশেষে কাপুরুষের মত মরেছে। আর দেখো মিশরীয় ওলিম্পাস, ঐ লোকটাকে দেখো, সে এখনও জীবন্ত, এখনও আর্তনাদ করছে। সে যে বিষ পান করেছে তার প্রস্তুতকারীরা দোহাই দিয়ে বলেছিল যে এই বিষ সবচেয়ে মারাত্মক। আর এই লোকটা সবাইর আগে বিষ পান করেছে কিন্তু দেহের প্রতি তার এমন মায়া যে সে এখনও দেহ ছাড়তে রাজী নয়! দেখো দেখো, এখনও সে তার পেট থেকে বিষ তুলে ফেলতে চেষ্টা করছে! আমি দু'দু'বার তাকে বিষের পাত্র দিয়েছি কিন্তু এখনও তার তৃষ্ণা মেটেনি। দেখো কত বড় মদখোর সে! ওহে নির্বোধ, বৃথা বাঁচার চেষ্টা করছিস, তুই কি জানিসনে যে একমাত্র মৃত্যুতেই শান্তি পাওয়া যায়? বাঁচার চেষ্টা আর করিসনে, বরং মরে চিরবিশ্রাম গ্রহণ কর!"

ক্লিওপেট্রার এই কথার মাঝেই লোকটি আর একবার চিৎকার ক'রে নিশ্চল হ'য়ে গেল।

রাণী চিৎকার ক'রে বললেন, "তাহলে খেলা সাঙ্গ হ'ল? এদেরে আমি শান্তির জগতের দুর্গম ফটক অতিক্রম করতে বাধ্য ক'রেছি। যাকগে, নিয়ে যাও এই মৃতদেহগুলি।" বলেই তিনি প্রহরীদের উদ্দেশ্যে হাততালি দিলেন। সাথে সাথে প্রহরীরা মৃতদেহগুলি টেনে নিয়ে গেল।

ক্লিওপেট্রা তখন আমার কাছে এসে বললেন, "ওলিম্পাস, তোমার শত ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও অন্তিম সময় আগতপ্রায়! সিজার নিশ্চয়ই জয়ী হবেন আর সেই সাথে আমি আর প্রভু এণ্টনী হারিয়ে যাবো। সুতরাং খেলা সাঙ্গ হওয়ার সাথে সাথে আমাকেও এই জাগতিক পর্ব শেষ ক'রে রাণীর উপযুক্ত মর্যাদায় মরার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। আর এজন্যই আমি এসব বিষের ক্রিয়া পরীক্ষা ক'রে নিলাম। এই লোকগুলি আমারই দেওয়া বিষের যে যন্ত্রণা আমার চোখের সামনে একটু আগে ভোগ করলো তা' অতি শীঘ্রই

আমায়ও সহ্য করতে হবে। কিন্তু এই ছয় প্রকারের বিষের কোনটাই আমার মন মত নয়। কেউ কেউ হৃদয় বিদারক যন্ত্রণা ভোগ করেছে, কারো কারো বেলায় বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েছে অতি ধীর গতিতে। কিন্তু ওলিম্পাস, তুমি তো মানুষ মারার ঔষধ তৈরী করতে সিদ্ধ হস্ত, তুমি আমার জন্য এমন একটা বিষ তৈরী করো যা' বিনা যন্ত্রণায় জীবন হরণ করতে পারে।"

আর রাণীর এই কথা শুনতে শুনতে আমার তিক্ত হৃদয় বিজয়োল্লাসে নেচে উঠলো কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এই অধঃপতিতা নারীকে আমারই হাতে মরতে হবে এবং প্রভুদের ন্যায় বিচার ফলাতে হবে।

আমি বললাম, "হে সম্রাজ্ঞী, আপনি সম্রাজ্ঞীর মতই বলেছেন। একমাত্র মৃত্যুই আপনাকে বিপদমুক্ত করতে পারে। আমি এমন একজাতীয় বিষাক্ত মদ তৈরী করবো যা' পান করলে মৃত্যু আপনার বন্ধু হিসেবে নেমে এসে আপনাকে আলিঙ্গন করবে এবং আপনি এই মরজগত থেকে চিরবিদায় নিতে পারবেন। কিন্তু মরতে যেন আপনি ভয় না পান কারণ মৃত্যুই আপনার এখন একমাত্র ভরসা! নিশ্চই আপনি নিষ্পাপ অবস্থায় সেই অমোঘ প্রভুদের সামনে উপস্থিত হবেন!"

আমার কথায় রাণী কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "কিন্তু—ওহে কৃষ্ণকায় ওলিম্পাস—আমার হৃদয় যদি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ না হয়, তাহলে কি হবে? আর ভয়ের কথা বলছো! আমি প্রভুদেরে ভয় পাই না! নরকের প্রভুরা পুরুষ হ'লে সেখানেও আমি রাণী হবো কারণ একবার যখন রাণী হয়ে জন্মেছি তখন জন্ম জন্মান্তরেও আমি রাণী হ'য়েই জন্মাবো!"

তাঁর এই কথার মাঝেই প্রাসাদের ফটকের দিক থেকে কোলাহল ও বিজয়োল্লাস শোনা গেল! রাণী চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, "ওকি, ওকি, ও কিসের শব্দ?"

চিৎকারধ্বনি স্পষ্ট হ'ল, "এণ্টনী! এণ্টনী! এণ্টনী যুদ্ধ জয় করেছেন!"

ক্লিওপেট্রা অতি দ্রুত ঘুরে ফটকের দিকে দৌড় দিলেন, তাঁর এলো চুলগুলি বাতাসে উড়তে লাগলো। আমি কিন্তু তাঁর পিছু পিছু আস্তে আস্তে চললাম আর বিরাট হলঘর ছাড়িয়ে আঙ্গিনা অতিক্রম ক'রে প্রাসাদ ফটকে উপস্থিত হলাম। সেখানে দেখলাম এণ্টনী তাঁর রোমান সামরিক পোশাক প'রে ঘোড়ায় চ'ড়ে যোদ্ধার বেশে ভিতরে প্রবেশ করছেন। এই অবস্থায় তিনি রাণীর সম্মুখীন হলেন। রাণীকে দেখা মাত্রই তিনি ঘোড়ার পৃষ্ঠ থেকে লাফিয়ে নেমে সেই বর্ম পরিহিত সশস্ত্র অবস্থায় রাণীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে বক্ষে চেপে ধরলেন!

ক্লিওপেট্রা জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপার কি? সিজার কি পরাস্ত হয়েছেন?"

"না, সম্পূর্ণ পরাস্ত হননি সম্রাজ্ঞী! কিন্তু আমরা তাঁর অগ্রবর্তী অশ্বারোহী দলটাকে পিছু হটিয়ে দিয়েছি। আর, আমি জানি, তাছাড়া প্রবাদ আছে যে মাথা যেদিকে যায় লেজও সেদিকেই যায়। তাছাড়া আমি সিজারকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানিয়েছি। তিনি যদি আমার সাথে সম্মুখ সমরে আসতে রাজী হন তাহলে অতি শীঘ্রই পৃথিবী জানতে পারবে কে বেশী বড় বীর, এণ্টনী না অকটাভিয়ান।"

তাঁর কথার মাঝেই রব উঠলো, "একজন দূত এসেছে, সিজারের কাছ থেকে দূত এসেছে।"

দূত প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে কুর্নিশ ক'রে একখানি চিঠি এণ্টনীর হাতে দিয়ে আবার মাথা নত ক'রে বিদায় নিল। ক্লিওপেট্রা তাঁর হাত থেকে পত্রটি হাতে নিয়ে খাম খুলে উচ্চস্বরে পড়তে লাগলেন ঃ

> এণ্টনীর কাছে সিজার। অভিনন্দন! এটা
> তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বানের উত্তর।
> সিজারের তরবারির নিচে ছাড়া এণ্টনী কি
> মরার আর কোন পথই পাচ্ছে না। বিদায়!

সাথে সাথে বিজয়োল্লাস থেমে গেল।

রাত ঘনিয়ে এলো। মধ্যরাতের আগেই খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হ'ল। ভোজনের সময় পারিষদরা এণ্টনীর দুর্দিনের জন্য বহু অশ্রুপাত করলো, অবশ্য আমি জানতাম যে এরাই কাল এণ্টনীকে ধোকা দেবে। তারপর এণ্টনী আমাকে সহ আরও বহুলোক নিয়ে তাঁর স্থল ও নৌবাহিনীর সেনাধ্যক্ষদের সামনে উপস্থিত হলেন। সকল সেনাধ্যক্ষ উপস্থিত হ'লে এণ্টনী খালি মাথায় তাদের মাঝে বিশেষ উৎফুল্ল মুখে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

"বন্ধুগণ ও সশস্ত্র সহচরবৃন্দ! তোমরা এখনও আমায় ত্যাগ করোনি, বরং আমায় আঁকড়ে ধ'রে আছো। তোমাদেরে আমি অনেকবার বিজয়ী করেছি! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। কাল হয়ত আমি সিংহাসনচ্যুত ও অপমানিত হ'য়ে ঐ নির্বাক বালুকায় গড়াগড়ি যেতে পারি। আমাদের যুদ্ধের পরিকল্পনা শোনো। আমরা যুদ্ধের প্লাবনে গা ভাসিয়ে দেবো না অথবা বেশীক্ষণ যুদ্ধও করবো না। হঠাৎ ক'রে আমরা আক্রমণকারীদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বো আর বিশেষ দ্রুততার সাথে শত্রু ব্যূহ ভেদ করবো, অথবা পরাস্ত হ'লে ওখানেই শেষ হ'য়ে যাবো। কিন্তু তোমাদেরে এখন আমার

অনুগত হ'তে হবে! তোমাদের সম্মানের খাতিরে তোমাদের আনুগত্য স্বীকার ক'রে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। তাহলেই এখনও তোমরা আমার দক্ষিণ হস্ত হিসেবে রোমের রাজধানীতে উঠতে পারবে। কিন্তু যদি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো তাহলে এণ্টনীকেও হারাবে আর সেই সাথে তোমরাও অতলে হারিয়ে যাবে। কালকের যুদ্ধ নিশ্চয়ই ভয়ংকর কিন্তু অতীতে অনেকবারই আমরা দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হ'য়ে শত্রুসৈন্য মরুবালুকার মত উড়িয়ে দিয়েছি, বহু রাজ-রাজার সৈন্যদলের ধ্বংসাবশেষ গণনা করেছি। আমাদের সাহসিকতার সামনে কেউই তিষ্টিতে পারেনি। আমাদের ভয় পাওয়ার কি আছে? আমাদের মিত্ররা আজ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে ঠিকই কিন্তু আমাদের সৈন্যদলও সিজারের সৈন্যদলের মতই শক্তিশালী। আমাদের হৃদয়ে কাপুরুষতা নেই। রাজভাষায় আমি তোমাদের সামনে প্রতিজ্ঞা করছি—কাল রাতেই আমি সিজার ও তাঁর সেনাধ্যক্ষদের মস্তক দিয়ে ক্যানোপিক ফটক ভূষিত করবো। কিন্তু তোমাদেরে উচ্চ মনোবলের পরিচয় দিতে হবে। আর হাঁ, তোমরা আনন্দ করো! যে সামরিক সঙ্গীত হৃদয় উদ্ভাসিত করে আমি সেই সঙ্গীত পছন্দ করি। কিন্তু তা' সিজার বা এণ্টনীর মুখের উদাত্ত আহ্বান নয়, বরং বিশ্বস্ত সৈন্যদের সমস্বরে গাওয়া সঙ্গীত! কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রিয় বান্ধবদের শবযানের বাহকদের মতই আমি এবারে নিম্নস্বরে কথা বলবো। তবুও ভাগ্য যদি আমাদের প্রতিকূল হয়, আর অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় এণ্টনী যদি মারা যায় এবং বীরের মত মৃত সৈন্যরা ছাড়া যারা বেঁচে থাকবে তারা আমাদের জন্য দুঃখ করবে এবং তারা নিশ্চয়ই জানে কোথায় আমার ধন-রত্ন লুক্কায়িত আছে, তারা যেন সেসব নিয়ে নেয়। প্রিয় বন্ধুগণ, এটাই আমার ইচ্ছা যে তোমরা তা' এণ্টনীর নামে নিজেদের মধ্যে বণ্টন ক'রে নেবে। তারপর সিজারের কাছে গিয়ে বলবে: 'মৃত এণ্টনী জীবন্ত সিজারকে অভিনন্দন পাঠিয়ে অতীত বন্ধুত্ব ও বিভিন্ন বিপদের সম্মুখে একাত্ম হ'য়ে লড়াই করার দোহাই দিয়ে শুধু এইটুকু অনুকম্পা কামনা করছেন যে আপনি মৃত এণ্টনীর সৈন্যদের নিরাপত্তা দান করুন।"

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, "আমাকে কাঁদতেই হবে, কিন্তু আমার এই অশ্রু যেন তোমাদের চোখে প্লাবন না আনে। তোমরা কেন কাঁদবে? কাঁদা তো পুরুষের পক্ষে শোভনীয় নয়, ওটা মেয়েদের জন্য! সবাইকেই মরতে হবে! কিন্তু মৃত্যু যদি এতটা নিঃসঙ্গ না হ'ত, তা'হলে সবাই মৃত্যুকে স্বাগত জানাতো। আমি মারা গেলে আমার ছেলেমেয়েরা থাকবে তোমাদের

তদারকের ভরসায়! তোমরা তাদেরে নৈরাশ্যের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা ক'রো! সৈন্যগণ, যথেষ্ট হয়েছে! কাল প্রত্যূষে আমরা স্থল ও জলপথে সিজারের সৈন্যদের কণ্ঠনালী টিপে ধরবো। কিন্তু এবারে তোমরা বলো যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমরা আমার সাথে থাকবে।"

তারা সমস্বরে বললো, "আমরা দোহাই দিয়ে বলছি মহান এণ্টনী, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি।"

"উত্তম, উত্তম! আমার ভাগ্যতারকা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হয়তবা এই তারকা কালকে সর্বোচ্চ আকাশে উদিত হ'য়ে সিজারের ভাগ্যনক্ষত্রকে ম্লান ক'রে দেবে, আর সেই সময় পর্যন্ত বিদায় বন্ধুগণ!"

এই ব'লে এণ্টনী যাওয়ার উপক্রম করলো। সেনাধ্যক্ষরা তাঁর হস্ত চুম্বন করলো। তারা এতই অভিভূত হয়েছিল যে অনেকেই শিশুর মত কাঁদতে লাগলো। এণ্টনীও কান্নার বেগ আয়ত্ত করতে পারেন নি। আমি চন্দ্রালোকে স্পষ্টই দেখতে পেলাম দু'চোখের জলে তাঁর বিশাল বক্ষ ভিজে যাচ্ছে!

আমি কিন্তু এ দৃশ্য দেখে বিশেষ শঙ্কিত হ'য়ে পড়লাম কারণ এই সৈন্যদল যদি এণ্টনীর সাথে বিশ্বস্ততার সাথে থাকে তা'হলে ক্লিওপেট্রার সবকিছুই আবার ঠিক হয়ে যাবে। এণ্টনীর বিরুদ্ধে অবশ্য আমার কোন অভিযোগই ছিল না। কিন্তু তথাপি তাঁকে পরাস্ত হ'তেই হবে, আর তাঁর পতনের সাথে ক্লিওপেট্রাকেও টেনে আনতে হবে। এই নারীই বিষবৃক্ষের মত শাখা-প্রশাখা দিয়ে এই মহাবীর যোদ্ধাকে আঁকড়ে ধ'রে শ্বাসরুদ্ধ করে চূর্ণ করেছেন। এণ্টনী যখন চলে গেলেন তখনও আমি তাই না গিয়ে ছায়ার আড়ালে দাঁড়ালাম। উদ্দেশ্য: ঐসব সৈন্য আর সেনাধ্যক্ষদের কথোপকথন শোনা ও তাদের মুখভাব অনুধাবন করা।

নৌবাহিনীর প্রধান বললেন, "তাহলে এই-ই আমাদের সিদ্ধান্ত যে আমরা শেষ পর্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'য়ে এণ্টনীর সাথে থাকবো?"

অন্যান্য সবাই সমস্বরে "হাঁ-হাঁ" বলে সায় দিল!

আমি ছায়ার ভিতর থেকে বললাম, "হাঁ, হাঁ; এণ্টনীর সাথে থেকে নিপাত যাও!"

তারা হিংস্রভাবে আমায় ধরলো। একজন জিজ্ঞেস করলো, "কে এই নরাধম?"

আর একজন চিৎকার ক'রে বললো, "এ সেই কৃষ্ণকায় কুকুর ওলিম্পাস। যাদুকর ওলিম্পাস।"

অপর একজন গর্জে উঠলো, "বিশ্বাসঘাতক ওলিম্পাস? তার ও তার ম্যাজিকের ইতি টেনে দাও!" বলেই সে তরবারি তুললো।

আর একজন চিৎকার ক'রে বললো, "হাঁ, তাকে শেষ ক'রে দাও। অর্থ দিয়ে তাকে এণ্টনীর চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছিল কিন্তু সে তাঁকে প্রতারিত করবে।"

আমি ধীর-গম্ভীর স্বরে বললাম, একটু থামো। তোমরা কিভাবে প্রভুদের ভৃত্যকে হত্যা করতে যাচ্ছো তা একটু ভেবে দেখো। আমি বিশ্বাসঘাতক নই। আমি তো আলেকজান্দ্রিয়ায়ই থাকবো, কিন্তু তোমাদেরে বলছি, পালাও, পালিয়ে সিজারের কাছে যাও। আমি এণ্টনী ও রাণীর চাকরি করি আর সত্যিকারভাবেই তাদের সেবা করি, কিন্তু সর্বোপরি আমি মহান প্রভুদের সেবা করি! মহোদয়গণ, প্রভু আমাকে যা' শিখান আমি শুধু তা-ই জানি। আমি যা' জানি তা' হচ্ছে এই যে এণ্টনীর পতন হয়েই গেছে, আর সাথে সাথে ক্লিওপেট্রারও একই অবস্থা। কারণ সিজার বিজয়ী হবেনই। আমি তোমাদেরে শ্রদ্ধা করি, ভদ্র মহোদয়গণ, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কথা ভেবে দেখো, তারা তো নিশ্চয়ই বিধবা হবে, আর তোমাদের ছোট ছোট পিতৃহীন শিশুদের কথাও চিন্তা করো—তোমরা যদি এণ্টনীর সাথে থাকো তাহলে তোমাদের মৃত্যু হবে আর তোমাদের সন্তানদেরে ক্রীতদাসের মত বিক্রি করা হবে—তাই আমি বলছি যে একান্ত যদি মরতেই হয় তাহলে এণ্টনীর সাথে থাকো, অন্যথায় সিজারের কাছে পালিয়ে বাঁচো! আমি প্রভুদের ইচ্ছায়ই তোমাদেরে একথা ব'লে সাবধান ক'রে দিচ্ছি।"

তারা চিৎকার ক'রে বললো, "প্রভু? কোন্ প্রভু? এই বিশ্বাসঘাতকের গলা দ্বিখণ্ডিত ক'রে তার অশুভ ভবিষ্যদ্বাণী স্তব্ধ ক'রে দাও।"

অপর একজন বললো, "ওকে আমি বিশ্বাসই করি না। সে যদি প্রভুর কোন নিদর্শন দেখাতে পারে দেখাতে বলো, নইলে তাকে হত্যা করবোই।"

আমি চীৎকার ক'রে বললাম, "স'রে দাঁড়াও নির্বোধের দল। আমার হাত ছেড়ে দাও, আমি প্রভুর নিদর্শন দেখাবো।"

আমার মুখে এমন একটা ভাব এসেছিল যা' দেখে তারা ভয় পেয়ে আমার হাত ছেড়ে স'রে দাঁড়ালো। আমি শূন্যের দিকে এমন দৃঢ়ভাবে হস্ত প্রসারিত করলাম যেন আমি আকাশের গভীরতা খণ্ডন করতে চাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত আমার আত্মা মাতা আইসিসের সাথে আলাপ করলো, শুধু মুখে আমি কিছুই বললাম না কারণ মাতা আইসিস আমাকে নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন। প্রভুমাতার রহস্য আমার আত্মার আর্তনাদে সাড়া দিল। সমস্ত পৃথিবী যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেল। এই নিস্তব্ধতা ক্রমে ক্রমে গভীর থেকে গভীরতম হ'ল, এমনকি কুকুরগুলি পর্যন্ত ডাকা বন্ধ করলো, শহরবাসীরাও

সন্ত্রস্ত হ'য়ে থমকে দাঁড়ালো। তারপর দূরাকাশ থেকে সিস্ট্রা নামক বাদ্য-যন্ত্রের বাজনা ভেসে আসতে লাগলো। এই বাজনা প্রথমে ক্ষীণ ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে শব্দ এত তীক্ষ্নভাবে বাতাসে ভেসে আসতে লাগলো যে সমস্ত আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। আমি কোন কথা না বলে শুধু আকাশের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করলাম। আর সেই মুহূর্তে বায়ুমণ্ডলে ঐ বাজনার তালে তালে ভেসে এলো অবগুণ্ঠিতা এক মহিলা। অবশেষে এই আকৃতিটি এতই নিকটবর্তী হ'ল যে তার ছায়া পর্যন্ত আমা-দের গায়ে পড়লো। ছায়াটি ধীরে ধীরে আমাদেরে অতিক্রম ক'রে সিজারের তাঁবুর দিকে চলে গেল। সাথে সাথে ঐ ঐশ্বরিক বাজনাও মিলিয়ে গেল। ছায়াটিও আঁধারে বিলীন হ'ল।

একজন সৈনিক বললো, "প্রভু ব্যাকাস! ব্যাকাস এণ্টনীকে ছেড়ে চলে গেছেন!"

তার এ কথায় অন্যান্য সৈন্যরা আর্তনাদ ক'রে উঠলো। সকল তাঁবুতেই আর্তনাদ রব উঠলো। সবাই-ই সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়লো।

কিন্তু আমি জানতাম ঐ ছায়া মিথ্যা প্রভু ব্যাকাসের নয়, ঐ ছায়া হ'ল মাতা আইসিসের, যিনি মিশর পরিত্যাগ করেছেন। মাতা পৃথিবীর অপর প্রান্তে চলে গেছেন যাতে আর কেউই তাঁকে জানতে না পারে। এখনও অবশ্য মিশরে সবাই তাঁর উপাসনা করে, আর তিনি সমগ্র জগতেই আছেন, তবুও তিনি আর কোথাও আত্মপ্রকাশ করেন না। আমি মুখমণ্ডল আবৃত ক'রে প্রার্থনা ক'রে যখন চোখ খুললাম তখন দেখতে পেলাম আমার চতুর্দিকে কেউই নেই, সবাই ভয়ে পালিয়েছে, আর আমি একাকী সেখানে দাঁড়িয়ে আছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[এণ্টনীর সৈন্যদলের ও ক্যানোপিকের নৌবহরের আত্মসমর্পণ ঃ এণ্টনীর পতন ঃ ক্লিওপেট্রার জন্য বিষাক্ত মদ প্রস্তুতকরণ।]

পরের দিন অতি প্রত্যুষে এণ্টনী তাঁর নৌবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন সিজারের নৌসেনাদেরে আক্রমণ করতে আর অশ্বারোহী সৈন্যদলকে নির্দেশ দিলেন স্থলপথে সিজারের অশ্বারোহী সৈন্যদলকে আক্রমণ করতে। তাই এণ্টনীর নৌবহর তিন সারিতে প্রতিপক্ষের দিকে অগ্রসর হ'ল, আর সিজারের বাহিনীও প্রতি-আক্রমণ করতে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু দু'দল সামনা-সামনি হওয়া মাত্রই এণ্টনীর জাহাজগুলি অভিনন্দনসূচক সাদা পতাকা তুলে দিয়ে সিজারের জাহাজগুলির সাথে মিলে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

আর এদিকে এণ্টনীর অশ্বারোহী সৈন্যদল সিজারের সৈন্যদলকে আক্রমণ করার জন্য হিপোড্রোম ছাড়িয়ে গেল, কিন্তু শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হ'য়েই তারা তরবারি নিচু ক'রে এণ্টনীকে পরিত্যাগ ক'রে সিজারের তাঁবুর দিকে চ'লে গেল। এই দৃশ্যে এণ্টনী পাগলের মত হ'য়ে মুখে এমন এক ভয়ানক রূপ ধরলেন যে তাঁর দিকে তাকাতেও ভয় হয়। তিনি চিৎকার ক'রে তাঁর সৈন্যদেরে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আক্রমণ প্রতিহত করতে নির্দেশ দিলেন। পলায়নপর সৈন্যরা মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো, কিন্তু আবার চ'লে গেল। গতরাতে যে সেনাধ্যক্ষটি আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল শুধু সে-ই পালাবে কি দাঁড়াবে ভেবে পিছনে পড়লো। এণ্টনী তাঁকে ধ'রে ফেলেন এবং মাটিতে নিক্ষেপ ক'রে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে তাকে মারার জন্য তরবারি তুললেন। এদিকে সৈন্যটি দু'হাতে মুখ ঢেকে মৃত্যুর ক্ষণ গুণতে লাগলো। কিন্তু এণ্টনী তরবারি ফেলে দিয়ে বললেন, "দাঁড়াও, এবার সিজারের কাছে গিয়ে উন্নতি লাভ করো ঃ নরাধম, তোমায় আমি এত ভালবাসতাম!—কিন্তু এত বিশ্বাসঘাতকের মধ্যে শুধু তোমাকেই কেন শাস্তি দেবো?"

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে বিষাদপূর্ণ নয়নে তাকালো, মনে তার আত্ম-ধিক্কার জেগে উঠলো। একটা আর্তনাদ ক'রে সে নিজ বর্ম খুলে হাতের তরবারিখানি নিজ বক্ষে আমূলে বিদ্ধ ক'রে দিল আর সাথে সাথে

মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। এণ্টনী শুধু তার মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইলেন, একটা কথাও বললেন না।

ইতিমধ্যে সিজারের অশ্বারোহী সৈন্যদল কাছে এসে যেমনি বর্শা উত্তোলন করলো অমনি এণ্টনীর দেহরক্ষী অশ্বারোহী সেনাদল পিছু ফিরে দৌড়ে পালালো। আর সিজারের সৈন্যদল দাঁড়িয়ে এণ্টনীর সৈন্যদেরে বিদ্রূপ করতে লাগলো, কিন্তু তারা একটি সৈন্যকেও আঘাত করলো না অথবা পিছু ধাওয়াও করলো না।

এণ্টনীর সাথে ছিলাম শুধু আমি ও তাঁর ব্যক্তিগত ভৃত্য ইরোস। সে বললো, "পালান প্রভু এণ্টনী, নইলে সিজার আপনাকে বন্দী করবেন।"

বিকট এক গর্জন ক'রে এণ্টনী তাই পিছন ফিরে পালালেন। আমিও তাঁর সাথে চললাম। ক্যানোপিক গেট অতিক্রম করার সময় তিনি আমাকে বললেন, "ওলিম্পাস, তুমি যাও, গিয়ে সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রাকে আমার অভিনন্দন জানাও। এই সম্রাজ্ঞীই আমায় প্রতারণা করেছেন। তাঁকে আমার পক্ষ থেকে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।"

এণ্টনী প্রাসাদের দিকে পালালেন, কিন্তু আমি সেই সমাধি মন্দিরের দিকে গেলাম যেখানে ক্লিওপেট্রা ছিলেন। আমি দরজায় আঘাত করলে চারমিয়ন জানালা খুলে তাকালো। আমি বললাম, "দরজা খোল।"

সে তখন দরজা খুলে ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞেস করলো, "খবর কি হারমাসিস ?"

আমি বললাম, "সময় ঘনিয়ে এসেছে চারমিয়ন। এণ্টনী পালিয়ে গেছেন।"

সে বললো, "চমৎকার, চমৎকার ! বাঁচা গেল।"

ভিতরে তখন স্বর্ণের পালঙ্কে সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা বসে ছিলেন। তিনি বললেন, "বলো কি খবর।"

"এণ্টনী পালিয়ে গেলেন, তাঁর সৈন্যদল সবই পালিয়েছে, আর সিজার এগিয়ে আসছেন। মহান এণ্টনী আপনাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস যে আপনিই তাঁকে প্রতারণা করেছেন।"

রাণী আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। তিনি বললেন, "মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা ! আমি তাঁর সাথে প্রতারণা করিনি। ওলিম্পাস, তুমি শীঘ্র গিয়ে তাঁকে বলো 'ক্লিওপেট্রা মহান এণ্টনীকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছেন, তিনি তাঁকে প্রতারণা করেননি, আর রাণী এখন বেঁচেও নেই।"

আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমি সাথে সাথেই চ'লে গেলাম। প্রাসাদের স্ফটিক কক্ষে এণ্টনী তখন বিস্ফারিত নেত্রে অস্থিরভাবে পদচারণা করছিলেন

আর বারবার দু'হাত আকাশের দিকে তুলছিলেন। সাথে তাঁর ভৃত্য ইরোস। একমাত্র সে-ই এখন পর্যন্ত তাঁকে পরিত্যাগ করে নাই।

আমি বললাম, "প্রভু এণ্টনী, মিশর সম্রাজ্ঞী আপনাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছেন, তিনি স্বহস্তে আত্ম বলিদান ক'রেছেন।"

এণ্টনী ফিসফিস ক'রে উচ্চারণ করলেন, "মরে গেছেন, মরে গেছেন! মিশর সম্রাজ্ঞী মরে গেছেন! আর তাঁর সেই কমনীয় দেহ আজ পোকার খাদ্যে পরিণত হয়েছে! ওহ, কি মোহিনী শক্তি ছিল এই নারীর। এমন কি এই মুহূর্তেও আমার মন চ'লে যাচ্ছে সেই নারীর পদতলে। কিন্তু তিনি কি এই শেষ মুহূর্তেও আমায় অতিক্রম ক'রে যাবেন? এই মহান এণ্টনী কি এতই নীচ হবেন যিনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী, তাঁর শৌর্যবীর্য কি এমন অধঃপাতে যাবে যে যেখানে যেতে আমি ভয় পাই সেখানেই আমায় যেতে হবে? ইরোস, তুমি শিশুকাল থেকেই আমায় ভালবেসে আসছো—তোমার কি মনে নেই যে অনাহারগ্রস্ত অবস্থায় তোমায় আমি সরু বালুকা হ'তে কুড়িয়ে নিয়ে সম্ভ্রান্ত করেছি, তোমায় আশ্রয় দিয়েছি, ধন-দৌলত দিয়েছি। এসো, এবারে সেই ঋণ পরিশোধ করো। তোমার তরবারি দিয়ে এণ্টনীর এই অসহনীয় জ্বালার ইতি টেনে দাও।"

গ্রীক ভৃত্য ইরোস আর্তনাদ ক'রে বললো, "আমি পারবো না মহাত্মন। আমি পারবো না। প্রভুর মত মহান এণ্টনীর জীবন আমি কেমন ক'রে নেবো?"

"উত্তর দিও না ইরোস, দুর্ভাগ্যের শেষ সীমায় এসে তোমার কাছে মাত্র এটুকু অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি ইরোস। আমার এই শেষ আদেশ পালন করো। না হ'লে আমায় একাকী ফেলে দূর হও! তোমার মত নেমকহারাম ভৃত্যের মুখ আমি আর দেখতে চাই না।"

ইরোস তখন তরবারি তুললো। এণ্টনী বক্ষ হ'তে বর্ম খুলে খোলা বক্ষে নত হ'য়ে দাঁড়ালেন আর আকাশের দিকে দু'চোখ নিবদ্ধ করলেন। কিন্তু ইরোস চিৎকার ক'রে "ওহ, আমি পারবো না, প্রভু আমি পারবো না" ব'লেই তরবারিটি নিজের বুকে আমূলে বিদ্ধ ক'রে দিয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো।

এণ্টনী দাঁড়িয়ে তার মৃতদেহের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "বীরের মতই কাজ করেছো ইরোস! তুমি আমার চেয়েও মহৎ, তোমার কাছ থেকেই আমি উদাহরণ পেলাম।" তারপর তিনি নতজানু হ'য়ে ইরোসের মৃত মুখে চুম্বন করলেন।

তারপর হঠাৎ ক'রে তিনি দাঁড়িয়ে ইরোসের বক্ষে বিদ্ধ তরবারিটি টেনে তুলেই নিজের পেটে বিদ্ধ ক'রে দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে খাটের উপরে

ব'সে পড়লেন। তারপর চিৎকার করতে করতে বললেন, "ওহে ওলিম্পাস, এ যন্ত্রণা অসহ্য, এ জ্বালা থেকে আমায় তুমি মুক্তি দাও ওলিম্পাস।"

কিন্তু আমার মন সায় দিল না। আমার হৃদয় গলে গেল। আমি তাই তাঁর ভুঁড়ি থেকে তরবারিটি টেনে হাত দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করলাম আর এণ্টনীর এই মৃত্যুর দৃশ্য দেখার জন্য উপস্থিত লোকদের বললাম, "কেউ একজন প্রাসাদের ফটকের কাছ থেকে বৃদ্ধা আতোয়াকে ডেকে আনো—শীঘ্র যাও।"

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আতোয়া উপস্থিত হ'ল। হাতে তার জীবন বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় কিছু ওষুধ। আমি এণ্টনীকে ওষুধ খাইয়ে আতোয়াকে যত শীঘ্র সম্ভব সেই সমাধি মন্দিরে গিয়ে ক্লিওপেট্রাকে এণ্টনীর অবস্থার কথা বলতে বললাম।

কিছুক্ষণ পরেই আতোয়া ফিরে এসে বললো যে ক্লিওপেট্রা তখনও জীবিত আছেন এবং এণ্টনীকে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি যেন রাণীর কোলে শুয়ে মরেন। আতোয়ার সাথে ডায়াডেমিসও এসেছে। ক্লিওপেট্রার কথা শুনে এণ্টনীর ক্ষয়িষ্ণু দেহে আবার শক্তি ফিরে এল। তিনি রাণীকে আর একনজর দেখার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠলেন। এই মহান বীরের মৃত্যুর দৃশ্য দেখার জন্য বহুলোক পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাদেরে ডেকে একত্রে অতিকষ্টে এণ্টনীকে বহন ক'রে সমাধি মন্দিরের পাদমূলে উপস্থিত হলাম।

কিন্তু ক্লিওপেট্রা কিছুতেই দরজা খুলতে রাজী নন, পাছে আবার আরও নতুন চক্রান্তজালে তিনি জড়িয়ে পড়েন, এই তাঁর আশংকা। তিনি জানালার ফাঁক দিয়ে একগাছি রশি ঝুলিয়ে দিলেন। আমরা উহা এণ্টনীর দুই বাহুর নিচ দিয়ে বেঁধে দিলাম। ক্লিওপেট্রা কাঁদতে কাঁদতে চারমিয়ন, ইরাস ও অন্যান্য ভৃত্যদেরে নিয়ে টেনে এণ্টনীকে শূন্যে তুললেন। নিচে দাঁড়িয়ে আমরা এণ্টনীকে তুলে ধরলাম। তিনি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে লাগলেন। আবার তাঁর ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। দু'দুবার তিনি মাটিতে পড়ে যেতে শুরু করেছিলেন কিন্তু রাণী তাঁর একাগ্র আবেগের সাথে আবার তাঁকে টেনে জানালা পর্যন্ত তুললেন। এই নিদারুণ করুণ দৃশ্য দেখে আমি ও চারমিয়ন ছাড়া আর সবাই বুক চাপড়িয়ে আর্তনাদ করতে লাগলো।

এণ্টনীকে তোলার পরে রশিটি আবার ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। চারমিয়নের সাহায্যে আমি রশি বেয়ে উপরে উঠলাম। দেখলাম এণ্টনী ক্লিওপেট্রার পালঙ্কে শায়িত, ক্লিওপেট্রার বক্ষ উন্মুক্ত, দু'চোখ দিয়ে ঝরছে অঝোরে

অশ্রুধারা, এলোচুল এণ্টনীর গায়ে জড়ানো; এই অবস্থায় রাণী তাঁর পার্শ্বে নতজানু হয়ে কখনো তাঁকে চুমো দিচ্ছেন, আবার কখনো চুল ও বসন দিয়ে এণ্টনীর রক্ত মুছে দিচ্ছেন। আর, আমার লজ্জাকর কাহিনীও স্পষ্ট ক'রে বলছি: তাঁদেরে এই অবস্থায় দেখে আমার হৃদয় আন্দোলিত হ'ল, ক্লিওপেট্রার প্রতি আমার পুরানো ভালবাসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এবং মনে প্রবল ঈর্ষা জাগলো। এই মুহূর্তেই আমি তাঁদের উভয়কেই শেষ ক'রে দিতে পারতাম কিন্তু তাঁদের এই প্রেমকেতো আর মুছে ফেলা যায় না!

রাণী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগলেন, "এণ্টনী! প্রিয়তম। আমার সর্বস্ব, স্বামী। আমার দেবতা। নিষ্ঠুর এণ্টনী। তোমার হৃদয় এতই কঠিন যে তুমি একাকিনী আমায় এই লজ্জা ভোগ করতে ফেলে রেখে পরলোকে যেতে চাচ্ছো? আমিও তোমারই কবরে শীঘ্রই যাচ্ছি। এণ্টনী তুমি জাগো, এণ্টনী।"

এণ্টনী হাত তুলে মদ চাইলেন। আমি পাত্র তুলে দিলাম। আর ঐ মদে এমন দুষ্প্রাপ্য ওষুধ মিশিয়ে দিলাম যা' তাঁর এই যন্ত্রণা দূর করতে সক্ষম। মদ পান ক'রে তিনি ক্লিওপেট্রাকে তাঁর পার্শ্বে শুয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরতে বললেন। ক্লিওপেট্রা তাই করলেন। মনে হ'ল এণ্টনী যেন আবার তাঁর পৌরুষ ফিরে পেলেন। তিনি সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে রাণীকে তাঁর নিরাপত্তার উপদেশ দিতে শুরু করলেন। কিন্তু রাণী সে-কথায় ভ্রূক্ষেপও করলেন না।

রাণী বললেন, "আমাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তাই এসময়ে এসো আমাদের এই মহান প্রেমের কথাই বলি যা' এতদিন ধ'রে অটুট অবস্থায় ছিল আর মৃত্যুর পরপাড়েও অটুট থাকবে। সেদিনের কথা মনে করো যেদিন তুমি প্রথমবারের মত আমায় জড়িয়ে ধ'রে বলেছিলে 'প্রিয়তমা'। আহ্। কত মধুর ছিল সেই রাত। সে-রাতের মধুর স্মৃতি রোমন্থন করার জন্য এই বিষাদের মাঝেও বেঁচে থাকতে স্বাদ জাগে।"

'হাঁ মিশর সম্রাজ্ঞী। সেরাতের কথা মনে পড়ে। সত্যি বলতে কি, সে মধুময় রাতের কথা ভেবেই বেঁচে আছি। কিন্তু সুন্দরী, সেই রাতের যে মুহূর্তে আমি তোমার প্রেমের অতলে তলিয়েছি সেই মুহূর্ত থেকেই আমার সৌভাগ্য রবি অস্ত গেছে। সে সবই আমার মনে আছে।

ঢোক গিলে এণ্টনী আবার বললেন, "তুমি তখন উচ্ছৃংখল অভিনয়ের মত মুক্তাভস্ম পান করেছিলে আর তোমার সেই সময় ঘোষক জ্যোতিষ বলেছিল 'মেঙকাউ-রা-এর অভিশাপ আপতিত হওয়ার সময় এসে গেছে।'

সেই মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত সব সময়ই ঐ কথা কয়টি আমায় অসহনীয় পীড়া দিচ্ছে। আর এই অন্তিম মুহূর্তেও সে কথা কয়টি আমার কানে বাজছে।"

রাণী ফিসফিস ক'রে বললেন, "সে লোক অনেক আগেই মরে গেছে।"

"সে যদি গিয়ে থাকে তাহ'লে আমিতো এখন তার কাছাকাছি। কিন্তু সে কি বলেছিলো ?"

রাণী বললেন, "সে অভিশপ্ত লোকটি মরে গেছে, সুতরাং সে প্রসঙ্গ বাদ দাও। ওহ এণ্টনী, তুমি আমার দিকে ফিরে আমায় চুমো দাও। তোমার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে যাচ্ছে, শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে।"

তিনি রাণীর দিকে ফিরে তাঁকে চুমো দিলেন আর ঐ ভাবে জড়াজড়ি ক'রে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নবদম্পতির মত কানে কানে ফিস ফিস ক'রে কাটালেন। এমনকি আমার ঈর্ষান্বিত হৃদয়েও এই হৃদয় বিদারক করুণ দৃশ্য বড়ই অদ্ভুত লাগলো।

ধীরে ধীরে এণ্টনীর চোখে মুখে মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে এলো। তাঁর মাথা পিছনে ঝুঁকে পড়লো। তিনি বললেন, "বিদায় মিশর-সম্রাজ্ঞী, বিদায় ! আমি চললাম।"

ক্লিওপেট্রা দু'হাতে তাঁর মাথাটি তুলে ধ'রে তাঁর ছাই বর্ণের মুখের দিকে হিংস্রভাবে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ক'রে এক বিকট চীৎকার দিয়ে বে'হুশ হ'য়ে পড়লেন।

আমি দেখলাম এণ্টনী এখনও জীবিত, কিন্তু তাঁর বাকশক্তি রহিত হ'য়ে গেছে। শুশ্রূষা করার ছলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে কানে কানে ফিসফিস ক'রে বললাম, "এণ্টনী, ক্লিওপেট্রা প্রথমে আমাকেই ভালবাসতেন পরে আমাকে ছেড়ে আপনার প্রিয়তমা হয়েছিলেন। আমি, হারমাসিস, সেই জ্যোতিষ, যে টার্সাসে আপনাদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। আর আমিই আপনার পতনের জন্য মন্ত্রণাদাতার কাজ করেছি। মরুন এণ্টনী মেংকাউ-রা-এর অভিশাপ এসেছে !"

তিনি মাথা তুলে বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, কথা বলতে পারলেন না, কিন্তু বিড়বিড় ক'রে আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করলেন। তারপর একটা গোঙ্গানীর মত শব্দ তুলে তিনি নিস্তব্ধ হ'য়ে গেলেন।

এইভাবে এই বিশ্বের প্রাক্তন অধীশ্বর ও সদ্য পরাভূত মহান এণ্টনীর উপরে আমার প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হ'ল।

তারপর আমরা সবাই মিলে শুশ্রূষা ক'রে ক্লিওপেট্রার হুঁশ ফিরিয়ে আনলাম কারণ এখনও আমার মতে তাঁকে শেষ করার সময় হয় নি।

তারপর সিজারের অনুমোদনক্রমে আতোয়াকে নিয়ে আমি এণ্টনীর দেহটি মিশরীয় পদ্ধতিতে মমি করলাম। তাঁর মুখের নমুনায় স্বর্ণনির্মিত একটি মুখাবরণ দিয়ে তাঁর মুখ আবৃত করলাম। তাঁর বক্ষে আমি তাঁর নাম ও উপাধিসমূহ লিখলাম। শবাধারের অভ্যন্তরে আবার তাঁর ও তাঁর পিতার নাম অঙ্কিত ক'রে স্বর্গত দেবতা 'নট'-এর গুটানো পক্ষদ্বয়সহ চিত্র খোদিত ক'রে দিলাম।

অনেক খরচ ক'রে তৈরী করা সমাধিতে ক্লিওপেট্রা বহু জাঁকজমকের সাথে এণ্টনীকে সমাহিত ক'রে তাঁর সমাধির উপরে সিংহীর দেহ ও নারীমুণ্ড বিশিষ্টা একটিমূর্তি গড়ে দিলেন। এই মূর্তিটি এমন বিশালাকৃতির যে সেখানে আরও একটি শবাধার রাখা যায়। আমি স্পষ্টই বুঝলাম যে ক্লিওপেট্রাও এণ্টনীর পার্শ্বেই সমাহিত হওয়ার জন্য সমাধিটি ঐভাবে তৈরী করিয়েছেন।

ইতিমধ্যে কর্নেলিয়াস ডোলাবেলা নামক একজন সম্ভ্রান্ত রোমান সিজারের সাথে দেখা ক'রে রাজধানীতে আসেন। ক্লিওপেট্রার বিষাদমাখা করুণ মুখশ্রী দেখে তাঁর মনে দয়ার উদ্রেক হয়। তাই তিনি আমাকে বললেন যে, ক্লিওপেট্রা এখানেই তিনদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে পারেন, তারপর তাঁকে রোমে পাঠানো হবে। সাথে তাঁর সন্তানদেরেও পাঠানো হবে, অবশ্য ইতিমধ্যেই সিজারিয়ানকে অকটাভিয়ান হত্যা করেছে। কর্নেলিয়াস ডোলাবেলা একথা ক্লিওপেট্রাকে বলতে বললেন কারণ সম্রাজ্ঞীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে তাঁর কাছে আমার যাতায়াতের অনুমতি ছিল। এসব কথা কর্নেলিয়াস ডোলাবেলা সিজারের ব্যক্তিগত সচিবের কাছ থেকে শুনে এসেছেন।

আমি তাই ভিতরে গেলাম। ক্লিওপেট্রা তখন স্বর্ণ নির্মিত পালঙ্কে বসা ছিলেন। তিনি এখন সব সময়ই অর্ধশায়িত অবস্থায় বসে থাকেন। তাঁর হাতে এণ্টনীর রক্তসিক্ত একখানি কাপড়। এই কাপড় দিয়েই সব সময় তিনি চোখের জল মোছেন।

রাণী তাঁর বিষণ্ণ মুখ তুলে কাপড়টিতে রক্তের দাগের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "দেখো ওলিম্পাস, এ দাগগুলি কত মলিন হ'য়ে যাচ্ছে। তাহ'লে শেষ পর্যন্ত তিনি মরেই গেলেন ওলিম্পাস! কিন্তু কৃতজ্ঞতা তো এতো তাড়াতাড়ি মলিন হ'তে পারে না! তারপর বলো কি খবর। তোমার কালো চোখে যেন দুঃসংবাদের ছাপ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু যাই হোক না কেন কিছু একটা বলো যাতে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যও আমি এই বিষাদ ভুলতে পারি।"

আমি বললাম, "খারাপ সংবাদ সম্রাজ্ঞী! ডোলাবেলা সিজারের সচিবের কাছ থেকে শুনে এসে আমাকে বলেছেন আজ থেকে ঠিক তিনদিন পরে সিজার আপনাকে আর যুবরাজ টলেমী ও আলেকজাণ্ডার এবং রাজকুমারী ক্লিওপেট্রাকে রোমের রাজধানীতে পাঠাবেন। রোমের জনসাধারণের নয়ন জুড়ানোর জন্যই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে সিজারের বিজয়োৎসবে আপনাদেরে বন্দী অবস্থায় জনসম্মুখে দাঁড়াতে হবে। সেখানেই তো একদিন আপনার রাজধানী স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন!"

রাণী লাফিয়ে উঠে চিৎকার ক'রে বললেন, "কখনোই না, কখনোই না। সিজারের বিজয়োৎসবের মিছিলে আমি শিকলবদ্ধ অবস্থায় কখনোই যাবো না। কিন্তু তাহলে আমি কি করবো? তুমি ব'লে দাও চারমিয়ন আমি এখন কি করবো!"

চারমিয়ন উঠে রাণীর সামনে দাঁড়ালো। লম্বা পেশীর অভ্যন্তর থেকে সে রাণীর দিকে আনত চোখ তুলে বললো, "মৃত্যুই একমাত্র পথ সম্রাজ্ঞী!"

'হাঁ হাঁ, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, তাই তো, আমি মরবো। আচ্ছা ওলিম্পাস, তোমার কাছে কি সেই বিষ প্রস্তুত আছে?"

"নেই, তবে সম্রাজ্ঞী বললে কাল প্রত্যুষ নাগাদ আমি এমন এক জাতীয় বিষ প্রস্তুত ক'রে দেবো যা' পান করলে স্বয়ং প্রভুও তাকে বাঁচাতে পারবে না।'

"তাহলে যমদূত, তুমি সে বিষ প্রস্তুত করো!"

আমি সম্মতিসূচক মাথা নত ক'রে কক্ষ ত্যাগ করলাম। তারপর আমি আর বৃদ্ধা আতোয়া সারারাত ধ'রে সেই ভয়ংকর বিষ তৈরী করলাম। শেষ পর্যন্ত সেই পানীয় তৈরী হ'লে আতোয়া উহা একটি কাচের পাত্রে ভরে বাতির সামনে ধরলো। দেখলাম তা' পানির চেয়েও বেশী স্বচ্ছ।

আতোয়া তখন তীক্ষ্ণস্বরে সুর ক'রে বললো, "লা-লা-লা, সম্রাজ্ঞীর উপযুক্ত মদই বটে। হারমাসিস, এই বোতলের পঞ্চাশ ফোঁটা পানীয় যদি ক্লিওপেট্রার ঐ রাঙা ঠোঁট অতিক্রম করে তাহলেই তোমার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। কিন্তু হায়, তোমার এই ধ্বংসকারিণীর অন্তিম সময় আমি যদি উপস্থিত থাকতে পারতাম! লা-লা-লা! কতনা মধুর হবে সে দৃশ্য!"

একদিন চারমিয়ন আমায় যে কথা বলেছিল তা' স্মরণ ক'রে আমি বললাম, "প্রতিহিংসা এমন একটা তীর যা' ফিরে এসে নিক্ষেপকারীর মস্তকেই আঘাত করে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[ক্লিওপেট্রার অন্তিম নৈশ ভোজ ঃ চারমিয়নের সঙ্গীত ঃ ক্লিওপেট্রার বিষপান ঃ হারমাসিসের আত্মপ্রকাশ। অশরীরী আত্মাসমূহ উপস্থিতকরণ এবং ক্লিওপেট্রার মৃত্যু।]

পরের দিন সিজারের অনুমতি নিয়ে ক্লিওপেট্রা এণ্টনীর সমাধি পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি অনেক কান্নাকাটি ক'রে অনুযোগ করেন যে প্রভুরা তাঁকে একেবারে পরিত্যাগ করেছেন। অবশেষে তিনি এণ্টনীর সমাধি চুম্বন ক'রে নিজ হাতে শবাধারে পদ্মফুল অর্পণ ক'রে ফিরে আসেন। তারপর গোসল ক'রে তিনি সমস্ত শরীরে রাজকীয় কায়দায় তৈলমর্দন ক'রে উত্তম সুগন্ধি মেখে তাঁর সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরেন। শেষে তিনি চারমিয়ন, ইরাস ও আমাকে নিয়ে সান্ধ্য ভোজন করেন। খেতে খেতে তাঁর মন আবার প্রফুল্ল হ'য়ে উঠলো। তাঁকে দেখে মনে হ'ল যেন আকাশের নক্ষত্র পুনর্বার উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠেছে। হারানো দিনের মতই তিনি আবার লাস্যময়ী হ'য়ে আপন প্রভায় ঝলমল করতে লাগলেন। হাসতে হাসতে তিনি এণ্টনীর সাথে তাঁর বিভিন্ন ভোজের কথা বলতে লাগলেন। আমার প্রতিশোধের এই অন্তিম রাতের মত তাঁকে এত লাস্যময়ী ও সুন্দরী আর কোন দিনই দেখিনি! কথা বলতে বলতে টারসাসে সেই ভোজের সময় তিনি যে মুক্তাভস্ম পান করেছিলেন সেই কথা তাঁর মনে পড়লো।"

ক্লিপপেট্রা বললেন, "অদ্ভুত! এতশত ঘটনার মধ্যেও এই অন্তিম মুহূর্তে টারসাসের সেই ঘটনা ও মৃত হারমাসিসের কথাই এণ্টনীর মনে পড়েছিল। চারমিয়ন, সেই মিশরীয় হারমাসিসের কথা কি তোমার মনে আছে?"

ধীর কণ্ঠে চারমিয়ন উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই মনে আছে সম্রাজ্ঞী।"

আমার কথা মনে ক'রে তিনি কোন রকম দুঃখ করেন কিনা জানার জন্য আমি প্রশ্ন করলাম, "কোন্ হারমাসিস সম্রাজ্ঞী?"

রাণী বললেন, "বলছি। সে এক অদ্ভুত কাহিনী! আজ যখন সব কিছুই শেষ হ'য়ে গেছে তখন কোন কিছুই বলতে বাধা নেই! সে হারমাসিস ছিল মিশরের প্রাচীন রাজবংশজাত। আবুদিসে গোপনে তার অভিষেক হয়। তারপর সে আমাদের সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র

করার জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় চ'লে আসে। এখানে এসে সে আমার জ্যোতিষ হিসেবে রাজপ্রাসাদে স্থান ক'রে নেয়। সে ছিল তোমার মতই খুব বিদ্বান আর যাদুবিদ্যায় অদ্ভুত পারদর্শী। অদ্ভুত সুন্দর ছিল তার চেহারা! তার ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল আমায় হত্যা করে নিজেকে সম্রাট ব'লে ঘোষণা করা। সে ছিল এক ভয়াবহ চক্রান্ত কারণ মিশরে তার ছিল বহু সহযোগী আর আমার কোন বন্ধু বলতেই ছিল না। আর যে রাতে আমায় হত্যা করতো সেই রাতেই, ঠিক সেই মুহূর্তে'ই চারমিয়ন এসে আমায় সেই চক্রান্তের কথা ব'লে দেয়। নেহায়েত হঠাৎ ক'রেই নাকি চারমিয়ন সে চক্রান্তের কথা জেনে ফেলেছিল। চারমিয়ন, তোমাকে আমি কিছুই না বললেও পরে আমি তোমার সে কথা অবিশ্বাস করতে থাকি। আমি আজও প্রভুর নামে শপথ ক'রে বলতে পারি যে তুমি হারমাসিসকে ভালবেসেছিলে! সে তোমায় প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর তুমি তাই তাকে প্রতারণা করেছিলে। আর এই কারণেই তুমি সারাজীবন কুমারী থেকে গেছো, যা' বর্তমান যুগে একটা অসম্ভব ব্যাপার। বলো চারমিয়ন, আমি যা' বলেছি তা' সত্যি কিনা। এই শেষ মুহূর্তে কিছুই বলতে বাধা নেই, বলো।"

চারমিয়ন কম্পিত কণ্ঠে বললো, "সম্রাজ্ঞী, আপনি যা' বলেছেন সবই সত্যি। আমিও ছিলাম ঐ চক্রান্তেরই একজন সদস্যা। কিন্তু হারমাসিস আমায় ঘৃণা প্রদর্শন করায় আমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম। তার প্রতি আমার অকৃত্রিম ভালবাসার জন্যই আমি অবিবাহিতা থেকে গেছি।" বলেই সে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। আর আমাদের চোখাচোখি হ'তেই সে লজ্জায় চোখ অবনত করলো।

রাণী বললেন, "আমিও এই কথাই ভেবেছিলাম। অদ্ভুত এই নারীজাতির স্বভাব! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে ভালবাসার জন্য তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর মত কোন কারণই হারমাসিসের ছিল না। তুমি কি বল ওলিম্পাস? তাহ'লে চারমিয়ন, তুমিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছো? সম্রাটদের জীবন কতনা বিপদসংকুল! কিন্তু তবুও তোমায় আমি ক্ষমা করেছিলাম কারণ তার পর থেকে তুমি বিশ্বস্ততার সাথেই আমার সেবা ক'রে আসছো। কিন্তু সে যাকগে, আমাদের কাহিনীতে আসা যাক। আমি হারমাসিসকে মৃত্যুদণ্ড দিতে সাহস পেলাম না কারণ তা'হলে তার দলের লোকেরা ক্রুদ্ধ হ'য়ে আমায় সিংহাসনচ্যুত করতো। কিন্তু ওলিম্পাস! সেই হারমাসিস গোপনে আমায় মারার চক্রান্ত করলেও মনে মনে সে আমায় ভালবাসতো। আমিও সেকথা বুঝতে পেরেছিলাম। তার দৈহিক সৌন্দর্য ও বিজ্ঞতার জন্য আমি তাকে

কিছুটা ভালবাসার চেষ্টা করি। কোন পুরুষকে ভালবাসতে গিয়ে ক্লিওপেট্রা কোনদিনও ব্যর্থ হননি। তাই সে যখন জামার মধ্যে ছুরিকা নিয়ে আমার কক্ষে এলো তখন আমি আমার রূপের মায়াজাল তার মনে বিস্তার করলাম। আর কিভাবে আমি নারী হ'য়ে তার মন জয় করেছিলাম সে কথা আশা করি সব খুলে বলতে হবে না। আমি তাকে শেষ পর্যন্ত বিশেষ তীব্র এক জাতীয় মদ দেই, তা' পান ক'রে সাথে সাথেই সে এক ভয়াবহ নিদ্রায় ঢ'লে পড়ে। সে ঘুম থেকে সে আর সসম্মানে জাগেনি। সেই পানীয় পানে হুঁশ বিলুপ্ত হওয়ার পরে তার চোখের সেই চাহনীর দৃশ্য আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো না। হায়রে অধঃপতিত রাজকুমার, হতভাগ্য পুরোহিত আর মকুটবিহীন সম্রাট! —কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তার বিষাদময় বিদ্বান মনের প্রতি বিরক্ত হ'য়ে পরি। অপরাধী আত্মার জন্য সে কোনদিনই প্রফুল্ল হতে পারতো না। শেষ পর্যন্ত তার ভালবাসা তো দূরের কথা, তাকে আমি সহ্য করতে পারতাম না মোটেই। কিন্তু সে আমায় এত ভালবাসতো যে মাতাল যেমন সর্বনাশা মদের পাত্র আকড়ে ধ'রে থাকে, সেও ঠিক তেমনিভাবে সব সময় আমায় আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চেষ্টা করতো! আমি তাকে বিয়ে করবো ভেবে সে দেশবাসীর বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে মেংকাউ-রা-এর সমাধিতে লুক্কায়িত ধন-রত্ন আমার হাতে তুলে দেয়। আর আমারও তখন ধন-রত্নের খুব বেশী প্রয়োজন ছিল। আমরা দু'জনে সেই ভয়াবহ সমাধি গহ্বরে গিয়ে মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সেই অমূল্য সম্পদ তুলে আনলাম, এমনকি, মৃত সম্রাট মেংকাউ-রা-এর বুক চিড়েও রত্ন তুলে এনেছিলাম। দেখো, এই পান্নাখণ্ডটিও সেখান থেকেই আনা।" এই ব'লে তিনি বিরাট একখণ্ড পান্না আমাকে দেখান। আমি দেখেই চিনলাম এই পবিত্র গুবড়ে পোকার (Scarabacas) আকৃতির পান্নাখণ্ডটি মেংকাউ-রা এর-হৃদপিণ্ডের মধ্যে ছিল।

রাণী ব'লেই চললেন, "সেই সমাধি গহ্বরে যা' লেখা দেখেছি, আর যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছি—আহ্, বালাই ষাট! কেন সে সব ঘটনা এই অন্তিম সময়েও আমায় পীড়া দিচ্ছে?—এবং রাজনীতির চাল হিসেবে আমি তাকে পতিত্বে বরণ ক'রে তার সাহায্যে রোমানদের হাত থেকে মিশর রক্ষা ক'রে জগতের সামনে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে সিংহাসনে তার স্থান ক'রে দেবো ব'লে সিদ্ধান্ত নেই। তখন আমার এমন একটা ভাবান্তর আসে যে তার মন জয় করার জন্য আমি মরিয়া হ'য়ে উঠি। সেই সময়ে ডেলিয়াস এণ্টনীর নির্দেশ নিয়ে আমার কাছে হাজির হয়, আর আমি তাকে কড়া উত্তর দিয়ে পাঠাবো ব'লে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। দরবারের দিন আমি কাপড়

চোপড় প'ড়ে প্রস্তুত হ'তে হ'তে চারমিয়নকে একথা বলি। চারমিয়নের মনের ভাব জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য! কিন্তু অলিম্পাস, প্রতিহিংসার শক্তি পরিমাপ করা যায় না। এই প্রতিহিংসা এমন এক ধারালো অস্ত্র যা, সাম্রাজ্য নামক বক্ষ দ্বিখণ্ডিত ক'রে সম্রাটদের ভাগ্যনক্ষত্র নিয়ন্ত্রিত করে। এমন কোন মেয়ে নেই যে তার প্রেমিককে সজ্ঞানে আর কারো স্বামীরূপে দেখতে পারে, যদিও হারমাসিস আমাকেই ভালবাসতো। চারমিয়ন, পারো তো তুমি আজ একথা অস্বীকার করো, কারণ আজ এই অন্তিম সময়ে সবকিছুই আমার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। শোনো ওলিম্পাস, তখন চারমিয়ন এমন বিচক্ষণতা ও কৌশলের সাথে আমায় যুক্তি দেখাতে থাকে যা' আমি আজ ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছি না। সে আমায় বুঝিয়ে দেয় যে কোন ক্রমেই এণ্টনীকে চটানো আমার উচিত হবে না, বরং এণ্টনীর কাছেই আমার যাওয়া উচিত। আজ অন্ততঃ এজন্য তোমায় আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি চারমিয়ন, কারণ এখন তো সবকিছুরই সমাপ্তি হ'য়ে গেছে! তখন আমার মনে হয়েছিল যে হারমাসিসের পরামর্শের চেয়ে চারমিয়নের যুক্তিতে কিছুটা সত্য নিহিত আছে। আমি তাই এণ্টনীর কাছেই গেলাম। এইভাবে এই সুন্দরী চারমিয়নের ঈর্ষাপূর্ণ প্রতিহিংসা ও আমার হাতের ক্রীড়ানক সেই হারমাসিসের ভালবাসার জন্যই আজ এতসব ঘটলো। আর তাই সিজার আজ আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট, এণ্টনী স্বীয় সাম্রাজ্য হারিয়ে মারা গেলেন, আর এজন্যই আজ রাতেই আমাকেও মরতে হবে। চারমিয়ন! তোমায় অনেক কিছুর জন্যই জবাবদিহি করতে হবে চারমিয়ন। কারণ তুমিই পৃথিবীর রূপ পাল্টে দিয়েছো, কিন্তু তথাপি আমি এই মুহূর্তেও বর্তমান রূপের পরিবর্তন চাই না।"

তিনি দু'হাতে চোখ ঢেকে কথা বন্ধ করলেন। আমি তাকিয়ে দেখলাম চারমিয়নের দু'চোখ বেয়ে অজস্র ধারায় অশ্রু ঝরছে।

আমি বললাম, "কিন্তু সম্রাজ্ঞী, সেই হারমাসিসের কি হ'ল? সে এখন কোথায়?"

"সে এখন কোথায়? নিশ্চয়ই স্বর্গে ব'সে তার প্রভুমাতা আইসিসের সাথে স্বর্গসুখ ভোগ করছে! টারসাসে এণ্টনীকে দেখেই আমি তাঁকে ভালবেসে ফেলি। আর সেই মুহূর্ত থেকেই হারমাসিসকে আমি আর সহ্য করতে পারতাম না। আমি তাই তাকে শেষ ক'রে দেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই, কারণ প্রিয়পাত্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তাকে শেষ ক'রে দেওয়াই বিধেয়। হারমাসিসও ঈর্ষাপরায়ণ হ'য়ে অমঙ্গলসূচক ভবিষ্যদ্বাণী করে, এমনকি, আমার মুক্তাভস্ম পানের সময়ই সে সেই অমঙ্গলবাণী

উচ্চারণ করে। আর সেই রাতেই আমি তাকে হত্যা করাতাম, কিন্তু তার আগেই সে পালিয়ে যায়।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু সে কোথায় গেল ?"

"আমি তা' জানি না। আমার প্রহরীদের অধিনায়ক ব্রনাস দোহাই দিয়ে বলেছিল যে সে হারমাসিসকে আকাশে উড়ে যেতে দেখেছে, কিন্তু ব্রনাস গতবছর তার স্বদেশে চ'লে গেছে। আমি তার কথা বিশ্বাস ক'রে ভুল করেছিলাম। সে হয়ত হারমাসিসকে ভালবাসতো কিন্তু তার একথা মিথ্যা, হারমাসিস সাইপ্রাসের উপকূলে ডুবে মারা গেছে। কিভাবে ডুবেছে তা' হয়ত চারমিয়ন জানে।"

চারমিয়ন বললো, "কিন্তু আমি কিছুই জানি না সম্রাজ্ঞী। হারমাসিস হারিয়ে গেছে।"

"চমৎকার হয়েছে চারমিয়ন, কারণ সে ছিল এক ভয়ংকর লোক, তাকে হাতে রাখা ছিল খুবই কঠিন অবশ্য আমি তাকে কাজে লাগিয়েছিলাম—একথা আজ আমি স্বীকার করছি! সে আমার কাজ যথেষ্টভাবেই করেছিল কিন্তু আমি তাকে মোটেই ভালবাসতাম না, আর এখনও আমি তাকে ভয় পাচ্ছি কারণ একসিয়ামের যুদ্ধের সময় আমি স্পষ্টই তার গলার স্বর শুনেছিলাম। সে আমায় পালাতে বলেছিল। তোমার কথা সত্যি হ'লে প্রভুকে ধন্যবাদ চারমিয়ন, হারমাসিস যেন হারিয়ে গিয়েই থাকে। কোন দিন যেন সে ফিরে না আসে।"

রাণীর কথা শুনতে শুনতে আমার অলৌকিক শক্তিবলে আমার আত্মা তাঁর আত্মার নিকটস্থ করলাম। ফলে তিনি হারানো হারমাসিসের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে লাগলেন।

ক্লিওপেট্রা তাই চিৎকার ক'রে বললেন, "না-না, একি! সেরাপিসের দোহাই, আমার ভয় লাগছে। হারমাসিসকে যেন এখানে উপস্থিত মনে হচ্ছে! তাকে যেন আমি দেখতে পাচ্ছি! প্লাবনের মত তার স্মৃতি যেন আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! সেই দশ বছর আগের মত হারমাসিস! এই অন্তিম মুহূর্তে তার উপস্থিতি বিশেষ অমঙ্গলসূচক।"

আমি বললাম, 'সম্রাজ্ঞী, সে যদি ম'রে গিয়ে থাকে তাহ'লে তার আত্মা সর্বত্রই বিরাজমান। বিশেষ ক'রে আপনার এই মৃত্যুর মুহূর্তে তার আত্মার উপস্থিতি ভালই, হয়ত তার আত্মা আপনার আত্মাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে।"

"না-না, ওলিম্পাস! ওকথা ব'লো না! তাকে আর আমি দেখতে চাই না। তার ও আমার মাঝে অনেক দেনা-পাওনা, হয়ত পরজগতে আমরা একে অপরের উপযুক্ত হ'য়ে জন্মাবো। যাক, ভয় কেটে যাচ্ছে! আমি বিহবল হয়েছিলাম। যে সময়টার সমাপ্তি ঘটবে মৃত্যুর মাঝে, নির্বোধটার কাহিনীতে সে সময়টা ভালই কেটে গেছে। গাও চারমিয়ন, একটা গান গাও, তোমার গলা অতীব মিষ্টি! আমি তোমার গান শুনতে শুনতে শান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়বো! হারমাসিসের স্মৃতি আমার মানস-পটে অদ্ভুতভাবে জেগে উঠেছিল। গাও চারমিয়ন, তোমার ঐ মধুর কণ্ঠে শোনা শতসহস্র গানের মধ্যে আজ শেষ বিদায়ের গানখানি শোনাও।"

চারমিয়ন বললো, "কিন্তু সম্রাজ্ঞী, এই নিদারুণ বিষাদমুহূর্তে গান গাওয়া সম্ভব নয়।" কিন্তু তবুও সে বীণা হাতে নিয়ে গান ধরলো। সে নিচু গলায় মধুর সুরে সিরীয় ভাষায় অন্ত্যেষ্টিকালের স্তর গাইতে শুরু করলো ঃ

দেবী হেলিওডোরের শপথ
আমার সম্রাজ্ঞীর তরে শুধু আঁখিজল
হৃদয় নিংড়ানো নোনতা অশ্রুপাত
কত বেদনাদায়ক।
আমার অশ্রু ও কান্না নীরবে
আঁধারের মায়াজাল ভেদ ক'রে
চলে যায় যেথায় আমার
অধিশ্বরী শায়িত অন্তিম শয়ানে।।
তোমার অসীম স্নেহ-প্রীতির প্রতিদানে
আমার শুধু অশ্রুপাত আর হাহাকার
—আর শূন্যহাতের এই
পুষ্পাঞ্জলি—উপহার!
হে বসুন্ধরা, তব মাতৃবক্ষসম কোলে
নাও মোদের রাণীকে তুলে
ঘুমাতে দাও তাঁরে তব বক্ষে—
নীরব ও অন্তিম শয়ানে।।

তার গান থামলো। সুমধুর সুরও মিলিয়ে গেল। তার গলা এতই মধুর ও গানটি এতই করুণ যে ইরাস ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। ক্লিওপেট্রার চোখে অশ্রু ঝলমল ক'রে উঠলো। শুধু আমার চোখেই অশ্রু নেই, তাতো অনেক আগেই শুকিয়ে গেছে।

রাণী বললেন, "চারমিয়ন, প্রীত করুণ তোমার এ গান। তুমি ব'লেছিলে যে এই বিষাদ মুহূর্তে গান গাওয়া যায় না। কিন্তু তোমার এই অন্ত্যেষ্টিকালের গান বিশেষ সময়োপযোগী হয়েছে। আমার মরার সময় তুমি আবার এ গানটি গেয়ো, চারমিয়ন। কিন্তু এখন আর গান নয়, এবারে অন্তিম কাজ। ওলিম্পাস, তোমার লেখার সরঞ্জাম লও, আর আমি যা' বলি তাই লিখো!"

আমি পাপিরাস ও পালক নিয়ে ক্লিওপেট্রার কথা রোমান ভাষায় লিখলাম ঃ

"ক্লিওপেট্রার কাছ থেকে অকটাভিয়েনাসের কাছে অভিনন্দন।

এরই নাম জীবন। সবশেষে এমন এক সময় আসে যখন বিহ্বল হওয়ার মত বোঝার হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ দেহ ত্যাগ করে, পক্ষ ধারণ করে বিস্মৃতির রাজ্যে চলে যাওয়ার জন্য। সিজার, তুমি বিজয়ী হয়েছো। তোমার বিজিত দেশকে গ্রহণ করো! কিন্তু তোমার বিজয়োল্লাসের শোভাযাত্রায় ক্লিওপেট্রা অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। সব কিছুই যখন হারিয়ে যায় তখন হারানোকে খুঁজতে যাওয়াই বিধেয়। তাই নিরাশার মরুভূমিতে সাহসীরাই সমাধান খোঁজে। এণ্টনী ছিলেন যেমনি মহান, ঠিক তেমনিভাবে ক্লিওপেট্রাও ছিলেন মহিয়সী। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই তাঁর স্মৃতি মুছে যাবে না। শুধু ভৃত্যরাই তাদের ভুলের বোঝা বইতে বেঁচে থাকে, পক্ষান্তরে রাজরাজরা আরও দৃঢ়-পদক্ষেপে ভুলের পথ দিয়েই মৃত্যুর রাজকীয় প্রাসাদে প্রবেশ করেন। ক্লিওপেট্রাকে যেন এণ্টনীর পার্শ্বে সমাহিত করা হয়, এটুকুই শুধু মিশর-সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা সিজারের কাছে প্রার্থনা করছেন। বিদায়।"

আমার লেখা শেষ হ'লে চিঠিটি বন্ধ ক'রে গালা লাগিয়ে দিলাম। তখন রাণী বললেন, আমি যেন কোনও দূত দিয়ে চিঠিটা সিজারের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আবার ফিরে আসি। আমি তাই সমাধি মন্দিরের দ্বারের কাছে গিয়ে দেখলাম এক প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে, আপাততঃ তার কোন কাজ নেই। তাই তাকে কিছু টাকা দিয়ে ঐ পত্র সহ সিজারের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আবার ক্লিওপেট্রার কাছে ফিরে এলাম। দেখলাম তিনজনই নিস্তব্ধ অবস্থায়—ক্লিওপেট্রা ইরাসের বাহুবন্ধনে আর চারমিয়ন একটু দূরে ব'সে শূন্য দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বললাম, "সম্রাজ্ঞী, আপনি যদি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকেন, তাহ'লে সময় কিন্তু খুবই সংকীর্ণ, কারণ সিজার আপনার পত্রের উত্তরে এখনই সৈন্য পাঠাবেন।"

আমি কথা বলতে বলতে সেই মারাত্মক বিষের বোতল বের ক'রে

টেবিলের উপরে রাখলাম। রাণী বোতলটি হাতে নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "কত নির্মল-নির্দোষ এই পানীয়! অথচ এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে আমার মৃত্যু! অদ্ভুত!"

"হাঁ সম্রাজ্ঞী, শুধু আপনি কেন, আরও দশজন মরতে পারবে, অতখানি খাওয়ার কোন প্রয়োজনই নেই!"

তিনি বললেন, "আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে। এ বিষ পান করলে সাথে সাথেই মৃত্যু হবে তার নিশ্চয়তা কি? বিষ পানে মরতে আমি অনেককেই দেখেছি, কিন্তু কেউই সাথে সাথে মরেনি। আর অনেককে মরতে দেখেছি ....ওহ্, সেকথা ভাবতেও শরীর কণ্টকিত হয়!"

আমি বললাম, "ভয় পাবেন না, আমি বিশেষ অভিজ্ঞ বিষ প্রস্তুতকারী। আর একান্তই যদি ভয় পান তাহলে বোতলটি ফেলে দিন আর বেঁচে থাকুন কারণ রোমে এখনও আপনি শান্তি পেতে পারেন। জানেন তো, সেখানে শিকলবদ্ধ অবস্থায় আপনাকে সিজারের বিজয়োৎসবের মিছিলে রাজপথ প্রদক্ষিণ করতে হবে! সেখানে রোমান মেয়েদের ক্রুর চাহনীর সামনে আপনাকে হাঁটতে হবে, তাদের হাসির শব্দে আপনার শিকলের ঝুনঝুন ধ্বনি মিলিয়ে যাবে।"

"না-না, ওলিম্পাস আমি মরবোই। কিন্তু কেউ যদি আমায় মৃত্যুর পথ দেখিয়ে দিতো।"

ইরাস তখন ক্লিওপেট্রার গলা ছেড়ে এগিয়ে এলো। সে আমায় বললো, "তোমার বিষ আমায় দাও ডাক্তার, আমি রাণীর পথ পরিষ্কার করতে যাবো।"

আমি বললাম, "বেশ বেশ। তুমি স্বেচ্ছায় যখন বিষ পান করতে চাচ্ছো তখন আর আপত্তি কি।"

তারপর ছোট একটি স্বর্ণের পাত্রে একটু বিষ ঢেলে আমি তাকে দিলাম। সে পাত্রটি তুলে অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা নত করলো। তারপর সম্মুখে অগ্রসর হ'য়ে ক্লিওপেট্রাকে চুম্বন করলো। আবার চারমিয়নের কাছে গিয়ে তাকেও চুমো দিলো। কিন্তু কোনও প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করলো না কারণ সে ছিল গ্রীক। তারপর সে এক ঢোকে পাত্রটি নিঃশেষ ক'রে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে সাথে সাথেই গড়িয়ে পড়ে মারা গেল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে আমি বললাম, "দেখেছেন, কত দ্রুত এই বিষের ক্রিয়া?"

"হাঁ, ওলিম্পাস, তোমার বিষ নিঃসন্দেহে সর্বোৎকৃষ্ট। এসো ওলিম্পাস, আমার পাত্র পূর্ণ করো, আমি তৃষ্ণার্ত। শীঘ্র করো, ইরাস হয়ত স্বর্গের দ্বারে অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে।"

আমি তাই আবার সেই স্বর্ণপাত্রটি পূর্ণ করলাম, কিন্তু এবারে আমি পাত্রটি ধোয়ার ছলে ঐ বিষে একটু পানি মিশালাম কারণ তিনি আমায় চেনার আগে ইরাসের মত বিষপানের সাথে সাথেই মারা যান এটা আমার কাম্য ছিল না।

ক্লিওপেট্রা সেই সোনার পাত্রটি হাতে নিয়ে তাঁর মায়াময়ী নীল চোখ শূন্যে নিবদ্ধ ক'রে চিৎকার ক'রে বলতে লাগলেন, "ওহে মিশরের দেবতা-সকল, আমি আর তোমাদের উপাসনা করবো না কারণ তোমরা তো সবাই আমায় পরিত্যাগ করেছো! আমার আকুল ক্রন্দনের প্রতি তোমাদের কর্ণ বধির! আমার দুঃখের প্রতি তোমরা অন্ধ! প্রভুদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হ'লে অসহায়ের যে একমাত্র বন্ধু থাকে, আমি তারই সাথে আপোষ করছি। ওহে মৃত্যু, তোমার শীতল পক্ষ ছড়িয়ে এসে আমার কথা শোনো। জগতকে শান্ত করো। কাছে এসো ওহে রাজার রাজা! তুমি তো তোমার শীতল হাতে শোয়াও! তুমিই তো তোমার অলৌকিক প্রশ্বাসে এই নরকসম জগৎ হ'তে আমাদের জীবন বায়ু দূরে, বহু দূরে তুলে নাও! যেখানে বায়ু ও জল প্রবাহিত হয় না, যেখানে হানাহানি নেই, আর যেখানে সিজারের অশ্বারোহী সেনাদল যেতে পারে না, সেখানে আমায় নিয়ে লুকিয়ে রাখো। আমায় এক নতুন জগতে নিয়ে শান্তির রাণী হিসেবে অভিষিক্ত করো! হে মরণ, তুমিই আমার প্রভু! আমি তোমারই চুম্বনের প্রতীক্ষা করছি। আমি আমার আত্মার নবজন্মের যন্ত্রণা ভোগ করছি! দেখো, কালের শেষ প্রান্তে এসে আমার এ আত্মা আবার নব জন্ম নিচ্ছে। জীবন! তুমি বিদায় নাও। নিদ্রা! তুমি আমাতে ভর করো। এণ্টনী! তুমি আমার নিকটবর্তী হও।"

তারপর তিনি আর একবার শূন্যপাতে তাকিয়ে এক ঢোকে সম্পূর্ণ বিষটুকু পান ক'রে পাত্রটি মেঝেতে ছুঁড়ে মারলেন।

শেষ পর্যন্ত আমার বহুদিনের প্রতিক্ষিত এই প্রতিশোধের, মুহূর্তটি উপস্থিত হ'ল। আমার প্রতিশোধ, মিশরের ক্রুদ্ধ প্রভুদের প্রতিশোধ, আর আর মেংকাউ-রা-এর অভিশাপ প্রতিফলিত হওয়ার মুহূর্ত।

রাণী চীৎকার ক'রে বললেন, "একি হ'ল? আমার শরীর অবশ হ'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি মরছি না কেন? ওহে কুৎসিৎ ডাক্তার, তুমি আমায় ঠকিয়েছো।"

আমি বললাম, "শান্ত হও ক্লিওপেট্রা, শান্ত হও। তুমি এখনই মরবে, আর দেবতাদের ক্রোধের পরিচয় পাবে। মেংকাউ-রা-এর অভিশাপ এখন কার্যকর হচ্ছে। সবকিছুই শেষ হ'য়ে গেছে। আমার দিকে তাকাও নারী!

এই বিকৃত মুখের দিকে তাকাও, এই কুঞ্চিত দেহের প্রতি আর এই জমাট বাঁধা বিষাদ-স্তূপের প্রতি তাকাও। চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো আমি কে।”

রাণী পাগলিনীর মত আমার দিকে তাকালেন। তারপর ভয়ে আঁতকে উঠে দু'হাত ছুঁড়ে বললেন, “ওহ, শেষ পর্যন্ত তোমায় চিনেছি। তুমি নিশ্চয়ই হারমাসিস!—হারমাসিস মৃত্যুপুরী থেকে ফিরে এসেছে।”

“হাঁ, হারমাসিস মৃত্যুপুরী থেকে তোমায় মৃত্যুপুরীর অফুরন্ত শান্তির জন্য এগিয়ে নিতে এসেছে। শোনো ক্লিওপেট্রা, তুমি যেভাবে আমায় ধ্বংস করেছো, ঠিক তেমনিভাবে আমিই তোমার পতন এনেছি। আমিই অন্ধকারে থেকে ক্রুদ্ধ প্রভুদের সহায়তায় তোমার পতন ঘটিয়েছি। এক-সিয়ামের যুদ্ধের সময় আমিই তোমার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করেছিলাম, মিশরীয়দেরে তোমার সহায়তা থেকে বিরত করেছি, এণ্টনীর শক্তি আমি গোপনে নিঃশেষ করেছি, তোমার সেনাপতিদেরে দেবতার নিদর্শন দেখিয়ে ভীত করেছি। আর শেষ পর্যন্ত তুমি আমারই হাতে মারা যাচ্ছো, কারণ আমিই প্রতিশোধের অস্ত্র। ধ্বংসের পরিবর্তে তোমায়ও আমি ধ্বংস করেছি, প্রতারণার পরিবর্তে করেছি প্রতারণা, আর মৃত্যুর প্রতিদানে দিচ্ছি মৃত্যু। এসো চারমিয়ন, আমার চক্রান্তের সাথী, তুমিও আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো, তথাপি অনুশোচনার ফলে তুমিও আজ আমার এই বিজয়ের ভাগী হয়েছো। কাছে এসে এই অধঃপতিতা লম্পট নারীর পরিণতি দেখো।”

ক্লিওপেট্রা আমার কথা শুনে পালঙ্কে শুয়ে প'ড়ে আর্তনাদের স্বরে বললেন, “তাহ'লে তুমিও, চারমিয়ন?”

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ থাকার পরে সম্রাজ্ঞীর রাজকীয় আত্মা আবার যেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যশে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। তিনি বিছানা ছেড়ে কম্পিত পদে টলতে টলতে দাঁড়িয়ে দু'বাহু প্রসারিত ক'রে আমায় অভিশম্পাত দিতে দিতে চিৎকার ক'রে বললেন, ‘ওহ, মাত্র একটি ঘণ্টার জন্যও যদি আমি জীবিত থাকতে পারতাম। মাত্র এক ঘণ্টা সময় পেলেও তোমায় ও তোমার এই মিথ্যা দেবীকে এমন নৃশংসভাবে মারতে পারতাম যা' তুমি কল্পনাও করতে পারো না। এই বিশ্বাসঘাতিনী আমায়ও যেমন প্রতারণা করেছে, তোমায়ও ঠিক তেমনিভাবে প্রতারণা করেছে। আর তুমিইনা আমায় ভালবাসতে! ওহ, আমার বুকের শূন্য দেউলে তুমিই ছিলে আমার একমাত্র আরাধ্য দেবতা। দেখো ধূর্ত চক্রান্তকারী পুরোহিত—” বলেই তিনি তাঁর রাজকীয় পোশাক ছিঁড়ে স্তনযুগল উন্মোচন ক'রে বললেন, “দেখো, এই লোভনীয় বক্ষে এক সময়ে মাথা রেখে, এই কোমল বাহুবেষ্টনীতে

আবদ্ধ হ'য়ে তুমি রাতের পর রাত কাটিয়েছো। পারবে তুমি সেসব স্মৃতি ভুলে যেতে ? তোমার 'চোখে স্পষ্ট যে কথা ফুটে উঠেছে তা' তুমি জানো না। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার হৃদয় আমায় হারানোর যন্ত্রণার বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। আমি এখন যে যন্ত্রণা ভোগ করছি তার পূর্ণ সমষ্টিও তোমার অন্তরের গভীরতম যন্ত্রণার কাছে কিছুই না, তা' কখনোই তোমার মনোপীড়ার সমান হ'তে পারবে না—কখনোই না। তুমি ভৃত্যেরও ভৃত্য হারমাসিস, কারণ তোমার এই বিজয়ের গভীরতা হ'তে আমি আজ আরও গভীরতম বিজয় কেড়ে নিচ্ছি হারমাসিস। আমি তাই পরাজিত হ'য়েও আজ বিজয়িনী। তোমার মুখে আমি থুথু দেই, তোমায় আমি পদাঘাত করি, আর ম'রেও আমি তোমায় তোমারই চিরঞ্জীব প্রেমের যাতনায় নিষ্পেষিত করবো।—ওহ, এণ্টনী, আমার এণ্টনী। আমি তোমারই কাছে, তোমারই বক্ষে চ'লে আসছি। অনতিবিলম্বেই আমি তোমায় পাবো। তারপর তোমার অমর স্বর্গীয় প্রেমে অভিষিক্ত হ'য়ে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে, চোখে চোখ রেখে দু'জনে আমরা কালের অনাদি স্রোতে ভেসে যাবো, সুমিষ্টতম কামনার মদিরা পান করবো যা' প্রতি পলে আরও মধুরতম হবে। আর তোমায় যদি আমি না পাই তা'হলে কালের অতলে তলিয়ে বিস্মৃতির গহ্বরে নিমজ্জিত হবো, তমশার বক্ষে আমি ধীরে ধীরে দুলবো, তথাপি সেখানেও আমি অনাদিকাল ধ'রে তোমারই বক্ষ খুঁজবো এণ্টনী। ওহ, আমি ম'রে যাচ্ছি। এসো এণ্টনী, এণ্টনী, আমায় শান্তি দাও।"

আমার ক্রুদ্ধ হৃদয় তাঁর কথায় কেঁপে উঠলো কারণ রাণীর ধারালো আমার প্রতিহিংসার বাণ আমারই বক্ষে প্রতিঘাত করলো। হায়-হায়! সত্যিই তো আমারই প্রতিহিংসার তীর আমারই হৃদয় বিদীর্ণ করছে। তাঁকে যে আমি কত ভালবাসতাম তা' এমন ক'রে তো কোনদিনও অনুভব করিনি। প্রতিহিংসার জ্বালায় জর্জরিত হ'য়ে হৃদয় আমার এখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। হৃদয় আমার চিৎকার ক'রে বলছে, "ক্লিওপেট্রা, আমার ক্লিওপেট্রা তুমি বেঁচে ওঠো, মৃত্যু যেন তোমায় স্পর্শও করতে না পারে।" কিন্তু মুখে আমি বললাম, 'এণ্টনী এসে তোমায় শান্তি দেবে? তোমার জন্য কি আর কোথাও শান্তি আছে?—ওহে পবিত্র ত্রয়ী। আমার প্রার্থনা শোনো। ওসিরিস, তোমার নরকের দরজা খুলে দাও, আমি যাদেরে ডাকছি তাদেরে আসতে দাও। বোন ক্লিওপেট্রার বিষপ্রয়োগে মৃত টলেমী, এসো। এসো আরসিনো, যাকে তার বোন ক্লিওপেট্রা আশ্রমস্থলে হত্যা করেছিলো। এসো সেপা, যাকে ক্লিওপেট্রা যন্ত্রণা দিয়ে মেরেছে! এসো স্বর্গীয় মেংকাউ-রা, লোভের

বশবর্তী হ'য়ে ক্লিওপেট্রা যাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন করেছে আর তাঁর নির্দেশ অমান্য ক'রেছে। যারা যারা ক্লিওপেট্রার হাতে মরেছো সবাই এসো! শূন্যের মাঝ থেকে তোমাদের হত্যাকারিণী ক্লিওপেট্রাকে 'অভিনন্দন' জানাতে এসো! অতিলৌকিক সংযোজন দ্বারা, জীবনের নিদর্শনের দ্বারা আর আত্মার দোহাই দিয়ে আমি তোমাদেরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি!"

এমনি ক'রে আমি এইসব ভয়ঙ্কর কথাগুলি ব'লে গেলাম। কিন্তু চারমিয়ন তাতে ভয় পেয়ে আমার জামা জড়িয়ে ধরলো। আর এদিকে মুমূর্ষু ক্লিওপেট্রা দু'হাতের উপরে মাথা রেখে এদিক ওদিকে দুলে দুলে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

অবশেষে উত্তর এলো। আপনা থেকেই জানালাগুলি খুলে গেল। সে ফাঁক দিয়ে একটি বিরাটাকায় বাদুড় কক্ষে প্রবেশ করলো। দেখেই মনে পড়লো এই বাদুড়টিই মেংকাউ-রা এর সমাধিগুহায় খোজাকে হত্যা করেছিল। বাদুড়টি তিনবার উড়ে উড়ে কক্ষটি প্রদক্ষিণ করলো, একবার মৃত ইরাসের মাথার উপরে ঘুরলো, তারপর মুমূর্ষু ক্লিওপেট্রার দিকে উড়েগেল, তাঁর বুকের উপরে বসলো, ব'সে মেংকাউ-রা-এর সমাধি থেকে আনা ক্লিওপেট্রার গলার সেই পান্নার টুকরাটি আঁকড়ে ধরলো। তারপর বাদামী রঙের এই বাদুড়টি তিনবার উচ্চস্বরে চিৎকার ক'রে তিনবার ডানা ঝাঁপটিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

তারপর হঠাৎ কক্ষটিতে মৃতদের ছায়া পড়লো। দেখলাম সুন্দরী আরসিনো দাঁড়িয়ে আছে, তার গলায় কসাইর ছুরিকা বিদ্ধ, ঠিক মৃত্যুর সময় সে যেভাবে আঁতকে উঠেছিল সেই ভয়ঙ্কর ভাবটি মুখে-চোখে। যুবরাজ টলেমীকেও দেখতে পেলাম। তার দেহ বিষের জ্বালায় বিকৃত। মেংকাউ-রা রাজমুকুট পরিহিত অবস্থায় দাঁড়ানো। সেপা মামাও দাঁড়ানো, তাঁর গায়ের মাংস জল্লাদের চাবুকাঘাতে শতছিন্ন। আরও দেখতে পেলাম বিষ প্রয়োগে মৃত সেই সব ভৃত্যের দলও দাঁড়ানো। তা'ছাড়াও ছিল অগণিত মৃত লোকের ছায়া, তাদের দৃশ্য আরও ভয়াবহ। এসব ছায়া সেই ক্ষুদ্র কক্ষে জড়ো হ'য়েছে, তাদের কাঁচের মত চোখ হত্যাকারিণী মুমূর্ষু সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার উপরে ন্যস্ত।

আমি বললাম, "দেখো ক্লিপপেট্রা, তোমার শাস্তির প্রতীক দেখে মরো।"

চারমিয়ন বললো, "হাঁ দেখো, দেখে মরো। তুমি আমার সম্ভ্রম হরণ করেছো, আর হরণ করেছো মিশর থেকে তার সম্রাটকে।"

রাণী তাকালেন। তাকিয়ে সেই ভয়াবহ ছায়াগুলি দেখলেন। তাঁর আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে হয়তবা সেই ছায়াগুলির কথা এই মুহূর্তে শুনতে

পাচ্ছে, যা' আমার কাছে দুর্বোধ্য। তারপর তিনি আতংকে আঁতকে উঠে বিছানায় নিস্তেজ হ'য়ে পড়লেন, তাঁর বিশাল হরিণ-চোখ দু'টি ধীরে ধীরে আবছা হ'য়ে এলো, তারপর তিনি ঐ ছায়াগুলির সাথে মিশে তাঁর নির্ধারিত স্থানে গমন করলেন। তাঁর মরদেহ বিছানায় নিশ্চল হয়ে প'ড়ে রইলো।

আর আমি তখন প্রতিশোধের গর্বে হৃদয় ভরপুর করলাম। দেবতাদের বিচার সাঙ্গ হ'ল। কিন্তু আমার মন বেজায় খালি খালি মনে হ'ল। কোথাও শান্তি নেই, অন্ততঃ তাই আমার মনে হ'ল। এত বড় প্রতিশোধ নিয়েও আমি কিন্তু এক বিন্দুও আনন্দ পেলাম না। কারণ ভালবাসা মৃত্যুর চেয়েও নির্দয়, ভালবাসাই আমাদের পতনের কারণ, তবুও আমরা এই ভালবাসারই উপাসক, আর ভালবাসার প্রতিদানে আমরা বিষাদই প্রদান করি। তথাপি আমরা প্রেমের পূজারীই থেকে যাই, তথাপি আমরা হারানো কামনার জন্য দু'হাত প্রসারিত করে আমাদের হৃদয় নিংড়ানো রক্তে আমাদের মুকুটবিহীন দেবীদের সমাধি রঞ্জিত করি, কারণ প্রেম হ'ল স্বর্গীয়, এর মৃত্যু নেই।

নবম পরিচ্ছেদ

[চারমিয়নের বিদায় ঃ তার মৃত্যু ঃ বৃদ্ধা আতোয়ার মৃত্যু ঃ হারমাসিসের আবুদিস গমন ঃ ছত্রিশ স্তম্ভবিশিষ্ট উপাসনালয়ে হারমাসিসের স্বীকারোক্তি ঃ হারমাসিসের দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা]

এতক্ষণ ধ'রে চারমিয়ন আতঙ্কে আমার হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে আমার হাত ছেড়ে কর্কশ কণ্ঠে বললো, "কুৎসিৎ হারমাসিস! এত ভয়ানক তোমার প্রতিশোধ! আহ মৃত মিশর-সম্রাজ্ঞী! একশত পাপ সত্ত্বেও তুমি ছিলে যথার্থই সম্রাজ্ঞী। এসো রাজকুমার, এই মাটির দলাটি বিছানায় তুলে আমি একে রাজকীয় মর্যাদায় ভূষিত করবো, তুমি আমায় সাহায্য করো যাতে সিজারের সৈন্যরা মিশরের শেষ সম্রাজ্ঞীর নীরব প্রত্যুত্তর পেয়ে যেতে পারে।"

আমার মন ছিল অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। তাই তার কথার কোন উত্তরই আমি দিলাম না। সবকিছু শেষ হ'য়ে গেছে। তাই আমার মনে একটা ক্লান্তি অনুভব করতে লাগলাম। নীরবে আমরা দু'জনে ক্লিওপেট্রার মৃতদেহটা স্বর্ণের পালঙ্কে তুললাম। চারমিয়ন তাঁর শীতল কপালে রাজতিলক পরিয়ে দিয়ে ভ্রমর কালো চুলগুলি আঁচড়িয়ে দিলো। ঐ বিশাল চুলের মাঝে কখনো একগাছিও সাদা চুল দেখা যায়নি। রাণী যে সাগরের মত নীল বিশাল চোখ দু'টিতে একদা সমুদ্রের পরিবর্তনশীল প্রতিবিম্ব প্রস্ফুটিত হ'ত, সে হরিণ চোখ দু'টি চারমিয়ন চিরতরে বন্ধ ক'রে দিলো, তাঁর শীতল হাত দু'টি উন্মাদনা সৃষ্টিকারী স্তব্ধ বক্ষের উপরে ভাঁজ ক'রে রেখে দিলো। তারপর রত্নখচিত বসনের অভ্যন্তরে গুটানো শুভ্র পা দু'টি সোজা ক'রে দিয়ে চারমিয়ন মৃত রাণীর মাথার কাছে পুষ্পগুচ্ছ স্থাপন করলো। এই মুহূর্তে ক্লিওপেট্রা শীতল প্রশান্তির মাঝে তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ শ্বাসরুদ্ধকারী যৌবনের সৌন্দর্যের চেয়েও বেশী রাজকীয় মর্যাদায় শুয়ে আছেন।

আমরা পিছিয়ে তাঁর দিকে ও তাঁর পাদদেশে মৃত ইরাসের নিশ্চল দেহের দিকে তাকালাম। চারমিয়ন তখন বললো, "আমাদের কাজ হ'য়ে গেছে, চূড়ান্ত প্রতিশোধ পর্ব শেষ। এবার কি তুমিও ঐ একই পথে যাবে হারমাসিস?" ব'লে সে বিষের পাত্রটির প্রতি ইঙ্গিত করলো।

"না চারমিয়ন, আমি পালাবো, আরও কঠিন মৃত্যুর পথে পালাবো। এত সহজে আমার ইহলৌকিক শাস্তি হ'তে পারে না।"

"তাই হোক হারমাসিস। আর আমি –হারমাসিস—আমিও পালাচ্ছি।' কিন্তু আরও দ্রুতগতিশীল পাখায় ভর ক'রে পালাচ্ছি। আমার কাজ তো শেষ হয়েছে। আমিও প্রায়শ্চিত্ত করছি। ওহ্, কত নির্মম আমার অদৃষ্ট। আমি যাকে—যা' কিছুই—ভালবেসেছি তারই পতন ঘটেছে। আর তাই আমায় শেষ পর্যন্ত শূন্য হাতেই মরতে হচ্ছে। তোমার কাছে আমি প্রায়শ্চিত্ত করেছি। আমার প্রতি ক্রুদ্ধ দেবতাদের প্রতিও প্রায়শ্চিত্ত করেছি আর এখন ক্লিওপেট্রার প্রতি প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য যেখানে তিনি আছেন সেখানে সেই নরকে যাচ্ছি। আমায়ও তাঁর সাথে নরক ভোগ করতে হবে কারণ তিনি আমায় সত্যিই ভালবাসতেন হারমাসিস, আর এখন তাঁর মৃত্যুর পরে আমার মনে হচ্ছে যে তোমার পরে আমিই তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতাম। তাই তাঁর ও ইরাসের ঐ পাত্রেই আমিও বিষ পান করবো।" ব'লেই সে ক্ষিপ্র গতিতে স্বর্ণের সেই পাত্রটি হাতে নিয়ে বোতলে যেটুকু বিষ ছিল তা' ঢাললো।

আমি বললাম, "ভেবে দেখো চারমিয়ন, পেছনে ফেলে আসা দিনগুলির আড়ালে তোমার গত বিষাদময় জীবনের স্মৃতি ঢেকে রেখে এখনও তুমি আরও বহুদিন বেঁচে থাকতে পারবে।"

"এখনও আমি বেঁচে থাকতে পারি ঠিকই, কিন্তু আমি তা' চাইনে। তাহলে আমায় শতশত বিষাক্ত স্মৃতির শিকার হতে হবে। রাতের পর রাত যখন আমি বিনিদ্র অবস্থায় বিছানায় শুয়ে থাকবো তখন যে আমার অফুরন্ত লজ্জার কথা নতুন হ'য়ে মনে জাগবে। যে প্রেমের স্মৃতি আমি ভুলতে পারবো না তা' হারিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাইনে। ঝড়ে বিধ্বস্ত নিঃসঙ্গ গাছের মত দিনের পর দিন স্বর্গীয় বায়ুতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে মরুপানে তাকিয়ে থেকে বজ্রাঘাতের অপেক্ষায় থাকবো—না না হারমাসিস, আমি তা' চাইনে! অনেক আগেই আমার মৃত্যু হয়েছে হারমাসিস, কিন্তু তবুও শুধু তোমার কাজ করার জন্যই আমি বেঁচে ছিলাম। এখন আর আমায় তোমার প্রয়োজন নেই, বিদায়, চিরবিদায়! কারণ তুমি যেখানে যাচ্ছো সেখানে তো আর আমার যাওয়া সম্ভব নয়, তাই তোমার মুখ দেখার মত সৌভাগ্যও আমার আর হবে না। আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে তো আর তুমি যাচ্ছো না! কারণ তুমি আমায় ভালবাস না, যাকে তুমি স্বহস্তে হত্যা করেছো সেই ক্লিওপেট্রাকেই তুমি এখনও ভালবাস। তাকে তুমি পরজন্মেও

পাবে না আর জয়ীও তুমি কোনদিনও হবে না। এটাই নিয়তির নির্মম পরিহাস। কিন্তু হারমাসিস, এই বিদায় মুহূর্তে তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা, আমার বিদায়ের পরে তো তোমার কাছে আমি শুধু একটা লজ্জাকর স্মৃতি হিসেবেই থাকবো। শুধু আমায় বলো যে তোমার পক্ষে যতদূর সম্ভব ততদূর তুমি আমায় ক্ষমা করেছো। আর এই ক্ষমার নিদর্শণ স্বরূপ তুমি আমায় একটি চুমো দাও, ভালবাসার চুমো নয়, শুধু আমার কপালে একটি মাত্র চুমো দাও যাতে আমি অন্ততঃ একটু শান্তিতে মরতে পারি।"

তারপর সে দু'বাহু প্রসারিত ক'রে আমার কাছে এলো, করুণভাবে তাঁর ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগলো। আর আরও করুণ নয়নে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, "চারমিয়ন, জগতে ভাল ও মন্দ দু'রকমের কাজেই আমাদের স্বাধীনতা আছে। তথাপি আমার ধারণা, সবকিছুর উপরেই ভাগ্য বা নিয়তি বলতে একটা জিনিস আছে। সেই নিয়তির বায়ু অজানা এক উপকূল হ'তে প্রবাহিত হ'য়ে আমাদের লক্ষ্যের ক্ষুদ্র পালকে টেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের পথে প্রবাহিত করে, তা' আমাদের ইচ্ছার স্বপক্ষে হোক আর বিপক্ষেই হোকনা কেন, কিছুই এসে যায় না। আমি তাই তোমায় ক্ষমা করছি কারণ আমিও আশা করবো যে প্রতিদানে তুমিও আমায় ক্ষমা করবে। আর তাই এই প্রথম ও শেষবারের মত আমি তোমার কপালে চুমো দিয়ে আমাদের চিরশান্তি অংকিত ক'রে দিচ্ছি।" এই ব'লে আমার ঠোঁট দিয়ে হালকাভাবে তার ভ্রূ স্পর্শ করলাম।

সে কোন কথা না ব'লে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার চোখের দিকে করুণ নেত্রে তাকিয়ে রইল। তারপর সে বিষের পাত্রটি তুলে বললো, "রাজপুত হারমাসিস, এই ভয়ানক পাত্র ছুঁয়ে বলছি, এই বিষ পান না করলে চিরদিনই আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সম্রাট, তুমি তোমার সমস্ত পাপ অতিক্রম ক'রে এমন এক শান্তির রাজ্যে রাজত্ব করবে যেখানে হয়ত আমার যাওয়া সম্ভব হবে না। তোমার যে রাজদণ্ড আমি হরণ করেছি তার চেয়েও বেশী মূল্যবান রাজদণ্ড তুমি ধারণ করবে। চিরদিনের জন্য তাই তোমার কাছ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি হারমাসিস।"

সে করুণ নেত্রে আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে এক ঢোকে বিষ নিঃশেষ ক'রে পাত্রটি ফেলে দিল। তারপর মুমূর্ষু ব্যক্তির মত বিস্ফারিত চোখে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। সাথে সাথে মৃত্যু-দূতের আবির্ভাব

হ'ল, সে মেঝেতে ঢ'লে পড়লো। আমি তার মৃতদেহের দিকে ক্ষণিকের জন্য তাকিয়ে রইলাম।

তারপর আমি ক্লিওপেট্রার মৃতদেহের কাছে গেলাম। কক্ষে সবাই মৃত। কেউ কিছুই দেখতে পাবে না। আমি তাই মৃত রাণীর বিছানার পার্শ্বে ব'সে তাঁর মাথাটি তুলে আমার কোলে নিলাম। এমনিভাবে ক্লিওপেট্রার মাথা আমার কোলে নিয়েছিলাম সেই নিস্তব্ধ ভয়াবহ মেংকাউ-রা-এর সমাধিগহ্বরে ব'সে। কিছুক্ষণ নীরবে তাঁর শীতল মুখ-পানে তাকিয়ে থেকে তাঁর ভ্রূ দু'টিতে চুমো দিয়ে আমি এই মৃত্যুপুরী ত্যাগ করলাম। আমার চরম প্রতিশোধ নেওয়া হ'য়ে গেছে, কিন্তু তবুও হৃদয়ে আমার নৈরাশ্যের চাবুক পড়তে লাগলো।

ফটক পার হওয়ার সময় সিজারের একজন সেনাধ্যক্ষ আমায় জিজ্ঞেস করলো, "ভিতরে কি হচ্ছে ডাক্তার, আমি যেন মৃত্যুর আর্তনাদ শুনতে পেলাম?"

"কিছুই হচ্ছে না, সবই হ'য়ে গেছে" বলেই আমি ফটক অতিক্রম ক'রে চ'লে এলাম। তারপর অন্ধকারে পথ চলতে চলতে বহু লোকের চিৎকার ধ্বনি ও সিজারের দূতের পদশব্দ শুনতে পেলাম।

দ্রুতপদে আমি আমার কক্ষে উপস্থিত হলাম। সেখানে আতোয়া বারান্দায় দাঁড়ানো ছিল। সে আমায় নিয়ে একটি নিভৃত কক্ষে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কাজ হ'য়ে গেছে তো? অবশ্য জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই কারণ আমি জানি যে কাজ অবশ্যই হ'য়ে গেছে।" ব'লে সে আমার মুখের দিকে তাকালো। তার সাদা চুল ও কুঞ্চিত মুখের উপরে প্রদীপের আবছা আলোক পতিত হ'ল।

আমি রুষ্ট কণ্ঠে বললাম, "হাঁ, হ'য়ে গেছে এবং চমৎকারভাবেই হ'য়ে গেছে আতোয়া। সবাই মরেছে—ক্লিওপেট্রা, ইরাস, চারমিয়ন—আমি ছাড়া আর সবাই মরেছে।"

বৃদ্ধা আতোয়া সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে বললো, "আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে, তোমার ও মিশরের শত্রু নিধন হয়েছে। তাই আমি এবারে শান্তিতে বিদায় নিতে পারি। লা-লা-লা! তাহ'লে বৃথা আমি এই অস্বাভাবিক দীর্ঘ জীবন যাপন করিনি। তোমার শত্রুর ওপরে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। আমি মৃত্যুর গরল তৈরী করেছি আর তোমার শত্রুরা তা' পান করেছে। দাম্ভিকের দর্প চূর্ণ হয়েছে। মিশরের কলংক ধূলিসাৎ হয়েছে। আহ্, ওই ব্যভিচারিণীর মৃত্যুর দৃশ্য যদি আমি দেখতে পেতাম।"

"থামো আতোয়া থামো। মৃতেরা মৃত্যুপুরীতে উপস্থিত হয়েছে। তারা অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, আর চিরস্থায়ী নীরবতা তাদের ঠোঁট বন্ধ ক'রে দিয়েছে। মৃত মহাত্মাদেরে বিদ্রূপ করতে নেই। জলদি চলো, আমরা আবুদিসে যাই যাতে সবকিছুই কার্যকর করা যায়।"

"তুমি পালাও হারমাসিস। হারমাসিস, পালাও। কিন্তু আমি যাচ্ছি না কারণ আমি শুধু এই দৃশ্য দেখার জন্যই এতদিন এই পৃথিবীকে আঁকড়ে রেখেছিলাম। এবারে আমি জীবনসূত্র ছিন্ন ক'রে দিচ্ছি। আমার আত্মা মুক্ত হোক। বিদায় রাজপুত হারমাসিস, আমার তীর্থযাত্রা সফল হয়েছে। হারমাসিস, তোমায় আমি শিশুকাল থেকেই ভালবেসেছি, আর এখনও বাসছি। আমার আয়ু শেষ হয়েছে, তাই এ জগতে আর আমি তোমার দুঃখের সঙ্গী হ'তে পারছি না। ওসিরিস, তুমি আমায় গ্রহণ করো!"

তার পা কাঁপতে লাগলো। তারপর হঠাৎ সে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো। আমি দৌড়ে তার কাছে গেলাম। কিন্তু ততক্ষণে তার দেহ নিশ্চল হ'য়ে গেছে। তাই পৃথিবীতে আমায় সান্ত্বনা দেবার মত আর কেউই রইল না।

তারপর আমি বেরিয়ে পড়লাম। কেউই আমায় বাধা দিল না কারণ শহরের সবাই তখন অপ্রতিভ অবস্থায়। আগে ঠিক ক'রে রাখা একখানি জাহাজে চ'ড়ে আমি তারপর আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগ করলাম। অষ্টম দিনে আমি কর্তব্য সমাধা করার জন্য জাহাজ থেকে নেমে আবুদিসের পবিত্র মন্দিরাভিমুখে পদব্রজে চললাম। আগেই জেনেছিলাম যে সেখানে আবার উপাসনা শুরু হয়েছে কারণ চারমিয়ন ক্লিওপেট্রাকে পরামর্শ দিয়ে পরে রাজী করিয়েছিল। চারমিয়নের পরামর্শ তিনি শুনেছিলেন কিন্তু মন্দিরের ধন-রত্ন ফিরিয়ে না দিয়ে শুধু জমাজমি ছেড়ে দিয়েছিলেন। মন্দির পুনরায় পবিত্র হওয়ার এবং ঐ সময়ে তীর্থ থাকায় মিশরের সকল পুরোহিতই সেথির ঐ মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সেখানে দেবতাদের প্রত্যাবর্তনের উৎসব পালন করবেন।

আমি আবুদিস শহরে প্রবেশ করলাম। সেদিন ছিল ধর্মোৎসবের সপ্তম দিন। পথে আসতে আসতে দেখেছি সারিবদ্ধভাবে শতশত লোক স্থলপথে এই মন্দিরাভিমুখে আসছে। আমি ঐ জনসমুদ্রে মিশে সবারই সাথে গলা মিলিয়ে স্তুতিগান গাইতে গাইতে সনাতন ঐ কক্ষসমূহ অতিক্রম করলাম। এ গানের কলিগুলি আমার কাছে কত পরিচিত!

সেই পুরাতন গান ঃ

"সাত মহলা এই দেব দেউলে
চলো সবে ধীরে চরণ ফেলে।"

তারপর গান থামলো। প্রধান পুরোহিত সনাতন প্রভু 'রা' এর মূর্তি ঐ জনসমুদ্রের সামনে তুলে ধরলেন। "ওসিরিস, আমাদের আশা, ওসিরিস, ওসিরিস" ব'লে সমস্বরে চিৎকার ক'রে সবাই গায়ের কালো পোশাক ছিন্ন ক'রে প্রণতি করলো। তারপর সবাই খাবার জন্য যার যার নির্ধারিত স্থানে গমন করলো। আমি কিন্তু সেই দরবারেই থেকে গেলাম।

আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন পুরোহিত এসে জিজ্ঞেস করলেন সেখানে আমার কি কাজ আছে। আমি বললাম যে আমি আলেকজান্দ্রিয়া থেকে এসেছি এবং আমি প্রধান পুরোহিতের দরবারে যেতে চাই কারণ আমি জানি যে তাঁরা সেখানে আলেকজান্দ্রিয়ার ঘটনাবলীর উপরে বিতর্ক করবেন। পুরোহিত তখন চলে গেলেন। আমি আলেকজান্দ্রিয়া থেকে এসেছি শুনে প্রধান পুরোহিত আমাকে দ্বিতীয় কক্ষে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। আমি তাই সেখানে গেলাম।

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। কক্ষেই স্তম্ভের ফাঁকে ফাঁকে প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। এই কক্ষেই একদিন এমনি সমারোহে উভয় জগতের সম্রাট হিসেবে আমাকে অভিষিক্ত করা হয়েছিল। আজও ঠিক সেই দিনটির মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ একত্রে সারিবদ্ধভাবে ব'সে পরামর্শ করছেন। সবকিছু একই রকম। দেয়ালে সেই একই অমর দেবতাদের ছবি ঃ তাঁরা সেই একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। দরবারে আরও দেখতে পেলাম আমার সেই বিরাট ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত পাঁচজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব'সে আছেন। তাঁরা আমার অভিষেক অনুষ্ঠানেও ঐ একই চেয়ারে বসেছিলেন। কেবলমাত্র এই পাঁচজনই পালিয়ে ক্লিওপেট্রার প্রতিহিংসার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন।

আমি সেই মঞ্চের উপরে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখানেই আমার অভিষেক হয়েছিল। তাই এখানেই দাঁড়িয়ে আমার লজ্জাকর ভূমিকার শেষ অংক অভিনয় করার জন্য প্রস্তুত হলাম। এই মুহূর্তে মন যে আমার কতখানি তিক্ত হয়েছিল তা' ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

একজন লোক বললেন, "এতো সেই চিকিৎসক ওলিম্পাস, সে নিভৃতে থিবির সমাধি মন্দিরে বাস করতো আর শেষে ক্লিওপেট্রার গৃহচিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছে। তুমি বলো তো ক্লিওপেট্রা কি নিজ হাতে বিষ খেয়ে মরেছেন ?"

আমি বললাম, "হাঁ মহাত্মন, আমিই সেই চিকিৎসক। ক্লিওপেট্রা আমারই হাতে মারা গেছেন।"

"তোমার হাতে কি ক'রে মরলেন ? সে যাই হোক, ঐ ব্যভিচারিণী যে মারা গেছে এটাই আমাদের জোর বরাত।"

আমি বললাম, "ভদ্র মহোদয়গণ, আপনারা অনুমতি দিলে আমি সবকিছুই খুলে বলবো। এজন্যই আমি এখানে এসেছি। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন—আমি অবশ্য মাত্র কয়েকজনকেই চিনতে পারছি—যাঁরা প্রায় এগারো বছর আগে এখানে উপস্থিত হ'য়ে হারমাসিস নামক এক ব্যক্তিকে গোপনে সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত করেছিলেন।"

তাঁরা বললেন, "সবই সত্যি, কিন্তু ওলিম্পাস, তুমি এসব কথা কি ক'রে জানলে ?"

তাঁদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই আমি বললাম, "সাঁইত্রিশজন অভিজাত লোকের মধ্যে বত্রিশজন নিখোঁজ হ'য়ে গেছেন, কেউ কেউ আমেনেমহাটের মতই মৃত, কাউকে হত্যা করা হয়েছে সেপার মত, কেউ হয়ত খনির মধ্যে দাসের মত জীবন যাপন করছেন, আবার কেউ কেউ হয়ত ক্লিওপেট্রার প্রতিহিংসার ভয়ে দূর-দূরান্তরে পালিয়ে আছেন।"

তাঁরা বললেন, "সত্যি কথা, হায় অদৃষ্ট, নিছক সত্যি কথা। পাপিষ্ঠ হারমাসিস প্রতারণা ক'রে আমাদের সকল পরিকল্পনা নস্যাৎ ক'রে দিয়ে নিজেকে ব্যভিচারিণী ক্লিওপেট্রার কাছে বিক্রি ক'রে দিয়েছে।"

আমি মাথা তুলে বললাম, "সত্যি কথা ভদ্র মহোদয়গণ, হারমাসিস পরিকল্পনা নস্যাৎ ক'রে দিয়ে নিজেকে ক্লিওপেট্রার কাছে বিকিয়ে দিয়েছিল। আর, ভদ্র মহোদয়গণ, আমিই সেই হারমাসিস !"

কক্ষে যেন হঠাৎ বজ্রপাত হ'ল। পুরোহিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আশ্চর্য হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে কথা বললেন, আবার কেউ কেউ নিঃশব্দে ব'সে রইলেন।

"আমিই সেই হারমাসিস। আমিই সেই বিশ্বাসঘাতক, ত্রিগুণ পাপে পাপিষ্ঠ।—প্রভুদের কাছে বিশ্বাসঘাতক, স্বীয় দেশের কাছে বিশ্বাসঘাতক ও সর্বোপরি আমার প্রতিও আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আমি যা' কিছু করেছি তা' বলার জন্যই আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। যে আমার অধঃপতন ঘটিয়ে মিশরকে রোমানদের হাতে তুলে দিয়েছে তার উপরে আমি দেবতাদের প্রতিশোধ নিয়েছি। এখন অনেক বছর ধ'রে অবিশ্রাম কষ্ট ক'রে আমার জ্ঞানের জোরে ও দেবতাদের সহায়তায় আমার কাজ সিদ্ধ করেছি।

আর তাই আজ আমি আপনাদের সম্মুখীন হয়েছি আমার অপরাধ স্বীকার ক'রে বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি নিতে।"

প্রথম যে ব্যক্তি কথা বলেছিলেন তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, "সেই অনড় প্রতিজ্ঞা যে ভঙ্গ করেছে তার কি শাস্তি তা কি তুমি জানো?"

আমি বললাম, "আমি ভালভাবেই জানি, আর আমি সেই শাস্তির জন্যই অপেক্ষা করছি।"

"হারমাসিস, তুমি যদি সত্যিই হারমাসিস হও তাহলে এ বিষয়ে আরও কিছু বলো।"

আমি তাই পরিষ্কার ভাষায় উদাসীন কণ্ঠে কোন কিছুই গোপন না ক'রে আমার সমস্ত লজ্জাকর কাহিনী বর্ণনা করলাম। বলতে বলতেই আমি লক্ষ্য করলাম যে তাঁদের সবাইর মুখে একটা কঠিন ভাব ফুটে উঠেছে। আমি পরিষ্কার বুঝলাম যে আমার জন্য কোন দয়ার আশা বৃথা। অবশ্য তাঁদের কোন দয়াই আমি প্রত্যাশা করিনি বা চাইলেও পেতাম না।

আমার কাহিনী শেষ হ'লে তাঁরা আমাকে অন্য প্রকোষ্ঠে সরিয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ শুরু করলেন। তারপর তাঁরা আবার আমাকে সেই কক্ষে আনালেন। তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন থিবির স্বর্গীয় 'হাসেপু'র সমাধি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, একজন অতি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি নির্লিপ্ত কণ্ঠে পরিষ্কার ভাষায় বললেন, "হারমাসিস, আমরা তোমার ব্যাপার ভালভাবেই বিবেচনা করেছি। তুমি ভয়াবহ পাপ করেছো। আজ মিশর রোমানদের করতলগত, আর এই বিষাদময় পরিণতির জন্য তুমিই দায়ী। রহস্যময়ী মাতা আইসিসের প্রতি তুমি জঘন্যতম বীতশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছো। তদুপরি তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছো। এসব পাপের শাস্তি কি তা' তুমি নিশ্চয়ই জানো এবং তা' তোমাকে পেতেই হবে। যে ক্লিওপেট্রা তোমার অধঃপতনের কারণ তাঁকে তুমি হত্যা করেছো আর সততার পরিচয় দিয়ে তুমি এখানে এসে স্বীকারোক্তি করেছো ঠিকই কিন্তু আমাদের বিচারে তোমার পাপের বোঝা এতই বিশাল যে এজন্যও তোমাকে ক্ষমা করা যায় না। তুমি ভণ্ড পুরোহিত, মেংকাউ-রা-এর অভিশাপও তোমাকে ভোগ করতে হবে। তুমি বিপথগামী দেশপ্রেমিক! তুমি নির্লজ্জ মুকটবিহীন সম্রাট! যেখানে বসে আমরা তোমায় উভয় জগতের সম্রাট করেছিলাম সেখানে বসেই আমরা তোমায় চরম শাস্তি দিচ্ছি। তুমি এখন বদ্ধ অবস্থায় অন্ধ কারাগারে চরম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করবে। সেখানে বসে ভাবতে থাকো তুমি

কি। তোমারই পাপের ফলে অচিরেই যেসব প্রভুদের উপাসনা এই মন্দির থেকে বিলুপ্ত হবে, আমরা আজ যে দয়া তোমাকে দেখাতে অক্ষম, তাঁরা হয়ত তোমায় সে দয়া দেখাতে পারেন। একে কারাগারে নিয়ে যাও !”

তাঁরা সবাই আমাকে ধ'রে তখন কারাগারের দিকে নিয়ে চললেন। মাথা নত ক'রে আমি হাঁটতে লাগলাম, কোনদিকেই আমি তাকালাম না, কিন্তু অনুভব করলাম যে সকলের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আমার মুখে নিবদ্ধ।

ওহ্ ! সমস্ত লজ্জাকর ঘটনার মধ্যে এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশী লজ্জাকর ঘটনা !

দশম পরিচ্ছেদ

[রাজপুত হারমাসিসের শেষ লিপি]

মন্দিরের চূড়ায় অবস্থিত কারাগৃহে তাঁরা আমায় নিয়ে গেলেন। আজ আমি সেখানে বসে আমার অন্তিম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছি। কখন যে নিয়তির তরবারি পতিত হবে জানি না। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যেতে লাগলো। কিন্তু আমার এই মুহূর্ত গণনা শেষ হচ্ছে না। তথাপি অন্তিম পরিণতি আমার মাথার উপরে আবর্তিত হ'তে লাগলো। আমার চরম পরিণতির কথা আমি জানি—জানি না শুধু কখন তা' ঘটবে। হয়তবা ঘাতকের পদশব্দে আমার তন্দ্রা ভাঙ্গবে, আর দেখবো আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হয়তবা তারা এখনই আসছে, ঐ বুঝি তাদের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে, তারপরই সেই গোপন কক্ষ, তারপর ভয়ংকর মুহূর্ত! নামবিহীন শবাধার! আর শেষ পর্যন্ত আমাকে তাতে বদ্ধ করা হবে! ওহ্! আর এই পলে পলে মৃত্যু ভাল লাগে না, দেরী আর সহে না, যা' হবার তা' তাড়াতাড়িই হ'য়ে যাক!

আমি সবকিছুই লিখে ফেলেছি, কিছুই গোপন করিনি, পাপ আমি করেছি আর প্রতিশোধও নিয়েছি। সবকিছুই এখন তমশাময়, আর ছাইয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে! আর, পরজগতে আমার যে বিভীষিকাময় জীবন হবে তার জন্য আমি প্রস্তুতি নিচ্ছি! আমি যাচ্ছি, কিন্তু নিরাশ হ'য়ে নয়। রহস্যময়ী মাতা আইসিসকে আমি আর দেখতে পাচ্ছি না, তিনি এখন আর আমার প্রার্থনার উত্তর দেন না, তবু আমি সেই পবিত্র ও অমর মাতার প্রতি সদা সজাগ, কারণ তিনি আমার সাথে আছেন, আবার তাঁর সাথে আমার মুখোমুখি দেখা হবে। আর সেই সুদূর ভবিষ্যতের সেই দিনে আমি তাঁর ক্ষমা পাবোই! তখন আমার পাপের বোঝা নেমে যাবে, আমি পাপমুক্ত হ'য়ে আবার নির্দোষ হবো। আর তখন পাবো স্বর্গীয় শান্তি!

হে আমার জন্মভূমি খেম! স্বপ্নেও আমি আজ তোমার রূপ মাধুরী দেখতে পাচ্ছি। একের পর এক করে বিভিন্ন দেশ নিয়মের শৃঙ্খল তোমার কণ্ঠে জড়িয়ে দিয়ে চাপিয়ে দিচ্ছে তোমার মাথায় দাসত্বের বোঝা। আমি দেখতে পাচ্ছি নতুন নতুন ধর্ম-বিশ্বাস সিহর নদীর উপকূল দিয়ে এসে তোমার সন্তানদেরে উপাসনার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আমি স্পষ্ট চোখে দেখতে পাচ্ছি তোমার পবিত্র মন্দিরসমূহ ধূলিতে লুটিয়ে পড়ছে। এই

সব মন্দিরসমূহ তোমার পরবর্তী সন্তানদের জন্য হ'য়ে থাকবে পরম আশ্চর্যের বিষয়, আর তারা সমাধি মন্দিরগুলি খুঁড়ে তোমার মহান সন্তানদের দেহগুলি তুলে ছিন্নভিন্ন করবে। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার বর্তমান রহস্য পরবর্তীদের কাছে কৌতুকের বিষয় হ'য়ে থাকবে, আর তোমার জ্ঞানের ভাণ্ডার তাদের হাতে মরুভূমিতে পানির মত বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে। আমি দেখতে পাচ্ছি রোমের ঈগল-নিশান তোমার বক্ষে পত্‌পত্‌ ক'রে উড়ছে, তাদের বর্শা এখনও রক্তে রঞ্জিত, তাদের বর্বর সৈন্যদের হাতের বর্শাগুলি বিদ্যুৎঝিলিকের মত ঘুরছে। কিন্তু এই ঈগল-নিশানও একদিন ধ্বংস হবে। আমি আরও জানি তুমি আবার মাহাত্ম্য অর্জন করবে, স্বাধীন হবে, আবার তোমার দেবতাদের কদর হবে, তাঁরা অন্য নামে ও অন্যরূপে প্রকাশিত হবেন, তবু তাঁরা তোমারই দেবতা হিসেবে থাকবেন।

আবুদিসের প্রান্তে সূর্য নিমজ্জিত হচ্ছে। তার রক্তিম বাণ ছড়িয়ে যাচ্ছে মন্দির চূড়ায়, সবুজ মাঠে, আর সিহর নদীর জলে। শিশুকালেও ঐ দৃশ্য আমি বহু দেখেছি। দূরবর্তী ঐ স্তম্ভের গাত্রে সূর্যের এই বিদায়ী রশ্মির চুম্বন আমি শিশুকালে দেখেছি, আর ঐ মন্দিরে পতিত ছায়াও দেখেছি। সবকিছুই এখনও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে! কেবলমাত্র আমি —আমারই পরিবর্তন ঘটেছে—আর এই এত পরিবর্তন সত্ত্বেও আমি সেই আমিই আছি!

ওহ্‌ ক্লিওপেট্রা! ধ্বংসকারিণী ক্লিওপেট্রা! ওহ্‌! তোমার স্মৃতি যদি আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারতাম! কিন্তু তা' হবার নয়, তাই আমার শত দুঃখের মাঝেও এটাই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ! তবুও তোমাকে আমার ভালবাসতেই হবে। তবুও তোমার প্রেমের তীক্ষ্ন শর আমাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করতে হবে! তথাপি তোমার মধুর কণ্ঠের বিজয়ের হাসি আমার কানে বাজবে, সেই পতনোন্মুখ ঝর্ণার কলকল ধ্বনি আমার কানে বাজবে—আর বুলবুলির সুমধুর গান······

[এখানেই তৃতীয় বাণ্ডিলটির পাপিরাসের উপরে লেখা আকস্মিকভাবে শেষ হয়েছে। তাই একথা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এই মুহূর্তেই লোকজন এসে লেখককে ধরে নিয়ে গিয়েছে চরম শাস্তি দেয়ার জন্য।]

ভয়ের কথা বলছো। আমি দেবতাদেরও
ভয় পাইনা। নরকের দেবতারা পুরুষ
হলে সেখানেও আমি হবো সম্রাজ্ঞী—
একবার যখন রাণী হয়ে জন্মেছি তখন
জন্ম জন্মান্তরেও আমি রাণী হয়ে জন্মাবো

—ক্লিওপেট্রা

ক্লিওপেট্রা